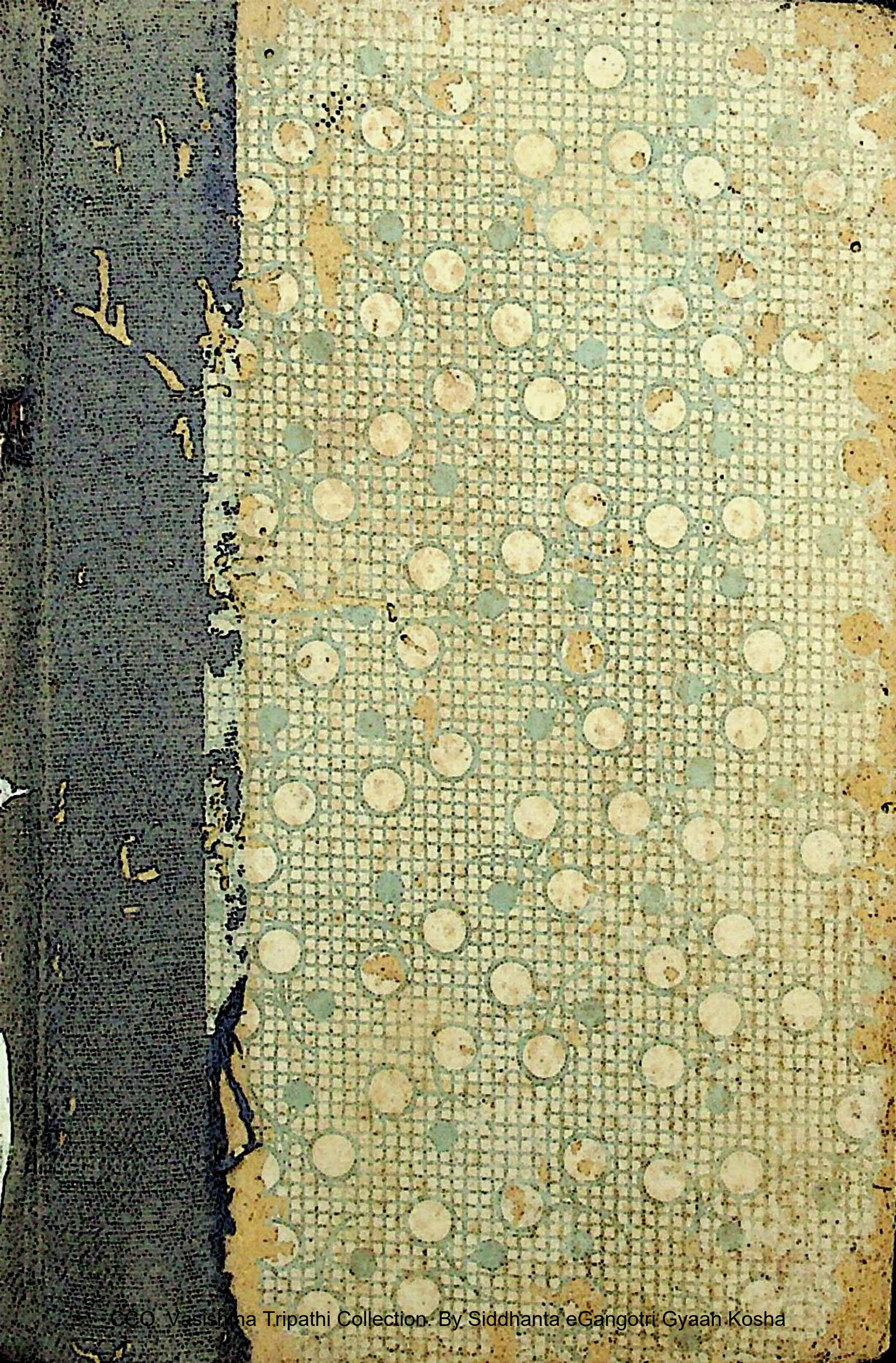


Mahaprabhu Lal Goswami

2.4 - A/m

মায়াবাদ

মায়াবাদ

সাধু শান্তিনাথ

সাধু শান্তিনাথ বিরচিত

ও

প্রকাশিত

1932

প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকর্ত্তার নিকট।

বর্ত্তমান ঠিকানা :—**Mangal Bhaban**

Panchavati

NASIK

অদ্বৈততত্ত্বপ্রবোধিনী (সংস্কৃত)=(অমুদ্রিতপ্রকরণগ্রন্থসংগ্রহ-প্রথম ভাগ), অদ্বৈতসিদ্ধান্ত (হিন্দী), অদ্বৈতসিদ্ধান্ত (বাঙ্গলা), মায়াবাদ (বাঙ্গলা),—এ সকল গ্রন্থ বিনামূল্য বিনামাশুলে (free price and postage) প্রেরিত হয়।

মায়াবাদ

বিষয় সূচী।

ভূমিকা।

প্রথম অধ্যায়

[প্রথমতঃ কার্য্যকারণভাবের বিচার করিতে হইবে। কার্য্য কারণসত্তার ভেদক না হওয়ায় কার্য্য এবং কার্য্যভেদ সদ্‌বিলক্ষণ অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়। দ্বিতীয়তঃ সংস্বরূপ বিচার দ্বারা উহাকে অনুগত ধর্ম্মিরূপে সিদ্ধ করিতে হইবে। সংস্বরূপের উপাদানত্ব প্রতিপন্ন হওয়ার পর সন্মাত্রব্যতিরিক্ত অপর কারণ (সদ্‌বিলক্ষণ) আবশ্যক ইহা তৃতীয়তঃ প্রদর্শন করিতে হইবে।] কার্য্যকারণভাবের বিচারানন্তর সংস্বরূপ বিচার্য্য। সং ভিন্ন ভিন্ন বস্তুস্বরূপ নহে ৩০—৩২ সং অস্তিত্বাদিরূপ ধর্ম্ম নহে ৩২—৩৪ ; সং জাতিরূপধর্ম্ম এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ (নৈয়ায়িকবৈশেষিকসম্মত) ৩৪—৩৫ ; সত্তাজাতিখণ্ডনপুরঃসর সিদ্ধান্তপক্ষ (সত্তা অনুগত ধর্ম্মিরূপ এই পক্ষের) প্রতিপাদন ৩৫—৪২ ; সংস্বরূপের উপাদানত্ব-সিদ্ধি ৪২ ; উপাদানের লক্ষণ সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষীয় মত-প্রদর্শন ৪২ ; “ সমবায়সম্বন্ধে বিকারযুক্ত কারণ (বিকার-সমবায়ি) উপাদান ” এই লক্ষণের বিস্তারিত খণ্ডন ৪৩—৫১ ; পরাভিমত উপাদানলক্ষণের খণ্ডনপুরঃসর অদ্বৈতি-সম্মত উপাদানলক্ষণকথন (অর্থাৎ যদভিন্ন কার্য্য উৎপন্ন হয় সেই কারণ উপাদান ; অভেদ অর্থ পৃথক্‌সত্তাশূন্যত্ব) ৫১ ; সতের উপাদানত্ব মানিলে অনুভববিরোধ হয় এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ ৫১—৫২ ; সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক উক্ত বিরোধ পরিহার করতঃ সতের উপাদানত্বপ্রতিপাদন ৫২—৫৩ ; কার্য্যকারণতার

সিদ্ধান্তটী প্রয়োগ করতঃ মায়াবাদ প্রতিষ্ঠা ৫৩—৫৪ (অর্থাৎ কার্য্যের এবং কার্য্যভেদের অনির্ব্বচনীয়ত্ব উপপাদান করিবার জন্য সন্মাত্র ব্যতিরিক্ত অনির্ব্বচনীয় কারণের নিরূপণ। এরূপ অনির্ব্বচনীয় কারণ ব্যতীত কার্য্যেতে এবং উহার ভেদেতে অনির্ব্বচনীয়ত্ব হইতে পারে না)। প্রকারান্তরে মায়াবাদপ্রতিপাদন (অর্থাৎ কার্য্যের স্বরূপ বিচার করতঃ উহার অনির্ব্বচনীয়ত্ব সিদ্ধ হওয়ায় সেই অনির্ব্বচনীয় কার্য্যের কারণ অনির্ব্বচনীয় উহাই মায়া) ৫৫—৬১ ; [উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ নহে ৫৫—৫৬ ; সৎও নহে ৫৬—৫৭ ; অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অনির্ব্বচনীয় (সদসদ্বিলক্ষণ) ৫৭ ; কার্য্যত্বানুপপত্তির ন্যায় নাশানুপপত্তিও অনির্ব্বচনীয়ত্বে প্রমাণ ৫৭—৫৮ ; অনির্ব্বচনীয়বাদে শংকা-উত্থাপন ৫৮ ; উক্ত শঙ্কার পরিহার ৫৮ , কার্য্য সদসতুভয়-রূপে নির্ব্বচনীয় নহে ৫৯ ; পুনঃ কার্য্যের অসত্ত্ব সত্ত্ব সত্ত্বা-সত্ত্ব এই পক্ষত্রয়ের খণ্ডন ৬০—৬১ ; কার্য্যস্বরূপ অনির্ব্বচনীয় হওয়ায় কার্য্যের উপাদান অনির্ব্বচনীয় মায়া ৬১]

সৎ প্রপঞ্চ ” এইরূপ প্রতীতির বিশ্লেষণানন্তর প্রপঞ্চের অপারমার্থিকত্ব প্রতিপাদন করতঃ মায়াবাদ প্রতিষ্ঠা ৬১—৬২ঃ অবধিভূত সাক্ষিরূপ সচ্চিন্মাত্র নামরূপরহিত অথচ উহাই জগদুপাদান, অনামরূপ ব্রহ্মের নামরূপাকার প্রতিভাসের হেতুরূপে মিথ্যা মায়া সম্ভাবনীয় ৬২—৬৪ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথমাধ্যায়ে সদসদ্বিলক্ষণ মূলকারণরূপে যাহার সম্ভাবনা করা হইয়াছে তাহা অনুভবসিদ্ধ অজ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে ইহা প্রতিপাদনের জন্য দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রারম্ভ। এই উদ্দেশ্যে জীবান্তর্ভূত জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তি অবস্থাত্রয় বিচার্য্য ৬৫; জাগ্রদবস্থাগত যথার্থজ্ঞান এবং যথার্থজ্ঞেয়ের অনুভবানুসার বাহ্যাভ্যন্তরব্যাপ্ত অজ্ঞান স্বীকার্য্য ৬৫ ; উহা ঘটাদিবাহ্য-বস্তুর স্বরূপ বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে ৬৫—৬৬ ; উহা জ্ঞানবিরোধী ৬৬ ; এই জ্ঞানবিরোধিপদার্থ জ্ঞানাভাব-রূপ নহে কিন্তু ভাবরূপ ৬৬—৬৭ ; ভ্রান্তিজ্ঞান এবং ভ্রান্তি-দৃশ্যের উপাদানকারণরূপে ভাবরূপ অজ্ঞান সিদ্ধ হইবে ; এইহেতু ভ্রান্তিবিষয়ক অপরপক্ষের খণ্ডনপুরঃসর অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি (প্রাতিভাসিক ভ্রান্তিজ্ঞান এবং প্রাতিভাসিক বিষয়ের উৎপত্তি) প্রতিপাদন ৬৭—৭২ ; ঐ অবভাসের উপাদান অজ্ঞান ৭৩—৭৭ ; (অজ্ঞানের অনির্ব্বচনীয়ত্ব এবং অনাদিত্ব-সিদ্ধি ৭৬) ; প্রাতিভাসিক (অনির্ব্বচনীয়) রজতাদির সহিত ব্যাবহারিক শুক্তিআদির অবাস্তব (আধ্যাসিক) তাদাত্ম্য-প্রতিপাদন এবং উহার অজ্ঞানমূলকত্বকথন ৭৭—৭৮, এইরূপে জাগ্রতাবস্থার (যথার্থজ্ঞান এবং যথার্থজ্ঞেয়ের দিক হইতে তথা অযথার্থজ্ঞান এবং অযথার্থজ্ঞেয়ের দিক হইতে) বিচার

করতঃ অজ্ঞানের স্বরূপ এবং উহার কার্য্য প্রতিপাদনানন্তর স্বপ্নাবস্থাবিচারদ্বারা অজ্ঞানবাদপ্রতিষ্ঠা ৭৮—৮১ ; (অর্থাৎ সদসদ্বিলক্ষণ রজতাদির ন্যায় স্বপ্নেও অনির্ব্বচনীয় পদার্থের উৎপত্তি হয় এইরূপ নিরূপণানন্তর ঐ প্রাতিভাসিক অধ্যাস, ভ্রান্তিস্থলীয় জ্ঞানাধ্যাসঅর্থাধ্যাসের ন্যায়, অজ্ঞানমূলক এইরূপ কথন। উহাদের মিথ্যাত্ব হওয়ায় মিথ্যাউপাদান আবশ্যক। অধিকসত্তাক সাক্ষিচেতনরূপ অধিষ্ঠানে ন্যূনসত্তাক প্রতিভাস হওয়ায় স্বপ্ন মিথ্যা। এরূপ মিথ্যাপদার্থ, অধিষ্ঠানে স্বরূপতঃ না থাকায় অধিষ্ঠানাশ্রিত অজ্ঞানোপাদানক হইয়া থাকে)। সুষুপ্তিতে অহংকারের বিরামেও ভাবরূপ অজ্ঞান সাক্ষি-চেতন দ্বারা ভাস্য এইরূপ সিদ্ধান্তপ্রদর্শন ৮১—৮২ ; অনুভবসিদ্ধ অজ্ঞান মূলকারণ এইরূপ সিদ্ধান্তপ্রতিপাদনের রীতিকথন ৮২ ; (অহংকারাতীত সাক্ষিপ্রকাশ প্রতিপাদনের অনন্তর সৎস্বরূপ এবং চেতনের একতা প্রদর্শন করিতে হইবে। উহার অখণ্ডত্ব প্রতিপন্ন হওয়ার পর উহার অপরিণামিত্ব প্রতিপাদন করিতে হইবে। তারপর উহার সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত জ্ঞেয়প্রপঞ্চান্তর্গত কার্য্যজগতের উপাদান-রূপে সদ্‌বিলক্ষণ চেতনবিলক্ষণ মূলকারণের সিদ্ধি হইবে।) অহংকারাতীত সাক্ষিপ্রকাশনিরূপণ ৮২—৮৯ ; (অন্তঃকরণের দিক্ হইতে বিচার করতঃ তদতীত সাক্ষিপ্রকাশ প্রতিপাদন

৮৩—৮৫ ; বহিঃপদার্থের দিক্ হইতে বিচার করতঃ প্রমাণাতীত সাক্ষিচেতনপ্রতিপাদন ৮৫—৮৬ ; বৃত্তিজ্ঞান এবং চেতনস্বরূপ জ্ঞানের ভেদপ্রদর্শন ৮০—৮৯)। সৎস্বরূপ এবং চেতনের একত্বাপ্রতিপাদন ৯০—১০২, (জড়চেতনের সম্বন্ধবিষয়কবিচার ৯২—৯৬) ; অদ্বৈত সচ্চিৎস্বরূপের দিক্ হইতে বিভক্তজ্ঞেয়প্রপঞ্চের বিচার করতঃ মায়াবাদপ্রতিষ্ঠা-উদ্দেশ্যে বিভক্তপ্রতিভাস সৎস্বরূপের স্বরূপভূত নহে এইরূপ প্রতিপাদন, ১০২, তদনন্তর জ্ঞেয়প্রপঞ্চ জ্ঞানস্বরূপের স্বরূপ-ভূত বা উহার ধর্ম্মভূত নহে এইরূপ প্রতিপাদন ১০২—১০৪; জড়পদার্থ তত্ত্বতঃ চৈতন্যের অন্তর্ভূত না হওয়ায় অথচ উহার সহিত তাদাত্ম্যযুক্ত হইয়া প্রতিভাত হওয়ায় তথা অন্যের অন্যাত্মত্ব (অধিকসত্তাক অধিষ্ঠানে ন্যূনসত্তাক প্রতিভাস) বাস্তব সম্ভব না হওয়ায় ঐ অযথার্থ প্রতিভাস অজ্ঞানমূলক। অজ্ঞান ব্যতিরেকে পরমার্থতঃ অন্যের অন্য-রূপে অবভাস অসম্ভব ১০৪—১০৫ ; জড়চেতনের অন্যো-ন্যাধ্যাসনিরূপণ ১০৫—১০৭ ; চেতনের অধ্যাসাধিষ্ঠানত্ব এবং জড়ের চেতনাভেদে প্রকাশমানত্ব অজ্ঞানমূলক ১০৭ ; অখণ্ডতত্ত্ব পরিপূর্ণরূপে অস্ফুট অথচ সচ্চিদ্‌রূপে স্ফুট। উহা অজ্ঞানমূলক। অদ্বিতীয়াকারে প্রাপ্তপ্রকাশের অপ্রকাশত্ব এবং তদ্‌বিপরীত স্ফুরণ অজ্ঞানজনিত হইয়া থাকে ১০৮—১০৯ ; জড়াজ্ঞান জড়কার্য্যের পরিণামিউপাদানকারণ

(দৃশ্য জড় চিদাশ্রিত কার্য্যবর্গ তৎস্বভাব অজ্ঞানমূলক,) চেতন অধিষ্ঠানরূপে কারণ, পরিণামিরূপে নহে ১০৯—১১২; অজ্ঞানবাদে অবিরোধপ্রদর্শন ১১৩; অজ্ঞান অনির্ব্বচনীয় শক্তি ১১৪; অনির্ব্বচনীয় অবচনীয় নহে ১১৪; অজ্ঞান সাংখ্য প্রকৃতি নহে ১১৫; উহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মত "বিশেষ" নহে কিন্তু উহা অপারমার্থিক ১১৫; অনাদি জীবব্রহ্মবিভাগাদি অজ্ঞানস্থিত্যধীন ১১৫; অজ্ঞানবাদ স্বীকার বিনা "নাহং ব্রহ্ম, অহং মনুষ্যো কর্ত্তা ভোক্তা" ইত্যাদি প্রতীতি উপপন্ন হয় না ১১৬—১২৪ (অহংকারাতিরিক্ত আত্মা ইহা প্রদর্শন করতঃ অহংকার এবং আত্মার অন্যোন্যাধ্যাসপ্রতিপাদন ১১৮—১২০)। অজ্ঞান আবরণাত্মক ১২৩; পুনঃ অজ্ঞানবাদের উপপত্তিপ্রদান এবং উহার আকারদ্বয়নিরূপণ ১২৪—১২৫; জড়চেতনের অজ্ঞানমূলক তাদাত্ম্যাধ্যাস হওয়াতেই প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ এবং উহাদের বিষয়ের ব্যবস্থা হইয়া থাকে ১২৫—১৩০; চেতনের সহিত অন্তঃকরণের অজ্ঞানমূলক আধ্যাসিক তাদাত্ম্য হওয়াতেই প্রমাতৃত্ব হইয়া থাকে ১৩০—১৩২; উপসংহার ১৩২—১৩৩।

———

মায়াবাদ।

ভূমিকা।

ভারতীয় দার্শনিকগণের সংক্ষেপতঃ ত্রিবিধ প্রস্থানভেদ বিদ্যমান—আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ, বিবর্ত্তবাদ। পার্থিব আপ্য তৈজসীয় এবং বায়বীয় চার প্রকার পরমাণু দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগৎকে আরম্ভ করিয়া থাকে, অসৎই কারণব্যাপারপ্রযুক্ত জন্মিয়া থাকে ইহা ন্যায়বৈশেষিকমীমাংসকগণের অভিমত। পরমাণুবাদ চার্ব্বাক, জৈন (পৌদ্‌গলিক) এবং বৌদ্ধবিশেষেরও (সংঘাতবাদ) স্বীকৃত। সত্ত্বরজঃতমগুণাত্মক প্রধানই মহদ্‌অহংকারাদিক্রমে পরিণামপ্রাপ্ত হয়, পূর্ব্বেও সূক্ষ্মরূপে স্থিত হওয়ায় সৎই কার্য্য কারণব্যাপার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, অসতের উৎপত্তি সম্ভব নহে বা সতের বিনাশ নহে অতএব আবির্ভাবতিরোভাবমাত্র উৎপত্তিবিনাশ শব্দদ্বয় দ্বারা অভিহিত হয়—দ্বিতীয় প্রস্থানভেদ (পরিণামবাদ) সাংখ্যযোগপাশুপতগণের অভিপ্রেত। ব্রহ্মপরিণাম জগৎ ইহা বৈষ্ণবগণের মত। স্বপ্রকাশ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম স্বমায়াবশে মিথ্যাই জগদাকারে কল্পিত হয় "বিবর্ত্তাধিষ্ঠানত্বাৎ" এই তৃতীয় প্রস্থান (বিবর্ত্তবাদ) অদ্বৈতিগণের মান্য। অতাত্ত্বিক অন্যথাভাব এবং নিজেতে কার্য্যজনকত্ব, বিবর্ত্তের লক্ষণ। সৎকার্য্যবাদিগণের সতের উৎপত্তি সম্ভব নহে "বিদ্যমানত্বাৎ আত্মবৎ"। অসৎবাদীর অসদ্-

বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব নহে "অবিদ্যমানত্বাৎ শশবিষাণবৎ"। অতএব সৎ বা অসৎ (বা সদসৎ উভয়) রূপে অনির্ব্বাচ্যই জগৎ ইহাই সিদ্ধান্ত। অনির্ব্বাচ্য অর্থ অবাচ্য বা বচনের অযোগ্য নহে। উহা জ্ঞাতার অসামর্থ্যবোধক এরূপ নহে কিন্তু বস্তুস্বভাবের পরিচয়মাত্র। "অনির্ব্বচনীয়" এইরূপ বাক্যদ্বারা সত্ত্বাসত্ত্বের দুর্নিরূপত্ব প্রকটিত হয়। সৎ বা অসৎ বা সদসৎ এই পক্ষত্রয় তথা ভেদপক্ষ অভেদপক্ষ ভেদাভেদপক্ষ দোষদুষ্ট হওয়ায় অবশেষ অগত্যাগতিতে উক্ত সদ্ধান্তের শরণাপন্ন হইতে হয়।

সৎ (নিরপেক্ষ) কিছু সিদ্ধ না হইলে অনির্ব্বচনীয়তা (সাপেক্ষ) প্রদর্শিত হইতে পারে না। সৎ চৈতন্যস্বরূপ সাক্ষিরূপে প্রতিভাত, তদ্-অন্য পদার্থ জ্ঞেয় বা জড়। ব্যভিচারী জড় পদার্থে অব্যভিচারী হওয়ায় চেতনের দ্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয়। দ্রষ্টার (কূটস্থবোধের) দৃশ্যধর্ম্মকতা যুক্ত নহে, জড়চেতনবিরুদ্ধস্বভাবদ্বয়ের বাস্তব তাদাত্ম্য সম্ভব নহে অন্যের অন্যাত্মত্ব পারমার্থিক সম্ভব নহে, যেহেতু স্থিতের বা নষ্টের উহা অসম্ভব। ইত্যাদি বহুবিধ যুক্তি দ্বারা অনির্ব্বচনীয়বাদ বা মায়াবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় ইহা গ্রন্থপাঠে সুবিদিত হওয়া যাইবে। কার্য্যকারণভাবের বিচার দ্বারা কিরূপে মায়াবাদ বা অজ্ঞানবাদ প্রতিপন্ন হয় সে বিষয় সুস্পষ্টরূপে এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিজ্ঞ পাঠকগণ পরিশিষ্টটী অবহিত হইয়া পাঠ করুন, পক্ষপাতরহিত হইয়া মনন করুন ইহা গ্রন্থকর্ত্তার সবিনয় নিবেদন। ইতি॥

———

মায়াবাদ।

প্রথম অধ্যায়

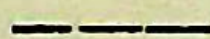
(১)

অদ্বৈতবৈদান্তিকসম্মত সিদ্ধান্ত মায়াবাদ নামে প্রসিদ্ধ। অধিষ্ঠানপ্রাধান্যদৃষ্টিতে যে সিদ্ধান্তকে অদ্বৈতবাদ (কেবলা-দ্বৈতবাদ) বলা হয় উহাই অধ্যস্তপ্রাধান্যে মায়াবাদ নামে অভিহিত হয়। মায়াশব্দে সদ্‌বিলক্ষণ মূলোপাদান বুঝায়। অতএব মায়াবাদ প্রতিপাদনোদ্দেশ্যে কার্য্যকারণভাব বিচার করা আবশ্যক।

কার্য্যকারণভাব লোকপ্রসিদ্ধ, মৃত্তিকা ঘটের কারণ, সুবর্ণ কুণ্ডলের কারণ ইত্যাদি। কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে উপাদানকারণের উপলব্ধি সত্ত্বেও কার্য্যের উপলব্ধি হয় না, অথচ কার্য্যোৎপত্তির পশ্চাৎ কারণ হইতে অপৃথক্‌ভূত কার্য্য অনুভূত হয়। এই অনুভবের ভিন্ন ভিন্ন উপপত্তি কল্পিত হইয়া থাকে। এতন্মধ্যে কার্য্যকারণের ভেদবাদ অভেদবাদ ভেদাভেদবাদ অনির্ব্বচনীয়বাদ সুপ্রসিদ্ধ। 'গুণগুণিসম্বন্ধেও এ সকল বাদ প্রসিদ্ধ।

ন্যায়বৈশেষিকপ্রভাকরমত।

এই মতে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য (যাহা করা হয় তাহা) অসৎ অর্থাৎ তৎকালীন স্বজনক অভাবপ্রতিযোগী (ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটপ্রাগভাব থাকে, উহা প্রতিযোগিরূপ-ঘটের জনক)। অতএব পূর্ব্ব অনুপলব্ধি উপপন্ন হয় তথা কারণ হইতে কার্য্য সর্ব্বথা ভিন্ন ইহা সিদ্ধ হয়। কার্য্য এবং উপাদান-কারণ সর্ব্বথা ভিন্ন হইলেও এমন কোন সম্বন্ধ আছে যাহার দরুণ কার্য্যোৎপত্তির অনন্তর উহারা অবিনাভূত (ইহ অয়ং) প্রতীত হয়। ঐ সম্বন্ধ উক্ত পৃথক্ সম্বন্ধিদ্বয় হইতে সর্ব্বথা পৃথক্। ঐ সম্বন্ধ সববায় (অভেদ বা তাদাত্ম্য নহে)। আকাশকুসুম কেবল অসৎস্বভাব, ঘটপটাদি পদার্থ কিন্তু সদসৎস্বভাব। কারণব্যাপারের পূর্ব্বে ঘটাদিপদার্থ অসৎ পশ্চাৎ সৎ হয়। অসৎ বস্তুর উৎপত্তি হয়, উৎপন্ন বস্তুর বিনাশ (নিরন্বয়) হয়, এইহেতু সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব বস্তুধর্ম্ম।



সাংখ্যপাতঞ্জলপাশুপতমত।

কার্য্যের, উৎপত্তির পূর্ব্বে অবিদ্যমানতা হইলে, সেই কার্য্যসকলের সত্ত্বধর্ম্মাশ্রয়-কারণের সহিত সম্বন্ধ হইবে না, যেহেতু সৎ এবং অসতের সম্বন্ধ অনুপপন্ন। আর কারণের সহিত অসম্বদ্ধ কার্য্যের উৎপত্তি মানিলে অব্যবস্থিতি হইয়া

যাইবে। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যকে সৎ বলিতে হইবে। কার্য্যসকল কারণে অব্যক্ত থাকায় পূর্ব্ব অনুপলব্ধি উপপন্ন হয়। উহারা কারকসমবাধানে আবির্ভূত হয়, অভিব্যক্ত হইয়া কারণগর্ভিত স্থিত হয়, অতএব কার্য্যকারণের অপৃথক্ প্রতীতি হয়। কার্য্যসকল তিরোহিত হইয়া অব্যক্তরূপে পুনর্ব্বার কারণে অবস্থান করে (নিরন্বয়নাশ হয় না)। অতএব কার্য্যকারণের সর্ব্বথা ভেদ সমীচীন নহে। সুতরাং সমবায় মান্য নহে। প্রাগভাব মানাও সঙ্গত নহে। ঘটপ্রতিযোগিক বা ঘটনিরূপিত প্রাগভাব ঘটোৎপত্তির নিয়ামক হইতে পারে না। অসৎ ঘটাদির প্রতিযোগিত্ব-নিরূপকত্বাদিধর্ম্ম অসম্ভব। অভাবেও বিশেষ হইতে পারে না। অতএব কার্য্য এবং কারণের সম্বন্ধকে তাদাত্ম্য মানিতে হইবে। তাদাত্ম্য অর্থ অভেদ (কিঞ্চিৎ ভেদ সহিত)। কার্য্য কোনও কালে অসৎ না হওয়ায় তথা ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর অভেদ মান্য হওয়ায় (সমবায় নাই) ভিন্ন ভিন্ন বস্তুস্বরূপকে সৎ বলা যাইতে পারে বা এক মূল পরিণামি উপাদানই সৎ।

ভট্টভাস্করবৈষ্ণবমত।

এই মতে ভেদাভেদ উভয়রূপ মান্য হয় (সর্ব্বথা ভেদ বা সর্ব্বথা অভেদ কিম্বা কিঞ্চিৎ ভেদ সহিত অভেদ অথবা কল্পিত ভেদ অভিপ্রেত নহে)। এই মতের উপপত্তি এইরূপ

যথা—'মৃদ্‌ঘট' এইরূপ সামানাধিকরণ্য অনুভব সর্ব্বসম্মত। অত্যন্তভেদ হইলে উক্ত অনুভব দৃষ্ট হয় না, যেমন দণ্ডঘটের ঐরূপ অনুভব হয় না। অত্যন্ত অভেদ হইলেও ঐরূপ দৃষ্ট নহে, যেমন "ঘট ঘট" এইরূপ প্রতীতি হয় না। অতএব 'মৃৎঘট' ইত্যাদি সামানাধিকরণ্য প্রতীতি ভেদাভেদ নিমিত্ত হইয়া থাকে। মৃত্তিকার নিজ হইতে অভেদই হয় পরন্তু ঘটের সঙ্গে ভেদাভেদ উভয় হয়। অতএব ভেদ হওয়ায় কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে অনুপলব্ধি তথা কার্য্যকারণভাব উপপন্ন হয়। অতএব কার্য্যকারণস্থলে ভেদাভেদরূপ তাদাত্ম্য মান্য। গুণগুণ্যাদি স্থলেও এইরূপ জানিতে হইবে।

এক্ষণে বৈদান্তিক (কেবলাদ্বৈতবাদী) সম্মত অনির্ব্বচনীয়-বাদ প্রদর্শন-উদ্দেশ্যে উক্ত পক্ষের খণ্ডন করা হইতেছে।

ভেদবাদ খণ্ডন।

সর্ব্বথা ভিন্ন এইরূপ দুই পদার্থের গুণগুণিভাব বা কার্য্য-কারণভাব হয় না। দ্রব্যের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়াই গুণের প্রতীতি হওয়ায় গুণগুণীর সর্ব্বথা-পৃথকত্ব প্রতীতি-সিদ্ধ নহে। সম্বন্ধিগণের পৃথকত্ব সিদ্ধ হওয়ার পর উহাদের সম্বন্ধ প্রতীত হইলে সমবায় কল্পনা করা যাইতে পারিত।

পরন্তু গুণগুণ্যাদিস্থলে উহার (পৃথকত্ব প্রতীতির) অভাব হওয়ায় সমবায় কল্পনা ব্যর্থ। সমবায়সম্বন্ধ সম্বন্ধী হইতে স্বয়ং ভিন্ন অতএব উহা সম্বন্ধিগণের অভেদবুদ্ধি আধান করিতে সক্ষম নহে। যদি বিশেষণ, বিশেষ্য হইতে একান্ত ভিন্ন হইত তাহা হইলে উহা বিশেষ্যে স্বানুরূপা বুদ্ধি সর্ব্বদা জন্মাইত না। আরও "মৃদ্‌ঘট" "শুক্লপট" এইরূপ সামানাধিকরণ্য প্রত্যয় হয়। এইরূপ প্রত্যয় গুণগুণ্যাদির ভেদবাধক।

পূর্ব্বপক্ষ—"শুক্লপট" ইত্যাদিস্থলে সামানাধিকরণ্য প্রতীতি ভ্রমরূপ।

সিদ্ধান্ত :—এরূপ বলা উচিত নহে। রূপাদিগুণের সাধকরূপে অভিমত "শুক্লপট" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ, গুণি-তাদাত্মরূপে (গুণি-অভেদে) গুণাদিবিষয়ক হইয়া থাকে। সেই প্রত্যক্ষকে যদি ভ্রমরূপ মানিবে তবে গুণেরও সিদ্ধি হইবে না; যেহেতু গুণমাত্রগোচর প্রত্যক্ষ হয় না কিন্তু ধর্ম্মীর সহিত গুণের প্রত্যক্ষ হয়। অতএব প্রত্যক্ষদ্বারা গুণিভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না। উক্ত 'শুক্লপট' 'মৃদ্‌ঘট' ইত্যাদি প্রত্যক্ষকে যদি প্রমারূপ মানিবে তবে সেই প্রত্যক্ষ-দ্বারা গুণীর অভিন্নরূপে (ভিন্নরূপে নহে) গুণের সিদ্ধি হইবে। অতএব তাদৃশ উপজীব্য প্রত্যক্ষের বিরোধ হওয়ায় কোনও

প্রমাণদ্বারা ভেদের সিদ্ধি হইবে না। ভেদব্যাপক যে পৃথক্-ব্যাপ্তি তথা পৃথক্‌স্থিতি উহার অভাব গুণগুণী এবং কার্য্য-কারণাদিতে হওয়ায় উহার ব্যাপ্য যে ভেদ তাহাও হইবে। সুতরাং গুণগুণ্যাদির সমবায় মানা উচিত নহে।

প্রসিদ্ধ সম্বন্ধ হইতে সমবায়ের স্বভাববৈলক্ষণ্য হওয়াতে সমবায়কে সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে না। সম্বন্ধ নিশ্চয়-পূর্ব্বক সম্বন্ধির পরতন্ত্র হয়, ইহাই সম্বন্ধের স্বভাব; সুতরাং সম্বন্ধির নিরূপণাধীন সম্বন্ধের নিরূপণ হয় তথা তদধীন উহার সত্তা হইয়া থাকে। যেমন সংযোগ। আর রূপঘটসমবায় শব্দাদিসমবায় হইতে অন্য বা অনন্য? উভয় প্রকারেও সম্বন্ধিদ্বয় বিনা স্থিত এবং প্রতীত হয়। অতএব সংবন্ধত্ব-ব্যাহতি হইয়া থাকে। বায়ুতে বিদ্যমান যে সমবায় উহা রূপসমবায় হইতে অভিন্ন হইলেও উহা বায়ুতে রূপবিশিষ্ট প্রতীতির নিয়ামক হয় না, এই হেতুও উহার সম্বন্ধত্ব হয় না। অতএব ন্যায়বৈশেষিকসম্মত নিত্য সমবায় সঙ্গত নহে। অনুভবদ্বারাও রূপাদিসম্বন্ধের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। "ঘটে ইদানীং শ্যামতাসম্বন্ধ নাই" এইরূপ অনুভবদ্বারা উহার কাদাচিৎকত্ব প্রতিপন্ন হয়। উহাকে যদি সম্বন্ধিনিরূপিত অভাববিষয়ক বলিবে তাহা হইলে সংযোগেরও নাশ সিদ্ধ হইবে না, যেহেতু তথায়ও সেই অনুভবের বিভাগাদিবিষয়ত্ব সংভব। নিত্যসমবায় বিষয়ে প্রমাণও নাই। জন্যদ্বয়ের

নিত্যসম্বন্ধে প্রমাণ নাই। 'শুক্লঘট' এইরূপ প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলিতে পারিবে না, যেহেতু উহা অভেদবিষয়ক হইয়া থাকে তথা তথায় শ্যামতাসম্বন্ধ নাই এইরূপ অনুভব হয়।

পূর্ব্বপক্ষী—'শুক্লঘট' এইরূপ বিশিষ্টপ্রত্যয় বিশেষণ-বিশেষ্যসম্বন্ধবিষয়ক যেহেতু বিশিষ্ট প্রত্যয়, এইরূপ অনুমান সেই প্রমাণ।

সিদ্ধান্তী :—অভাববিশিষ্ট প্রত্যক্ষের ন্যায় রূপাদিবিশিষ্ট প্রত্যক্ষের উহা বিনাও উপপন্ন হয়।

পূঃ—লাঘবদরুণই সমবায় সিদ্ধ হয় আর স্বরূপ পরস্পর-ব্যাবৃত অতএত বিশিষ্টবুদ্ধিবিষয়ক নহে।

সি :—ক৯প্ত (নির্ণীত) স্বরূপদরুণই উপপত্তি হওয়ায় অক৯প্ত সমবায়কল্পনে গৌরব হইবে। অন্যথা অভাবেও স্বরূপসম্বন্ধ হইবে না।

আরও সংবন্ধিপারতন্ত্ররহিতও সমবায়ের সম্বন্ধত্ব হইলে সত্তা বা গগনাদিক সম্বন্ধকৃত্য করুক, সমবায়ের প্রয়োজন কি? স্বরূপসম্বন্ধেরও সংবন্ধিমাত্রত্ব হইলে ঘটাদিজ্ঞান হইতেও চক্ষুরাদিব্যবহার হইত অতএব অতিরিক্তত্ব বলিতে হইবে আর এই প্রকারে উহাও লাঘবতঃ একই হইবে। আর তদ্দরুণ তদ্বিলক্ষণ সমবায় সিদ্ধ হইবে না।

প্রভাকরসম্মত অনিত্যসমবায়ও সঙ্গত নহে। জন্য-সম্বন্ধের যাবৎ সম্বন্ধিজন্যত্ব হওয়ায় উহার উৎপত্তিকালে

প্রমাণদ্বারা ভেদের সিদ্ধি হইবে না। ভেদব্যাপক যে পৃথক্-ব্যাপ্তি তথা পৃথক্স্থিতি উহার অভাব গুণগুণী এবং কার্য্য-কারণাদিতে হওয়ায় উহার ব্যাপ্য যে ভেদ তাহাও হইবে। সুতরাং গুণগুণ্যাদির সমবায় মানা উচিত নহে।

প্রসিদ্ধ সম্বন্ধ হইতে সমবায়ের স্বভাববৈলক্ষণ্য হওয়াতে সমবায়কে সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে না। সম্বন্ধ নিশ্চয়-পূর্ব্বক সম্বন্ধির পরতন্ত্র হয়, ইহাই সম্বন্ধের স্বভাব; সুতরাং সম্বন্ধির নিরূপণাধীন সম্বন্ধের নিরূপণ হয় তথা তদধীন উহার সত্তা হইয়া থাকে। যেমন সংযোগ। আর রূপঘটসমবায় শব্দাদিসমবায় হইতে অন্য বা অনন্য? উভয় প্রকারেও সম্বন্ধিদ্বয় বিনা স্থিত এবং প্রতীত হয়। অতএব সংবন্ধত্ব-ব্যাহতি হইয়া থাকে। বায়ুতে বিদ্যমান যে সমবায় উহা রূপসমবায় হইতে অভিন্ন হইলেও উহা বায়ুতে রূপবিশিষ্ট প্রতীতির নিয়ামক হয় না, এই হেতুও উহার সম্বন্ধত্ব হয় না। অতএব ন্যায়বৈশেষিকসম্মত নিত্য সমবায় সঙ্গত নহে। অনুভবদ্বারাও রূপাদিসম্বন্ধের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। "ঘটে ইদানীং শ্যামতাসম্বন্ধ নাই" এইরূপে অনুভবদ্বারা উহার কাদাচিৎকত্ব প্রতিপন্ন হয়। উহাকে যদি সম্বন্ধিনিরূপিত অভাববিষয়ক বলিবে তাহা হইলে সংযোগেরও নাশ সিদ্ধ হইবে না, যেহেতু তথায়ও সেই অনুভবের বিভাগাদিবিষয়ত্ব সংভব। নিত্যসমবায় বিষয়ে প্রমাণও নাই। জন্যদ্বয়ের

নিত্যসম্বন্ধে প্রমাণ নাই। 'শুক্লঘট' এইরূপ প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলিতে পারিবে না, যেহেতু উহা অভেদবিষয়ক হইয়া থাকে তথা তথায় শ্যামতাসম্বন্ধ নাই এইরূপ অনুভব হয়।

পূর্ব্বপক্ষী—'শুক্লঘট' এইরূপ বিশিষ্টপ্রত্যয় বিশেষণ-বিশেষ্যসম্বন্ধবিষয়ক যেহেতু বিশিষ্ট প্রত্যয়, এইরূপ অনুমান সেই প্রমাণ।

সিদ্ধান্তী :—অভাববিশিষ্ট প্রত্যক্ষের ন্যায় রূপাদিবিশিষ্ট প্রত্যক্ষের উহা বিনাও উপপন্ন হয়।

পূঃ—লাঘবদরুণই সমবায় সিদ্ধ হয় আর স্বরূপ পরস্পর-ব্যাবৃত অতএত বিশিষ্টবুদ্ধিবিষয়ক নহে।

সি :—ক৯প্ত (নির্ণীত) স্বরূপদরুণই উপপত্তি হওয়ায় অক৯প্ত সমবায়কল্পনে গৌরব হইবে। অন্যথা অভাবেও স্বরূপসম্বন্ধ হইবে না।

আরও সংবন্ধিপারতন্ত্ররহিতও সমবায়ের সম্বন্ধত্ব হইলে সত্তা বা গগনাদিক সম্বন্ধকৃত্য করুক, সমবায়ের প্রয়োজন কি? স্বরূপসম্বন্ধেরও সংবন্ধিমাত্রত্ব হইলে ঘটাদিজ্ঞান হইতেও চক্ষুরাদিব্যবহার হইত অতএব অতিরিক্তত্ব বলিতে হইবে আর এই প্রকারে উহাও লাঘবতঃ একই হইবে। আর তদ্দরুণ তদ্বিলক্ষণ সমবায় সিদ্ধ হইবে না।

প্রভাকরসম্মত অনিত্যসমবায়ও সঙ্গত নহে। জন্য-সম্বন্ধের যাবৎ সম্বন্ধিজন্যত্ব হওয়ায় উহার উৎপত্তিকালে

সম্বন্ধাভাব হইবে সুতরাং সম্বন্ধির যুতসিদ্ধি হইয়া পড়িবে। তথাচ সেই সম্বন্ধ সমবায় হইবে না। ভাবকার্য্যের সমবায়িকারণজন্যত্ব নিয়ম হওয়ায় সমবায়েরও সমবেতত্ব বলিতে হইবে। এইরূপে উহার উহারও অতএব অনবস্থা হইবে। ভাবকার্য্যেরও সমবায়ের ন্যায়ই অন্য স্বনিমিত্ত মাত্র হইতেই উৎপত্তি প্রসঙ্গ হইবে সুতরাং অনিত্য সমবায়ও বৃথাই। অতএব (সমবায়াসিদ্ধিদরুণ) কার্য্য এবং কারণের ভেদ হইলেও ভেদানুপলম্ভ সমবায়নিবন্ধন ইহা অসমঞ্জস।

অভেদবাদখণ্ডন।

যদি কার্য্য এবং কারণ অত্যন্ত অভিন্ন হইত তবে অভেদস্থলে যেমন সামানাধিকরণ্য প্রতীতি হয় না ('ঘট ঘট' এইরূপ প্রতীতি যেমন হয় না) তদ্রূপ উক্ত প্রতীতি (মৃদ্‌ঘট আদি প্রতীতি) ও হইত না। অতএব কার্য্যকারণের সর্ব্বর্থা অভেদ প্রতীতিসিদ্ধ নহে। উহা যুক্তিসঙ্গতও নহে। যাহা যাহা হইতে অব্যতিরিক্ত (অভিন্ন) উহা উহার কারণ বা কার্য্য হয় না, যেহেতু কার্য্য এবং কারণের ভিন্নলক্ষণ হইয়া থাকে। উপাদান পূর্ব্বসিদ্ধ হয় আর উপাদেয় অসিদ্ধ হয়। একত্র যুগপৎ সিদ্ধত্ব এবং অসিদ্ধত্ব বিরুদ্ধ। অতিশয়তা

না থাকিলে কার্য্যকারণভাব হইতে পারে না; অন্যথা "ইহা কার্য্য, ইহা কারণ" এইরূপ অসঙ্কীর্ণ ব্যবস্থা কিরূপে হইবে? কার্য্যকারণের সর্ব্বথা অভেদ হইলে নিজেই নিজের কারণ হইবে। কার্য্যকারণের ঐক্য হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ থাকায় তদ্‌-অভিন্ন কার্য্যেরও সত্তা আবশ্যক হওয়ায় সদাই কার্য্য উৎপন্ন হইত। কারণের ন্যায় কার্য্যের সত্ত্ব হওয়ায় কারকব্যাপার নিরর্থক হইত। অতএব সিদ্ধ হইল যে, কার্য্য কারণাভিন্ন নহে। ধর্ম্মধর্ম্মিভাবাদি অত্যন্তাভেদস্থলে হয় না। অভেদের সম্বন্ধত্ব অযুক্ত।

ভেদাভেদবাদখণ্ডন।

এক্ষণে ভেদাভেদবাদের খণ্ডন করা হইতেছে। এস্থলে প্রষ্টব্য—বিদারণাত্মক গুণগুণ্যাদিভেদ তদুভয়াভেদের অভাব কিম্বা অন্য-কাহারও? অন্ত্যপক্ষে, ঘটের, ঘট দ্বারা যেমন হয় তদ্রূপ রূপাদিদ্বারাও অভেদ তুল্যই হইবে, যেহেতু তদ্‌-অভাব-অভাবের উভয়এও তুল্যত্ব হইয়া থাকে অতএব কিরূপে গুণগুণ্যাদিভাব হইবে? অর্থাৎ বস্তন্তরাভেদ-বিরহাত্মক ভেদ হইলেও রূপাদি-অভেদ-বিরহাত্মক ভেদ না থাকায় গুণগুণ্যাদিভাব হইবে না। আদ্যপক্ষে অনুভব-

বিরোধ হয়। প্রমীয়মান অভেদাভাবকে কেহ অনুভব করে না। আরও ভেদাভেদবাদীর প্রতি প্রষ্টব্য—শুক্তিতে রজত তদ্-অভাবের ন্যায় ভেদ এবং অভেদের বিষমসত্তা হইয়া থাকে? অথবা ভূতলে ঘট এবং উহার অভাবের ন্যায় সমানসত্তা হয়? আদ্যপক্ষে অভেদ বা ভেদ সত্য, উভয় নহে অতএব কিরূপে ভেদাভেদ হইবে? দ্বিতীয়পক্ষে বক্তব্য এই যে, সমানসত্তাক ঐ উভয়ের যুগপৎ একত্র অসম্ভব। ভাব এবং অভাবেরও একদা একত্র স্বীকার করিলে তন্মূলক বিরোধ কোথাও হইবে না। কার্য্যকারণ ব্যতিরিক্ত বিষয়েই ভেদ এবং অভেদের বিরোধ হয় এরূপ বলা উচিত নহে যেহেতু ঐরূপ প্রতীতি নাই। গুণগুণ্যাদির যে ভেদ প্রতীত হয় উহার অভাবকে কেহ অনুভব করে না। ইতরস্থলেও একত্র উভয়ের অপ্রতীতিদরুণ বিরোধকল্পনা হয় আর উহা এস্থলেও তুল্য। অতএব ভেদাভেদবাদ সমীচীন নহে।

এক্ষণে ভেদাভেদমতে কার্য্যকারণভাব উপপন্ন নহে, ভেদাভেদবাদ অনুভববিরুদ্ধ বিচারাসিদ্ধ ইহা ঘটদৃষ্টান্তদ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। যাহা পৃথু বুধ্ন (গোলাকার) উদর আকারবিশিষ্ট বস্তু উহা ঘটশব্দের অর্থ, কেবল মৃত্তিকা ঘটশব্দের অর্থ নহে। কেবল মৃত্তিকাতে ঘটবুদ্ধি হয় না কিম্বা ঘটশব্দ প্রযুক্ত হয় না। যদি ঘট

মৃত্তিকা-অভিন্ন হইবে তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বেও মৃত্তিকা যেমন অনুভবের বিষয় হয় তদ্রূপ কম্বুগ্রীবাকার ঘট অনুভূত হইত, আর মৃত্তিকা যেমন নিজেতে কারণ নহে তদ্রূপ ঘটেও কারণ হইত না।

পূর্ব্বপক্ষী—ভেদ থাকাতে ঘটের পূর্ব্বানুপলব্ধি হইয়া থাকে তথা মৃত্তিকা ঘটের কারণ এরূপ ব্যবস্থা হয়।

সিদ্ধান্তীঃ—এস্থলে বিবেচ্য—ঐ ভেদ থাকাতে কি হইবে। যেমন ঘটস্থিতিকালে ভেদ, অভেদসত্তা-বিরোধী নহে তদ্রূপ ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বেও ভেদ প্রতিযোগিসত্তার (অভেদের সত্তার) বিরোধী হইবে না। অতএব ভেদ মানিলেও উক্ত দোষ হইবে অর্থাৎ ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটবুদ্ধি তথা কার্য্যকারণভাব-অনুপপত্তিরূপ দোষ হইবে। ভেদ, বিদ্যমান যে প্রতিযোগী (অভেদ) উহার অনুপলম্ভে প্রয়োজক (হেতু) হয় না (অর্থাৎ ভেদ থাকিলে অভেদ প্রতীত হইবে না এরূপ বলা যাইতে পারে না) অথবা ঘটের কার্য্যত্বেও (ঘট কার্য্য হইবার জন্যও) ভেদ প্রয়োজক নহে। এরূপ হইলে (প্রয়োজক হইলে) ঘটস্থিতিকালেও ভেদ থাকাতে অভেদ-অনুপলব্ধিপ্রসঙ্গ হইবে তথা ঘটের পুনঃপত্তিপ্রসঙ্গ হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, ভেদই অভেদের অনুপলব্ধি এবং ঘটের কার্য্যত্বে প্রয়োজক হয় আর উহা (ভেদ) স্থিতিকালে (ঘটোৎপত্তির অনন্তর) আছে পরন্ত

স্থিতিকালে ঘট এবং মৃত্তিকার অভেদের অনুপলব্ধি নাই তথা ঘটের কার্য্যতাও স্থিতিকালে (কার্য্যের অনন্তরক্ষণে) নাই। অতএব ভেদ, অভেদের অনুপলব্ধিতে এবং ঘটের কার্য্যতাতে প্রয়োজক হইবে না।

স্পষ্টীকরণ যথা:—মৃত্তিকাগত রূপাদি মৃত্তিকার তথা মৃত্তিকানিষ্ঠ কার্য্যতার প্রয়োজক হয় না। কেন হয় না? ইহার হেতু এই যে, মৃত্তিকাতে যে মৃত্তিকার অভেদ উহার অবিরুদ্ধ ঐ রূপাদি (মৃত্তিকাগত রূপাদি) হইয়া থাকে। সেই প্রকার মৃদ্‌ঘটভেদও মৃদ্‌গত অভেদের অবিরুদ্ধ হইলে তদ্দরুণ (উক্ত ভেদকৃত) ঘটের অনুপলম্ভাদি সিদ্ধ হইবে না, যেহেতু ঘটস্থিতিদশাতে ভেদ থাকিলেও ঘটানুপলম্ভাদির অভাব হয়। অর্থাৎ ভেদ যদি ঘটের অনুপলম্ভ এবং উৎপত্ত্যাদিতে প্রয়োজক হইত তাহা হইলে ঘটোৎপত্তির অনন্তরও ঘট অনুপলব্ধ হইত তথা ঘটোৎপত্তি-অনন্তরও ঐ ঘটের উৎপত্তি হইত। পরন্তু ইহা দৃষ্ট নহে সুতরাং ভেদ উক্তদ্বয়ের প্রয়োজক নহে।

পূর্ব্বপক্ষী:—পূর্ব্বে ঘট সৎ নহে। অতএব অনুপলম্ভ এবং কার্য্যকারণভাব উপপন্ন হইবে। অর্থাৎ ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে উহার অভেদ থাকা সত্ত্বেও ঘটের অসত্ত্ব হওয়ায় উহার অনুপলম্ভ হইয়া থাকে।

সিদ্ধান্তী :—এরূপ বলা উচিত নহে। ঘটাভিন্ন মৃত্তিকা সৎ হওয়াতে ঘটের অসত্ত্ব অনুপপন্ন হইবে। অর্থাৎ মৃদৃ-অভিন্নতা থাকায় এবং মৃত্তিকার ঘটাভিন্নতা থাকায় ঘটেরও অসত্ত্ব অযুক্ত।

পূঃ— ঘটাকারে ভেদই আছে অর্থাৎ ঘটের ঘটাকারে মৃদ্-অভেদ নহে যাহার দরুণ উক্ত দোষ হইবে।

সি :— এরূপ বলিলে প্রষ্টব্য—কাহার সহিত মৃত্তিকার অভেদ? অভিপ্রায় এই যে, ভেদাভেদ-উক্তি অযুক্ত হইবে। অর্থাৎ মৃত্তিকার অভেদ না থাকাতে ভেদাভেদবাদ সিদ্ধ হইবে না।

পূ :—ঘটেরই অভেদ অর্থাৎ ঘটের মৃত্তিকারূপে মৃত্তিকা-অভেদও আছে।

সি :—উহা ত মৃত্তিকাই আর সেই মৃত্তিকা পূর্ব্বেও বর্ত্তমান। অর্থাৎ ঘট যদি মৃত্তিকা-অভেদের ধর্ম্মী হইবে তাহা হইলে মৃদ্সময়ে ঘটসত্তার আবশ্যকতা হওয়াতে অনুপলম্ভাদির অনুপপত্তি তদবস্থ হইবে।

পূ :—ভেদাংশ ঘট পূর্ব্বে নাই এইহেতু উক্তদোষ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, কার্য্যকারণ হইতে অতিরিক্ত ভেদ এবং অভেদ নহে কিন্তু কারণই অভেদ। আর কার্য্য, উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ। অতএব অনুপলম্ভাদির অনুপপত্তি নাই।

সি :—এরূপ বলিলে কার্য্যকারণের অত্যন্তভেদবাদীর মত হইতে ভেদাভেদবাদিমতে বিশেষতা কিছু হইবে না।

উক্তপ্রকারে ভেদাভেদের সামানাধিকরণ্যধীগোচরত্ব নিরাকৃত হইল, এক্ষণে সিদ্ধান্তপক্ষ অবলম্বনকরতঃ আকাঙ্ক্ষা-পূর্ব্বক সামানাধিকরণ্যবুদ্ধির বিষয় নিরুপণ করা হইতেছে।

সিদ্ধান্তপক্ষপ্রতিপাদন

শংকা—তাহা হইলে ' মৃদ্‌ঘট ' ইত্যাদি সামানাধিকরণ্য-অনুভবের বিষয় কি ?

সিদ্ধান্তীর উত্তর :—তাদাত্ম্যই উক্ত সামানাধিকরণ্য-বুদ্ধির বিষয়।

শংকা—উহা কিরূপ ?

উত্তর—ভিন্ন হইয়া অভিন্নসত্তাক হওয়া তাদাত্ম্য। মৃত্তিকা এবং ঘটের এইরূপ তাদাত্ম্য বিদ্যমান, যেহেতু উপাদান এবং উপাদেয়ের সত্ত্বভেদ নাই, অন্যথা ' মৃদ্‌ঘট ' এইরূপ সামানাধিকরণ্য অযুক্ত হইত। ভিন্ন পদার্থদ্বয়ের অভিন্নসত্তাকত্ব বিরুদ্ধ এরূপ বলা সঙ্গত নহে। ভেদ যদি সত্তার অবচ্ছেদক (ব্যাবর্ত্তক) হইত তবে ভিন্নদ্বয়ের অভিন্ন-সত্তাকত্ব বিরুদ্ধ হইত। আর উপাদান এবং উপাদেয়ের ভেদ

সত্তাবচ্ছেদক নহে। যদি উহাদের ভেদ সত্তাবচ্ছেদক হইত তবে 'মৃদ্‌ঘট' এইরূপ প্রত্যয় অযুক্ত হইত। অতএব উপাদান দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে অধিষ্ঠানসত্তা উহাই উপাদেয়-দ্বারাও অবচ্ছিন্ন হয় সুতরাং ঐ উভয়ের ভেদ হইলেও এক-সত্তাকত্ব হইয়া থাকে, এবিষয় পরে বলা হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, আত্মসত্তাই সৎ। স্বতন্ত্র যে ধর্ম্মিপ্রতিযোগী উহাদের ভেদ, স্বাধিষ্ঠান আত্মসত্তাকে অবচ্ছিন্ন করিয়া থাকে, যেহেতু 'ভিন্ন এই দুই সত্তা' এইরূপ অপরোক্ষ অনুভব হইয়া থাকে। কার্য্যের কিন্তু কারণপরতন্ত্রতাদরুণ তদ্রূপ অননুভব হওয়ায় ঐ উভয়ের ভেদ সত্তানবচ্ছেদক অতএব পৃথক্‌সত্তার অপ্রয়োজক ভেদবত্বই তাদাত্ম্য। যদ্যপি অধিষ্ঠানসত্তা একই তথাপি এস্থলে 'পৃথকসত্তা' ইহা দ্বারা স্বতন্ত্ররূপে তদুপলব্ধি-প্রয়োজক যুতসিদ্ধত্ব বিবক্ষিত আর উহা পরস্পর অপর-তন্ত্রস্বভাবত্ব অতএব কোন দোষ নাই।

শংকা ঃ—দণ্ড এবং ঘটেরও এক অধিষ্ঠান আত্মসত্তার অবচ্ছেদকত্ব হওয়ায় উহাদের অভিন্নসত্তাকত্ব এবং ভিন্নত্ব তুল্য।

উত্তর ঃ—দণ্ড এবং ঘটের এইরূপ সত্তা-অভেদ হয় না। উপাদান উপাদেয়ের ভেদ এবং দণ্ডঘটভেদ সমান হইলেও দণ্ডাধিষ্ঠান-দণ্ডোপহিত-দণ্ডসত্তা হইতে ঘটসত্তা অন্য। আর সেই অন্যত্ব, ঘটসত্ত্বের দণ্ডাদি অভাবেও 'সন্‌ঘট' এইরূপ

অনুভব দরুণ তথা 'দণ্ডঘট' এইরূপ অননুভবদরুণ সিদ্ধ। অর্থাৎ দণ্ড এবং ঘটের যে ভেদ উহার সত্তাবচ্ছেদকত্ব হওয়ার দরুণ ঐ উভয়েরও পরস্পর অনবচ্ছিন্নসত্তাবচ্ছেদকত্ব হইবে সুতরাং একের অন্যউপহিত সত্তাসম্বন্ধিত্ব না হওয়ায় একসত্তা হয় না। তাৎপর্য্য,—যে পদার্থদ্বয়ের ভেদ, সত্তাবচ্ছেদক হয়, সেই পদার্থদ্বয়, পরস্পরদ্বারা অনবচ্ছিন্ন সত্তার অবচ্ছেদক হইয়া থাকে, যেমন দণ্ড এবং ঘট এই উভয়ের ভেদ সত্তাবচ্ছেদক হয় অর্থাৎ দণ্ড এবং ঘট ইহারা পরস্পর অনবচ্ছিন্ন-সত্তাবচ্ছেদক হইবে অর্থাৎ দণ্ড দ্বারা অনবচ্ছিন্ন যে সত্তা উহার অবচ্ছেদক ঘট হইয়া থাকে আর ঘট দ্বারা অনবচ্ছিন্ন সত্তার অবচ্ছেদক দণ্ড হইয়া থাকে। এইহেতু ঐ উভয়ে একের অন্যউপহিত সত্তাসম্বন্ধিত্ব না হওয়াতে একসত্ত্ব হয় না। মৃৎঘটস্থলে মৃত্তিকা এবং ঘটের ভেদ সত্তাবচ্ছেদক না হওয়াতে মৃত্তিকা এবং ঘটের পরস্পর অনবচ্ছিন্ন সত্তাবচ্ছেদকত্ব নাই কিন্তু পরস্পর অবচ্ছিন্ন সত্তাবচ্ছেদকত্বই হয়। অর্থাৎ ঘটাবচ্ছিন্ন সত্তাবচ্ছেদকত্ব মৃত্তিকাতে তথা মৃত্তিকাবচ্ছিন্ন সত্তাবচ্ছেদকত্ব ঘটেতে হয়। এইহেতু ঐ উভয়ে একের অন্যউপহিত সত্তাসন্ধন্ধিত্ব হওয়াতে এক-সত্তাকত্ব হয়। মৃৎঘটস্থলে মৃত্তিকা এবং ঘটরূপ দুই ধর্ম্মী হইলেও তথায় সত্তাভেদ হয় না। সত্তাভেদ মানিলে 'মৃদ্‌ঘট' এইরূপ প্রত্যয় হইবে না। 'মৃদ্‌ঘট' এইরূপ প্রতীতি

হওয়াতে তথা মৃত্তিকাত্ব বিনা ঘটসত্তার অদর্শন হওয়াতে মৃত্তিকাভেদ দণ্ডঘটভেদ হইতে বিলক্ষণ। সারমর্ম্ম এই যে, সুবর্ণকুণ্ডল মৃদ্ঘট ইত্যাদি সামানাধিকরণ্যপ্রতীতি আছে। আর ইহা ঘটাদির মৃত্বাদিজাতিসম্বন্ধবিষয়ক নহে। উপাদানাতিরিক্ত অনুগতজাতিবিষয়ে প্রমাণ নাই বলা হইবে, গুণগুণী জাতিব্যক্তি আদিরও তাদাত্ম্যপ্রতীতি দৃষ্ট হয়। আর সর্ব্বত্র সমবায়নিবন্ধনই প্রতীত হয় এরূপ বলা যাইতে পারে না। সমবায়ের সত্ত্ব হইলেও সম্বন্ধিগণের অত্যন্তভেদ হওয়ায় অভেদপ্রতীতি অনুপপন্ন। অথচ 'ইহা নীল' ইত্যাদিরূপে অভেদ অনুভূত হয়। অতএব ভিন্নদ্বয়ের সত্ত্বৈক্যই কার্য্য এবং কারণের তাদাত্ম্য, এইরূপে গুণগুণ্যাদির, অতএব অনুভবসিদ্ধ কার্য্যকারণাদির দণ্ডঘটবিলক্ষণ তাদাত্ম্য হয়।

শংকা—এইপ্রকারে একঘটের কার্য্য যে রূপরসাদি উহাদের ঘটসত্তারূপ একই সত্তা হয় অতএব রূপরসাদির পরস্পর সামানাধিকরণ্য অনুভব হইবে। অর্থাৎ উপাদানসত্তাই যদি উপাদেয়সত্তা হইবে তাহা হইলে রূপ এবং রসেরও ঘটসত্তাই সত্তা অতএব ঐ উভয়েরও অভিন্নসত্তাকত্ব হওয়ায় তাদাত্ম্যানুভব হইবে।

উত্তর :—রূপরসাদির ঘটকার্য্যত্বই অযুক্ত। ঘট, রূপাদির কারণ নহে যেহেতু রূপাদির সহিতই ঘটের উৎপত্তি সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। ভিন্নকালে রূপ এবং ঘট উৎপন্ন হয় এবিষয়ে প্রমাণ নাই।

শংকা—ঘট যদি রূপাদির কারণ না হইবে তবে ঘটসামগ্রী হইতেই রূপাদির উৎপত্তি বলিতে হইবে। তথাচ সামগ্রীর ভেদ (ঘট এবং রূপরসাদির সামগ্রীভেদ) না হওয়ায় কার্য্যের (রূপ ও রসাদি কার্য্যের) ভেদ হইবে না।

উত্তর—রূপ এবং ঘটস্বরূপ যে কার্য্য ইহাদের ভেদ মৃত্তিকাগত রূপাদিঘটিত সামগ্রীভেদদরুণই সংভব হইবে। অর্থাৎ মৃত্তিকাই ঘটের কারণ আর তদ্গত রূপাদি ঘট-রূপাদিতেইকারণ সুতরাং সামগ্রীভেদ হইবে, রূপরসাদি কার্য্যভেদও হইবে।

শংকা—কার্য্যের উপাদানাশ্রয়ত্ব নিয়ম হয়। অতএব যদি ঘট রূপের উপাদান না হইবে তবে ঘটে রূপাদিক হইবে না অর্থাৎ ঘট যদি রূপাদির অনুপাদান হইবে তবে ঘটেতে রূপাশ্রয়ত্ব হইবে না, যেহেতু ঘটাদিকার্য্যের যে অনুপাদান উহার ঘটাদি-অনাশ্রয়ত্ব দৃষ্ট হয়।

উত্তর—গুণ সকলের কার্য্যত্ব হইলেও স্ব-অসমবায়িকারণ যে কপালগত রূপাদি উহার অসমানাশ্রয়ত্ব (ঘটরূপের যে অসমবায়িকারণ কপালরূপ উহা কপালেতে আর ঘটরূপ ঘটেতে) যেমন হয় তদ্রূপ কারণ হইতে অতিরিক্ত আশ্রয়ত্বও গুণাদিতে সম্ভব। তাৎপর্য্য এই যে, কার্য্যদ্রব্য সকলের স্ব-অসমবায়িকারণ সামানাধিকরণত্বনিয়ম (যেমন ঘটরূপ দ্রব্য কপালদ্বয়সংযোগরূপ যে অসমবায়িকারণ

উহার সমানাধিকরণ হইয়া থাকে, ঐ সংযোগ কপালদ্বয়ে থাকে তথা ঘটও কপালদ্বয়ে থাকে) হইলেও গুণেতে সেই নিয়ম যেমন হয় না (কারণ-যে-কপালরূপ তদ্‌শূন্য ঘটেতেও কার্য্য-যে ঘটের রূপ তাহা থাকে) তদ্রূপ উপাদানাশ্রিতত্ব নিয়মও হয় না।

শংকা ঃ—সমানকালীন পদার্থদ্বয়ের আশ্রয়াশ্রয়িভাব অনুপপন্ন। যদি রূপরস তথা ঘট সমানকালীন হইবে তবে উহাদের পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়িভাব হইবে না যেমন বাম-দক্ষিণশৃঙ্গ হইয়া থাকে। অর্থাৎ তৎসমানকালীন পদার্থেতে তদ্‌অনাশ্রয়ত্ব বামদক্ষিণশৃঙ্গাদিতে দৃষ্ট হওয়ায় ঘটাদিরও রূপাদিসমানকালীনত্ব হইলে তদাশ্রয়ত্ব হইবে না।

উত্তর ঃ—বামদক্ষিণশৃঙ্গের যে আশ্রয়াশ্রয়িত্বাভাব উহা সম্বন্ধাভাবপ্রযুক্ত হয় কিন্তু সমানকালীনত্বপ্রযুক্ত নহে, যেহেতু ভিন্নকালে উৎপন্ন পদার্থেরও যদি পরস্পর সম্বন্ধ না হইবে তবে উহাদেরও পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়িভাব হয় না। অর্থাৎ দৃষ্টান্তস্থলে সম্বন্ধাভাবই অনাশ্রয়ত্বে নিয়ামক হয়। যদি সমানকালীনত্ব, আশ্রয়াশ্রয়িভাবের অসত্ত্বে প্রয়োজক হইবে তবে ভিন্নকালীন পদার্থের নিয়মপূর্ব্বক আশ্রয়াশ্রয়ি-ভাব সর্ব্বত্র হইবে। পরন্ত ইহা ব্যভিচারগ্রস্ত। সমান-কালীনেরও আশ্রয়াশ্রয়িভাব হয় অর্থাৎ সমানকালীনেরও যদি সম্বন্ধ হইবে তবে ঘটপটের তথা নিত্যপদার্থদ্বয়ের (আত্মাতে আত্মত্ব) আশ্রয়াশ্রয়িভাব দৃষ্ট হয়।

শংকা ঃ—ঘট এবং রূপের সামানকালীনত্ব হইলে কার্য্যকারণভাব হইবে না সুতরাং তাদাত্ম্য বা কিরূপে হইবে?

উত্তর :—ঘট এবং রূপ এই উভয় সমানকালীন হইলেও উহাদের তাদাত্ম্য প্রমাণসিদ্ধ। আর অভিন্নসত্তাকরূপ তাদাত্ম্য সমানকালীনদ্বয়েরও অবিরোধি। অর্থাৎ গুণগুণীর তাদাত্ম্য "রক্তঘট" ইত্যাদি অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় তথা সমান-কালীন পদার্থের তাদাত্ম্যেতে কোন বিরোধ না থাকায় অনুপপত্তি নহে। অন্যথা (গুণগুণীর অত্যন্তভেদবাদিমতে) 'শুক্লঘট' ইত্যাদি সামানাধিকরণ্য অনুভব অযুক্ত। শাব্দস্থানে মতুপলোপ (শুক্লবানস্থলে শুক্ল) দরুণ অভেদের তিরোধান হয় পরন্তু প্রত্যক্ষ অনুভবে অভেদের তিরোধান হয় না। আর অনুভূত হয় "শুক্লঘট" এইরূপ।

শংকা ঃ—গুণগুণীর সামানাধিকরণ্য-অনুভবমাত্রে কিরূপে তাদাত্ম্য সিদ্ধ হইবে, যেহেতু সম্বন্ধান্তরই উক্ত অনুভবে বিষয় হইয়া থাকে বলা যাইতে পারে।

উত্তর ঃ—'অয়ং ঘট' এইরূপ সামানাধিকরণ্যানুভবের স্বপ্রকারীভূত (অনুভবের বিশেষণ যে) ধর্ম্মদ্বয় (ইদংত্ব এবং ঘটত্ব) বিশিষ্ট অভেদবিষয়কত্ব (ইদং এবং ঘট ইহাদের অভেদবিষয়কত্ব প্রতীতিতে আছে) নির্ণীত হওয়ায় অন্যত্রও উহার (সামানাধিকরণ্যানুভবের) উহাই (স্বপ্রকারীভূত ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্টের অভেদই) বিষয় হইয়া থাকে মানিতে

হইবে। অর্থাৎ 'অয়ংঘট' ইত্যাদি অনুভবে তাদাত্ম্যের বিষয়-রূপে নির্ণীত হওয়ায় উহাই এস্থলেও (গুণগুণীর সামানাধিকরণ্য অনুভবেও) বিষয়, অন্য নহে। আর এই প্রকারে রূপরসাদির যে তাদাত্ম্য আপাদিত করা হইয়াছে উহাও অযুক্ত। রূপরসাদি গুণের, উপাদান (অবিদ্যা) এবং আশ্রয় (ঘটাদি) হইতে অভেদ হয়, পরস্পর অভেদ হয় না (যেহেতু উহারা পরস্পর উপাদান বা আশ্রয় নহে)। তাৎপর্য্য এই যে, অভেদ অর্থ অভিন্নসত্তাকত্ব। যদ্যপি রূপরসাদি দ্বারা ঘটসত্তাই অবচ্ছিন্ন হয় তথাপি রূপাদি-অবচ্ছিন্নসত্তা রসাদিদ্বারা অবচ্ছেদপ্রাপ্ত হয় না কিম্বা ঐ উভয়ের তৎপ্রয়োজক সত্তানবচ্ছেদকভেদ হয় না অর্থাৎ রূপরসেতে যে ভেদ হয় সেই ভেদ উহাতে (রূপরসেতে) অভিন্নসত্তাকত্বের প্রয়োজক সত্তানবচ্ছেদক নহে। অতএব ঐ উভয়ের তাদাত্ম্য হয় না। রূপাদি-অবচ্ছিন্ন ঘটসত্তার রসাদিসত্তাত্মত্ব হয় না অর্থাৎ ঘটসত্তা রূপাবচ্ছিন্ন হইলেও রূপাবচ্ছিন্ন ঘটসত্তাতে রসাদির ভেদ অনুভবসিদ্ধ এইহেতু রূপসত্তা এবং রসসত্তা পরস্পর ভিন্ন; অতএব রূপরসের ভেদও সত্তাবচ্ছেদক হয়। সে স্থলেও অনুভবই প্রমাণ, যেহেতু 'রূপং রসঃ' এইরূপ প্রতীতি হয় না, রূপাদিতে "ইদং সিতং ন" ইত্যাদি অনুভবই হয়।

শংকা :—মৃত্তিকা এবং ঘটের ভেদ হইলে কিরূপে একসত্তাকত্ব হইবে, যেহেতু দণ্ডঘটে দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ

ভিন্নদ্বয়ের অভিন্নসত্তাকত্ব কোথাও অদৃষ্ট হওয়ায় মৃৎঘটের অভিন্নসত্তাকত্ব কিরূপে হইবে ?

উত্তর :—এস্থলে এরূপ বিকল্প উপস্থিত হয় যে, ইহা কি প্রমাণবিষয়ক প্রশ্ন বা উপপত্তিবিষয়ক প্রশ্ন ? আদ্যকল্পে অভিহিতই হইয়াছে সামানাধিকরণ্যানুভব। দ্বিতীয়কল্পে কিন্তু দণ্ডঘটভেদের ন্যায় মৃদ্‌ঘটভেদ সত্তাবচ্ছেদক হয় না অতএব মৃত্তিকা এবং ঘটের ভেদ হইলেও উভয়ের এক-সত্তাকত্ব হয়।

শংকা :—ভেদের (মৃদ্‌ঘটভেদের) সত্তানবচ্ছেদকত্ব হইলেও তৎস্বরূপের (মৃৎঘটভেদস্বরূপের) বিদ্যমানতা হওয়ায় কিরূপে একসত্তাকত্ব হইবে।

উত্তর :—ভেদসত্তাই (ভেদাবচ্ছিন্ন অধিষ্ঠানসত্তাই), ভেদের ধর্ম্মী ও প্রতিযোগী এই উভয়ের সত্তার একত্বে বিরোধী হয়, ভেদমাত্র নহে। অন্যথা (কেবলভেদই যদি উক্ত সত্তাএকত্বের বিরোধী হইত তবে) দণ্ডঘটের যেমন অযুতসিদ্ধি (অপৃথক্‌সিদ্ধি) হয় না তদ্রূপ মৃদ্‌ঘটেরও অযুতসিদ্ধি হইত না (সমবায় এবং ভেদাভেদ নিরস্ত হইয়াছে); যেহেতু দণ্ডঘট ও মৃৎঘট ইহাদের পরস্পরের ভেদেতে কোন বিশেষ নাই।

উল্লিখিত বিচারের তাৎপর্য্য পুনঃ বলা হইতেছে। ভিন্নত্ব হওয়তঃ অভিন্নসত্তাকত্ব তাদাত্ম্য হইয়া থাকে। সর্ব্বপদার্থের

সত্তা আত্মসত্তাই অর্থাৎ সর্ব্বপদার্থে একসত্তাকত্ব হয়, অথচ পরস্পর ভেদও হয়। এইহেতু সর্ব্বপদার্থে সর্ব্বপদার্থের তাদাত্ম্য হওয়া আবশ্যক। পরন্তু এরূপ হয় না। ইহার উপপত্তি এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে যে, আত্মসত্তা এক হইলেও তৎতৎপদার্থদ্বারা উপহিত হওয়ায় উক্তসত্তা উপহিতরূপে ভিন্ন ভিন্ন হয়। পরন্তু উপাদান এবং উপাদেয় এই উভয় দ্বারা অবচ্ছিন্ন একই সত্তা হয়, দণ্ডঘটাদিস্থলের ন্যায় সত্তার ভেদ হয় না। দণ্ডাবচ্ছিন্ন আত্মসত্তা এবং ঘটাবচ্ছিন্ন আত্মসত্তা পরস্পর ভিন্ন হয়। দণ্ডের অধিষ্ঠানরূপে যে দণ্ডাবচ্ছিন্ন আত্মসত্তা উহা কখনও ঘটাবচ্ছিন্ন হয় না, অন্যথা মৃদ্‌ঘটের ন্যায় "দণ্ডোঘট" এইরূপ প্রতীতি হইত। পরন্তু এইরূপ প্রতীতি হয় না। একঘটের রূপরসের সত্তা এবং ঘটসত্তা ইহারা যদ্যপি এক হয়, যেহেতু ঘটাধিষ্ঠানসত্তা যেমন ঘটোপহিত হয় তদ্রূপ রূপরস-উপহিতও হয়, অন্যথা 'শুক্লঘট' ইত্যাদি প্রত্যয় হইত না; তথাপি রূপাবচ্ছিন্ন সত্তা রসোপহিত হয় না এইহেতু রূপরসের পরস্পর ভিন্নসত্তাকত্ব হয়। 'মৃদ্‌ঘট' স্থলে ভিন্নসত্তাকত্ব নাই। মৃদ্‌ঘটের ভেদ হইলেও মৃদ্‌সত্তা এবং ঘটসত্তার পরস্পর ভেদ নাই, দণ্ডসত্তার এবং ঘটসত্তার যেমন পরস্পর ভেদ হয় তদ্রূপ মৃদ্‌ঘটস্থলে সত্তাভেদ হয় না। সত্তাভেদের কারণ এই যে, যাহা দণ্ডোপহিত হয় তাহা

ঘটোপহিত হয় না। আর অধিষ্ঠানসত্তার ভেদই সত্তার একত্বের বিরোধী হয়; অধিষ্ঠানাবচ্ছেদক পদার্থের ভেদ সত্তাএকত্বের বিরোধী নহে। এরূপ মানিলে 'মৃদ্ ঘট' স্থলেও একসত্তা হইবে না। পরন্তু 'মৃদ্ ঘট' স্থলে একসত্তাকত্বরূপ তাদাত্ম্যই প্রতীত হয়, যেহেতু সমবায় এবং ভেদাভেদ খণ্ডিত হইয়াছে।

অথবা তাদাত্ম্য পদার্থান্তর। ভেদসত্তাঽবিরোধী (সত্তার অনবচ্ছেদক যে ভেদ উহার অবিরোধী) কোন অনির্ব্বচনীয় ধর্ম্ম তাদাত্ম্য। এ বিষয়ে প্রমাণ এই, ঘটতে যেমন দণ্ডাদিভেদ অনুভূত হয় তদ্রূপ মৃত্তিকার ভেদ ঘটেতে অনুভূত হয় না তথা মৃদ্ ঘট এইরূপ অভেদানুভব হয়।

শংকা :—সদ্‌ভেদ যদি না হইবে তবে কার্য্যকারণভাব কিরূপে হইবে? তথা মৃত্তিকা ঘট এইরূপ শব্দান্তরবাচ্যত্ব কিরূপে হইবে? অর্থাৎ মৃত্তিকা এবং ঘটের ভেদ সত্তা-বচ্ছেদক না হইলে উহাদের কার্য্যকারণভাব এবং বিভিন্ন পদবাচ্যতা হইবে না।

উত্তর :—কার্য্যকারণভাবাদির জন্য ভেদের অপেক্ষা আছে, পরন্তু সদ্‌ভেদ অপেক্ষিত নহে। সত্তাবচ্ছেদক ভেদ না থাকিলেও ভেদমাত্রেই কার্য্যকারণভাব দৃষ্ট হওয়ায় কার্য্যকারণতাতে ভেদ প্রয়োজক, সত্তাবচ্ছেদক ভেদ প্রয়োজক নহে। এইরূপ ভেদ মৃদ্‌ঘটেতে তুল্য। অতএব

কার্যকারণভাবের জন্য সদ্‌ভেদের আবশ্যকতা নাই। তথাচ ঘটেতে যে মৃত্তিকাপ্রতিযোগিক ভেদ আছে সেই ভেদ ভেদান্তরের (দণ্ডঘটভেদের) ন্যায় সত্তাবচ্ছেদক নহে, ইহা সামানাধিকরণ্য-প্রতীতিবলে সিদ্ধ। মৃৎঘটভেদের সত্তা-নবচ্ছেদকত্বে বাধক না হওয়ায় উহাই সামানাধিকরণ্যবুদ্ধির নিয়ামক।

উক্তপ্রকারে পক্ষদ্বয়েও ভেদের সত্তাশূন্যত্ব হওয়ায় কার্য্য এবং কারণের অনির্ব্বচনীয় ভেদ এইরূপ বলা হয়। অর্থাৎ সত্তানবচ্ছেদক ভেদ তাদাত্ম্য এইপক্ষে কিম্বা ভেদসত্তা-অবিরোধী অনির্ব্বচনীয়ধর্ম্ম তাদাত্ম্য এই পক্ষে—এই পক্ষ-দ্বয়েও কার্য্যকারণভেদ অনির্ব্বচনীয়।

শংকা ঃ—ভেদের সহিত ভেদাভাবের যেমন বিরোধ হয় তদ্রূপ ভেদাভাবনিয়ত যে অভিন্নসত্তাকত্ব উহাতে ভেদসামানাধিকরণ্যের বিরোধ হইবে। অর্থাৎ অভেদের যেমন ভেদের সঙ্গে বিরোধী হয় তদ্রূপ অভেদনিয়ত যে অভিন্নসত্তাকত্ব উহার সহ ও ভেদের বিরোধ হইবে অতএব ভিন্নদ্বয়ের অভিন্নসত্তাকত্ব হইবে না। আর যদি উহাদের অবিরোধ হইবে তবে কিরূপে ভেদাভেদ নিরাশ হইবে ?

উত্তর :—সমানসত্তাক প্রতিযোগী এবং তদ্‌অভাবের অথবা অভাবনিয়তের বিরোধ হইয়া থাকে। ইহাই বিরোধের প্রয়োজক। অনির্ব্বচনীয় ভেদ ভেদাভাবের

বিরোধী নহে। ভেদ অনির্ব্বচনীয় হওয়াতে উক্ত শংকা নিরস্ত হয়।

অদ্বৈতমতে কার্য্যকারণের ভেদাভেদ মান্য হয় বটে পরন্তু কারণব্যতিরেকে কার্য্যসত্তা অঙ্গীকারপূর্ব্বক উহাদের অভেদ উক্তমতে মান্য হয় না কিন্তু কল্পিতভেদ স্বীকৃত হয়। ভেদাভেদস্থলে পারমার্থিক ভেদ থাকিলে "ভূতলং ঘটো ন" এইরূপ প্রতীতির ন্যায় "মৃদ্‌ঘটো ন" এইরূপ প্রতীতি হইত। ঘট এবং ভূতল এই উভয়ে সমসত্তাক ভেদ আছে এই হেতু ঘট এবং ভূতলের অভেদানুভবের বিরোধ হয়। অন্যত্র সমসত্তাক ভেদ অভেদানুভবের বিরোধী হওয়ায় কার্য্যকারণস্থলেও এরূপ বিরোধ হইবে। সমসত্তাক ভাবাভাবের অবিরোধ হইলে বিরোধবার্ত্তা উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইবে। অতএব কার্য্যকারণের ভেদ এবং অভেদকে ভিন্নসত্তাক মানিতে হইবে। সামানাধিকরণ্য-অনুভবদ্বারা এবং পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা ভেদেরই ন্যূনসত্তাকত্ব (কল্পিতত্ব) সিদ্ধ হয়। ভিন্নসত্তাক হওয়াতেই ভেদ এবং অভেদ বিরুদ্ধ নহে।

উল্লিখিত বিচারদ্বারা সিদ্ধ হইল যে, অনির্ব্বচনীয় ভেদ বিশেষই (অনির্ব্বচনীয় ধর্ম্মবিশেষ, অন্যোন্যাভাব নহে) তাদাত্ম্যসম্বন্ধ, ইহাই কার্য্যকারণাদির সম্বন্ধ। কার্য্যের এবং উহার ভেদের অনির্ব্বচনীয়ত্ব (সদ্‌বিলক্ষণত্ব) হওয়াতেই কারণতাদাত্ম্য সম্ভব হয়।

(মায়াবাদপ্রতিপাদনের রীতি)

সদ বিলক্ষণ মূল উপাদান কিছু আছে ইহা প্রদর্শন করা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। সেইহেতু প্রথমতঃ কার্য্যকারণভাবের বিচার করা হইয়াছে। সিদ্ধ হইয়াছে যে, কার্য্যপদার্থ উপাদানকারণ হইতে সর্ব্বথা ভিন্ন নহে (যেহেতু উভয়ের সামানাধিকরণ্য প্রতীতি হয়), কিম্বা অভিন্ন নহে (যেহেতু তাহাতে কার্য্যকারণভাব থাকিবে না), অথবা ভিন্নাভিন্ন উভয়রূপ নহে (যেহেতু ভেদ এবং অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ), কিন্তু ভিন্ন অথচ অভিন্নসত্তাক অর্থাৎ কারণসত্তার ভেদক না হইয়া ভেদযুক্ত। কারণসত্তার অবচ্ছেদক না হওয়ায় কার্য্য এবং কার্য্যের ভেদ সৎবিলক্ষণ (অনির্ব্বচনীয়) হইবে। দ্বিতীয়তঃ ইহা প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক যে, সৎস্বরূপ, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুস্বরূপ (ঘটপটাদি) নহে কিম্বা উহাদের ধর্ম্ম নহে কিন্তু অনুগত ধর্ম্মিরূপ। এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইলে সৎস্বরূপকে মূল উপাদান মানিতে হইবে। অর্থাৎ সেই একমাত্র অনুগত অধিষ্ঠান সৎস্বরূপের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া সৎসৎরূপে প্রতিভাত হওয়ায় উহাকে প্রপঞ্চের উপাদান বলিতে হইবে। সন্মাত্রের উপাদানত্ব সিদ্ধ হওয়ার পর উপরোক্ত কার্য্যকারণভাবের সিদ্ধান্তটী প্রয়োগ করিয়া তৃতীয়তঃ ইহা প্রতিপাদন করিতে হইবে যে সন্মাত্র অতিরিক্ত

অনির্ব্বচনীয় মূল উপাদানও আছে। সন্মাত্রই যদি উপাদান হইত তাহা হইলে অনির্ব্বচনীয়ত্ব সম্ভব হইত না অথচ উহা না হইলে কার্য্যকারণভাব হইবে না। অতএব কার্য্যের এবং তদ্‌ভেদের অনির্ব্বচনীয়ত্বসিদ্ধির জন্য অধিষ্ঠানসন্মাত্র অতিরিক্ত অনির্ব্বচনীয় কিছু কার্য্যজগতের মূলকারণ মানিতে হইবে। ঐ অনির্ব্বচনীয় পদার্থই মায়া শব্দে অভিহিত।

(সৎস্বরূপবিচার)

এক্ষণে বিচার্য্য—সতের স্বরূপ কিরূপ? উহা কি পরিচ্ছিন্ন বস্তুস্বরূপ অথবা উহাদের ধর্ম্মরূপ কিম্বা অনুগত ধর্ম্মিরূপ?

(ক) সৎ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুস্বরূপ নহে:—ঘটঃসন্ পটঃসন্ এইরূপ বোধ সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। ঘটপটাদি অবান্তর পদার্থ-নিমিত্ত যে ব্যবহার উহা সদ্রূপ ত্যাগ না করিয়াই প্রতীত হয়। এক্ষণে বিচার্য্য ঐ ঘটপটাদি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুস্বরূপই সৎ, অথবা সৎ অন্য কিছু? স্বরূপপক্ষ সমীচীন নহে। স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন। বস্তুস্বরূপ সৎ হইলে সৎ ও ভিন্ন ভিন্ন হইবে। ভিন্ন ভিন্ন সৎ দ্বারা 'এই বস্তু সৎ, এই বস্তু সৎ' এইরূপ অনুগত বুদ্ধি সুসঙ্গত নহে। ঘটাদির পরস্পর বিলক্ষণতা হওয়ায় উহাতে সন্‌ঘট সন্‌পট ইত্যাদিরূপে একাকার বুদ্ধি হইতে পারে না। অনুগত সৎবুদ্ধির কারণ

যদি অননুগত ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপসৎ হইবে তবে জাতি আদি অনুগত পদার্থ স্বীকার নিষ্ফল হইবে, যেহেতু সর্ব্বত্রই মনুষ্যাদি অননুগত পদার্থদ্বারাই অনুগত মনুষ্যত্বাদি জাতিবুদ্ধি উৎপন্ন হইবে। বস্তুস্বরূপ হইতে বিলক্ষণ অনুগত সৎ না থাকিলে অনুগত সৎবুদ্ধি বিষয়শূন্য হইবে, অনুগতসদ্‌বুদ্ধির অননুভবপ্রসঙ্গ হইবে।

আক্ষেপ—"উহাই এই দীপ" এইরূপে অনুগতপ্রত্যয় এবং ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও তথায় অনুগত পদার্থ নাই।

উত্তর ঃ—তথায় পরিমাণাদি ভেদই ভেদক হইয়া থাকে পরন্তু প্রকৃতস্থলে এরূপ কিছু নাই। অতএব অনুগতবুদ্ধি হওয়াতে অনুগত বিষয় মানা উচিত। বিষয় অনুগত না থাকিয়াও যদি প্রতীতি অনুগত হয়, তবে বিষয়নিরপেক্ষ প্রতীতি স্বীকার করা হয়, এবং তাহার ফলে প্রতীতির দ্বারা আর বিষয়ের ব্যবস্থা হয় না।

সৎ সৎ এইরূপ প্রতীতি অনুসারে বস্তুরূপ সৎ স্বীকৃত হইলে ঘট ও পটস্বরূপ হওয়া উচিত, যেহেতু উভয়ই সৎ। উভয়ের ভেদ বলিলে অন্যতর অসৎ হইবে। অতএব বস্তু-স্বরূপ সৎ নহে। বস্তুস্বরূপ সৎ হইলে ভিন্নতা লোপ পাইবে, যেহেতু সকলই সৎ। ঘটঃ সন্ এইরূপে প্রতীয়মান সত্তা ঘটাদিস্বরূপ নহে। ঘটঃ সন্ এইরূপ যেমন অনুভব হইয়া থাকে তদ্রূপ ঘটঃঘটঃ এইরূপ অনুভব হয় না। ঘটাদিস্বরূপ

হইলে 'ঘটঘট' এইরূপের ন্যায় সন্ ঘট এইরূপ অনুভব অযুক্ত হইত। ঘটাদিস্বরূপই যদি সৎ হইত তবে বস্তুর দ্বৈরূপ্য অযুক্ত হওয়ায় সর্ব্বদা সত্বই হইত। এরূপ হইলে উহাদের উৎপত্তি বা নাশ হইত না। সর্ব্বদা সত্ব হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং নাশের অনন্তর উহার উপলব্ধি হইত। ঘটাদিস্বরূপই সদ্‌বুদ্ধির বিষয় এইরূপ বলিতে গেলে ঘটশব্দ এবং সৎশব্দের একার্থত্ব বলিতে হইবে। ইহা কিন্তু অনুপপন্ন। সৎশব্দের ঘটাদিপদের সহপ্রয়োগ অযুক্ত। এরূপ হইলে সদ্‌বুদ্ধি এবং ঘটাদিবুদ্ধির অবৈলক্ষণ্য হইয়া পড়িবে। সন্ ঘটঃ, সন্ পটঃ এইরূপ বোধ বিশেষ্যবিশেষণভাবমূলক। বিশেষ্য, বিশেষণস্বরূপ হয় না, অন্যথা বিশেষ্যবিশেষণভাবই অসিদ্ধ হইত। অতএব বস্তুস্বরূপ সৎ নহে। বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় সৎ বস্তুস্বরূপ নহে। সম্পূর্ণ অভেদে সম্বন্ধ হয় না। "স্বরূপানাং পরস্পরব্যাবৃত্তেরব্যাপকত্বাদলক্ষণং"।

(খ) সৎ অস্তিত্বাদিরূপ ধর্ম্ম নহে :— সৎসৎপ্রতীতি সর্ব্বত্র অস্তিত্বরূপ ধর্ম্মকেই বিষয় করিয়া থাকে এরূপ বলা উচিত নহে। অস্তিত্বকে কিঞ্চিৎ-সম্বন্ধে বৃত্তিত্বরূপ বলা আবশ্যক। উহা যদি সমবায় সম্বন্ধে অবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বরূপ হইবে তবে নিত্যদ্রব্যে থাকিবে না (যেহেতু নিত্যদ্রব্য কখনও কোথাও সমবায় সম্বন্ধে থাকে না) অথচ তথায় (নিত্যদ্রব্যে) অস্তিত্ব আছে। সেই অস্তিত্ব যদি সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন

বৃত্তিত্বরূপ হইবে তাহা হইলে গুণাদিতে উক্ত বৃত্তিত্ব থাকিবে না যেহেতু গুণ সংযোগ-সম্বন্ধে কোথাও থাকে না (দ্রব্যেরই সংযোগ হয়, গুণক্রিয়াদির সংযোগ হয় না)। কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বরূপ অস্তিত্ব যদি হইবে তবে সর্ব্বজন্য-পদার্থের এককালে বৃত্তিত্ব না হওয়ায় নিরূপককালভেদে ঐ অস্তিত্বেরও ভেদ আবশ্যক। অতএব উহাদ্বারা অনুগত প্রত্যয়ের উপপত্তি হইবে না। সৎ সৎ প্রতীতি মহাকাল-বৃত্তিত্বকে বিষয় করিয়া থাকে এরূপ বলাও সঙ্গত নহে। উপাধি ব্যতিরেকে মহাকালবিষয়ক প্রতীতিরও স্বরসতঃ অভাব হওয়ায় "ইদানীং অস্তি তদানীং অস্তি" এইরূপ প্রতীতিই আনুভবিক হওয়ায় তথায় উপাধিভেদে ভিন্নকাল-বৃত্তিত্বসমূহেরই অবগতি হইয়া থাকে স্বীকার করিতে হইবে। অতএব অস্তিত্বরূপ ধর্ম্মদ্বারা সৎসৎবিষয়ক অনুগত প্রতীতির উপপত্তি প্রদান করা যাইতে পারে না। সৎসৎ প্রতীতিস্থলে বর্ত্তমানকালসম্বন্ধিত্বই অস্তিত্ব হয় এরূপ বলাও সঙ্গত নহে, যেহেতু অস্তিত্বেরই ত্রৈকালিকান্বয় ভান হইয়া থাকে।

সৎ বিধিপ্রত্যয়বিষয়ত্বরূপ ধর্ম্ম নহে। এরূপ হইলে রজ্জুসর্পাদিরও সত্যতাপাত হইবে, যেহেতু উহা "ইহা সর্প" এইরূপ বিধিপ্রত্যয়গোচর হয়; তথা উহার অভাবের অসত্যতাপাত হইবে, যেহেতু উহা বিধিপ্রত্যয়বিষয় নহে

কিন্তু "ইহা সর্প নহে" এইরূপ নিষেধপ্রত্যয়ের বিষয় হয় না। এইরূপে বিভ্রম এবং অবিভ্রমের বিপর্য্যয় হইয়া পড়িবে।

পূর্ব্বপক্ষ (ন্যায়বৈশেষিক)—সৎ অস্তিত্বাদিধর্ম্ম নহে কিন্তু জাতিরূপ ধর্ম্ম। সৎবিষয়ক প্রত্যক্ষ জাতিবিষয়ক হইয়া থাকে। জাতি, অনুগত প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হয়। একই সম্বন্ধে কোনও বস্তু অনেক বস্তুতে অবস্থিত হইলে উহাকে অনুগত বলে। প্রত্যেক ঘটে "ঘটঘট" এইরূপ অনুগত প্রতীতি আছে। এই অবাধিত অনুগতবুদ্ধি অনুগত নিমিত্ত-জনিত মানিতে হইবে। অতএব সকল ঘটে একটী ঘটত্ব জাতি আছে। সেইরূপ সকল দ্রব্যে দ্রব্যত্ব, সকল গুণে গুণত্ব, সকল ক্রিয়াতে ক্রিয়াত্ব সিদ্ধ হয়। কোন কোন ব্যক্তির নাশেও জাতি নষ্ট হয় না, অপর ব্যক্তিতে জাতি অভিব্যক্তই থাকে। অতএব উহা নিত্য। দ্রব্যত্ব (এতদ্অন্তর্ভূত ঘটত্ব পটত্বাদি) গুণত্ব (এতদ্অন্তর্গতনীলত্বাদি), কর্ম্মত্ব-জাতি হইতে ব্যতিরিক্ত সত্তাজাতি আছে। উহা উক্ত ত্রয়ের ন্যায় পরস্পর ব্যভিচারী নহে কিন্তু দ্রব্যগুণকর্ম্ম এই তিন পদার্থেই থাকে এইহেতু ইহাকে পরাজাতি বলা হয়। এই নিত্য ব্যাপক জাতির সহিত সম্বন্ধ হওয়ার দরুণই দ্রব্য গুণ কর্ম্ম "সৎ" এইরূপ প্রতীতিগোচর হয়। এই সত্তাসামান্য সামান্যাদি পদার্থে থাকে না। জাতিতে জাতি (সত্তা) অঙ্গীকার করিলে শেষোক্ত সত্তাতেও সত্তা অঙ্গীকার করিতে হইবে এইরূপে

অনবস্থা হইবে। বিশেষেতে (পরমাণুর ভেদক পদার্থ) যদি অনুগত সত্তা স্বীকৃত হয় তবে ব্যাবৃত্তিহেতুত্বলক্ষণ বিশেষের স্বরূপহানি হইবে। সমবায়ে যদি সত্তা কল্পনা করা হয় তাহা হইলে ঐ সত্তার সহিত সমবায়ের সম্বন্ধ হইবার জন্য অপর সম্বন্ধ আবশ্যক। পরন্তু সমবায়ান্তর নাই। সমবায় এক হওয়াতে উহাতে জাতি (সত্তা) থাকিতে পারে না। ব্যক্তির অভেদ জাতিবাধক হয়। দ্রব্যগুণ এবং কর্ম্ম এই তিন পদার্থে সত্তা সাক্ষাৎসম্বন্ধে থাকে, সেই অধিকরণত্রয়ে সামান্যাদিও থাকে অতএব পরম্পরা সম্বন্ধে সামান্যাদিতে সত্তাপ্রতীতি হয়।

সিদ্ধান্ত পক্ষ ঃ—পূর্ব্বপক্ষিগণ (ন্যায়বৈশেষিক) সত্তাকে দ্রব্যগুণকর্ম্মবৃত্তি এক প্রত্যক্ষসিদ্ধ জাতি মানেন, পরন্তু ইহা সঙ্গত নহে, যেহেতু তাদৃশ সত্তাজাতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, যে সমস্ত বিভিন্ন আশ্রয়ে যে জাতি সমবেত হয়, সেই সমস্ত বিভিন্ন আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ না হইলে তদ্‌গত জাতির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সত্তাজাতির আশ্রয় তিন শ্রেণীর পদার্থ। তন্মধ্যে অনেকগুলি অতীন্দ্রিয় পদার্থ আছে তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং ত্রিতয়ানুগত সত্তাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতে পারে না। পরাভিমত জাতির লক্ষণ—"নিত্যত্বে সতি অনেক সমবেতত্বম্"। অতএব প্রত্যক্ষ, সেই নিত্য সত্তারূপ জাতিতে প্রমাণ হইতে পারে না। সর্ব্ব-

ধ্বংস এবং সর্ব্বপ্রাগভাবের প্রত্যক্ষ না হইলে তাদৃশ ধ্বংস-প্রাগভাবের অপ্রতিযোগিত্বরূপ নিত্যত্ব প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হয় না। অনুমান দ্বারাও সামান্যের সিদ্ধি হয় না। কারণ অনুমানাদি, ব্যাপ্তি আদি গ্রহণের অপেক্ষা করিয়া থাকে; সামান্যের প্রসিদ্ধি বিনা উক্তরূপ ব্যাপ্তিই সম্ভব নহে। সাধ্যের (সত্তারূপ জাতির) প্রসিদ্ধি বিনা জাতির ব্যাপ্তি তথা জাতির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুপরামর্শাদির অসিদ্ধি হওয়াতে সত্তারূপ জাতির অনুমান হইতে পারে না।

আশ্রয়—অনিরূপণ হওয়াতেও পরাভিমত সত্তাজাতি অযুক্ত। এস্থলে প্রষ্টব্য—সত্তারূপ জাতি সতেতে বর্ত্তমান হয়? কিম্বা অসতেতে? আদ্যকল্পে আত্মাশ্রয় দোষ হইবে। সত্তাবিশিষ্টই সৎ শব্দের অর্থ হওয়ায় আত্মাশ্রয়। দ্বিতীয় কল্পও সঙ্গত নহে। অসতের আশ্রয়ত্ব অনুপপন্ন।

শংকা:—সত্ত্বোপলক্ষিতে সত্তা হয় (সত্তাবিশিষ্টে নহে যাহার দরুণ আত্মাশ্রয় হইবে)।

উত্তর:—এরূপ নহে। তদুপলক্ষিততদাশ্রয়েরও সত্তা-ব্যতিরিক্ত প্রকারান্তরের পূর্ব্বপক্ষিমতে অসম্ভব। তাৎপর্য্য এই যে, সত্তাউপলক্ষিতে সত্তা থাকে এপক্ষেও সত্তা বিনা সত্তাউপলক্ষিতত্ব কিছু না হওয়ায় (যেমন কাকোপলক্ষিত গৃহ হয় তদ্রূপ প্রকৃতস্থলে নহে যেহেতু সত্তা নিত্য) সত্তা-উপলক্ষিতে সত্তা থাকে এই পক্ষ নহে। অর্থাৎ সত্তা-

বিশিষ্টেতে সত্তা থাকে এই তাৎপর্য্য হইবে। সুতরাং আত্মাশ্রয় তদবস্থ হইবে।

আরও—সৎবুদ্ধিবিষয় যদি সত্তাজাতি হইবে তবে সামান্যাদিতে সদ্বুদ্ধি হইবে না অথবা সামান্যাদিতে সৎবুদ্ধি হয় এইহেতু উহাতে সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ সত্তাজাতিই সৎবুদ্ধিগোচর হইলে সামান্যাদিতে সৎবুদ্ধি হইবে না, অন্যথা সামান্যাদি ও সামান্যবান হইবে। পরন্তু ইহা পূর্ব্বপক্ষীর ইষ্ট নহে। অতএব সংবুদ্ধিবিষয় সত্তা-জাতি নহে।

শংকা ঃ—সামান্যাদিতে সত্তা না থাকিলেও উহাতে সত্তার সামানাধিকরণ্য হওয়াতে (সামান্য এবং সত্তা এই উভয় দ্রব্যগুণকর্ম্মেতে থাকায়) তথায় সৎবুদ্ধি হয়। অর্থাৎ দ্রব্যাদিতে সত্তার সমবায় সৎবুদ্ধিবিষয় হয়, সামান্যাদিতে কিন্তু সত্তাসামানাধিকরণ্য সৎবুদ্ধিবিষয় হয়।

উত্তর ঃ—এরূপ হইতে পারে না। অন্যত্র সৎবদ্ধির বিষয় সত্তাসমবায় হওয়াতে প্রতীতিবৈলক্ষণ্য বিনা সামান্যাদিতে বিষয়বৈলক্ষণ্য (সত্তাসামানাধিকরণ্য বিষয়) কল্পনা করা অযুক্ত। অর্থাৎ বিষয় যদি বিলক্ষণ হইবে তবে প্রতীতিরও বৈলক্ষণ্য আবশ্যক হওয়ায় অথচ দ্রব্যাদিতে এবং সামান্যাদিতে সৎপ্রতীতির বৈলক্ষণ্য না হওয়ায় উক্তরূপে (সত্তাসমবায় এবং সত্তাসামানাধিকরণ্য) বিষয়-

বৈলক্ষণ্য অযুক্ত। অন্যথা গুণাদিতেও সত্তাসামানাধি-করণ্যদরুণ সৎবুদ্ধি কেন না হইবে? সামানাধিকরণ্যদরুণ সত্তা বিষয় হয় এরূপ মানিলে গুণাদিতেও, সামান্যাদিতে যেমন হয় তদ্রূপ, সৎবুদ্ধি উপপন্ন হইবে অর্থাৎ সত্তাসামানাধি-করণ্যদরুণ সৎবুদ্ধি গুণাদিতে হইবে অতএব সত্তাসমবায় হইবে না।

শংকা—যথায় সত্তাজাতি সম্ভব হয় তথায় সৎবুদ্ধি জাতিবিষয়িনী আর যথায় উহা সম্ভব নহে তথায় সেই পদার্থের স্বরূপই সৎবুদ্ধিবিষয়। অতএব সামান্যাদিতে স্বরূপবিষয়িনী সৎবুদ্ধি হয় (অর্থাৎ সামান্য সত্তাস্বরূপ) আর অন্যত্র সৎবুদ্ধি জাতিবিষয়িনী হয়।

উত্তর :—ইহাও অযুক্ত। একাকার প্রতীতির বিষয়-বৈলক্ষণ্য অযুক্ত। যদি স্বরূপসত্তাবিষয়ক সৎবুদ্ধি হইবে তবে সামান্যাদিতে অনুগত সৎবুদ্ধি অযুক্ত হইয়া যাইবে, যেহেতু প্রত্যেক সামান্য (ঘটত্ব পটত্বাদি) অননুগত।

আরও বক্তব্য—সাক্ষাৎপরম্পরাসম্বন্ধে সত্তাজাতি সর্ব্বত্র সদ্‌বুদ্ধিবিষয় হইয়া থাকে এরূপ পক্ষ সমীচীন নহে। পরংপরাসম্বন্ধে প্রত্যক্ষবিশিষ্টবুদ্ধি হইলে অতিপ্রসঙ্গ হইবে, রজতত্বাশ্রয়সংযোগাদিদ্বারা পাষাণাদিতে রজতত্বাদি বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষ হইয়া পড়িবে।

শংকা—বিশিষ্টবুদ্ধিনিয়ামকত্বলক্ষণ সম্বন্ধত্ব বিশিষ্ট-জ্ঞানাত্মক ফলবলে কল্পনা করা হয় অতএব অতিপ্রসঙ্গ হয় না।

উত্তর ঃ—অনুগত একাকারবুদ্ধির একরূপ সম্বন্ধবিনয়ত্বই বলা উচিত। অন্যথা প্রমাপ্রমেয়বুদ্ধিদ্বয়ের ন্যায় আকারভেদ প্রসঙ্গ হইবে। অর্থাৎ সাক্ষাৎ পরংপরা সম্বন্ধভেদে প্রতীতি-বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। প্রমাতৃপ্রকারের একত্ব হইলেও সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে এবং স্বাশ্রয়বিষয়তালক্ষণ পরংপরাসম্বন্ধে প্রমাপ্রমেয় এইরূপ বিলক্ষণাকারবুদ্ধিদ্বয় দৃষ্ট হয়। অতএব কোথাও সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোথাও পরম্পরাসম্বন্ধে "সৎ" এইরূপ প্রতীতি উপপন্ন হয় না, যেহেতু বিজাতীয়সম্বন্ধে সমানাকার প্রতীতি অনুপপন্ন, অন্যথা সম্বন্ধভেদই সিদ্ধ হইবে না।

উল্লিখিত বিচার দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, অনুগতপ্রতীতি পদার্থমাত্রসাধারণ হওয়ায় উহা সত্তাসামান্যবিষয়ে প্রমাণ নহে। অনুগতবিষয়নিরপেক্ষই অনুগতপ্রতীতি স্বীকার করিলে প্রতীতি দ্বারা আর বিষয়ের ব্যবস্থা হইবে না। বিষয়ের অনুগম না হইলেও প্রতীতির অনুগম হইলে জাতিমাত্রের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। অনুগতরূপে প্রতীতিতে বিশেষণ ও সম্বন্ধ উভয়ই অনুগত হওয়া আবশ্যক, যেহেতু উভয়ই প্রতীতির বিষয়। অতএব অনুগত ব্যবহারের উপপত্তি দিবার জন্য জাতিব্যতিরিক্ত অপর সৎ স্বীকার্য্য

যাহার সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া ঐরূপে ব্যবহৃত হয়। সৎস্বরূপ সর্ব্বপ্রপঞ্চানুগত হইয়া ভাসমান হইলে যেমন বিশেষণের অনুগতি, সেইরূপ সম্বন্ধেরও অনুগতি রক্ষিত হয়। সর্ব্বত্র প্রপঞ্চে সদ্রূপ-প্রতীতিতে এক সদ্রূপ ব্রহ্মই সর্ব্বত্র বিশেষণরূপে প্রতীত হয়, এবং ঐক সৎতাদাত্ম্য-সম্বন্ধেই প্রতীত হয়।

'সন্‌ঘট' ইত্যাদি প্রতীতিদ্বারা তাবৎ সদ্ব্যক্তিমাত্রাভিন্নত্ব ঘটে বিষয়ীকৃত হয়, কিন্তু সত্তাসমবায়িত্ব বিষয়ীকৃত হয় না, যেহেতু অভেদপ্রতীতির নির্বাহ ভেদঘটিত (ইহাপ্রত্যয়হেতু) সম্বন্ধকৃত হইতে পারে না। সন্‌ঘট ইত্যাদি বুদ্ধির সৎ-তাদাত্ম্যমাত্র বিষয়ত্ব হয়, তদাশ্রয়সত্তাতে কোনও প্রমাণ নাই। এইরূপে দ্রব্যং সৎ গুণঃ সন্‌ ইত্যাদি প্রতীতিদরুণ সর্ব্বাভিন্নত্ব স্বতঃসিদ্ধ। আর দ্রব্যগুণাদিভেদ অসিদ্ধ হওয়ায় ঐ সকল ধর্ম্মীতে সত্ব নামক ধর্ম্ম কল্পনা করা হয় না কিন্তু সৎ-ধর্ম্মীতে দ্রব্যাদি-অভিন্নত্ব হয় লাঘবতঃ আর উহা বাস্তব সম্ভব নহে সুতরাং আধ্যাসিক। অতএব "ঘট হইতে ভিন্ন পট" ইত্যাদি প্রতীতিও ভেদসাধিকা নহে, যেহেতু ঘটপট তদ্‌ভেদের সদ্‌-অভেদে ঐক্য হইয়া থাকে। এইরূপে একই সৎবস্তু স্বতঃস্ফুরণরূপ জ্ঞাতাজ্ঞাতাবস্থাবভাসক স্বতাদাত্ম্যাধ্যাসদ্বারা সর্ব্বত্র সদ্‌ব্যবহারোপপাদক হইয়া থাকে।

এক্ষণে সৎস্বরূপবিষয়ক নিম্নলিখিত বিচারটী বাঙ্গলা অদ্বৈতসিদ্ধি হইতে উদ্ধৃত হইতেছে। "অনুগতপ্রতীতি সেই স্থলেই হইতে পারে, যেখানে বিশেষণ ও বিশেষণ-বিশেষ্যের সম্বন্ধ অনুগত হয়। বিশেষণটী অনুগত থাকিয়াও যদি বিশেষণবিশেষ্যের সম্বন্ধটী অননুগত হয়, তাহা হইলে অনুগতপ্রতীতি হইতে পারে না। যেমন একই গোত্বসামান্য সমবায়সম্বন্ধে ও কালিকসম্বন্ধে বিশেষণ হইলে প্রতীতি একরূপ না হইয়া বিভিন্নরূপই হইয়া থাকে। "সন্‌ঘটঃ" ইত্যাদি প্রতীতিতে প্রত্যেক ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন সদ্রূপতা স্বীকার করিলে বিশেষণ অননুগত হইয়া পড়িল। সুতরাং অনুগতপ্রতীতি হইতে পারিল না। আর এই সদ্রূপতাকে সত্তাজাতিস্বরূপ বলিলে বিশেষণ সত্তাজাতি অনুগত হইল বটে, কিন্তু বিশেষণবিশেষ্যের সম্বন্ধ অননুগত রহিল। কারণ, "দ্রব্যং সৎ, গুণঃসন্‌, কর্ম্মসৎ" এইরূপ প্রতীতিতে সত্তাজাতি সমবায়সম্বন্ধে বিশেষণ হইয়া থাকে, আর "জাতিঃ সতী, সমবায়ঃ সন্‌" ইত্যাদি প্রতীতিতে সত্তাজাতি আর সমবায়সম্বন্ধে বিশেষণ হয় না। কিন্তু একার্থসমবায় অর্থাৎ সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে বিশেষণ হইবে। সুতরাং বিশেষণ-বিশেষ্যের সম্বন্ধ অননুগত হইল বলিয়া আর প্রপঞ্চান্তর্গত ঘটপটাদি, সৎসৎ এইরূপে অনুগতপ্রতীতির বিষয় হইতে পারিল না। সিদ্ধান্তীর মতে সদ্রূপ ব্রহ্মে প্রপঞ্চান্তর্গত সমস্ত

বস্তু তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অধ্যস্ত বলিয়া আধ্যাসিক সম্বন্ধ সর্ব্বত্র একরূপই হয়। এজন্য দ্রব্যাদিতে সৎসৎ এইরূপ অনুগত প্রতীতি হইতে আর কোন বাধা নাই।" (অদ্বৈতসিদ্ধি)॥

সর্ব্বত্র সৎস্বরূপের অন্বয় হওয়ায় মৃদ্-অনুগত ঘটের ন্যায় বিশ্বের উপাদানরূপে সৎস্বরূপ সিদ্ধ হয়। প্রপঞ্চে সৎস্বরূপের তাদাত্ম্য অনুভূত হওয়ায় সৎস্বরূপ উহার উপাদান। (অধিষ্ঠানসত্তেরও অনুগত হওয়ায় ভাবার্থত্ব উপপন্ন হয়) ঘটাদিতে মৃদ্দ্রব্যাভেদদরুণ মৃত্ত্বানুভবের ন্যায় সদ্বস্ত্বাদিরূপ কারণদ্রব্যাভেদদরুণই প্রপঞ্চে সত্ত্বানুভব উপপন্ন হওয়ায় পৃথক্ সত্ত্বাদিধর্ম্ম স্বকৃত হয় না। তথাচ সন্ঘট ইত্যাদি অনুভবও কার্য্যকারণদ্রব্যাভেদাবগাহি। (অভেদ শব্দে সত্ত্বভেদ নিষিদ্ধ হইতেছে)।

এক্ষণে উপাদানের লক্ষণসম্বন্ধে বিচার করা হইতেছে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষীর কতিপয় মত প্রসিদ্ধ। ঐ সকল মতেই বিকারযুক্ত কারণকে উপাদান বলা হয়। তন্মধ্যে: ন্যায়বৈশেষিক প্রাভাকরগণ বিকারের সমবায়িকে উপাদান বলেন। সাংখ্যপাতঞ্জলগণ পরিণামিকে উপাদান বলেন, ভেদাভেদবাদিমতে কার্য্যের কারণ হইতে অভেদ হইলেও ভেদও থাকায় রূপান্তরত্ব হয়।

এক্ষণে উক্তমত খণ্ডন করা হইতেছে। বিকারবান যে কারণ উহা উপাদান এইরূপে যে বলা হয় তাহা সঙ্গত

নহে। এস্থলে প্রষ্টব্য—বিকারত্ব অর্থ বিকারসমবায়বত্ব অথবা পরিণামিত্ব? প্রথমপক্ষ সঙ্গত নহে অর্থাৎ বিকারবত্ব অর্থ বিকারসমবায়িত্ব নহে, যেহেতু যৎকিঞ্চিৎবিকারের সমবায়িতা নিমিত্তসাধারণ (নিমিত্তকারণেও থাকে), যেহেতু দণ্ডকুলালাদিতেও যৎকিঞ্চিৎ বিকারসমবায়িত্ব থাকে অতএব দণ্ডাদিও রূপাদি-সমবায়ি হওয়ায় ঘটাদির উপাদান হইয়া পড়িবে।

শংকা—যাহা যে বিকারের সমবায়ি হয় তাহা উহার উপাদান হয়। দণ্ডাদি, ঘটাদির সমবায়ি হয় না অতএব দোষ নাই।

উত্তর—সমবায়কে যদি এক মানিবে তবে সেই বিকারের সমবায়িত্ব নিমিত্তকারণেতে আসিবে (যেহেতু সর্ব্বত্র সর্ব্ববিকারের সমবায় এক)। অতএব একসমবায়বাদে সেই দোষ তদবস্থ।

শংকা—ঘটাদি-অবচ্ছিন্ন সমবায় দণ্ডাদিতে নাই। অর্থাৎ দণ্ডাদিতে সমবায়মাত্র থাকিলেও ঘটাদ্যবচ্ছিন্ন সমবায় না হওয়ায় দণ্ডের ঘটসমবায়িত্ব নহে।

উত্তর—বিকল্প-অসহ হওয়ায় এরূপ নহে। এস্থলে প্রষ্টব্য—ঐ যে সমবায় উহা কি দণ্ডবৃত্তি: সমবায় হইতে অভিন্ন কিম্বা ভিন্ন? আদ্যকল্পে দণ্ডেতে ঘটাবচ্ছিন্ন সমবায়ের অভাব হইবে না। ঘটাবচ্ছিন্ন সমবায় হইতে

অভিন্ন সমবায় দণ্ডেতে থাকাতে ঘটাবচ্ছিন্ন সমবায়ের অভাব তথায় থাকিতে পারিবে না। দ্বিতীয়কল্পও সঙ্গত নহে। এরূপ হইলে সমবায়ের একত্ব ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

শংকা—সমবায় বস্তুত: এক হইলেও ঘটাদিবিশিষ্টত্ব-আকারে দণ্ডসমবায় হইতে উহা অন্য। স্বরূপতঃ এক হইলেও বিশিষ্টরূপে সমবায়ভেদ বিরুদ্ধ নহে।

উত্তর—এরূপ নহে। বিশেষ্যের অভেদবানেতে (দণ্ডসমবায়রূপ যে বিশেষ্য উহার অভেদবান যে ঘটসমবায় উহাতে) যে বিশিষ্টভেদবুদ্ধি (ঘটসমবায় দণ্ডবৃত্তিসমবায় হইতে ভিন্ন এইরূপ বুদ্ধি) উহাকে যদি বিশেষণের ভেদবিষয়ত্ব (দণ্ডবৃত্তিত্ব এবং ঘট এই দুই বিশেষণের ভেদবিষয়ত্ব) অঙ্গীকার না করিবে (অর্থাৎ বিশেষ্যভেদবিষয়ত্ব অঙ্গীকার করিবে অর্থাৎ দণ্ডবৃত্তিসমবায় এবং ঘটাবচ্ছিন্ন সমবায়ের ভেদবিষয়কত্ব মানিবে) তবে বিরোধ হইবে (যেহেতু প্রথম অভেদ স্বীকার করা হইয়াছে আর বিশিষ্টভেদ-বুদ্ধির জন্য এক্ষণে ভেদ মানিতে হইবে অতএব বিরোধ হইবে)। তাৎপর্য্য এই যে, এই প্রতীতিতে (ঘটাবচ্ছিন্ন সমবায় দণ্ডবৃত্তিসমবায় হইতে অন্য এই প্রতীতিতে) যে দুই বিশেষণ (দণ্ডবৃত্তিত্ব এবং ঘট) ইহাদেরই ভেদ হয় পরন্তু বিশেষ্যরূপ যে সমবায় উহার ভেদ নহে। সবিশেষণ পদার্থেতে যে বিধি এবং নিষেধ উহা বিশেষ্যেতে যদি

বাধিত হয় তাহা হইলে বিশেষণবৃত্তি হইয়া থাকে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষসম্মতি হওয়ায় ঘটাদিরূপ বিশেষণের ভেদ হইলেও সমবায়ভেদ সিদ্ধ হইবে না। অতএব এক সমবায় হইলে যাবৎ বিকারসমবায়িত্ব দণ্ডেতে আসিবে।

শংকা—সমবায় বস্তুতঃ এক হইলেও উহাতে ঔপাধিক-ভেদ হয়। অর্থাৎ সমবায়প্রতিযোগিক স্বারসিক (বাস্তবিক) ভেদ না হইলেও ঔপাধিক ভেদ আছে।

উত্তর—এস্থলে প্রষ্টব্য—ভেদের উপাধিজন্যত্ব ঔপাধিক? অথবা উপাধিজ্ঞাপ্যত্ব? আদ্যকল্প সঙ্গত নহে যেহেতু উপাধিজন্য ভেদ নাই। ভেদ অনাদি হওয়ায় (অন্যোন্যা-ভাব নিত্য) উহাতে জন্যত্ব হইবে না। দ্বিতীয় কল্পে উপাধিনিমিত্ত রক্তপ্রতীতি (জবাকুসুমস্ফটিকস্থলে) যেমন ভ্রম হয় তদ্রূপ ঔপাধিক যে সমবায়প্রতিযোগিক এবং সমবায়ধর্ম্মিক ভেদবুদ্ধি উহা ভ্রম হইবে (ভ্রমদ্বারা পদার্থ সিদ্ধ হয় না)। অর্থাৎ দ্বিতীয়পক্ষে জ্ঞাপ্যত্ব অর্থ উপাধি-অধীন জ্ঞানবিষয়ত্ব হইবে। পরন্তু উপাধিঅধীন প্রতীতি নিয়মপূর্ব্বক ভ্রম হওয়াতে সেই প্রতীতিদরুণ দণ্ডসমবায় এবং ঘটসমবায়ের ভেদসিদ্ধি হইবে না।

শংকা—ঘটনিরূপিত সমবায়েতে কেবল সমবায়ের ভেদ-বুদ্ধি ভ্রম হইলেও রূপাদি সমবায়ের ভেদবুদ্ধি প্রমা হয় (যেহেতু ঘটসমবায় রূপসমবায় নহে)। অর্থাৎ দণ্ডগত-

সমবায় সমবায়স্বরূপে ঘটসমবায় হইতে অভিন্ন হইলেও, রূপসমবায়ত্বধর্ম্মে ভিন্ন হয় অতএব তদ্রূপে (রূপসমবায়ত্ব-রূপে) ভেদবুদ্ধি প্রমাই।

উত্তর—এস্থলে দ্রষ্টব্য—রূপাদিনিরূপিত সমবায় কেবল-সমবায় হইতে অনন্য বা অন্য ? আদ্যপক্ষে ঘটসমবায়েতে রূপসমবায়ের ভেদ অনুপপন্ন হইবে যেহেতু ঘটাদিসম-বায়ও সমবায় হইতে অনন্য। দ্বিতীয়পক্ষে অতিরিক্ত পদার্থ মানিতে হইবে। তথা রূপাদির প্রতি ঘটাদি উপাদান হইবে না, যেহেতু রূপের সম্বন্ধ সমবায় হইতে অন্য (রূপসমবায়িত্বই রূপউপাদানত্ব হইয়া থাকে)। তাৎপর্য্য এই যে, সমবায় হইতে রূপাদিসমবায়ের অভেদ-পক্ষে, ঘটসমবায়, রূপসমবায় হইতে অভিন্ন যে কেবল-সমবায় উহার অভিন্ন হওয়াতে রূপসমবায়ের ভেদ ঘট-সমবায়েতে হইবে না। দ্বিতীয়পক্ষে রূপসমবায়ের, সমবায়েতে অন্তর্ভাব না হওয়াতে তথা দ্রব্যাদিপদার্থে অন্তর্ভাব না হওয়াতে অতিরিক্তপদার্থ (সপ্তাতিরিক্ত) মানিতে হইবে। রূপনিরূপিত সম্বন্ধ যদি অসমবায় (সমবায়ভিন্ন) হইবে তবে ঘটাদির রূপসমবায়িত্ব না হওয়ায় রূপের উপাদানতাও হইবে না।

শংকা—ঘটসমবায় এবং রূপসমবায় এই উভয়ের পরস্পর যেমন ঔপাধিকভেদ হয় তদ্রূপ কেবলসমবায় হইতেও ঔপাধিকভেদ হয়।

উত্তর—এরূপ নহে। এরূপ হইলে 'রূপসম্বন্ধ ঘট-সম্বন্ধ হয় না' এইরূপ প্রত্যয় যেমন প্রমা হয় তদ্রূপ "রূপসম্বন্ধ সমবায় নহে" এইরূপ বুদ্ধিও প্রমা হইয়া যাইবে। অর্থাৎ রূপসমবায় ঘটসমবায় ইহাদের পরস্পর ঔপাধিক ভেদবুদ্ধি যেমন প্রমা হয় তদ্রূপ কেবলসমবায় হইতেও ভেদবুদ্ধি প্রমা হইবে।

পূর্ব্বপক্ষী—ইষ্টাপত্তি। কেবলসমবায় হইতে ভেদবুদ্ধি প্রমা হয়।

সিদ্ধান্তীর উত্তর—কেবলসমবায়প্রতিযোগিক বাস্তবভেদ স্বীকার করিলে রূপসম্বন্ধের অসমবায়িত্ব হইবে (উহা সমবায়ভিন্ন হইবে)। রূপাদিসমবায়ের অসমবায়ত্ব হওয়ার দরুণ পদার্থাতিরেক হইয়া পড়িবে।

শংকা—এরূপ হইলেও দণ্ডেতে ঘট নাই। অর্থাৎ সমবায়ের একত্ব হওয়ার দরুণ দণ্ডেতে ঘটসমবায় থাকিলেও ঘট, দণ্ডেতে না থাকায়, দণ্ড ঘটের উপাদান নহে।

উত্তর—এরূপ বলা সঙ্গত নহে। দণ্ডেতে ঘট না থাকিলেও কার্য্যসমবায়ের (কার্য্যরূপ যে ঘট উহার সমবায়ের) আশ্রয়স্বরূপ ঘটোপাদানলক্ষণ দণ্ডেতে অতি-ব্যাপ্ত হইবে।

শংকা—কার্য্যাশ্রয়ত্বরূপেও সেই লক্ষণ বিশেষিত করা হইবে অর্থাৎ কার্য্যাশ্রয়ত্বে সতি কার্য্যসমবায়াশ্রয়ত্বং ইহা কার্য্য-উপাদানত্বের লক্ষণ।

উত্তর—তথাপি ভূতলাদিতে উপাদানত্ব প্রসঙ্গ হইবে যেহেতু তথায় ঘটাশ্রয়ত্ব এবং ঘটসমবায়াশ্রয়ত্ব হয়।

শংকা—যে পদার্থে কার্য্যের সমবায়মাত্র সম্বন্ধ হয় সেই কারণ উপাদান।

উত্তর—এরূপ হইলে গুণাদিতে অতিপ্রসক্তি হইবে। অর্থাৎ সমবায় এক হওয়াতে ঘটের সমবায়মাত্র গুণেতে আছে আর গুণ কালরূপ হওয়াতে (জন্যমাত্রংকালঃ এই মতানুসারে) উহা (গুণ) ঘটের কারণ। তাৎপর্য্য এই যে ভূতলাদিতে অতিব্যাপ্তি পরিহারের জন্য বিশেষণান্তর আশংকা যাহা করা হইয়াছে তাহা সঙ্গত হয় নাই। ঐরূপ বলিলে রূপাদিআধার যে কালাদি উহাও রূপের উপাদান হইবে, যেহেতু উহা কালরূপে সর্ব্বেতে কারণ হয় আর রূপের সমবায়মাত্রসম্বন্ধও তথায় আছে। রূপের সমবায় কালেতে আছে, যেহেতু কালেতে যে সংখ্যাদি গুণ উহার সমবায় এবং রূপের সমবায় এক হয়।

শংকা—কালাদির সহিত গুণাদির আধারাধেয় সম্বন্ধও থাকাতে সমবায়মাত্র সম্বন্ধ নহে।

উত্তর—তন্তু এবং পটেরও উহা তুল্য। তন্তুপটেরও কেবল সমবায় নহে কিন্তু আধারাধেয়ভাবও আছে।

আরও সমবায়ের সদ্‌ভাববিষয়ে প্রমাণ না থাকায় তদ্‌ঘটিত লক্ষণ (কার্য্যসমবায়াশ্রয়ত্ব) ও অযুক্ত। সমবায়ে

প্রমাণ নাই ইহা পূর্ব্বে নিরূপণ করা হইয়াছে। বাদিগণ যদি সর্ব্বত্র স্বরূপসম্বন্ধ স্বীকার করিবেন তবে তাহাদের কথিত উপাদানলক্ষণ (বিকারবৎ কারণত্ব) অযুক্ত হইবে যেহেতু নিমিত্তকারণেও গত হইবে। অর্থাৎ সর্ব্বত্র স্বরূপ-সম্বন্ধ মানিলে ঘটের নিমিত্তকারণেতেও ঘটের স্বরূপ-সম্বন্ধ থাকাতে তথায় উপাদানলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে।

শংকা—(প্রাভাকর)—হউক তাহা হইলে সমবায় অনেক। সমবায় অনেক হওয়ায় ঘটসমবায় দণ্ডেতে নাই অতএব উপাদানলক্ষণে অতিব্যাপ্তি নাই।

সিদ্ধান্তীর উত্তর—এইমতে তন্তুপটসমবায় অনাদি বা জন্য? ইহা প্রষ্টব্য। আদ্য নহে। ঐ সমবায় নিত্য নহে, যেহেতু সম্বন্ধিদ্বয়ের উৎপত্তির পূর্ব্বে সম্বন্ধস্থিতি অযুক্ত, সম্বন্ধ সম্বন্ধির আশ্রিত নিয়মপূর্ব্বক হইয়া থাকে।

শংকা—সম্বন্ধি না থাকিলেও ঘটত্ব যেমন ঘটবিনা কালেতে থাকে তদ্রূপ সমবায়ও কালেতে বর্ত্তমান হউক।

উত্তর—কালেতে সমবায় থাকে এ বিষয়ে প্রমাণ নাই। সমবায় যদি অনেক হইবে তবে 'তন্তুতে পটসম্বন্ধ উৎপন্ন' এইরূপ প্রতীতি সমবায়বিষয়ক হয় এইরূপ মানাতে বাধক কিছু নাই। অতএব সমবায়ের অনাদিত্ব বা নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে না।

দ্বিতীয়পক্ষে (জন্যত্বপক্ষে) প্রষ্টব্য – সমবায়ের উপাদান আছে বা নাই? আদ্যকল্পে বিচার্য্য—ঐ সমবায়ের উপাদান সেই সমবায়ের সমবায়যুক্ত হয় বা নহে? সমবায়ের উপাদান যদি সমবায়ি হইবে তবে সেই সমবায়ের জন্য (যাহার দরুণ উপাদান সমবায়ি হয় সেই সমবায়ের জন্য, যেহেতু এই সমবায়ও উৎপন্ন হয়) অপর এক সমবায়ি মানিতে হইবে। এইরূপে সমবায়ের অনন্ততা হওয়াতে একও কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। আরও সম্বন্ধির উৎপত্তির পূর্ব্বে সম্বন্ধ অনুপপন্ন। তন্তুতে পটসমবায়ের উৎপত্তির অনন্তর: তন্তুউপাদানক যে পট উহার উৎপত্তি (অর্থাৎ তন্তুতে পটসমবায়ের উৎপত্তির অনন্তর তন্তু উপাদান হইল পশ্চাৎ পটোৎপত্তি হইল) আর পটোৎপত্তি হইলে তন্তুতে পটসমবায়ের উৎপত্তি (পটোৎপত্তির পূর্ব্বে পটসমবায়ের উৎপত্তি হইতে পারে না) অতএব ইতরেতরাশ্রয়দোষ হইবে। দ্বিতীয়কল্পে অব্যাপ্তিদোষ হইবে অর্থাৎ সমবায়ের উপাদানে সমবায়ের সমবায় নাই এইরূপ বলিলে সমবায়ের উপাদানে উপাদানলক্ষণের (কার্য্যসমবায়িত্বরূপ) অব্যাপ্তি হইবে। সমবায় নিরুপাদান এই পক্ষও (প্রথমপক্ষের দ্বিতীয়কল্প) সঙ্গত নহে, যেহেতু ভাবকার্য্য সোপাদানক হইয়া থাকে ইহা নিয়ম। যদি সমবায় নিরুপাদানক হইবে তবে সকারণক না হওয়ায়

উহাতে কার্য্যত্বের অভাব হইবে। অর্থাৎ নিরুপাদান ভাব-পদার্থ অকারণক হয় এইরূপ নিয়ম হওয়াতে সমবায়ের অকারণকতা হইলে উহার কার্য্যতাও হইবে না। এইরূপে বিকারের সমবায়ি উপাদানকারণ এইপক্ষ (একসমবায় এবং অনেক সমবায় উভয়পক্ষ) খণ্ডিত হইল।

পরিণামিত্ব (বিকারিত্ব) ও উপাদানত্ব নহে। পরিণামিত্ব অর্থ তাত্ত্বিক রূপান্তরের অভেদ। তথায় যদি পরিণামি এবং পরিণামের অভেদ হইবে তবে পরিণাম পরিণামির রূপান্তর হইবে না। আর রূপান্তর হইলে অভেদের ব্যাঘাত হইবে। ভেদাভেদও পূর্ব্বে নিরাকৃত হইয়াছে। অধিষ্ঠান সদ্রূপ অদ্বিতীয় আত্মচৈতন্যই সদ্-বুদ্ধিগোচর হয়, উহাই বাস্তব স্বরূপ, তদ্ব্যতিরেকে দৃশ্যের স্বতঃ সত্তাভাব হওয়ায় উহাই সর্ব্বভেদ সুতরাং ভেদা-ভেদবাদ অসঙ্গত। অতএব পরমতে কোনপ্রকারেও উপাদানলক্ষণের নির্ব্বাহ হয় না। বেদান্তমতে (অদ্বৈতি-মতে) কিন্তু যদ্-অভিন্ন কার্য্য উৎপন্ন হয় সেই কারণ উপাদান আর অভেদ অর্থ পৃথকসত্তাশূন্যত্ব। কার্য্যের অনির্ব্বচনীত্ব হওয়ায় কারণসত্তাব্যতিরেকে স্বতঃসত্তার অভাব হইলেও অনির্ব্বচনীয়ভেদদরুণ কার্য্যকারণভাব উপপন্ন হয়।

শংকা—ঘটাদির অধিষ্ঠানসত্তাবচ্ছেদকত্বই, স্বতঃ সত্তা নহে, এইরূপ স্বীকার করিলে ঘটঃ সন্ ইত্যাদি বুদ্ধি-

বিরোধ হইবে। ঘটের স্বতঃ সত্তা না থাকিলেও অধিষ্ঠান-সত্তাই সন্‌ঘট এই প্রতীতির বিষয় হয় অর্থাৎ অধিষ্ঠান আত্মসত্তার তাদাত্ম্য ঘটেতে আছে এইহেতু ঘট সদ্‌-বিলক্ষণ হইলেও উহাতে সন্‌ঘট এইরূপ প্রতীতি হয়, এরূপ বচন সঙ্গত নহে। ঘটের সৎতাদাত্ম্য অর্থ তদ্‌-অভিন্ন-সত্তাকত্ব আর উহা পৃথকসত্তাশূন্যত্বই। পৃথক্‌-সত্তাশূন্যত্ব হইলেও ঘটে সত্তাসম্বন্ধ অসিদ্ধ হওয়ায় তথায় সদাকারবুদ্ধি অনুপপন্ন। ঘটে সত্ত্ব না হইলেও অসদ্‌-বৈলক্ষণ্য বিদ্যমান হওয়াতে সদ্‌বুদ্ধির বিষয় হয় :এরূপ বলা উচিত নহে। 'আত্মা সৎ' এইরূপ বুদ্ধিতে সত্ত্বই সৎবিষয়ত্ব হয়, অসৎবিলক্ষণত্ব নহে। আত্মা এবং ঘটেতে সদ্‌বুদ্ধি একরূপ হওয়াতে কোথাও সত্ত্ব উহার (সেই বুদ্ধির) বিষয় কোথাও অসদ্‌বৈলক্ষণ্য এইরূপ বিষয়ভেদ অনুচিত। অতএব ঘটঃসন্‌ স্থলে সত্ত্বই সৎবুদ্ধিবিষয় বলিতে হইবে যেহেতু একাকার বুদ্ধির একবিষয় হওয়া আবশ্যক। আরও অসদ্‌জ্ঞানের অপেক্ষা না করিয়া সন্‌ঘট এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে অতএব অসদ্‌বৈলক্ষণ্য উক্ত বুদ্ধির বিষয় নহে।

সিদ্ধান্তীর উত্তর—প্রপঞ্চে সৎবুদ্ধি অন্যপ্রকারেও উপপন্ন হয়। অনন্যথাসিদ্ধ অনুভবই অর্থসাধক হইয়া থাকে। আর ইহা অধিষ্ঠানচৈতন্যবিষয়ত্বরূপে দেহাদিতে

আত্মবুদ্ধির ন্যায় অন্যথাসিদ্ধ। এ বিষয়ে একতর পক্ষপাতী যুক্তি নাই, এরূপ নহে। লাঘবতঃ সদ্‌বুদ্ধির একবিষয়ত্ব সম্ভব হইলে অনেকবিষয়ত্ব কল্পনা অযুক্ত। অতএব সদ্‌রূপ অধিষ্ঠান যে সৎ উহার ভেদাভাবরূপ তাদাত্ম্যই সন্‌ঘট এইরূপ সামানাধিকরণ্য অনুভবের বিষয় হয়। ঘটের বস্তুতঃ অধিষ্ঠানসত্তার সহিত সম্বন্ধ না হইলেও অধিষ্ঠানসত্তাপ্রতিযোগিক সত্তানবচ্ছেদক ভেদবত্ত্বরূপ অবাস্তব তাদাত্ম্যসম্বন্ধ থাকাতে (অর্থাৎ অধিষ্ঠান-সত্তার ভেদ ঘটেতে আছে যেহেতু ঘট সৎ নহে। উক্ত ভেদ সত্তাবচ্ছেদক হয় না। উহা যদি সত্তাবচ্ছেদক হইত তবে সন্‌ঘট এইরূপ বুদ্ধি হইত না। উক্ত ভেদবত্ত্বরূপ তাদাত্ম্যসম্বন্ধ ঘটের সহিত অধিষ্ঠানসত্তার থাকাতে) ঘট অধিষ্ঠানসত্তার অবচ্ছেদক হয় সুতরাং সদ্‌বুদ্ধিগোচর হয়।

উল্লিখিত বিচার দ্বারা সৎস্বরূপের উপাদানত্ব সিদ্ধ হওয়ার পর এক্ষণে পূর্ব্বপ্রতিপাদিত কার্য্যকারণসম্বন্ধ-বিষয়ক সিদ্ধান্তটী প্রয়োগ করতঃ মায়াবাদ প্রদর্শিত হইতেছে। উপাদান-উপাদেয়ভাবের বিচার দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে, উপাদান হইতে কার্য্য ভিন্ন বা অভিন্ন বা ভিন্নাভিন্ন হয় না কিন্তু ভিন্ন হওয়তঃ অভিন্ন সত্তাক হইয়া থাকে। এতাদৃশস্থলেই তাদাত্ম্য সম্ভব হয়। কারণ সত্তার ভেদক না হওয়ায় ঐ ভেদ অনির্ব্বচনীয় হয়। অতএব

কার্য্য এবং উহার ভেদ যদি সত্য হয় তাহা হইলে সেই ভেদ সত্তাবচ্ছেদক হওয়াতে কার্য্যের সত্তা কারণসত্তা হইতে ভিন্ন হইবে সুতরাং কারণাভিন্নসত্তাকত্বরূপ তাদাত্ম্য অযুক্ত হইবে। অতএব ঐ উভয়ের (কার্য্যের এবং তদ্‌ভেদের) অনির্ব্বচনীয়ত্ব আবশ্যক।

এই সিদ্ধান্তের প্রয়োগ সহ সৎস্বরূপ অধিষ্ঠানের দিক হইতে কার্য্যপ্রপঞ্চের বিচার করিলে সদ্‌বিলক্ষণ মূলউপাদান কিছু মানিতে হয়। সন্মাত্রই যদি কার্য্যপ্রপঞ্চের উপাদান হইত তাহা হইলে উহার কার্য্য এবং কার্য্যের ভেদও সৎ হইত; পরন্তু কার্য্যকারণের সম্বন্ধ যে তাদাত্ম্য, (কারণাভিন্নসত্তাকত্বরূপতাদাত্ম্য) তাহার জন্য কার্য্যেতে এবং উহার ভেদেতে অনির্ব্বচনীয়ত্ব আবশ্যক। অনির্ব্বচনীয়-তার উপপত্তি দিবার জন্য অনির্ব্বচনীয় "কিছুত্ত" কার্য্য-প্রপঞ্চের উপাদান মানিতে হইবে। উহা নিমিত্ত নহে, যেহেতু নিমিত্তধর্ম্মের কার্য্যে অন্বয় হয় না। অনির্ব্বচনীয় উপাদান মানিলেই কার্য্য এবং তদ্‌ভেদেতে অনির্ব্বচনীয়ত্ব হইতে পারিবে। ঐ অনির্ব্বচনীয় (সদ্‌বিলক্ষণ) মূলোপাদানই মায়ানামে অভিহিত। পরাভিমত কারণ হইতে সদ্‌বিলক্ষণ কার্য্যের অনুৎপত্তি হইবে অন্যথা নামমাত্রে বিবাদ হইবে।

(২)

উল্লিখিত বিচারস্থলে প্রথমতঃ কার্য্যকারণের সম্বন্ধ বিচার করা হইয়াছে। তদনন্তর সৎস্বরূপের বিবেচন করতঃ

প্রপঞ্চের উপাদানরূপে সৎস্বরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে, পশ্চাৎ উক্ত সম্বন্ধবিষয়ক সিদ্ধান্তটী প্রয়োগ করতঃ মায়াবাদ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এক্ষণে কার্য্যের স্বরূপ বিচার করতঃ মায়াবাদ সিদ্ধ করা হইবে। মায়া শব্দে সদ্‌-বিলক্ষণ অসৎবিলক্ষণ সদসৎউভয়বিলক্ষণ মূলোপাদান বুঝায়। অতএব প্রতিপাদিত হইবে যে, অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ, সদসৎকার্য্যবাদ সমীচীন নহে। অবশেষ অনির্ব্বচনীয়বাদ মান্য। ঐ অনির্ব্বচনীয় কার্য্যের কারণ অনির্ব্বচনীয় হইবে। উহাই মায়া নামে প্রসিদ্ধ।

(অসৎকার্য্যবাদখণ্ডন)

প্রাক্‌-অসতের উৎপত্তি সম্ভব নহে। এরূপ হইলে শশশৃঙ্গাদিরও উহা হইয়া পড়িত।

পূর্ব্বপক্ষী—শশশৃঙ্গাদিতে প্রাগভাব না থাকায় উৎপত্তি হয় না আর ঘটাদির তাহা থাকায় উৎপত্তি অবিরুদ্ধ।

সিদ্ধান্তী—যদি অনুৎপন্নঘটের প্রাগভাবাদির সহিত কোনও সম্বন্ধ হইত তাহা হইলে হইত শশশৃঙ্গ হইতে বৈলক্ষণ্য। অথচ উহা সম্ভব নহে। তখন নিঃস্বরূপ-উহার, অভাবের সহিত স্বরূপসম্বন্ধও অযুক্ত।

পূ—অভাবস্বরূপই তাহার সহিত সম্বন্ধ।

সি—এরূপ বলা উচিত নহে। উহার প্রাগভাবান্তর হইতে স্বতঃ বিশেষাভাব হওয়ায় অন্যের সহিতও সম্বন্ধ হইয়া পড়িবে।

পূ—ঘটীয়ত্বও প্রাগভাবে স্বভাববিষয় আর উহা তখনও আছে।

সি—তথাপি ঘটে বিশেষাভাব হয় যেহেতু ঘটীয়ত্ব সেই-অভাবে তখন সম্ভব নহে। বিদ্যমানধর্ম্মেরই বিদ্যমান ধর্ম্মীতে ইতরব্যাবর্ত্তকত্ব হয়। অন্যের সত্ত্ব অন্যঅসতের ব্যাবর্ত্তক হয় না। অতএব ঘটের প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব না হওয়ায় শশশৃঙ্গ হইতে কোনও বিশেষ নাই সুতরাং অসতের উৎপত্তি হয় না।

এইরূপ কারণসম্বন্ধ না হওয়াতেও অসৎ কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। অনুৎপন্নের কারণসম্বন্ধ অযুক্ত আর উৎপত্ত্যনন্তর তৎসম্বন্ধ বৃথা। অতএব অসৎকার্য্যবাদ সঙ্গত নহে।

(সৎকার্য্যবাদখণ্ডন)

সতের উৎপত্তি সম্ভব নহে, যেহেতু বিরোধ হইয়া থাকে অর্থাৎ কার্য্যত্বের প্রাক্-অসত্বঘটিতত্ব হওয়ায় সত্ত্ব এবং অসত্বের বিরোধ হয়। তথা সৎ হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বে উপলম্ভ হইয়া পড়িবে।

পূর্ব্বপক্ষী--সূক্ষ্মরূপে আছে।

সিদ্ধান্তী—পরিমাণসূক্ষ্মতা তখনই সম্ভব যদি সেই পরিমাণের আশ্রয়রূপ দ্রব্য পূর্ব্ব হইতে (স্থিতিকালহইতে) অপকর্ষপ্রাপ্ত হইবে। অপকর্ষ বিনা স্থূলপরিমাণবিশিষ্টরূপে অবিদ্যমানতা সম্ভব নহে।

পূ—স্বরূপাপকর্ষও আছে।

সি—তাহা হইলে দ্রব্যান্তরই জন্মে অর্থাৎ অল্পপরিমাণ-ঘট হইতে জায়মান স্থূলঘট পরিমাণভেদদরুণ দ্রব্যান্তরই অতএব স্থূল অসৎই সুতরাং সূক্ষ্মরূপপরিকল্পনা নিষ্প্রয়োজন।

পূ—একেরই অবস্থাভেদমাত্র, ধর্ম্মান্তর নহে।

সি—এরূপ বলা উচিত নহে। স্থূলাবস্থার প্রাগসত্ত্ব হইলে উহা অসতই জন্মে অতএব ধর্ম্মিস্থিতিকল্পনা নিস্প্রয়োজন। আর অসৎ অবস্থার উৎপত্তি অনুপপন্ন। আর সত্ত্ব হইলে তৎস্থিতিঅবস্থা হইতে বিশেষ হইবে না।

(অনির্ব্বচনীয়বাদমণ্ডন)

অতএব উভয়দোষ পরিহারের জন্য উভয়বিলক্ষণই প্রাক্‌কার্য্য মানিতে হইবে। সুতরাং কার্য্যত্বঅনুপপত্তি অনির্ব্বচনীয়ত্বে প্রমাণ। নাশানুপপত্তিও এ বিষয়ে প্রমাণ। সতের নাশ অনুপপন্ন। নাশানন্তর সৎ—প্রতিযোগির

অসত্ব অনুপপন্ন। আর অসতের নাশাদির সহিত সম্বন্ধ হয় না।

শংকা—অসৎকার্য্যবাদ এবং সৎকার্য্যবাদে যে দোষ প্রদত্ত হইয়াছে উহা অনির্ব্বচনীয়ত্বপক্ষেও তুল্য। অনির্ব্বচনীয় ঘটাদিরও প্রাক্-সত্ব হইলে অনুপলম্ভবিরোধ তথা কারকব্যাপারব্যর্থতা হইবে। প্রাক্-অসত্ব পক্ষও সঙ্গত নহে। অবিদ্যমানের উৎপত্তি স্বীকার করিলে শশশৃঙ্গাদি-সমানতা তুল্য হইবে তথা কারণসম্বন্ধ অনুপপন্ন হইবে। অতএব কথঞ্চিৎ ফলবলে-কল্প্য সম্বন্ধবিশেষ মানিতে হইবে। আর উহা নির্ব্বচনীয়ের উৎপত্তি স্বীকার করিলেও হইতে পারে।

উত্তরঃ—এরূপ হইতে পারে না। সত্ব এবং অসত্ব ইহারা বস্তুর প্রকারদ্বয়। তথায় সত্ব কালত্রয়াব্যধ্যত্ব যেহেতু অতিরিক্ত সত্তাজাতিতে প্রমাণ নাই। আর অসত্ব শশশৃঙ্গাদির ন্যায় তুচ্ছত্ব। প্রপঞ্চের সত্ব স্বীকার করিলে সর্বকালাবাধ্য হওয়ায় উৎপত্তির পূর্ব্বেও উপলম্ভপ্রসঙ্গ হইবে তথা কারকব্যাপার ব্যর্থ হইবে তথা নাশ ও অনুপপন্ন হইবে, তাদৃশ সতের (আত্মার) নাশ দৃষ্ট হয় না। আর তুচ্ছত্ব হইলে শশশৃঙ্গাদির ন্যায় উৎপত্ত্যাদিশংকাও নাই অতএব তদুভয়বৈলক্ষণ্য অবশ্য বলিতে হইবে।

(সদসদ্‌কার্য্যবাদখণ্ডন)

শংকা—কার্য্যকে সদসৎউভয়রূপ বলিতে বাধা কি ?

সিদ্ধান্তীর উত্তর—উভয়রূপেও কার্য্য নির্ব্বচনীয় নহে। একেতে সত্ত্বাসত্ত্বরূপ বিরুদ্ধধর্ম্ম অসম্ভব। সত্ত্বাসত্ত্ব উভয়রূপ হইতে হইলে উহাকে বস্তুর স্বরূপ বা বস্তুর ধর্ম্ম বলিতে হইবে। পরন্তু উভয়পক্ষই অসঙ্গত। সত্ত্বাসত্ত্ব যদি বস্তু-ধর্ম্ম হয় তাহা হইলে অসত্ত্বদশাতেও সত্ত্বের অনুবৃত্তি প্রসঙ্গ হইবে, যেহেতু অসত্ত্বের ন্যায় সত্ত্বেরও বস্তুধর্ম্মত্ব মানা হইতেছে। আশ্রয় ব্যতিরেকে ধর্ম্ম অবস্থিত হয় না অতএব অসত্ত্বকালেও পদার্থের সদ্ভাব হইয়া যাইবে। আরও ধর্ম্ম হইলে উহা অসত্ত্ব হইতে পারে না। আর সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব যদি বস্তুর স্বরূপ হয় তাহা হইলে সর্ব্বদা এক বস্তুতে উক্তদ্বয়ের (সত্ত্বাসত্ত্বের) প্রসঙ্গ হইত। পরন্তু ইহা অনুভববিরুদ্ধ। কেহই সৎ এবং অসৎ এই দ্বয়কে একত্র অনুভব করে না। কালভেদে এবং দেশ-ভেদে ঐরূপ অনুভব হইলেও বস্তুর দ্বৈরূপ্য হয় না। দেশান্তরে এবং কালান্তরে অসৎ হইলে স্বদেশে এবং স্বকালে অসৎ হইয়া থাকে এরূপ নহে। ইহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। আরও সত্ত্বাসত্ত্ব যদি বস্তুস্বরূপ হয় তবে সর্ব্বদা সত্ত্বাসত্ত্ব প্রসঙ্গে দরুণ ভগ্নঘট দ্বারাও মধুধারণাদি প্রসঙ্গ হইবে। অতএব এক ধর্ম্মীতে যুগপৎ সত্ত্বাসত্ত্বাদি বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সমাবেশ সম্ভব নহে।

অনির্ব্বচনীয়তা প্রতিপাদন পুরঃসর মায়াবাদ প্রতিষ্ঠা।

কার্য্য, অসৎরূপে বা সৎরূপে বা সদসৎরূপে নির্ব্বাচ্য নহে। কার্য্যকে অসৎ বলা যায় না। কার্য্যের কারণের সহিত যে সম্বন্ধ তাহাকে উৎপত্তি বলা হয়। অসতে সতের আধারতা বা সম্বন্ধের নিরূপকতা সম্ভব নহে। অতএব প্রপঞ্চকে অসৎরূপে নিরূপণ করিলে উহার উৎপত্তিই অসম্ভব হইবে, উহার কার্য্যত্ব হইবে না। কার্য্যকে সৎ-রূপেও নির্ব্বচন করা যায় না। যাহার উৎপত্তি হয় উহা কার্য্য। স্বসত্তাসম্বন্ধই উৎপত্তিপদবাচ্য অর্থাৎ কার্য্যের সহিত সত্তার যে সম্বন্ধ উহাকে উৎপত্তি বলা হয়। সতের উৎপত্তি হয় না, যেহেতু নিজের সত্তার সহিত সম্বন্ধযুক্ত সৎপদার্থে অন্যসত্তার সম্বন্ধের অপেক্ষা ব্যর্থ। সৎপদার্থনিষ্ঠ পুনঃ সত্তাসম্পাদন করা শক্য নহে। নিয়ত-পশ্চাৎভাবিত্বই কার্য্যত্ব, উহা যদি পূর্ব্বেও সৎ হয় তবে পশ্চাৎভাবিত্বলক্ষণ বিশেষণের অভাব হওয়ায় কার্য্যত্ব ব্যাহত হইবে। সৎকার্য্যের অভিব্যক্তিমাত্র হইয়া থাকে এরূপও মানা যাইতে পারে না। কার্য্যের সৎ বা অসৎ-পক্ষে যে দোষ বলা হইয়াছে ঐ দোষ, অভিব্যক্তিকে সৎ বা অসৎরূপে মানিলে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আরও

উৎপত্তিমানই কার্য্য হয়, সৎ কিন্তু সর্ব্বকালে উৎপত্তি-রহিত। অতএব সৎরূপে প্রপঞ্চকে নির্ব্বচন করিলে উহার কার্য্যত্ব হইবে না।

উল্লিখিত বিচার দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে, সৎ বা অসৎরূপে প্রপঞ্চের নির্ব্বচন সম্ভব নহে। সদসৎউভয়-রূপেও প্রপঞ্চের নির্ব্বচন হয় না।

এস্থলে প্রষ্টব্য—এককালে সত্ত্বাসত্ত্ব কিম্বা ভিন্নকালে ? উভয়রূপতার এককালে বিরোধ হওয়ায় প্রথমপক্ষ সম্ভব নহে। দ্বিতীয়পক্ষও অসঙ্গত, যেহেতু সৎ তথা অসদ্-রূপতা কালোপাধিকৃত হওয়ায় অস্বাভাবিকত্ব প্রসঙ্গ হইবে ; উক্ত উভয়, বস্তুর স্বরূপ হইবে না। কালভেদে একবস্তুর দ্বিরূপতাপ্রাপ্তিও সম্ভব নহে। অতএব সদসৎপক্ষও নির্যুক্তিক।

অতএব কার্য্য নির্ব্বচন-অনর্হ সদ্‌সদবিলক্ষণ। অনির্ব্ব-চনীয় প্রপঞ্চের সত্যউপাদান অনুপপন্ন, যেহেতু কার্য্য এবং উপাদানকারণে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। কার্য্যসদৃশই উপাদানকারণ কল্পনা করিতে হইবে। 'যোগ্যং যোগ্যেন সম্বধ্যতে' এই ন্যায়ানুসার অনির্ব্বচনীয় প্রপঞ্চের অনির্ব্ব-চনীয়ই কারণ হওয়া উচিত। উহাই অনাদি অনির্ব্বচ-নীয় মায়া।

"সৎ প্রপঞ্চ" এইরূপ সামাধিকরণ্যে সতের সহিত প্রপঞ্চের অভেদ প্রতীত হয়। এই অভেদ তখনই সঙ্গত

হইবে যদি জগৎ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অসৎ হয়। পৃথক্সত্ত্বের ঐক্য অনুপপন্ন। অতএব যাহা সৎ উহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সৎই হয় যথা আত্মা। সতের কোথাও কখনও অসত্ত্ব সঙ্গত নহে। সতেরও ব্যভিচারিত্ব হইলে উহার কখনও অসত্ত্ব হইবে; আর উহা সম্ভব নহে যেহেতু সত্ত্ব এবং অসত্ত্বের একত্ব হইলে বিরোধ হইবে। সতের অসত্ত্বধর্ম্মিত্ব অনুপপন্ন। যাহা কোথাও কখনও অসৎ উহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অসৎই যেমন গন্ধর্ব নগরাদি। অসতের সত্ত্বাশ্রয়ত্ব উপপন্ন নহে। সুতরাং কার্য্যকারের, স্বউৎপত্তির পূর্ব্বে কারণব্যতিরেকে অসত্ত্ব হওয়ায় ততঃপরও তৎব্যতিরেকে কার্য্য অসৎই। প্রতীয়মান বস্ত্বাকার অনির্ব্বচনীয়। অতএব আত্মারই পরমার্থসত্ত্ব হওয়ায় তথা জগৎ উহার পরিণাম না হওয়ার দরুণ (পরে প্রতিপাদিত) তাদৃশ সত্ত্ব না হওয়ায় জগতের পারমার্থিক নহে। কার্য্য উপাদানকারণানুসারী হইয়া থাকে ঐ অপারমার্থিক মূলোপাদানই মায়া।

(৩)

এক্ষণে সচ্চিন্মাত্রের দিক হইতে জ্ঞেয়প্রপঞ্চের বিচার করতঃ মায়াবাদ অতিসংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।

অবস্থাত্রয় বা চতুষ্টয় যাহা প্রসিদ্ধ সে সকল আগমাপায়ী হওয়ায় অবধিসাপেক্ষ। আগম এবং অপায়ের

সর্ব্বত্র সাবধিত্বনিয়ম হয়। যাহা সর্ব্বাবস্থাবধি উহা সন্মাত্র অনাগমাপায়ী প্রত্যগাত্মা। তথা সর্ব্বঅবস্থা এবং তদ্ধর্ম্মরূপ জগৎ দৃশ্য, যেহেতু উহা ঘটাদির ন্যায় জড়। আগমাপায়ি হওয়ায় জড়ত্ব হয়। জড়ত্বের দরুণ জগতের ভাবাভাব চেতনসাক্ষীক হওয়ায় চেতনস্বভাবভূত সাক্ষিদৃষ্টি অবিলুপ্ত। আর দৃশ্য দ্রষ্টার ধর্ম্ম নহে যেমন রূপাদি হইয়া থাকে (রূপাদি দ্রষ্টৃধর্ম্ম নহে)। তথাচ সকলের উৎপত্তিবিনাশ-দ্রষ্টা স্বয়ং উৎপত্ত্যাদিমান হয় না যেহেতু স্বউৎপত্তি আদির স্বয়ংদর্শন অনুপপন্ন। দ্রষ্টৃঅন্তর কল্পনা করিলে অনবস্থ-পাত হইবে। অতএব সর্ব্বাবস্থাদ্রষ্টা দৃশ্য হইতে অন্য। উহাই নির্ব্বিকাররূপে সর্বাবস্থার অবভাসক হওয়ায় সাক্ষী বলা হয়। এইরূপে সর্ব্বাগমাপায়ে অবধিরূপে সর্ব্বদ্রষ্টৃ এবং সর্ব্বাসাক্ষীরূপে সর্ব্বপ্রকারপ্রপঞ্চবিলক্ষণ প্রত্যগাত্মা সচ্চিৎরূপ প্রতিপন্ন হয়। (আত্মার স্বপ্রকাশত্বাভাবে উহার অব্যবহার হইয়া পড়িবে। আত্মবিষয়ক জ্ঞানদরুণই আত্ম-ব্যবহার হইবে এরূপ নহে। নিরবয়বে সংযোগ অসম্ভব হওয়ায় তদ্বিষয়ক জন্যজ্ঞান অসম্ভব। আর অজন্যজ্ঞানের আত্মভেদে প্রমাণ নাই)।

সর্ব্বদৃশ্যে অস্তিভাতি এইরূপে সত্তাস্ফুরণের অব্যভিচারে অনুবর্ত্তমানত্ব হয় আর উহাদের দ্রষ্টৃধর্মত্ব হওয়ায় উহারা দৃশ্যধর্ম্ম নহে। নাম এবং রূপই দৃশ্যাকার, যেহেতু এই

উভয় প্রতিবিষয়ে ব্যাবৃত্ত। কারণস্বভাবই কার্য্য দৃষ্ট হয়। সত্তাস্ফুরণাত্মক কারণ হইতে তদাত্মক কার্য্য হইবে অতএব কিরূপে নাম ও রূপ কার্য্যেতে হইবে? অতএব অনামরূপাত্মক ব্রহ্মের নামরূপাত্মকত্ব অসম্ভব হওয়ায় তথা কার্য্যেতে ঐ উভয় অংশেরও দর্শন হওয়ায় তথা অকারণ কার্য্যোৎপত্তি অসম্ভব হওয়ায় ব্রহ্মের জগদুপাদানে সহায়ভূত কিছু আছে যাহা দ্বারা অনামরূপও ব্রহ্ম নামরূপাকার হইয়া থাকে। উহাই মায়া। মায়াশব্দ লোকমধ্যে মিথ্যার্থবাচকরূপে প্রসিদ্ধ। অনুগত রজ্জুখণ্ডে সর্পধারাদণ্ডমালাদির ন্যায় সত্যজ্ঞানরূপ সর্ব্বানুস্যূতে নাম ও রূপের ব্যাবর্ত্তমানত্ব হওয়ায় উহাদের মায়াময়ত্বই হয়, সত্যাত্মতা নহে। অতএব কূটস্থই সচ্চিৎস্বরূপ, মায়াদ্বারা নামরূপাত্মকরূপে অবভাসিত হয়, পরমার্থতঃ নহে; চৈতন্যৈকরসই সত্তাত্মক ব্রহ্ম জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যাহা মায়ারূপে সম্ভাবনা করা হইয়াছে তাহা ভাবরূপ অজ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, মায়াই অস্মদাদির নিকট অজ্ঞান-রূপে অনুভবগোচর হয় ইহা নব্যবেদান্তগ্রন্থে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। অতএব মায়াবাদ প্রতিপাদ্য হইলে অজ্ঞানবাদও অবশ্য প্রদর্শন করিতে হইবে। পরন্তু গ্রন্থকলেবরবৃদ্ধিভয়ে তাহা এস্থলে বিস্তারিত করা হইবে না, অন্যত্র করা হইবে। এক্ষণে অবস্থাত্রয় বিচার করতঃ কিরূপে মূলকারণরূপ অজ্ঞান সিদ্ধ হয় তাহা অতিসংক্ষেপে প্রদর্শন করা হইতেছে।

প্রথমতঃ জাগ্রতাবস্থা বিচারিত হইতেছে। জ্ঞান ব্যতিরেকে পদার্থব্যবস্থার অন্য উপায় না থাকায় প্রতীতি অনুসারে বহিঃপদার্থ স্বীকার্য্য। অর্থক্রিয়াবলে প্রতীতি-বিরহদশাতেও ঘটাদির সত্ত্ব (অজ্ঞাতসৎ) মানিতে হইবে। "আমি অজ্ঞ" এইরূপে আন্তর অজ্ঞান তথা "ঘটাদি অজ্ঞাত" এইরূপে বহিঃপদার্থব্যাপ্ত অজ্ঞান অনুভূত হয়। (বহিঃদেশস্থ অজ্ঞান মানিলে ভ্রান্তিঅনুভবও উপপন্ন হইবে, অপরোক্ষ-পরোক্ষব্যবস্থাও সুস্থিত হইবে। বহিঃদেশস্থ প্রাতিভাসিক ভ্রান্তিদৃশ্যের উপাদান তদ্দেশস্থ হইবে, উপাদানউপাদেয়ের তাদাত্ম্য হওয়ায় দেশবিপ্রকর্ষ হয় না)। উক্ত অজ্ঞাতত্ব, ঘটাদিবস্তুর ব্যভিচারী হওয়ায় উহাদের স্বরূপ বা স্বাভাবিক

ধর্ম্ম নহে। জ্ঞাতত্ব যেমন জ্ঞানজনিত তদ্রূপ অজ্ঞাতত্বও জ্ঞানবিরোধী কোন পদার্থজনিত হইবে। ঐ জ্ঞানবিরোধী পদার্থ জ্ঞানাভাব না হওয়ায় উহা ভাবরূপ হইবে। উহাকে অভাব বলিতে হইলে জ্ঞানসামান্যাভাব বা বিশেষাভাব বলিতে হইবে। পরন্তু ইহা উপপন্ন নহে। অভাবজ্ঞানের এবং তদ্‌হেতু ধর্ম্ম্যাদিজ্ঞানের তখন সত্ত্ব হওয়ায় জ্ঞানাভাবানুভব অসম্ভব। জ্ঞানের স্বসত্তাতে প্রকাশ—অব্যভিচার হইয়া থাকে। পরমতে ও তদ্‌অনুভবসামগ্রী অবশ্যম্ভাবী। আরও নিখিল জ্ঞানপ্রাগভাব একদা অসম্ভব। যৎকিঞ্চিৎ বিশেষ-জ্ঞানপ্রাগভাব কিন্তু নির্ণীতেও আছে অতএব তখনও 'ন জানামি' এইরূপ অনুভব সংশয়াদি প্রসঙ্গ হইবে। আরও যাহাতে কখনও বিশেষজ্ঞান নাই অথচ 'নজানামি' এইরূপ অনুভব হয় তথায় কিরূপে অজ্ঞান হইবে, যেহেতু প্রতি-যোগীর অসত্ত্ব হওয়ায় তৎপ্রাগভাব অসম্ভব। সুতরাং তথায় ভাবরূপ অজ্ঞানই অজ্ঞানানুভববিষয়। অতএব নির্ণীত হওয়ায় অন্যত্রও উহাই অজ্ঞান। আরও প্রাগভাবের জ্ঞানও সঙ্গত হয় না। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগিজ্ঞানই অভাবজ্ঞানকারণ হয়। আর প্রাগভাবপ্রতিযোগিতা, ঘটত্বাদি দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় না কিন্তু তত্তৎঘটত্বাদি দ্বারা হইয়া থাকে। আর সেইরূপে জনিষ্যমান ঘটাদি-পূর্ব্বে অধিগত করা যাইতে পারে না, তদ্‌উৎপত্তিঅনন্তর কিন্তু প্রাগ-

ভাবঅভাবদরুণ উহার প্রত্যক্ষতা হয় না। অথচ, 'ন জানামি,' এইরূপে অজ্ঞান প্রত্যক্ষ (অপরোক্ষ)। অতএব উহা প্রাগভাববিষয়ক নহে। অতএব 'ন জানামি' এইরূপ অনুভব পররীতিতে অভাববিষয় যুক্ত নহে। সিদ্ধান্তেও প্রাগভাব বিষয় নহে যেহেতু উহাই নাই। (অসৎ উৎপন্ন হয় না ইহা যুক্তিসিদ্ধ হওয়ায় প্রাগভাব প্রামাণিক নহে) তথা অনুৎপৎস্যমান বিশেষজ্ঞানবিষয়ের 'ন জানামি' এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে। অজ্ঞান, জ্ঞানের অত্যন্তাভাব বা ধ্বংস নহে, যেহেতু 'ন জানামি' এইরূপ জ্ঞানের সময়ান্তরে জ্ঞান দ্বারা বিনাশ এবং তদর্থপ্রবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। কপালবিশেষের প্রত্যক্ষদশাতেই 'ধ্বস্ত' এইরূপ অনুভব হওয়ায় ধ্বংস অতীন্দ্রিয়ই। এইরূপে প্রাকৃসত্ত্ব হওয়তঃ অনুপলভ্যমান হওয়ায় জ্ঞানাদিধ্বংস অনুমিত হয় অতএব উহাও অতীন্দ্রিয়ই। আর উহা প্রতিযোগীর সূক্ষ্মরূপ সংস্কার সুতরাং উহার 'ন জনামি' এরূপ অনুভববিষয়ত্ব হয় না। অতএব 'ন জানামি' এইরূপ অনুভবের অভাববিষয়ত্ব অনুপপন্ন। সুতরাং ভাবরূপ অজ্ঞানই 'ন জানামি' এইরূপ অনুভববিষয়।

ভ্রান্তিবিচারদ্বারা ভ্রান্তিদৃশ্য এবং ভ্রান্তিজ্ঞানের উপাদান-কারণরূপে ভাবরূপ অজ্ঞান সিদ্ধ হয়। এক্ষণে ভ্রান্তিস্থলে প্রাতীতিক ভ্রান্তিদৃশ্য এবং তৎকালীন ভ্রান্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়

বলা হইতেছে। শুক্তিরজতাদিপ্রতীতিস্থলে রজতাদির অভাব হইলে উহার অপরোক্ষত্ব অনুপপন্ন। রজতের অপরোক্ষত্বে প্রমাণ নাই এরূপ নহে। 'ইদং রজতং' এইরূপ বিশিষ্টজ্ঞানই সমীচীন রজতজ্ঞানের ন্যায় প্রমাণ। সংসর্গ-গোচররূপে অপরোক্ষ হওয়ায় অবিবেকমাত্রে অপরোক্ষ-ব্যবহার হয় না সুতরাং তথায় রজত স্বীকার করিতে হইবে। যদ্যপি উত্তরকালে উক্তরজত প্রতিভাসিত হয় না তথাপি যে সময় প্রতিভাসিত হয় তখন উহাকে বিদ্যমান বলিতে হইবে, অন্যথা স্বপ্রতিভাসসময়ে কোনও পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইবে না। উহা দেশান্তরস্থ সৎ বা আন্তরস্থ সৎ (বহির্দ্দেশে অসৎ), বা সম্মুখদেশস্থ সৎ নহে। এস্থলে অপরোক্ষজ্ঞানের যাহা বিষয় উহা দেশান্তরে থাকে এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। উহা আন্তর নহে। ইদং রজতং এইরূপ অঙ্গুলিনির্দ্দেশ তথা বাহ্যপ্রবৃত্তি তদ্‌জ্ঞানব্যতিরেকে অনুপপন্ন। ভাসমানই প্রবৃত্তিগোচর হয়। অনবভাসমান যদি প্রবৃত্তিগোচর হয় তবে অতিপ্রসঙ্গ হইবে। উহা সন্মুখদেশস্থ সৎ (সৎখ্যাতি) নহে। সৎখ্যাতিমতে বিষয়ের সত্ত্ব হওয়ায় খ্যাতি উপপন্ন হইলেও বাধ অনুপপন্ন। শুক্তি-রজতজ্ঞানস্থলে শুক্তির অল্পত্বজ্ঞানে ভ্রমব্যবহার, ভূয়স্ত্বজ্ঞানে বাধ-ব্যবহার হয়, এরূপ সৎখ্যাতিবাদীর কথন সঙ্গত নহে। শুক্তিভূয়স্ত্বসাকল্যগ্রহই বাধক নহে যেহেতু শুক্তিসকলমধ্য-

নিহিত অল্লীয় রজতজ্ঞানেরও তদ্‌বাধ্যত্বপ্রসঙ্গ হইবে। আরও সংখ্যাতিবাদে "নেদং রজতং" এইরূপ জ্ঞান বাধক হইবে না। শুক্তিসংস্থানালম্বন-প্রত্যক্ষের সংখ্যাতিবাদিমতে প্রতিযোগি-নিরপেক্ষ হওয়ায় তথারূপ-অবিষয়ত্ব হয়। তথা সং যে শুক্তি এবং রজত উহাদের পরস্পব ভেদগ্রহ অবিশেষ হইয়া থাকে তথা পূর্ব্বাপরভাবের বাধ্যবাধকভাব-অহেতুত্ব হয়। অতএব সত্যজ্ঞান বাধক, ইহাও নহে ; যেহেতু রূপ্যজ্ঞানেরও সংখ্যাতিমতে সদালম্বনত্ব হইয়া থাকে। আরও সার্ব্বজনীন "নেদং রজতং" এইরূপ বাধ হয়। শুক্তিভূয়স্ত্বসাকল্যগ্রহ দ্বারা কেবল তদুপলম্ভ হইলে "দেখিয়াছিলাম এখানে রজত, ইদানীং দেখি না" এইরূপ হইবে, "নেদং রজতং" এইরূপ হইবে না। আরও শুক্তিতে রজতাবয়বের রজতত্ব হইলেও গবয়বল্মীকাদিতে গোঘটাদিসাদৃশ্যের তৎজাতি না হওয়ায় তদ্‌ধর্ম্মের সংখ্যাতিত্ব নির্ব্বাহ হইবে না সুতরাং অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতি অবশ্য মানিতে হইবে।

অতএব ভ্রান্তি অর্থে রজতাভাববান পদার্থে রজতখ্যাতিত্ব নহে। অপরোক্ষপ্রতীতি এবং তৎগোচরপ্রবৃত্তি তথা বাধ হওয়ায় উহা অসৎখ্যাতিত্ব নহে। উহা সদসৎখ্যাতিত্বও নহে। সদসতের এবং উহাদের খ্যাতির পরস্পর অনাত্মতালক্ষণ বিরোধদরুণ কোথাও তাদাত্ম্য অদৃষ্ট হওয়ায় ভ্রমেতেও সদসৎ উভয়রূপের অবভাস সম্ভব নহে। অবশেষ সদ্‌বিলক্ষণ

অসৎবিলক্ষণ সদসৎউভয়বিলক্ষণ খ্যাতি অঙ্গীকার করিতে হইবে অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি মান্য। ভাসমান বস্তুের তথায় সত্ত্ব বা অসত্ত্বপক্ষে অথবা জ্ঞানাকারত্ব বা দেশান্তরস্থত্ব-পক্ষে বাধক এবং সাধকাভাব হওয়ায় অনির্ব্বচনীয়ই (মিথ্যা) রজত। রজতার্থির পুরোবর্ত্তি প্রবৃত্তির অন্যথাঅনুপপত্তিদরুণ পুরোবর্ত্তিবিশিষ্ট রজতজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে। আর উহা পুরোবর্ত্তিতে মিথ্যারজত বিনা অনুপপন্ন। এতাদৃশ অনির্ব্বচনীয় পদার্থের উৎপত্তি স্বীকার করিলেই এতাবৎকাল "ইদং রজতং" এইরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল এতাদৃশ অনুসন্ধান সুপপন্ন হয়। তৎকালীন বহিঃপদার্থ না মানিলে "ইদং রূপ্যং" "রূপ্যং পশ্যামি" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষ উপপন্ন হইবে না, বাধও সংগত নহে (প্রসক্তেরই বাধ সঙ্গত)। সত্ত্ব অপরোক্ষতার প্রয়োজক নহে, অসত্ত্বও বাধের প্রয়োজক নহে; সুতরাং বাধ এবং অপরোক্ষ হওয়ায় শুক্তিরজতকে সদন্য এবং অসদন্য বলিতে হইবে। এই উভয় গুরুপ্রয়োজক হইলেও ন্যায্য। প্রতীতি এবং বাধান্যথানুপ-পত্তিপ্রমাণদরুণ শুক্তি রজতাদির সদসদ্‌বিলক্ষণত্ব মানিতে হইবে। দেশান্তর- প্রতীতিতে দেশান্তরসত্ত্ব প্রয়োজক নহে (এরূপ হইলে অতিপ্রসঙ্গ হইবে) কিন্তুতদ্দেশসত্ত্বই প্রয়োজক। আর উহা হয় না, যেহেতু বাধ হইয়া থাকে। অতএব অনন্যগতিতে সদসৎবিলক্ষণই স্বীকার্য্য।

শংকা ঃ—তৃতীয়প্রকার নাই, একবৈলক্ষণ্য হইলে অপররূপতা আবশ্যক।

উত্তর ঃ—মিথ্যাবস্তুসদ্ভাবমাত্রেও উহার প্রতীতির সিদ্ধি হইয়া থাকে। সৎ এবং অসতের মিথ্যাব্যবহার না হওয়ায় মিথ্যাত্বই তৃতীয় প্রকার। প্রতীতরূপবৈলক্ষণ্য শুক্তি-রূপ্যাদিতে নিরূপিত হয় না কিন্তু প্রতীতরূপই সদসৎবৈরূপ্য।

অতএব গত্যন্তরাভাবে অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই ভ্রমস্থলীয় বোধবাধাদির নির্ব্বাধ নির্ব্বাহমার্গ।

অর্থের অনির্ব্বচনীয়ত্ব হওয়ায় তৎবিষয়কবুদ্ধিরও অনির্ব্বচনীয়তা অর্থতঃ সিদ্ধ হয়, অন্যথা উহার তৎবিষয়কবুদ্ধিত্ব হইবে না। অর্থের মিথ্যাত্ব হওয়ায় তদালম্বন বোধেরও বাধ্যত্ব সিদ্ধ হয়। স্বরূপতঃ বাধরহিত হইলে বিষয়তঃও অবাধিত হইত। যেহেতু ভ্রান্তিত্ব ব্যবহার সৎজ্ঞানের এবং অসৎজ্ঞানের অনুপপন্ন, আর যেহেতু পক্ষান্তরে অনুভববিরোধ (আত্মখ্যাতিতে বহিঃ অবভাসমানের আন্তরত্বে অনুভববিরোধ আর অসৎখ্যাতিতে অপরোক্ষের অসত্ত্ব হওয়ায় অনুভববিরোধ দুষ্পরিহর) তথা যেহেতু জ্ঞানদ্বয়, পারোক্ষ্য, স্মৃতিত্ব, স্মরণাভিমানপ্রমোষ, তদ্‌হেতু-অবিবেক তন্নিমিত্তপ্রবৃত্তি (সেই প্রমোষ হেতু

যথায় এবংভূত অবিবেক নিমিত্ত যথায় এবন্ভূতা প্রবৃত্তি) এইরূপ অপূর্ব্ব (অনুভবানারূঢ) অতএব অপ্রতিপন্ন বহুকল্পনা (অপ্রামাণিক অনেক কল্পন:গৌরব) অখ্যাতিবাদে করিতে হয় আর অন্যথাখ্যাতিবাদে অন্যত্র প্রতিপন্নের অন্যত্র সত্ত্ব তথা ইন্দ্রিয়ের জন্মান্তরানুভূত দেশকালব্যবহিতার্থগ্রাহিত্ব তথা দোষের তথাবিধ অদৃষ্টসামর্থ্য তথা অসৎ সংসর্গের প্রত্যক্ষতা এইরূপ প্রমাণবিরুদ্ধ বহুকল্পনা করিতে হয় অতএব সর্ব্বদোষপরিহারের জন্য এবং জ্ঞানে ভ্রান্তিত্বব্যবহারের জন্য যথাপ্রতিপন্নের (ইহা দ্বারা অনুভববিরোধ অপাস্ত হইল) মিথ্যাত্ব নাম এক স্বভাব "নাস্তি রজতং মিথ্যৈব রজতমভাৎ" এইরূপ অনুভবসিদ্ধ আশ্রয় করিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিপত্তি এবং উহার বিষয়ের মিথ্যাত্ব নাম একস্বভাব হওয়ায় "মিথ্যৈব রজতং অভাৎ" এইরূপ জ্ঞানমিথ্যাত্বও অনুভবসিদ্ধ। যদি তাদৃশ বিষয় বা জ্ঞান সদ্রূপ হইত তবে উহার সামগ্রী অপেক্ষা হওয়ায় উহার কল্পনে গৌরব হইত কিন্তু সৎবিলক্ষণ; আর তথায় উক্তদোষ নহে। সেইরূপই অনুভব হয়—'নাস্তি রজতং'। জ্ঞানের ও সেইরূপ হয় অতএব অনুভব হয় 'মিথ্যৈব রজতং' অর্থাৎ অসদ্‌বিলক্ষণ।

শংকা ঃ—উক্তপ্রকারে সামগ্রীর অনপেক্ষা হইলে আকস্মিকত্বপ্রাপ্তি হইবে। আর উহার অপেক্ষা হইলে গৌরব তদবস্থ হইবে।

উত্তর ঃ—শুক্তিরজতাদির উপাদান অজ্ঞান বা অবিদ্যা, এরূপ কল্পনা অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ। অতএব অপেক্ষণীয় ও (অজ্ঞান) সেইরূপ (মিথ্যা) হওয়ায় পর্য্যনুযোগ অযুক্ত। অবিদ্যোপাদানকল্পনার অনুভবসিদ্ধত্ব হওয়ায় গৌরব পরিহৃত হয়। অনির্ব্বচনীয়উৎপত্তিতে অবিদ্যাব্যতিরিক্ত কিছুও অপেক্ষিত হয় না। অতিরিক্ত অপেক্ষিত হইলে কিন্তু ইন্দ্রিয়াদির অদৃষ্টসামর্থ্যাদি কল্পনাগৌরব হইবে।

এক্ষণে শুক্তিরজতাদি অজ্ঞানোপাদানক এ বিষয় নিরুপণ করা হইতেছে। ভ্রান্তিঅবভাস সাদি হওয়ায় কার্য্য। সাদিত্ব উপাদেয়ত্বে তন্ত্র হয়। প্রাতীতিকসত্তাক সর্ব্ব (পক্ষ), সোপাদানক (সাধ্য), যেহেতু কার্য্য (হেতু), যেমন ঘট হইয়া থাকে (দৃষ্টান্ত)। ধ্বংসে ব্যভিচার হয় এরূপ নহে, যেহেতু কার্য্যের সূক্ষ্মারূপাবস্থা অতিরিক্ত অভাবরূপ ধ্বংসে প্রমাণ নাই। আর সূক্ষ্মরূপ বিশেষরূপে বলা যাইতে না পারিলেও অসতের উৎপত্তি অনুপপন্ন হওয়ায় অঙ্গীকার করিতে হইবে। অথবা ভাবকার্য্য হওয়ায় ভ্রান্তিঅবভাস সোপাদানক। কাদাচিৎক এবং অসৎবিলক্ষণ হওয়ায় উহার উপাদান অবশ্য থাকিবে। অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা স্থির হয় যে ভ্রান্তিঅবভাসের উপাদান অজ্ঞান। যথায় একের পূর্ব্বভাব থাকিলে পরভাবি অপরের নিয়মপূর্ব্বক অস্তিত্ব তথা অবিদ্যমানে নিয়মপূর্ব্বক অনস্তিত্ব হয় তথায় কার্য্যকারণ-

ভাব দৃষ্ট হয়। নিয়মপূর্ব্বক অধিষ্ঠানের (যথা শুক্তি বা রজ্জুর বা তদ্দেশাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের) অজ্ঞানদশাতেই অনুভূয়মান হওয়ায় অজ্ঞানকেই ভ্রান্তির উপাদান বলিতে হইবে। অজ্ঞাতবিষয়েই মিথ্যাজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ঐ বিষয় জ্ঞাত হইলে ঐ বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত হয়। 'অতএব অজ্ঞাতবস্তুতে মিথ্যাজ্ঞান হওয়ায় এবং জ্ঞাতবস্তুতে না হওয়ায় ভ্রান্তিজ্ঞান অজ্ঞানমূলক। অজ্ঞান, বস্তুর আবরণরূপ হওয়ায় বস্তুতে মিথ্যাবুদ্ধির জনক হইয়া থাকে। বাহ্যদেশস্থ আবরণের অভাবে তদ্‌বিষয়ক ভ্রমের উৎপত্তি হইত না। আশ্রয়ের আববণ বিনা তথায় আরোপ অযুক্ত। আশ্রয় কিঞ্চিৎরূপে প্রতীত অথচ অপ্রতীত হইলেই তথায় আরোপ সম্ভব। আবরণব্যতিরেকে বিক্ষেপ জন্মে না, অন্যথা শুক্তিঅবভাসেও রজতবিক্ষেপ হইয়া পড়িত। রজ্জুসর্পাদিভ্রমস্থলে রজ্জুআদিরূপে অপ্রতীত অথচ কিঞ্চিৎরূপে (ইহা দীর্ঘগোলাকার ত্রইরূপ) প্রতীত হইলেই তথায় সর্পাদি আরোপ হইয়া থাকে। ঐরূপ প্রত্যয় বাহ্যদেশস্থ রজ্জুআদির আবরণমূলক। এই আবরণই অজ্ঞান। ঘটাদিবিষয়ের অজ্ঞান যদি না হইত তবে ঘটবিষয়ক,ভ্রমের উৎপত্তি হইত না, যেহেতু ভ্রমের যে বিষয় (ভ্রান্তিমাত্রসমানকালোৎপত্তিস্থিতিক) উহাতে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না থাকাতে ভ্রম ইন্দ্রিয়াজন্য। আরও যদি তদ্‌বিষয়ক অজ্ঞান না থাকিত

তবে "ঘটং ন জানামি" এইরূপ অনুভবও হইত না। তাৎপর্য্য এই যে, ঘটাদি-অবচ্ছিন্ন-চৈতন্যবিষয়ক ভাবরূপ অজ্ঞানের অভাব হইলে সেই চৈতন্যেতে বল্মীকাদিভ্রম হইবে না। প্রাগভাব নিরস্ত হওয়াতে তথা প্রাগভাব জ্ঞানসামান্য-অবিরোধী হওয়াতে (প্রাগভাব, বিশেষবিশেষজ্ঞানের বিরোধী) ভাবরূপ অজ্ঞান স্বীকার্য্য। যদি ভাবরূপ অজ্ঞান না হইবে তবে 'ন জানামি' এই অনুভবই হইবে না। অজ্ঞান, ভ্রান্তির নিমিত্তকারণ নহে। নিমিত্তকারণ হইলে অজ্ঞানের অপগমেও শুক্তি আদিতে রজতাদির সম্ভাবপ্রসঙ্গ হইত। অতএব উহাকে উপাদানকারণ মানিতে হইবে। উপাদাননিবৃত্তিতে কার্য্যনিবৃত্তি প্রসিদ্ধ। যাহার অদর্শনজনিত যে ভ্রম হয় উহার দর্শনই ঐ অদর্শনকে নিবৃত্ত করিয়া উক্ত ভ্রমকে নিবৃত্ত করে। রজ্জুর অদর্শনজনিত সর্পভ্রম, 'ইহা রজ্জু' এতাদৃশ জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হয়। অতএব রজ্জুবিষয়ক অদর্শনরূপ অজ্ঞানই উক্ত ভ্রমের উপাদান। অজ্ঞান নিশ্চয়পূর্ব্বক রজতাদির উৎপত্তিমাত্রপ্রয়োজক নহে কিন্তু স্থিতিতেও প্রয়োজক। অতএব উৎপত্তিস্থিতিপ্রয়োজক মৃদাদির ন্যায় উপাদানই। পরিশেষতও অজ্ঞানকে উপাদান মানিতে হইবে। আত্মা বা অন্তঃকরণ শুক্তিরজতের উপাদান নহে। নিরবয়ব আত্মার স্বতঃ সাবয়বরজতাদিরূপে তথা নিমিত্তসংযোগাভাবদরুণ জ্ঞানরূপে পরিণাম অযুক্ত।

ভ্রমবিষয় প্রাতিভাসিকের জ্ঞান বিনা স্থিতি অনুপপন্ন হওয়ায় উহার জ্ঞান বলিতে হইবে। আর তথায় অন্তঃকরণ উপাদান নহে। কেবল অন্তঃকরণের বহিঃপ্রবৃত্তি হয় না। মিথ্যা শুক্তিরজতাদিতে বাহ্যেন্দ্রিয়সংপ্রয়োগ সম্ভব নহে। যেমন ঘটাদিতে অনুগত হওয়ায় মৃদাদিই কারণ, কপালাদিক কিন্তু অবচ্ছেদকই সেইরূপ শুক্তিরজতাদিজ্ঞানাদিতেও অজ্ঞানই উপাদান, অন্তঃকরণ কিন্তু অবচ্ছেদক।

উল্লিখিত বিচারদ্বারা সিদ্ধ হইল যে, সত্য বস্তুর মিথ্যা-বস্তুমিলনে যে অবভাস হয় উহা অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি, উহাই অধ্যাস। অধ্যাস দ্বিবিধ-জ্ঞানাধ্যাস এবং অর্থাধ্যাস। নিরালম্বন জ্ঞান অযুক্ত হওয়ায় অর্থও অধ্যস্ত। এই উভয়ই অনির্ব্বচনীয় হয় বলিয়া ইহাদের মূলকারণস্বরূপ যে অজ্ঞান তাহাকেও অনির্ব্বচনীয়ই মানিতে হইবে। মিথ্যাভূতের মিথ্যাভূতই কিছু উপাদান মানিতে হইবে। মিথ্যার্থ-অবভাসের অনুপপত্তিদরুণ মিথ্যাভূত উপাদান স্বীকার্য্য। কার্য্য কারণস্বভাব হইয়া থাকে অতএব অধ্যাস যদি সত্যোপাদানক হয় তবে মৃত্তিকাজন্য ঘটের মৃদাত্মতার ন্যায় সত্যোপাদানক অধ্যাসেরও সত্যত্ব হইবে। ঐ মিথ্যা উপাদান যদি সাদি হয় তবে তথাবিধ উপাদানান্তরকল্পনাপ্রসঙ্গ হইবে অতএব কল্পনালাঘবদরুণ এবং উহার হেতু-অদর্শনদরুণ অনাদিই ঐ মিথ্যা উপাদান এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে।

অতএব অনির্ব্বাচ্য যে ভাবরূপ অজ্ঞান, যাহা অনাদি স্বয়ং মিথ্যা মিথ্যোপাদান এবং আত্মসম্বন্ধি উহাই অর্থাধ্যাস ও জ্ঞানাধ্যাসের উপাদানকারণ (কাচকামলাদিদোষ পরস্পর ব্যভিচারী হওয়ায় তথা কার্য্যে অননুগত হওয়ায় উপাদান নহে, সহকারিমাত্র)।

উল্লিখিত বিচারদ্বারা সিদ্ধ হয় যে, অধিষ্ঠানে (সত্যবস্তুতে) অনির্ব্বচনীয় পদার্থের খ্যাতি অজ্ঞানকৃত। ঐ অজ্ঞানজনিতই ঐ উভয়ের অবাস্তব তাদাত্ম্য হইয়া থাকে বলিতে হইবে। "ইহা রজত" এইরূপ ভান হওয়ায় প্রতিভাসানুরূপ মিথ্যা রজত এবং উহার তাদাত্ম্য পূরোবর্ত্তী অধিষ্ঠানে মানিতে হইবে। "ইহা রজত" এইরূপ বুদ্ধি, বিশেষ্য এবং বিশেষণের পরস্পরাসম্বন্ধকে অবগাহন করে না কিন্তু তাদাত্ম্যরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধকে অবগাহন করে, অন্যথা তদ্‌বিষয়ক প্রবৃত্ত্যাদি কার্য্য উহা হইতে অনুপপন্ন হইত। অজ্ঞাননিষ্ঠ যে চেতনের তাদাত্ম্য উহা অজ্ঞানের পরিণামরূপ রজতাদিতে ভান হওয়ার দরুণ 'রজতং' ইত্যাকরের নির্ব্বাহ হইলেও "ইদং রজতং" ইত্যাকারের নির্ব্বাহ হইবে না। অতএব দ্ব্যাকারতানুরোধে রজতাদিঅবচ্ছিন্নের ইদমাদিতাদাত্ম্য উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। বিশেষ্য এবং বিশেষণের পরস্পরা-বচ্ছিন্ন চিন্নিষ্ঠ পরস্পরতাদাত্ম্য স্বীকার্য্য। উহাই ভ্রম এবং প্রমাস্থলীয় দ্ব্যাকারতাঘটক। শুক্তিজ্ঞানের উত্তরকালে "নেদং

রজতং” এইরূপ বাধের বাধ্য ইদংপদার্থগত রজততাদাত্ম্য হইয়া থাকে। ভ্রমকালে ইদংপদার্থে রজতের তাদাত্ম্য ভান না হইলে বাধ নির্ব্বিষয় হইবে। পক্ষান্তরে কেবল রজতত্বের সমবায়ই শুক্তিতে প্রতিভাত হয় বলিলে “নাত্র-রজতত্বং” এইরূপ বাধ হওয়া উচিত। সুতরাং শুক্তিতে রজতের তাদাত্ম্যই ভাসমান হয়। এই শুক্তিরজতের তাদাত্ম্য উভয়সাপেক্ষ, অন্যত্র প্রসিদ্ধ নহে। এই রীতিতে অনির্ব্বচনীয় তাদাত্ম্যের উৎপত্তি আবশ্যক। অতএব শুক্তিরজতের মিথ্যাতাদাত্ম্য (যেহেতু শুক্তি রজতরূপ নহে) স্বীকার্য্য। বাধ্যত্ব এবং অপরোক্ষত্ব হওয়ায় মিথ্যাই তৎবৈশিষ্ট্য ভাত হয় ইহা অগত্যা স্বীকার করিতে হয়।

উক্তস্থলে যেমন অনির্ব্বচনীয় পদার্থের উৎপত্তি এবং অধিষ্ঠানের সহিত ঐ পদার্থের আধ্যাসিক তাদাত্ম্য হয় তদ্রূপ স্বপ্নস্থলেও হইয়া থাকে। শুক্তিরজতাদির ইদানীং বাধ্যমানত্ব হইয়া থাকে। অতএব অধিষ্ঠান সদ্‌ব্যক্তির তাদাত্ম্যকেই এই জ্ঞান বিষয় করিয়া থাকে। তাদাত্ম্যের ভিন্নত্ব হওয়তঃ অভিন্নসত্তাকত্বরূপ হওয়ায় তদ্‌ভেদঘটিতত্ব হয়। সুতরাং সদ্-অন্য রজত প্রত্যক্ষবিষয়। প্রত্যক্ষ হওয়াতেই অসদ্ হইতেও অন্য। স্বপ্নস্থলেও এরূপ অনির্ব্বচনীয় পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সে সময় স্বপ্নদ্রষ্টা বহির্গমন করে না কিম্বা স্বাপ্নদৃশ্যও বহির্দ্দেশ হইতে আগমন করে না।

উহারা অনুমেয় বা স্মৃতিগোচর নহে যেহেতু স্বপ্নে "অয়ংগজ" এইরূপে গজাদিজ্ঞান হইয়া থাকে। স্বপ্ন হইতে বুত্থিতপুরুষের তৎবিষয়ক স্মৃতি হইয়া থাকে। অতএব অবগত হওয়া যায় যে, স্বপ্নাবস্থায় গজাদি অনুভূত হইয়াছিল। তত্তৎদেশ-বৈশিষ্ঠের প্রাক্ অননুভূতত্ব হওয়ায় তথা প্রত্যেকগোচর সংস্কারের বিশিষ্ট স্মৃতিজনকত্বে প্রমাণাভাব হওয়ায় স্বপ্ন স্মৃতি নহে। অবশেষ উহাদের উৎপত্তি মানিতে হইবে। উহারা পারমার্থিক নহে। উপযুক্ত দেশকালনিমিত্ত বিনা উৎপত্তি হওয়ায় উহাদিগকে মিথ্যা বা প্রাতিভাসিক বলিতে হইবে। স্বাপ্নিক পদার্থসকলের প্রত্যহ বাধ্যমানত্ব হওয়ায়, স্বাধিষ্ঠান (স্বতঃঅপরোক্ষ স্বপ্নদ্রষ্টাসাক্ষী) চৈতন্য ব্যতিরেকে অভাবনির্ণয় হওয়ায় প্রাতিভাসিকত্ব মানিতে হইবে। স্বাপ্নপ্রপঞ্চ শুক্তিরজতাদিরন্যায় প্রতীতিকালেই বিদ্যমান থাকে অতএব উহা প্রাতিভাসিক। স্বাপ্নিক-বিষয় এবং জ্ঞান, ভ্রান্তিদৃশ্য এবং উহার জ্ঞানের ন্যায়, সমকালে উৎপন্ন এবং সমকালে নাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব উহারা পরস্পরহেতুক নহে কিন্তু অপর একই হেতুজনিত (সমহেতুক)। ঐ হেতু বা উপাদান অজ্ঞান। প্রাতি-ভাসিক অধ্যাসস্থলে সর্ব্বত্র অর্থাধ্যাস এবং জ্ঞানাধ্যাসের উপাদান অজ্ঞান হইয়া থাকে। স্বপ্নোপলব্ধগজাদি শুক্তি-রজতের ন্যায় মিথ্যা হওয়ায় অজ্ঞানোপাদানক। নীরূপ

নিরবয়ব রজ্জুঅবচ্ছিন্নচৈতন্যে বা শুক্তিঅবচ্ছিন্ন চেতনে বা সাক্ষীতে (স্বপ্নে চক্ষুরাদিকরণ সকলের উপরতি হওয়ায় তথা অপরোক্ষ দরুণ লিঙ্গাদিজন্যত্ব অনুপপন্ন হওয়ায় সাক্ষিভাস্য) আরোপ ভিন্ন অন্যরূপে সর্প-রজত স্বপ্নাদির প্রতীতি ও তদনুকূল ব্যবহার সম্ভব নহে। আরোপ অজ্ঞানজনিত হইয়া থাকে। রজ্জুসর্পভ্রান্তিস্থলে রজ্জুর (রজ্জুঅবচ্ছিন্নচেতনের) সত্তাতেই সত্তাবান হইয়া সর্প প্রতিভাসমান হইয়া থাকে। প্রতিভাসকালে সর্পের অস্তিত্ব থাকে, তদানীং উহার বাধ হয় না। অতএব উহার সত্তা প্রতীতিমাত্রস্বরূপ বা প্রাতিভাসিক। রজ্জুর অস্তিত্ব এরূপ নহে, রজ্জু যথার্থ অর্থাৎ ব্যাবহারিক সত্তাবান। সত্তার বৈষম্য (উপাধিভেদে সত্ত্বের ত্রৈবিধ্য) হওয়ায় ইহাদের ন্যূন বা অধিকরূপে সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। সর্প ন্যূনসত্তাক (সাপেক্ষ), রজ্জু অধিকসত্তাবান। অধিকসত্তাক অধিষ্ঠানে ঐ সত্তাতে সত্তাবান অথচ ন্যূনসত্তাক প্রতিভাস মিথ্যা হইয়া থাকে। স্বপ্নও এতাদৃশ। ব্যাবহারিক বা পারমার্থিক (অধিষ্ঠানভূত পারমার্থিক সাক্ষীর) সত্তাতে সত্তাবান অথচ প্রতীতিমাত্রস্বরূপ অর্থাৎ ন্যূনসত্তাক স্বপ্নাবভাসও সত্য নহে। প্রকাশরূপ অধিষ্ঠানে অপরোক্ষরূপে ভাসমান হওয়ায় স্বপ্নদৃশ্যসমূহ স্বরূপতঃ অসৎ নহে। অধিষ্ঠানের যেরূপ সত্ত্ব

তদ্রূপ সত্ত্ব উহাদের নাই। অতএব উহারা অধিষ্ঠান-চেতনস্বরূপের বিষমসত্তাক অবভাস হওয়ায় ভ্রান্তিদৃশ্যের ন্যায় মিথ্যা। এরূপ মিথ্যাপদার্থ অধিষ্ঠানে স্বরূপতঃ না থাকায় অধিষ্ঠানাশ্রিত অজ্ঞানোপাদানক হইয়া থাকে। অন্তঃকরণবৃত্তির প্রমাণত্বনিয়ম হওয়ায় প্রাতিভাসিকস্বাপ্ন-গজাদিআকারতা হয় না।

এক্ষণে সুষুপ্তি অবস্থা সম্বন্ধে বক্তব্য। বিশেষজ্ঞানের উপরামরূপ সুষুপ্তিতে অহংকারের অনুপলম্ভ হইলেও (উহার সত্ত্ব হইলে বা বিশেষজ্ঞানদরুণ সুষুপ্তিঅভাব প্রসঙ্গ হইবে) অজ্ঞান সাক্ষিপ্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত হয় এইহেতু 'ন কিঞ্চিৎ অবেদিষং' এইরূপ স্মৃতি উপপন্ন হয়। (অবিদ্যাবৃত্তি অনিত্য হওয়ায় সংস্কার সম্ভব)। উহা জ্ঞানাভাবের স্মরণ নহে। ধর্ম্মিপ্রতিযোগি-জ্ঞান বিনা: সুষুপ্তিতে জ্ঞানাভাবের অনুভব করা যাইতে পারে না, আর তদ্‌সদ্ভাব হইলে সুষুপ্তি ব্যাঘাত হইবে। উক্তজ্ঞান জ্ঞানাভাবের অনুমানও নহে। 'অস্মরণরূপ' হেতু ব্যভিচারদোষদুষ্ট। "জ্ঞানসামগ্রীরহিত" হেতু অন্যোন্যা-শ্রয়দোষযুক্ত। জ্ঞানাভাবদ্বারাই উহার অনুমান করিলে পরস্পরাশ্রয় প্রসঙ্গ হইবে। অতএব প্রত্যক্ষ (সাক্ষি-প্রকাশ) দ্বারাই ভাবরূপ অজ্ঞান সিদ্ধ হয়। জন্যজ্ঞানের অভাবেও আত্মস্বরূপভূতজ্ঞানের সদ্ভাব হয়, অন্যথা সুপ্তির

অসাক্ষিকত্ব দরুণ অবস্থান্তরে উহার পরামর্শাভাব হইয়া যাইবে।

উল্লিখিত অবস্থাত্রয়বিচার দ্বারা অজ্ঞানের স্বরূপ এবং উহার কৃত্য অবগত হওয়া গেল। এক্ষণে উহাই মূল-কারণ এ সিদ্ধান্তের পরিচয় যৎকিঞ্চিৎ প্রদত্ত হইতেছে। অজ্ঞানবাদ বিষয়ক অতিবিস্তৃত বিচার মদীয় অদ্বৈত-সিদ্ধান্তবিদ্যোতন গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইবে।

জ্ঞানজ্ঞেয়রূপ বা চেতনজড়রূপ প্রপঞ্চ প্রতিভাত, এতন্মধ্যে জ্ঞানের বা চেতনের স্বরূপ কিরূপ তাহার বিবেচন করা হইতেছে, পশ্চাৎ চেতনের এবং সতের একতা প্রতি-পাদন করা হইবে তদনন্তর সেই অদ্বৈত সচ্চিন্মাত্রে জড়-প্রপঞ্চের হেতুরূপে অজ্ঞান সিদ্ধ হইবে।

এস্থলে চেতনস্বরূপের বিচার দ্বিবিধদৃষ্টিতে করা হইবে। অন্তঃকরণের দিক হইতে বিচার করতঃ তদতীত সাক্ষিপ্রকাশ প্রতিপাদিত হইবে। তথা বহিঃপদার্থের দিক হইতে বিচার করতঃ প্রমাণাতীত সাক্ষিপ্রকাশ প্রতিপন্ন হইবে।

অহংকারাত্মক অন্তঃকরণের অতিরিক্ত সাক্ষিপ্রকাশ (নিত্যচৈতন্য) মানিবার কয়েকটি উপপত্তি এস্থলে গ্রথিত হইতেছে :—এ বিষয়ক বিস্তৃত বিচার মদীয় অদ্বৈততত্ত্ব-প্রবোধিনী (অমুদ্রিতপ্রকরণগ্রন্থসংগ্রহ) নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রথম ভাগের প্রথমাধ্যায়ে (সাক্ষি বিবেক) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(১) অহংকারপ্রাণশরীরাদির এবং যোগ্যতদ্ধর্ম্মসুখ-দুঃখাদির সদা অহংকারাদিসত্তাকালে সংশয়াদিনিবৃত্তিলক্ষণ ফলভাক্ত অনুভবসিদ্ধ। কখনও 'অহমাসং ন বা' অহংবর্ত্তে ন বা' 'অহং মনুষ্য' ইত্যাদি প্রকারে অহংকারাদিসত্তাসংশয় কাহারও হয় না। আর উহা উহাদের সদাপ্রকাশসংসর্গ বিনা সম্ভব নহে। ঘটাদির প্রকাশসংসর্গদশাতেই সংশয়াদি অগোচরত্ব দৃষ্ট হয়। সদা প্রকাশসংসর্গিত্ব অহংকারাদির জন্যজ্ঞানপক্ষে সম্ভব নহে, যেহেতু উহাদের উৎপত্তিবিনাশবত্ব ক্রমিকত্ব হইয়া থাকে তথা উহারা প্রায়শঃ বাহ্যবিষয়গোচর হয়। অতএব অহংকারাদির সদাসংশয়াদ্যগোচরত্বনির্ব্বাহের জন্য তাহাদের সদা সাক্ষিচৈতন্যরূপপ্রকাশসংসর্গ বলিতে হইবে।

(২) নিত্যানুভবরূপ সাক্ষী অনঙ্গীকৃত হইলে ঘটাদিগোচর বৃত্তিসন্ততিকালীন অহমর্থের এবং তৎকালীন বৃত্তির তৎকালে জন্যানুভব অসম্ভব হওয়ার দরুণ সংস্কার অসম্ভব হওয়ায় পশ্চাৎ অনুসন্ধান হইবে না। ধারাকালে অহংকারগোচর বা প্রত্যেক বৃত্তিগোচর জন্যানুভব সম্ভব নহে। এরূপ হইলে ধারাবিচ্ছেদ প্রসঙ্গ হইবে তথা বৃত্তিসন্ততি ইচ্ছাঘটিতসামগ্রী-জনিত হওয়ায় উহার বিচ্ছেদ অসম্ভব। অতএব অন্য জ্ঞানধারাকালীন অহমর্থাদিসাক্ষিতয়া নিত্যানুভব বলিতে হইবে।

(৩) নিত্যচৈতন্য অস্বীকৃত হইলে বৃত্ত্যুৎপত্তিবিনাশ তদ্‌ভেদাদির অপরোক্ষতয়া ভান হইবে না। স্বউৎপত্তি এবং বিনাশের স্বগ্রাহ্যত্ব অসম্ভব। বৃত্ত্যন্তরগ্রাহ্যত্বও অসম্ভব। এ পক্ষে অনবস্থাদোষও হইবে। অতএব বৃত্তিনাশাদিসাক্ষিতয়া ও নিত্যচৈতন্য মান্য।

(৪) অন্তঃকরণপরিণামরূপ বৃত্তিসকলের দীপাদিবৎ প্রকাশকত্ব হইলেও উহাদের জড়ত্ব হওয়ায় দেহদ্বয়াবভাসকত্ব হয় না। স্বপ্রকাশনিত্যচৈতন্য স্বীকৃত হইলে কিন্তু তৎ-প্রতিবিম্বযুক্ত উহাদের দেহদ্বয়ানুভবরূপত্ব সম্ভব হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ চৈতন্য স্বীকার করিতে হইবে।

(৫) বৃত্তিসকলের অন্তরালদশাতে দেহদ্বয়ের অস্পষ্ট ভান হয়, দেহদ্বয়গোচর বৃত্তির সদ্ভাবকালে কিন্তু অহং কর্ত্তা স্থূলোহং ইত্যাদিরূপে স্পষ্টভান হয় ইহা অনুভবসিদ্ধ। তথায় অস্পষ্টভানের উপপত্তির জন্য বৃত্তিজ্ঞানাতিরিক্ত নিত্যসাক্ষিচৈতন্য স্বীকার করিতে হইবে। দেহদ্বয় কূটস্থ-চৈতন্যদ্বারা ঈষৎ সদা ভাস্যমানই বৃত্তিজ্ঞানদ্বারা স্ফুটরূপে অবভাস্য হয়।

(৬) সুষুপ্তিকালে সাক্ষিদ্বারা অজ্ঞান এবং সুষুপ্তি অনুভূত হয়। উত্থিতের 'ন কিঞ্চিৎ অবেদিষং, অস্বাপ্সং' এইরূপ স্মরণ দৃষ্ট হয়। 'অহমস্বাপ্সং' ইত্যাদি স্মরণের অহমর্থাংশে অনুভবরূপত্ব কল্পিত হওয়ায় প্রমাতার তখন সত্ত্ব আবশ্যক

নহে। অতএব সুষুপ্তিকালে সদ্ এবং অসতের, সাক্ষী এবং প্রমাত্রার অভেদ অযুক্ত হওয়ায় প্রমাতা হইতে সাক্ষী ভিন্নই বলিতে হইবে। প্রমাতা এবং সাক্ষীর অভেদপক্ষে প্রমাতার উদাসীনত্ব অভাব হওয়ায় সাক্ষিত্ব অসম্ভব।

এক্ষণে বহিঃপদার্থের দিক হইতে বিচার করতঃ প্রমাণাতীত সাক্ষিজ্ঞান সিদ্ধ হয় ইহা প্রদর্শিত হইতেছে। প্রমাণউৎপত্তির পূর্ব্বে প্রমাণের হেতু যে দেহাদি বিষয় উহার অজ্ঞাতত্ব কাহার দ্বারা সিদ্ধ হয় ইহা বিচার করিলে উক্ত জ্ঞান সিদ্ধ হয়। দেহাদি যে বিষয় উহা প্রমাণের প্রতি কর্ম্ম হওয়ায় কর্ম্মরূপে হেতু (নিমিত্তকারণ) হয়। হেতু হওয়ায়, প্রমাণ-উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রমাণ দ্বারা অজ্ঞাতত্ববুদ্ধি হইবে না; যেহেতু প্রমাণ, বিষয়সন্নিধির পূর্ব্বে না থাকাতে উহা দ্বারা অজ্ঞাতত্বযুক্ত দেহাদিবিষয়ের সিদ্ধি হইতে পারে না অথচ অজ্ঞাত যে বিষয় উহার সিদ্ধিপ্রদ কেহ, প্রমাণের পূর্ব্বে না থাকিলে বিষয়াভাবদরুণ প্রমাণের প্রবৃত্তি হইবে না। দেহাদিকে স্বতঃসিদ্ধ বা অসিদ্ধ বলা যাইতে পারে না, অন্যথা প্রমাণের প্রমাণত্ব লব্ধ হইবে না। সিদ্ধের সাধন বা অসতের ব্যঞ্জন সম্ভব নহে। প্রমাণের, অজ্ঞাতত্বের জ্ঞাপকত্ব এবং অজ্ঞাতত্বের উৎপাদকত্বের অভাব হওয়ায় প্রমাণের পূর্ব্বকালে অজ্ঞাতত্ব এবং প্রমাণের উত্তরকালে জ্ঞাতত্ব এই উভয়ের সাধকতা প্রমাণাতীত সাক্ষিজ্ঞানেরই

হইয়া থাকে। অজ্ঞাতে যেমন বিশেষণবিশেষ্যতা নাই তদ্রূপ জ্ঞাতেতেও বিশেষণবিশেষ্যতা নাই; অতএব প্রমাণদরুণ অজ্ঞানাদি সিদ্ধ হইবে না। তাৎপর্য্য এই যে, অজ্ঞাত ঘটে 'ঘট জ্ঞাত' এই বিশেষণবিশেষ্যতাবুদ্ধি (বিশিষ্ট-বুদ্ধি) হইবে না, যেহেতু ঘটেতে বিশেষণ যে জ্ঞাতত্ব উহার জ্ঞান পূর্ব্বে নাই। বিশেষণজ্ঞান বিনা বিশিষ্টবুদ্ধি (প্রকৃতস্থলে জ্ঞাতঘট এইরূপ বুদ্ধি) হইতে পারে না। এই রীতিতে ঘট জ্ঞাত হইলেও অজ্ঞাতঘট এইরূপ বিশিষ্টবুদ্ধি হইবে না, যেহেতু ঘটে প্রমাণের প্রবৃত্তি হওয়ার দরুণ অজ্ঞাতত্বের নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছে। অতএব অজ্ঞাতত্ব প্রমাণগম্য নহে। জ্ঞাতত্বও মেয় নহে, অন্যথা অনবস্থা হইবে অর্থাৎ জ্ঞাতত্বের জ্ঞাতত্ব, উহারও জ্ঞাতত্ব এইরূপে অনবস্থা। অতএব জ্ঞাতত্ব এবং অজ্ঞাতত্ব এই উভয়, প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ নহে কিন্তু প্রমাণাতীত সাক্ষিজ্ঞান দ্বারা সিদ্ধ।

এই সাক্ষিজ্ঞান বা চৈতন্য অহংঅতীত। 'অহং' এইরূপ পরাগ্‌ হইতে ব্যাবৃত্ত জ্ঞানাশ্রয় অহংকার অনুভূত হয়। চৈতন্য কিন্তু 'ঘটঃ স্ফুরতি' 'পটঃ স্ফুরতি' তথা 'অহং স্ফুরামি' এইরূপে অহংকারপদবাচীও সর্ব্বত্র অনুবৃত্তিরূপে প্রতীত হয় (স্ফুরণই চৈতন্য)। অতএব ব্যাবৃত্ত অহংকারের (নাহং-ঘটঃ' এইরূপ ব্যাবৃত্তি অহংকারাকার) অনুবৃত্তচৈতন্যাত্ম-রূপত্ব হইতে পারে না যেহেতু ব্যাবৃত্ত এবং অনুবৃত্ত এই উভয়ের একত্ব অযুক্ত।

শংকা :—বৃত্তি এবং স্ফুরণের ভেদ নহে। স্ফুরণ অর্থ উপলব্ধি, উহা বুদ্ধ্যাদি-অভিন্ন। "বুদ্ধিরুপলব্ধিজ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্।"

উত্তর :—এরূপ নহে। "দেবদত্তো জানাতি ঘটঃস্ফুরতি" এইরূপে ঐ উভয়, ভিন্নাশ্রয়ত্বরূপে অনুভূয়মান অতএব উহাদের একত্ব অযুক্ত। প্রমাতৃ এবং প্রমেয়ের ভিন্নতা হওয়ায় উহাদের সহিত তাদাত্ম্যরূপে প্রতীয়মান উভয়ের অভেদ অযুক্ত। প্রমাতৃধর্ম্মরূপ জ্ঞানের প্রমেয়তাদাত্ম্য সংগত নহে যেহেতু সুখাদিতে উহা দৃষ্ট নহে। দ্বিত্বাদির ন্যায় উভয়সম্বন্ধিত্ব উপপন্ন হয় এরূপ বলা উচিত নহে। এরূপ হইলে উভয়ত্র উভয়সম্বন্ধ প্রতীত হইত। অভেদ হইলে বা "দেবদত্তো ঘটং জানাতি"র ন্যায় "দেবদত্তো ঘটং স্ফুরতি" এইরূপ, তথা "ঘটঃ স্ফুরতি"র ন্যায় "ঘটো জানাতি" এইরূপ প্রত্যয় এবং প্রয়োগ হইয়া পড়িত। অতএব উক্ত অক্ষপাদবচন অনুপাদেয়।

পূর্ব্বপক্ষ—(ন্যায়বৈশেষিক) :—উক্ত দোষ হয় না। 'জানাতি' এইরূপে জ্ঞানাশ্রয়ত্ব আর 'ঘটঃ স্ফুরতি' এইরূপে জ্ঞানবিষয়ত্ব অনুভূত হয়। অতএব স্ফুরণ এবং জ্ঞানের ভেদ নহে কিম্বা প্রতীতিবৈপরীত্যও নহে। 'ঘটঃ স্ফুরতি' এইরূপে স্ফুরণতাদাত্ম্য প্রতীত হয় না কিন্তু প্রমাতৃধর্ম্ম যে স্ফুরণ উহার বিষয়তা ঘটের প্রতীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ—এরূপ নহে, যেহেতু "ঘটমহং জানামি" এইরূপ অনুভূয়মানজ্ঞান হইতে পৃথক্ই "স মে ঘটঃ স্ফুরতি" এইরূপ স্ফুরণের অনুভূয়মানত্ব হইয়া থাকে। সকর্ম্মত্ব-অকর্ম্মত্বলক্ষণবিরুদ্ধধর্ম্মবত্তারূপে অনুভূয়মানত্ব হওয়ায় ঐ উভয়ের অভেদ নহে।

পূর্ব্বপক্ষ ঃ—'ঘটং জানামি' এইরূপে অর্থবিশেষণরূপ জ্ঞান আত্মাতে অনুভূত হয়, "ঘটঃ স্ফুরতি জ্ঞানবিষয়ো ভবতি" এইরূপে জ্ঞানোপসর্জন অর্থ প্রতীত হয়। অতএব বিশেষণবিশেষ্যভাবই কেবল ভিন্ন হয় পরন্তু অনুভবদ্বয়ের বিষয়ভেদ হয় না। "ঘটঃ স্ফুরতি" এইরূপে সকর্ম্মক-জ্ঞানেরই অনুভূয়মানত্ব হওয়ায় উক্তবৈধর্ম্য হয় না।

সিদ্ধান্ত ঃ—এরূপ নহে। 'স্ফুরতি' এইরূপ স্ফুরণানুভবের তদুপসর্জনতয়া শব্দবৎ ব্যাখ্যান উচিত নহে। "ঘটশ্চলতি"র ন্যায় "ঘটঃ স্ফুরতি" এইরূপে ঘটতাদাত্ম্য প্রতীত হওয়ায় এই ব্যাখ্যান উচিত নহে, যেহেতু শব্দেরই লক্ষণাদিবৃত্তিতে অর্থান্তর সম্ভব হয়। আরও স্ব-উপসর্জন-অর্থকে স্বয়ং বিষয় করিয়া থাকে অথবা জ্ঞানান্তর-উপসর্জনকে ? (ব্যবসায়তজ্জ্ঞান জ্ঞানবিষয় হইয়া থাকে এরূপ ব্যাখ্যানেও যে-ভানের প্রতি বিষয় ঘট উহা দ্বারাই ঘটে স্ববিষয়ত্ব গৃহীত হয় কিম্বা জ্ঞানান্তর দ্বারা ?)। আদ্য নহে, যেহেতু বেদ্যজ্ঞানবাদে নিজের স্ববিষয়ত্ব অনুপপন্ন।

দ্বিতীয় নহে, ব্যবসায়ানুপনীত-তদ্বিষয়ত্বের অনুব্যবসায়ে ভান অযুক্ত। ব্যবসায়তদ্গতধর্ম্মব্যতিরিক্ত ব্যবসায়বিষয়-কত্বেরই অনুব্যবসায়ত্ব হওয়ায় তথা ব্যবসায়বিষয়কত্বের ব্যবসায়:বিষয়ত্ব হওয়ায় উহার অনুব্যবসায়বিষয়তা হয় না।

আক্ষেপ ঃ—(প্রাভাকর) :—হউক তাহা হইলে স্ববিষয়ত্ব স্বদ্বারাই গৃহীত।

উত্তর ঃ—স্বসংবেদ্যজ্ঞানবাদেও প্রষ্টব্য—উপসর্জন জ্ঞান জ্ঞেয়ের সহিতই নিজকে বিষয় করিয়া থাকে? কিম্বা প্রথম নিজকে বিষয়করতঃ জ্ঞেয়কে বিষয় করে? আদ্য নহে, যেহেতু বিশেষণজ্ঞান এবং উহার সন্নিকর্ষ প্রথম বলিতে হইবে। বিশেষণভূতজ্ঞানেরই বিশিষ্টজ্ঞানত্ব হইলে উহার তৎজ্ঞানতৎসন্নিকর্ষজন্যত্ব অযুক্ত। নিজেরই বিশেষণজ্ঞানত্ব হওয়ায় তথা বিশিষ্টজ্ঞানত্ব হওয়ায় পূর্ব্বে উহা সম্ভব নহে। অতএব দ্বিতীয় নহে। বিশেষণজ্ঞান এবং বিশিষ্টজ্ঞানের একত্ব হওয়াতেই পূর্ব্বে বিশেষণজ্ঞান হয় না সুতরাং ক্রম-পক্ষও অনুপপন্ন। বুদ্ধির বিরামপূর্ব্বক ব্যাপারও অনুপপন্ন। শব্দবুদ্ধ্যাদির, জন্মাতিরিক্ত ব্যাপার না হওয়ায় ক্রমশঃ বিষয়সম্বন্ধ সম্ভব নহে। সকর্মক জ্ঞানঃএবং অকর্মক স্ফুরণ এই উভয়ের অভেদ অসম্ভব। জ্ঞানদ্বারা স্ফুরিত হয় এইরূপ ভেদানুভবও হইয়া থাকে।

এক্ষণে সৎ এবং চেতনের একতা প্রদর্শিত হইতেছে। সং-স্বরূপ বিচার দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে যে, সৎ (ক) ভিন্ন ভিন্ন বস্তুস্বরূপ নহে। (খ) কাহারও ধর্ম্মভূত নহে। (গ) সর্ব্বানুস্যূত ভেদরহিত। (ঘ) ঔপাধিক ভেদসহিত। (ঙ) স্বতঃসিদ্ধ। (চ) বাধাযোগ্যস্বরূপ। সৎ বাধাযোগ্যস্বরূপ অর্থাৎ প্রতি-যোগিতয়া বাধকপ্রমাবিষয় হইতে অন্য। নিধর্ম্মক সেই সৎস্বরূপে উক্ত অন্যোন্যাভাবরূপ ধর্ম্ম নাই যেহেতু অন্যত্ব স্বরূপই। সৎস্বরূপ সত্ত্ববিশিষ্ট নহে। এরূপ হইলে সত্ত্বেরই অসত্ত্বাপাত হইত। আর সত্ত্বেও সত্ত্ব বর্ত্তমান নহে যেহেতু সত্ত্বান্তরবিষয়ে প্রমাণ নাই তথা নিজের স্ববৃত্তিত্ব অযুক্ত। স্পষ্টীকরণ যথা—সত্ত্বেতে সত্তান্তর বর্ত্তমান ? অথবা উহাই সত্ত্ব ? আদ্য নহে। সৎ সৎ এইরূপ একাকারবুদ্ধি একবিষয়ক হওয়ায় তদ্‌ভেদে প্রমাণ নাই। দ্বিতীয় নহে। "সম্বন্ধাভাবাৎ"। অভেদ সম্বন্ধ নহে। বিশিষ্টবুদ্ধিহেতুরই সম্বন্ধত্ব হইয়া থাকে। আর অভেদ তদ্রূপ নহে। অতএব বাধযোগ্যান্যই সৎ।

এক্ষণে চেতনও এইরূপ ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে :—

(ঙ) চেতন স্বতঃসিদ্ধ স্বপ্রকাশ। জ্ঞানের প্রকাশরূপতা না হইলে জড়ত্বাপত্তি বা অসত্ত্বপ্রাপ্তিরূপ দোষ হইবে। জ্ঞানের পরপ্রকাশ্যত্ব (জ্ঞানান্তরবেদ্যত্ব) হইলে অনবস্থা বিষয়ান্তরসঞ্চারাভাব তথা অননুভব তদ্বিরামে বিষয়পর্য্যন্ত

সংশয় হইবে। অসিদ্ধ এবং পরতঃসিদ্ধ না হওয়ায় জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধস্বপ্রকাশ হইবে। স্বপ্রকাশ অর্থ স্ববিষয় নহে (অন্যথা কর্ত্তৃকর্ম্মবিরোধাদি দোষ হইবে) কিন্তু প্রকাশান্তরের সম্বন্ধ বিনা প্রকাশমান এবং স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্ত জ্ঞানান্তরের অনপেক্ষ। জ্ঞান নিজের অবিষয় নিজের স্বরূপেতে ব্যবহারের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। জ্ঞানসজাতীয় অপরানপেক্ষ হওয়ায় জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। অবিষয় হইয়াও প্রকাশমান হওয়াতে জ্ঞানসম্বন্ধী সংশয় হয় না। জ্ঞানের বেদ্যত্ব হইলে স্বসত্তাতে প্রকাশের অনিয়ম হওয়ায় ঘটানুভবদশাতে 'ঘট আমার দ্বার গৃহীত বা নহে' ইত্যাদি সংশয়প্রসঙ্গ হইত যেহেতু অজ্ঞাতে জিজ্ঞাসা হইলে সংশয় দৃষ্ট হয়। অতএব প্রদীপবৎ সজাতীয়প্রকাশনিরপেক্ষ প্রকাশই জ্ঞান অর্থকে প্রকাশ করিয়া থাকে।

(ক) স্বপ্রকাশমান ভিন্ন ভিন্ন বস্তুস্বরূপ নহে, যেহেতু উহা নিরবয়ব। অশেষ সাক্ষ্যপদার্থের অবধিরূপ চেতন নিরবধিক হওয়ায় উহার অবয়ব থাকিতে পারে না। উহাকে অবয়বসহিত বলিলে প্রষ্টব্য এই যে, অবয়ব অবয়বি উভয়ের স্বপ্রকাশত্ব অথবা অন্যতরের? অবয়ব এবং অবয়বির স্বয়ংপ্রকাশত্ব হইলে ইতরেতর অবিষয়ত্ব হওয়ায় সাবয়বত্বকে স্বপ্রকাশ দ্বারা স্বাত্মাতে অনুভব করা যাইতে পারে না। অবয়বের স্বপ্রকাশত্ব হইলে স্বপ্রকাশসম্বন্ধ সিদ্ধ

হইবে না যেহেতু তুল্যের পরস্পর গ্রাহ্যগ্রাহকত্ব অযুক্ত। অন্যতরের অস্বয়ংপ্রকাশত্ব হইলে অন্যতর দ্বারা বেদ্য হওয়ায় ঘট এবং আত্মার ন্যায় অংশাংশিভাব সিদ্ধ হইবে না। উহাদের জড়ত্ব হইলে বস্তুবিরোধদরুণ স্বয়ংপ্রকাশাংশত্ব হইবে না।

(খ) স্বপ্রকাশ সাক্ষিজ্ঞান সর্ব্বাবধি হওয়ায় কাহারও ধর্ম্ম (গুণভূত) নহে। উহার ধর্ম্মী স্বপ্রকাশ বা অপ্রকাশ-রূপ হইলে উভয়ের ধর্ম্মধর্ম্মিভাব হইবে না।

(গ) চেতন সর্ব্বানুস্যূত ইহা প্রতিপাদ্য। ইহা প্রদর্শন করিতে হইলে সর্ব্বের (জ্ঞেয়ের বা জড়ের) সহিত চেতনের সম্বন্ধ বিচার করিতে হইবে। সম্বন্ধ বিনা প্রকাশ্য-প্রকাশক-ভাব অযুক্ত। সম্বন্ধ দ্বিবিধ-সাক্ষাৎ এবং পরম্পরা। মূল-সম্বন্ধ দ্বিবিধ, সংযোগ এবং তাদাত্ম্য। (সমবায় খণ্ডিত হইয়াছে। দৈশিককালিকসম্বন্ধও নহে যেহেতু সচ্চিন্মাত্র ব্যতিরিক্ত মহাকাল মহাদেশ বিষয়ে প্রমাণ নাই চেতনই সর্ব্বাধিষ্ঠানতয়া সর্ব্বব্যবহারাস্পদ হওয়ায় উহা হইতে অন্য তত্ত্বান্তর সম্ভব নহে। নিমেষাদি সর্ব্ব পদার্থ সত্তাস্ফূরণদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াই অবগত হয়। অখণ্ডসত্তাস্ফূরণরূপ ব্রহ্মেতে আদিত্যগতিভেদউপাধিরূপ নিমেষাদিদ্বারা অবচ্ছিদ্যমান হইলে অখণ্ডকালাত্মত্ব অধ্যারোপিত হয়। অতএব পরমাত্মাই পরোপাধিবিশেষদ্বারা বিশেষ্যমান হওয়তঃ কালব্যবহারাশ্রয় হয়। দেশও অনুগত আকাশ হইতে ভিন্ন নহে। অনাকাশ

দেশ বা বস্তু চিদাত্মতিরিক্ত নাই। উহাতে সূর্য্যোদয়দর্শনালম্বননিবন্ধন প্রাচীদিগ্ব্যবহার উপপন্ন হয়।) জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ের সংযোগসম্বন্ধ হইতে পারে না। স্বতন্ত্র অপ্রাপ্ত দ্রব্যের সংযোগ হয়। জ্ঞেয়পদার্থ কখনও জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র অপ্রাপ্ত হইতে পারে না। যেস্থলে সংযোগ হয় ঐ আশ্রয়েই অবচ্ছেদকভেদে উহার অভাব হইয়া থাকে। যাহা নিরবয়ব অতএব নির্ভাগ সুতরাং যাহাতে অবচ্ছেদকভেদ নাই উহাতে সংযোগ হইতে পারে না।

শংকা :—(ন্যায়বৈশেষিকাদি) :—নিষ্প্রদেশেতেও উপাধিকপ্রদেশ বিরুদ্ধ নহে অর্থাৎ উপাধিক প্রদেশ লইয়া সংযোগ হইতে পারিবে। অতএব ঔপাধিক সংযোগসম্বন্ধ অনুপপন্ন নহে।

উত্তর :—যাহা উপাধি উহা উপধেয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইয়াই উপধেয়কে অবচ্ছিন্ন করিবে অন্যথা অতিপ্রসঙ্গ হইবে। অর্থাৎ সম্বন্ধ বিনাও উপধেয়কে যদি অবচ্ছিন্ন করিবে তবে কোন এক উপাধি সর্ব্বকে অবচ্ছিন্ন করিবে যেহেতু সম্বন্ধাভাব তুল্য। অতএব সম্বদ্ধেরই ভেদকত্ব মানিতে হইবে। এক্ষণে বিচার্য্য—উপাধির যে আত্মার সহিত সম্বন্ধ উহা কি স্বরূপ কিংবা সংযোগ? আদ্য নহে। স্বরূপদ্বয়াত্মক যে সম্বন্ধ উহা সম্বন্ধিদ্বয়ের ব্যাপক হওয়াতে ইতরসম্বন্ধীর ভেদকই হইবে না। আত্মা এবং উপাধিরূপে

অভিমত বস্তুর স্বরূপসম্বন্ধ সম্বন্ধিদ্বয়স্বরূপ হওয়াতে স্বোপহিত আত্মার ইতর আত্মা হইতে ব্যাবর্ত্তক হইবে না। দ্বিতীয় (সংযোগ)ও নহে। নিরবয়ব আত্মাতে প্রদেশভেদ ব্যতিরেকে সংযোগ হইতে পারিবে না। উপাধির যে সংযোগ তাহার নিয়ামক যে প্রদেশভেদ ইহা অপর এক উপাধির সম্বন্ধাধীন হইলে অনবস্থা হইবে। অর্থাৎ উপাধির সংযোগসম্বন্ধ আত্মাদিকে উপহিত করিবার জন্য যদি অপর এক উপাধির অপেক্ষা করিবে তবে সেই উপাধিও অপর উপাধির অপেক্ষা করিবে এই রীতিতে অনবস্থা হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, সংযোগ এবং সংযোগাভাব এককালে একস্থলে থাকিতে পারে না। অতএব প্রদেশভেদে ঐ উভয়ের বৃত্তিতা বলিতে হইবে। অথচ নিরবয়বে প্রদেশভেদ অনুপপন্ন। সুতরাং উপাধির সহিত নিরবয়বের সংযোগ-সম্বন্ধ হইতে পারে না।

আরও চেতনের সহিত জড়ের একদৈশিক সংযোগ মানা যাইতে পারে না যেহেতু নিরবয়বের একদেশ নাই। স্বতঃ নিরবয়বত্ব হইলেও পরোপাধি-অবচ্ছিন্ন প্রদেশ সম্ভব এরূপ বলা উচিত নহে, যেহেতু উপাধিসম্বন্ধেরও তুল্যযোগক্ষেমত্ব হইয়া থাকে। আরও একদেশ সিদ্ধ হইলে উপাধিসম্বন্ধ-সিদ্ধি হইবে তথা উহা সিদ্ধ হইলে একদেশসিদ্ধি হইবে সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয়াপত্তি হইবে। অতএব একদেশবৃত্তি সংযোগ সম্ভব নহে।

শংকা :—সংযোগ প্রদেশবৃত্তি নহে কিন্তু ব্যাপ্যবৃত্তি। সংযোগের রূপাদির ন্যায় ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব হওয়ায় প্রদেশভেদের অপেক্ষা নাই।

উত্তর :—এরূপ নহে, যেহেতু এক ভূতলে ঘটসংযোগ তদ্‌-অভাব অনুভব হওয়ায় ব্যাপ্যবৃত্তিতা হয় না। তথায় সংযোগ থাকে যথায় নিজের অত্যন্তাভাবও থাকে।

শংকা :—তাহা হইলে নিরবয়বেতেও সংযোগ এবং উহার অভাব এই উভয় থাকিবে।

উত্তর :—না। অত্যন্তাভাব এবং প্রতিযোগী এক-প্রদেশে থাকে না, উহাদের প্রদেশভেদ নিয়মপূর্ব্বক হইয়া থাকে, অন্যথা বিরোধের জলাঞ্জলি দিতে হইবে। আরও বিভুর যে বিশেষগুণ উহার এইরূপ স্বভাব হয় যে, উহা স্বকারণ যে সংযোগ (নিমিত্তসংযোগ) ইহা হইতে অন্যূন অনতিরিক্ত প্রদেশে থাকে। বিভুগুণের উৎপাদক যে সংযোগ উহা যদি সর্ব্বাত্মাতে থাকিবে তবে বিভুবিশেষগুণের সর্ব্বত্র উপলব্ধি হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, সংযোগের ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব হইলে পরমতে নিমিত্তসংযোগাবচ্ছিন্নদেশে সমবায়সম্বন্ধে যাহারা থাকে তাহাদের (শব্দসুখাদির) ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব হইবে। পরন্তু ইহা দৃষ্ট নহে। জ্ঞানেচ্ছাদির উপলব্ধি শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাতেই হইয়া থাকে, ঘটাদি-অবচ্ছিন্ন আত্মাতে নহে। অতএব সংযোগের ব্যাপ্যবৃত্তিতা মানা যাইতে পারে না।

অতএব সিদ্ধ হইল যে, চেতন এবং জড়ের সংযোগসম্বন্ধ হইতে পারে না।

অবশেষ জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ তাদাত্ম্যরূপ স্বীকার করিতে হইবে। বিষয়বিষয়িভাবসম্বন্ধ এবং বিশেষ্যবিশেষণরূপ সম্বন্ধও উক্ত মূলসম্বন্ধমূলক হইবে অন্যথা অতিপ্রসঙ্গ হইবে। স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ হইতে জ্ঞেয়পদার্থ পৃথক্কৃত না হওয়ায় উভয়ের সম্বন্ধ তাদাত্ম্যরূপ। তাদাত্ম্যসম্বন্ধস্থলে সম্বন্ধীর দেশকালবিপ্রকর্ষ থাকে না। দেশের দূরত্ব না থাকায় বাহ্য এবং আন্তর জ্ঞেয়প্রপঞ্চে চেতনস্বরূপ অনুগত আছে। অতএব চেতন সর্ব্বানুস্যূত।

চেতন ভেদরহিত। জ্ঞান জ্ঞানান্তরকে বিষয় না করতঃ উহা হইতে নিজের ভেদকে বিষয় করিতে পারে না। কিম্বা জ্ঞান জ্ঞানান্তরকে বিষয় করিতেও পারে না যেহেতু বিষয়ের জড়ত্বাপত্তি হইবে। যদি সংবিৎ সংবিদ্-অন্তরের বিষয় হয় তবে উহা বিষয়রূপেই ভাসিত হইত, বিষয়িরূপে নহে। ঘটাদিপদার্থ কিন্তু এরূপ নহে। ঘটাদি বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়। অতএব ঘটাদিবিষয়বৈলক্ষণ্য হওয়ায় সংবিতের অবিষয়ত্বই প্রতিপন্ন হয়। অতএব ঘটাদি বিষয়ের অসংবিত্বই নিশ্চিত হয়। সর্ব্বভেদ সংবেদ্যাশ্রিত। সংবেদ্য হওয়ায় তথা সংবেদ্যপদার্থ সংবিতের ধর্ম্ম না হওয়ায় সংবিতের ভেদ নাই। ভেদ যদি সংবিতের অবিষয় হয়

তবে উহার সিদ্ধিই হইবে না। উহা যদি বিষয় হয় তবে ঘটাদির ন্যায় সংবিৎগত হইবে না। উহা যদি স্বয়ংপ্রকাশ হয় তবে সংবিৎ হইতে অবৈলক্ষণ্য হওয়ায় উহা অসম্ভব হইবে। অতএব চেতন ভেদরহিত। ব্যাবর্ত্তমান স্তম্ভাদিতে জ্ঞানমাত্রাকারের অব্যাবৃত্ত হওয়ায় জ্ঞানের স্বতঃ ভেদ নাই, যেহেতু ভেদের বিষয়োপাধিপরামর্শ ব্যতিরেকে অবভাস হয় না।

অহঙ্কারধর্ম্মাতিরিক্ত জ্ঞান এক, তদ্‌ভেদে প্রমাণ নাই। আর অভেদে একাকারবুদ্ধি প্রমাণ। একাকার মতি নিশ্চয়-পূর্ব্বক অনুগত কিছুকে বিষয় করিয়া থাকে।

শংকা—একাকার বুদ্ধি গবাদি অনুগত বুদ্ধির ন্যায় জাতিবিষয়ক।

উত্তর—নিশ্চিত ভেদব্যক্তিতেই সেইরূপ হইয়া থাকে। গবাদিতে ব্যক্তিভেদ প্রমাণতঃ সিদ্ধ অতএব উহার ঐক্য অসম্ভব হওয়ায় গোত্বাদি (ধর্ম্ম) অনুগতবিষয়ক হইয়া থাকে। উহাও বেদান্তমতে অনুগতকারণস্বরূপই অতএব ধর্ম্মবিষয়ক নহে। চক্ষুরাদিজন্যবৃত্ত্যতিরিক্ত সংবিদেতে কিন্তু কোনও ভেদগ্রাহক প্রমাণ নাই অতএব উহা উহার ঐক্য-বিষয়কই। এরূপ হইলে জ্ঞানভেদ-অনুভবের বিরোধ হইবে এরূপ নহে, যেহেতু উহা বৃত্তিবিষয়ক এবং উপাধি-

বিষয়ক। ঘটস্ফুরণ পটস্ফুরণ নহে ইত্যাদি অনুভব পটাদি উপাধি-বিষয়ক। ঔপাধিক হওয়ায় স্বাভাবিকভেদে প্রমাণ নাই। অতএব (নিখিল প্রমাণবিষয়সম্বন্ধ স বিদৈক্যদ-রূণই) স্ফুরণ অনাদি অনন্ত। সকলবিষয়গ্রাহী স্ফুরণের জনক অসম্ভব। চক্ষুরাদির এরূপ সামর্থ্য নাই। শব্দাদিস্ফুরণে চক্ষুরাদির এবং রূপাদিস্ফুরণে শ্রোত্রাদির, সুখাদিস্ফুরণে বাহ্যেন্দ্রিয়ের, বাহ্যবিষয়জগৎ-স্ফুরণে মনোমাত্রের তথা দেবদত্তবিষয়স্ফুরণে তদিতর তৎসম্বন্ধি করণগণের এবং তদিতরবিষয়স্ফুরণে দেবদত্তাদি-করণসকলের হেতুত্ব বলা যাইতে পারে না। অতএব স্ফুরণ অনাদি অতএব অনন্ত। আরও স্বয়ংপ্রকাশ স্ফুরণের স্ফুরণান্তর-অবিষয়ত্ব হওয়ায় তদ্-উৎপত্তিগ্রাহক প্রমাণ নাই সুতরাং উহা সিদ্ধ হয় না। জড়বৃত্তিমাত্র হইতে কিঞ্চিৎ সিদ্ধ হয় না। এইরূপে বিনাশও সিদ্ধ হয় না, যেহেতু স্ব এবং পরের অবিষয় যে স্ফুরণ সেই স্ফুরণাবচ্ছিন্ন নাশগ্রাহক প্রমাণ নাই। (বস্তুতস্তু স্ফুরণের কার্য্যত্ব হইলে উহার প্রপঞ্চ-উপাদানাত্মকরূপে সন্‌ঘট স্ফুরতি এইরূপে স্ফুরণতাদাত্ম্যে ঘটাদির অনুভব অনুপপন্ন হইবে, নিত্যজ্ঞানের অভাব হইলে সুষুপ্তিপরামর্শ অনুপপন্ন হইবে, স্ফুরণের কার্য্যত্ব হইলে প্রতিবিষয়ে ভেদাপত্তিদরুণ বর্ণিত ঐক্যানুভবও অনাপন্ন হইবে)।

(ঘ) চেতনের স্বতঃ ভেদ নাই কিন্তু ভেদপ্রতীতি ঔপাধিক (যেহেতু চেতন নিরংশ)। চৈতন্য শরীরানবচ্ছিন্ন প্রদেশে অনুভূত হয় না ইহা সর্ব্বজনসিদ্ধ। আর উহা সর্ব্বগতআত্মধর্ম্মত্ব হইলে উপপন্ন হয় না, যেহেতু নিরংশ একেতে একের যুগপৎ ভাব এবং অভাব অযুক্ত। অণু-আত্মধর্ম্মত্ব হইলেও হয় না যেহেতু স্বউপাদান ব্যতিরেকে ধর্ম্মের অসত্ত্ব হওয়ায় শরীরব্যাপিত্ব অনুপপন্ন। মধ্যম-পরিমাণ আত্মধর্ম্মত্বও নহে যেহেতু আত্মার অনিত্যত্বাপত্তি হইবে। অতএব অনাশ্রিতচৈতন্য মধ্যমপরিমাণ সুতরাং দ্রব্যই উহা। উহারও সাবয়বত্ব হইলে অবয়বসকলের এই অবয়বিউৎপাদনত্ব অযুক্ত। উহাদেরও চৈতন্য হইলে যুগপৎ অনেক জ্ঞান প্রসঙ্গ হইবে আর এবিষয়ে প্রমাণ নাই। অত-এব নিরংশ চৈতন্য মধ্যমপরিমাণ অনুভূত হয় এইরূপ বলিতে হইবে। অথচ উহা উপপন্ন নহে। সুতরাং সর্ব্বগতই চৈতন্য উপাধিদরুণ সেইরূপ অনুভূত হয়। অতএব স্বাভাবিকই চৈতন্যাভেদ, ভেদ কিন্তু উপাধির পরামর্শ সত্ত্বেই প্রতীয়মান ঔপাধিকই উচিত।

(চ) বাধ সর্ব্বত্র সাবধিক হয়। নিরবধিবাধের আত্ম-লাভই হয় না। অতএব বাধাবধিভূত সাক্ষী বাধরহিত সিদ্ধ হয়। উহাও বাধিত এইরূপ কল্পনা করিলে ঐ বাধেরও অন্য অবধি কল্পনীয় এইরূপে অনবস্থা হইবে। যদি সাক্ষী

হইবে তবে সাক্ষিবাধ হইবে না, যদি সাক্ষিবাধ হইবে তবে সাক্ষী হইবে না। অতএব চেতন বাধাযোগ্যস্বরূপ। চেতন যদি বাধযোগ্য হইবে তবে কল্পিত হইবে আর কল্পিত হওয়ায় জড় হইবে আর জড় হওয়ায় বিশ্বের অপ্রকাশ হইবে। অধিষ্ঠানান্তর না থাকায় চেতনের কল্পিতত্ব অনুপপন্ন। চেতন নির্ধর্ম্মক। স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপের ধর্ম্ম, জড় বা স্বপ্রকাশ হইতে পারে না। জড় কখনও সর্ব্বাবধি সাক্ষিভূত বিকারহিত স্বপ্রকাশের ধর্ম্ম হইতে পারে না। স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপের ধর্ম্ম স্বপ্রকাশরূপও নহে। ধর্ম্মধর্ম্মী পরস্পর সাপেক্ষ হয়। স্বপ্রকাশদ্বয়ের পরস্পর সাপেক্ষভাব হইতে পারে না। অতএব চেতন নির্ধর্ম্মক।

উক্তপ্রকারে সৎ এবং চেতনের একতা অবগত হওয়া যায়। যাহা চেতনস্বরূপ উহাই পদার্থসম্বন্ধে প্রকাশকরূপে প্রতিভাত হয়, উহা প্রকাশ্যবস্তু বা তদীয় ধর্ম্মরূপ নহে অথচ বস্তুসম্বন্ধে উহাও ধর্ম্মিরূপে অনুভূত হয়। সৎ ও এইরূপ। অতএব সৎ এবং চেতন অভিন্ন। সৎ যদি প্রকাশস্বরূপ হইতে ভিন্ন হয় তবে উহা অপ্রকাশরূপ হইবে। অপ্রকাশরূপ হওয়ায় উহা 'সৎ সৎ' এইরূপে প্রকাশমান হইবে না, সতের অস্ফুরণ প্রসঙ্গ হইবে। অনুগত ধর্ম্মিরূপ হওয়ায় সৎ, চেতনের বিষয় বা ধর্ম্মরূপে সিদ্ধ হইতে পারে না। জ্ঞাতৃ-অন্তর এবং জ্ঞানান্তরের অভাব হওয়ায়

স্বপ্রকাশের সত্যতা মানিতে হইবে। সৎ এবং জ্ঞান ভিন্ন হইলে সাধকাভাবে অসৎ হইয়া পড়িবে। অতএব প্রকাশ-মান চৈতন্যমাত্রই ব্রহ্মস্বরূপ তথাপি সত্যজ্ঞানাদি শব্দের অপর্য্যায়ত্বের জন্য কল্পিতভেদে সেই পদের বাচ্যকে ভিন্ন মান্য হয়।

শংকা—'জানামি' এইরূপ প্রতীতিবিষয়ত্ব সত্তেতে বর্ত্তমান সুতরাং সৎ এবং জ্ঞানের অভিন্নতা অদ্বৈতবৈদান্তিক-গণের মানা সঙ্গত নহে (রামানুজীয়)।

উত্তর—যেমন সৎ অনুবর্ত্তমান তদ্রূপ জ্ঞানও অনুবর্ত্তমানই বর্ত্তমান অতএব অনুভূতিও সৎ ইহা সিদ্ধ হয়। 'জানামি' এইরূপ প্রতীতিবিষয়ত্ব সতের বর্ত্তমান হইলেও তথায় সতের বৃত্তিবিষয়ত্বই স্বীকৃত হয়, বৃত্ত্যভিব্যক্তচৈতন্যতাদাত্ম্য নহে। তথাহি 'ঘটমনুভবামি' 'পটমনুভবামি' 'গুরুত্বমনুমিনোমি' 'সর্ব্বমিদং জানামি' এইরূপ ব্যবহারে সর্ব্বত্র একরূপ জ্ঞান বিষয় নহে, যেহেতু একের প্রত্যক্ষত্ব অপরের পরোক্ষত্ব ইত্যাদি বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। অতএব স্বসম্বদ্ধাসম্বদ্ধ বৃত্ত্যভিব্যক্তচৈতন্যবিষয়ত্বই অনুভূতিজ্ঞানবিষয়ত্ব এইরূপ বলিতে হইবে। কেবল বৃত্তির বিষয় হইলে বৃত্তির ভেদদরুণ অনুবর্ত্তমানত্ব অযুক্ত, চৈতন্যমাত্রসম্বন্ধ হইলে উক্ত বিবেক অযুক্ত সুতরাং অবশ্য বৃত্ত্যভিব্যক্ত চৈতন্যকে আদানপূর্ব্বকই অনুগতপ্রতীতির নির্ব্বাহ করিতে হইবে। তথায় চৈতন্যাং-

শেরই অনুবর্ত্তমানত্ব হওয়ায় সত্ত্ব অদ্বৈতিগণ মানিয়া থাকেন। অতএব বৃত্তিবিষয়ত্বরূপ অনুভূতিবিষয়ত্ব কেবলশুদ্ধচৈতন্য-রূপতাবিরোধি নহে ইহা সিদ্ধ হয়।

উল্লিখিত বিচার দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, একই জ্ঞান সর্ব্বাবভাসক আর উহা সর্ব্বাধিষ্ঠান সন্মাত্র হইতে অতিরিক্ত নহে। সুতরাং সচ্চিন্মাত্র অদ্বৈত।

এই অদ্বৈত সচিন্মাত্রস্বরূপ অধিষ্ঠানে কিহেতু প্রপঞ্চ-প্রতিভাস হইয়া থাকে তাহা এক্ষণে বর্ণিত হইতেছে। সৎস্বরূপের সহিত অপর অশেষপদার্থের বাস্তব তাদাত্ম্য সম্ভব নহে। সর্ব্বানুস্যূত সতের বিরুদ্ধস্বভাব অনেক বস্তুতাদাত্ম্য পারমার্থিক হইতে পারে না। চেতনের সহিত জড়ের তাদাত্ম্যও ঐরূপ হইবে। জড়পদার্থ চেতনের স্বরূপভূত বা ধর্ম্মভূত নহে। যাহা অপর দ্বারা সিদ্ধ তাহা স্বপ্রকাশ নহে। অতএব স্বপ্রকাশ দ্রষ্টার স্বরূপগত ভাস্য অংশ থাকিতে পারে না। গ্রাহকের গ্রাহ্যত্ব হইলে অনবস্থা হইবে, অংশত স্বগ্রহ হইলে আত্মাশ্রয় হইবে। চেতনের বিজ্ঞেয়ত্ব হইলে, জ্ঞেয়ত্বরূপেই বিনিযুক্ত হওয়ায় জ্ঞাত্রভাব-প্রসঙ্গ হইবে, দৃশ্য অদৃশ্য হইবে। দৃশ্যপদার্থের দ্রষ্টৃধর্ম্মত্ব অসম্ভব অন্যথা তদাকারে দৃশ্য হইতে পারে না। দ্রষ্টার দৃশ্যত্ব এবং দৃশ্যের দ্রষ্টৃত্ব হইলে "যৌগপদ্যঃ অদৃশ্যত্বং" হওয়ার দরুণ সর্ব্ব-

ব্যবহার লুপ্ত হইবে। স্বপ্রকাশদ্রষ্টার ধর্ম্মভূতও (বাস্তব) জড়-পদার্থ নহে। জড়পদার্থ উপলভ্যমান হওয়ায় উপলব্ধ ধর্ম্ম নহে। জড়পদার্থ স্বপ্রকাশচেতনের ধর্ম্ম (বাস্তব) এ বিষয়ে প্রমাণ নাই। ধর্ম্মীর গ্রহণ ব্যতিরেকে তৎগত ধর্ম্মের গ্রহণ হইতে পারে না। নিজ দ্বারা নিজের গ্রহণ হইতে না পারায় তৎগত ধর্ম্মেরও প্রসিদ্ধি হইতে পারে না। প্রমাণান্তর দ্বারা স্বপ্রকাশজ্ঞানগত ধর্ম্মাদি সিদ্ধ হইতে পারে না। ঐ প্রমাণান্তর যদি জড় হইবে তবে উহা দ্বারা অজড়জ্ঞানের ধর্ম্ম গৃহীত হইতে পারে না। ঐ প্রমাণান্তর যদি অজড় হইবে তবে সম হওয়ায় পরস্পর অনপেক্ষাদরুণ ইহাদের বিষয়বিষয়িত্ব সম্ভব হইবে না। আরও দৃক্ এবং দৃশ্যের ধর্ম্মধর্ম্মিজ্ঞান হইতে পারে না। ঘট এবং রূপ যেমন একজ্ঞানের গম্য তদ্রূপ দৃক্ এবং দৃশ্য একজ্ঞানগম্য নহে। যাহারা একজ্ঞানগম্য হয় উহাদের ধর্ম্মধর্ম্মিজ্ঞান দৃষ্ট হয়। একজ্ঞানগম্য না হইলেও যদি ধর্ম্মধর্ম্মিভাব মানা হয় তবে অতিপ্রসঙ্গ হইবে, হিমাচল এবং বিন্ধ্যেরও ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব হইয়া যাইবে, যেহেতু একজ্ঞানাগম্যত্ব সম। এক যে দৃশি উহার দৃশ্যধর্ম্মত্বরূপে দৃশ্যত্ব এবং ঐ দৃশ্যের দৃক্ত্ব, ইহা এককালে সম্পুর্ণরূপে হইতে পারে না। দৃক্ এবং দৃশ্যের যদি ধর্ম্মধর্ম্মিভাব হইবে তবে একজ্ঞানগম্যত্বও অবশ্য হইবে। অতএব এক যে দৃশি উহার সম্পুর্ণরূপে দৃশ্যের

ধর্ম্মরূপে অথবা দৃশ্যের ধর্ম্মিরূপে দৃশ্যত্ব হইবে তথা অপর দৃক্ না থাকায় তদানীংই উহার (ধর্ম্মধর্ম্মিভাবের বা দৃশ্যের) দৃক্ত্ব হইয়া যাইবে। পরন্তু ইহা অযুক্ত, যেহেতু যুগপৎ সম্পুর্ণরূপে দৃশ্যত্ব এবং দৃক্ত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ। যদি বলা হয় যে, এক অংশে দৃশির দৃশ্যত্ব (দৃশ্যধর্ম্মতা বা দৃশ্যধর্ম্মিতা) এবং অংশান্তরে দৃক্ত্ব হইবে, তবে বক্তব্য এই যে, ইহা সমীচীন নহে, যেহেতু দৃশি অনংশ তথা ঐ দৃশির যে দৃশ্যাংশ উহা অদৃক্ হইয়া যাইবে। দৃশ্যরূপে (দৃশ্যের ধর্ম্মরূপে অথবা দৃশ্যের ধর্ম্মিরূপে) প্রবিষ্ট যে ভাগ উহা দৃশ্য হওয়াতেই অদৃক্ হইবে। অদৃক্ হওয়াতে দৃক্দৃশ্যের ধর্ম্মধর্ম্মিত্ব হইবে না কিন্তু দৃশ্যদৃশ্যেরই ধর্ম্মধর্ম্মিত্ব হইবে। এক দৃশির দৃক্ত্ব এবং দৃশ্যত্ব এই উভয় যুগপৎ বা ক্রমিক বা অংশ দ্বারা হইতে পারে না।

উল্লিখিত বিচার দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, অজড়ের স্বরূপ বা গুণ বা ধর্ম্ম বা বিকাররূপ (সাক্ষ্য সাক্ষির অন্তর্ভূত নহে অতএব ক্রিয়ার সাক্ষী সক্রিয় নহে) না হওয়ায় জড়পদার্থ তত্ত্বতঃ চৈতন্যের অন্তর্ভূত নহে। অথচ জড়চেতনের তাদাত্ম্য হয়। অতএব অধিকসত্তাক (পারমার্থিক) অধিষ্ঠান ন্যূনসত্তাবানরূপে প্রতিভাত (এ সম্বন্ধে পূর্ব্বপ্রকাশিত মদীয় "অদ্বৈতসিদ্ধান্তে" কথংচিৎ বিস্তারিত বলা হইয়াছে)। একমাত্র স্বপ্রকাশ সংস্বরূপের সত্তাতে জড়ের সত্তা হয়

অথচ অসৎ না হওয়ায় ইহার সত্তা ঐ অধিষ্ঠানসত্তা হইতে বিষম হয়। এরূপ প্রতিভাস যথার্থ হইতে পারে না। সুতরাং উহা অধ্যাস হইবে। অধিষ্ঠানের অসমসত্তাকের অবভাসই অধ্যাস পদবাচ্য। যদি অজড়ের জড়তাদাত্ম্য স্বসমসত্তাক হয় তবে প্রপঞ্চকালে অজড় থাকিবে না। যদি চেতন স্বসমসত্তাক জড়ের অভিন্ন হয় তবে উহার (জড়ের) ভেদবান হইবে না, যেহেতু সমসত্তাক ভাবাভাবের একদা একত্র অসম্ভব। চেতন এবং জড়ের যথার্থ তাদাত্ম্য অনুপপন্ন। জ্ঞেয়ের সাক্ষিচৈতন্যের সহিত আধ্যাসিকই সম্বন্ধ বলিতে হইবে, যেহেতু সংযোগ এবং বাস্তব ভেদাভেদরূপতাদাত্ম্য অসম্ভব। জড় এবং চেতনের বাস্তব অভেদ অযুক্ত হওয়ায় আধ্যাসিক তাদাত্ম্য মানিতে হইবে। সর্ব্বপদার্থ সদনুবিদ্ধ হইয়া প্রতীত হওয়ায় সতেরই অধিষ্ঠানত্ব উপপন্ন হয়। 'ঘটোঽস্তি' এস্থলে সত্তা এবং ভেদ ভাসিত হয়। তথায় অস্তিত্ব এবং ভেদ একপদার্থ নহে অতএব উভয় ব্যবহারের একজাতীয় প্রত্যক্ষবিষয়তা একের অধিষ্ঠানত্ব অপরের আরোপ্যত্ব শুক্তিরজতাদির ন্যায় স্বীকার পূর্ব্বকই নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

যাহা অধ্যস্ত উহাতে অধিষ্ঠান অনুগত হওয়ায় অধ্যস্তপদার্থ উহার সহিত তাদাত্ম্যরূপতারূপে প্রতীত হয়। আধ্যাসিক তাদাত্ম্যরূপ সম্বন্ধ স্বীকার বিনা জড়চেতনের সামানাধিকরণ্যে

অভেদপ্রতীতির উপপত্তি দেওয়া যায় না। চিদ্ এবং অচিদ্ এই উভয়ের একত্বানুভব অযুক্ত। অন্যস্বরূপের অন্যত্র ভানের হেতু, অন্যের সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাস হইয়া থাকে। সৎচিৎস্বরূপেতে নামরূপের সম্বন্ধ এবং প্রপঞ্চের সদাদিভাব পরস্পর অধ্যাসজনিত হয়। অন্যতরেতে অন্যাধ্যাসপক্ষে অনাত্মার আত্মৈক্যাধ্যাস হইলে উহার বিষয়রূপে অবভাস হইত না। আর আত্মার অনাত্মরূপে অধ্যাস হইলে উহারও জড়ত্বাপত্তি হওয়ায় জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গ হইত। ইতরেতরাধ্যাস হইলে কিন্তু উভয়েরও উভয়রূপে অবভাস হওয়ায় উক্ত দোষ প্রসঙ্গ হয় না। অধিষ্ঠানে অধ্যস্তভেদবত্তা থাকিলেও অধ্যস্তে অধিষ্ঠানভেদের অভাব হওয়ায় অন্যতর-নিরূপিত তাদাত্ম্য গ্রহণপূর্ব্বক সামানাধিকরণ্য উপপন্ন হয়। এরূপ অধ্যাস অজ্ঞানমূলক হইয়া থাকে। চেতনের অনাত্মসম্ভেদাবভাস অখ্যাতি নহে যেহেতু বিশিষ্ট প্রতীতি হইয়া থাকে, উহা অন্যথাখ্যাতি নহে যেহেতু চেতনাতিরিক্ত কোথাও জড়ের প্রসিদ্ধি হইতে পারে না, চেতনাধিষ্ঠিতই জড়ের প্রতীতি হইয়া থাকে। উহা আত্মখ্যাতি নহে যেহেতু চেতন অপরিণামী নিত্য। উহা অসৎখ্যাতি নহে যেহেতু অপরোক্ষ হইয়া থাকে। উহা সৎখ্যাতি নহে যেহেতু চেতন নিরবয়ব। অতএব চৈতন্যেরই স্বাবিদ্যাবিবর্ত্তমান মিথ্যাবস্তুসম্ভেদাবভাসলক্ষণ অনির্ব্বচনীয়-

খ্যাতি অস্বীকৃত হইলে চেতন এবং অচেতনের অত্যন্ত-বিবিক্তাবভাসই হইত, কিন্তু সম্ভেদাবভাস হইতে পারিত না। "ঘটঃসন্" এস্থলে সত্তাজাতি ভাসিত হয় না, "অভাবঃসন্" ইত্যাদি এককারপ্রতীতিউপপাদন, সত্তাকে আদান করতঃ হয় না। অভাবে সত্তাজাতি নাই। যদি সত্ত্বৈকার্থ-সমবায়দরুণ পদার্থেতে 'সৎ' এইরূপ ব্যবহার হইবে তবে সত্তার সত্তান্তর না হওয়ায় তথা সমবায়ের অসমবায়িত্ব হওয়ায় সত্ত্বৈকার্থসমবায় নাই সুতরাং সদ্বুদ্ধি তথায় হইবে না। অনুগত একাকারপ্রতীতি নিশ্চয়পূর্ব্বক সর্ব্বাত্ম-রূপে অনুগত এক ধর্ম্মকে আদান করতই হইয়া থাকে। আর ঐ এক সদ্রূপ ব্রহ্মই। সদ্রূপ ব্রহ্মের ঘটের সহিত অভেদ, তাদাত্ম্যাধ্যাসনিবন্ধনই। অতএব সদ্রূপ ব্রহ্মেতে ঘটের অধ্যাস অপেক্ষিত। অধ্যাসাধিষ্ঠানত্ব নিশ্চয় পূর্ব্বক ব্রহ্মের অজ্ঞানবিষয়ত্বই হইলেই হইয়া থাকে। সংবিৎ স্বপ্রকাশ অতএব উহার স্বাভিন্নেই প্রকাশরূপত্ব কৢপ্ত সুতরাং স্বভিন্ন দৃশ্যবর্গে উহার প্রকাশরূপতা সম্ভব নহে আর দৃক্ এবং দৃশ্যের তাত্ত্বিক অভেদ যুক্ত নহে। অতএব দৃশ্যবর্গের সংবিৎবিবর্ত্তরূপে অনির্ব্বচনীয় ভদ্—অভেদে প্রকাশমানতা হয়। উহা অজ্ঞানমূলক। এইরূপে অজ্ঞান দরুণ দ্বৈতের ভান হওয়ায় দ্বৈত এবং অদ্বৈতের বস্তুতঃ বিরোধ সিদ্ধ হয় না। এই হেতুই অদ্বৈততত্ত্ব এবং দ্বৈতের সামানাধিকরণ্যজনিত ঐক্যও হইয়া থাকে।

সংস্বরূপ সৎসৎরূপে প্রসিদ্ধ হইলেও উহার অখণ্ডত্ব পরিপূর্ণত্ব অপ্রসিদ্ধ (অস্ফুট)। অজ্ঞান বিনা পদার্থের একরূপে প্রসিদ্ধি এবং অন্যরূপে অপ্রসিদ্ধি হইতে পারে না। উক্ত আবরণমূলকই অধ্যাস হইয়া থাকে। অধ্যাসবিরোধী অংশের আবরণ এবং সামান্যরূপে ভাসমান বস্তুতেই অধ্যাস হইয়া থাকে। অতএব অধ্যাসবিরোধী পরিপূর্ণাদি আবৃত হওয়ায় তথা স্ফুরণাংশে অনাবৃত হওয়ায় (সিদ্ধান্তে অনির্ব্বচনীয় ভেদ সম্ভব হওয়ায় আবৃতত্ব অনাবৃতত্ব উপপন্ন হয়) জ্ঞানস্বরূপে অজ্ঞানমূলক প্রপঞ্চাধ্যাস সম্ভব হয়। কিঞ্চিৎরূপে জ্ঞাত এবং কিঞ্চিৎরূপে অজ্ঞাতই অধ্যাসের অধিষ্ঠান হয়। অধিষ্ঠান যেরূপে জ্ঞাত হয় সেইরূপে অধ্যস্ত পদার্থ অবভাসিত হয় (যেমন ইদংরূপে রজতের ভান হয়)। অতএব পরিপূর্ণাদিরূপে অজ্ঞাত, সৎচিৎরূপে জ্ঞাত স্বরূপ-চৈতন্যই সর্ব্বপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান। উহাই অধিষ্ঠান হইয়া থাকে যাহা অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হইয়া বস্ত্বন্তররূপে অব-ভাসিত হয়। আবরণবিক্ষেপের সামানাধিকরণ্য নিয়ত হওয়ায় তথা অমূর্ত্ত নিরবয়বস্বরূপে দ্রব্যগুণাদি বস্তুকৃত আবরণ সম্ভব না হওয়ায় উহা অজ্ঞানকৃত এইরূপ নিশ্চয় হয়। ঐ অজ্ঞানের আশ্রয়ই অজ্ঞানের বিষয়, ঐ আশ্রয়েই অজ্ঞানকৃত বিশেষ হইয়া থাকে। ভেদানপেক্ষ একই বস্তুতে বিষয়ত্ব এবং আশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। 'অহং' এইরূপে

সাধারণাকারে প্রতীয়মান আত্মার অদ্বিতীয়াকারে অপ্রতীয়মানত্ব অনুভবসিদ্ধ। অতএব প্রতীয়মান আকারে অজ্ঞানের প্রতি আশ্রয়ত্ব এবং অপ্রতীয়মানাকারে বিষয়ত্ব, জ্ঞানস্বরূপে সম্ভব হইতে পারে। অতএব প্রকাশমানস্বরূপে অপ্রকাশমানত্ব অনুপপন্ন না হওয়ায় অজ্ঞানের একাশ্রয়বিষয়তা অসংগত নহে। সৎচিৎস্বরূপ স্ফুরিত হওয়ায় অজ্ঞানাদির সাধক হয়, পরিপূর্ণাদিরূপে অস্ফুরিত হওয়ায় অজ্ঞানের বিষয় হয়। (স্ফুরণ তাত্ত্বিক অস্ফূরণ অতাত্ত্বিক হওয়ায় বিরোধ নহে)। অদ্বিতীয়াকারে প্রাপ্তপ্রকাশের অপ্রকাশত্ব এবং তদ্‌বিপরীত স্ফুরণ অজ্ঞানজনিত আত্মাতে সম্ভব হয়। উৎপত্তিরহিত অজ্ঞান দ্বারা বিষয়ীকৃত চেতনস্বরূপের কাল্পনিক সাংশত্ব প্রতীত হওয়ায় প্রতীতিবশাৎ অধিষ্ঠানত্ব সম্ভব হয়।

অনির্ব্বচনীয় জগদাকারের পরিণামিরূপে অজ্ঞানের উপাদানত্ব হয়। অবিদ্যার কার্য্য, ধর্ম্মীর (অবিদ্যার) সমসত্তাক হওয়াতে সেই কার্য্যের উপাদানত্ব পরিণামিরূপে অজ্ঞানেরই বলিতে হইবে। জগৎ কার্য্য হওয়ায় জড়োপাদানক। সেই উপাদান সর্ব্বকার্য্যানুগত জাড্যরূপ। অনুগত এক উপাদানাভাবে ঘট ঘট ইত্যাদি অনুগতপ্রত্যয় নিরালম্বন হইবে। অনুগত বিষয় ব্যতিরেকে উহা অযুক্ত। অনুগতজাতি পূর্ব্বে খণ্ডিত হইয়াছে। অতএব উক্ত অনুগত প্রতীতি অনুগত কারণস্বরূপকে বিষয় করে কিন্তু অনুগত

ধর্ম্মকে বিষয় করে না। ঐ অনুগত জড়কারণই অজ্ঞান। অজ্ঞান ব্যতিরিক্ত একজড়োপাদান অনুপলব্ধি-বিরুদ্ধ। অতএব অজ্ঞানরূপ জড়কারণই কার্য্যে অনুস্যূত তৎতৎ অনুগতবুদ্ধি-বিষয় হয়। ঘটাদিতে লাঘবতঃ একই জড়াত্মক উপাদান অনুগতবুদ্ধ্যালম্বন হয় (পুরুষগত মৌঢ্য এবং জগৎগত জাড্য উভয়ই অজ্ঞানরূপ)। অবিদ্যার পরিণাম ব্রহ্মসমসত্তাক না হওয়ায় উহা ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। সত্যের মিথ্যাবস্তুপরিণামিত্ব অনুপপন্ন। পরিণামের পরিণামিসমানসত্তাকত্ব নিয়ম হয়। নিরবয়ব জ্ঞানাত্মক ব্রহ্মের তাত্ত্বিক মায়াকার্য্যজড়প্রপঞ্চাত্মত্ব অনুপপন্ন। অশুদ্ধত্বাদিরূপে অত্যন্তবিলক্ষণ প্রপঞ্চের উপাদানত্ব, বিবর্ত্তোপাদানত্ব বিনা পরিণামউপাদানত্বাদিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে না। এক নিরংশের অনেক পরিণাম এককক্ষণে বা ক্রমশঃ হইতে পারে না, যেহেতু উহা একরূপ। উহার পূর্ব্বকালীন উপচয় অপচয় বা স্বরূপভেদ না থাকায় পরিণাম হয় না। মৃদাদিপদার্থের উপচয় অপচয়াদি সম্ভব হওয়ায় ক্রমশও পরিণাম হইয়া থাকে। আত্মা নি রশ হওয়ার উহার পরিণামেরও নিরংশত্ব হইবে। পরিণামপক্ষে সর্ব্ববিকার আত্ম-অভিন্ন হওয়ায় আত্মার নির্ব্বিকারত্ব সিদ্ধ হইবে না। যাদৃশ স্বরূপ কারণাবস্থায় থাকে তাদৃশ স্বরূপই যদি কার্য্যাবস্থায় থাকিবে তবে কার্য্য এবং কারণাবস্থার বিশেষতা হইবে না। বিশেষতা স্বীকার

করিলে ঐ আগন্তুক বিশেষরূপে ঐ চেতনের পরিণামিত্বপ্রাপ্ত হইবে অতএব বিকারাভাবরূপ অবিকারিত্ব অব্যাহত থাকিবে না। সর্ব্বথা অসৎ কার্য্যের উৎপত্তি অযুক্ত হওয়ায় কারণাত্মরূপে উহা স্বীকার করিতে হইবে তথাচ কারণই সহকারিবশে তত্তৎকার্য্যভাবকে প্রাপ্ত হয় অতএব কার্য্যৎপত্তিবিনাশদরুণ ও কারণপর্য্যবসন্ন হওয়ায় কারণের অবিকারত্ব অব্যাহত থাকিতে পারে না। অতএব অধিষ্ঠানরূপেই ব্রহ্ম উপাদান পরিণামিরূপে নহে)। অধিষ্ঠান, আরোপ্যের অত্যন্তাভাবযুক্ত হয় এরূপ নিয়ম হওয়ায় ঐ উভয়ের অসমানসত্তাকত্ব হয়। যাহা বিবর্ত্ত উহা অধিষ্ঠান হইতে অভিন্ন হয় আর ব্রহ্ম উহার কারণ। সন্‌ঘট ইত্যাদি অনুভবদরুণ সৎ এবং ঘটের অভেদ অনুভবসিদ্ধ। সৎ ব্রহ্মই, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত সত্তাতে প্রমাণ নাই। সৎব্রহ্মের সহিত বিবর্ত্তরূপ প্রপঞ্চের বাস্তবাভেদ না হইলেও আরোপিত তাদাত্ম্য স্বীকার্য্য। আর সৎতাদাত্ম্য, রজতে ইদংএর তাদাত্ম্য যেমন হয় তদ্রূপ অধিষ্ঠানরূপে সতের উপপন্ন হয়।

পূর্ব্বপক্ষী (বল্লভাচার্য্য)—'ঘটঃসন্' ইত্যাদি সদ্রূপে ঘটাদিপ্রতীতি সদ্রূপব্রহ্মপরিণামিত্বে লিঙ্গ।

সিদ্ধান্তী—শুক্তিরূপ্যাদি মায়াপরিণাম ইহা পূর্ব্বপক্ষিগণের অভিমত। উহারা ব্রহ্মপরিণাম নহে অথচ ঐ মিথ্যাভূতেরও সদ্রূপে অন্বয় হইয়া থাকে। অতএব সদ্রূপে

ধর্ম্মকে বিষয় করে না। ঐ অনুগত জড়কারণই অজ্ঞান। অজ্ঞান ব্যতিরিক্ত একজড়োপাদান অনুপলব্ধি-বিরুদ্ধ। অতএব অজ্ঞানরূপ জড়কারণই কার্য্যে অনুস্যূত তৎতৎ অনুগতবুদ্ধি-বিষয় হয়। ঘটাদিতে লাঘবতঃ একই জড়াত্মক উপাদান অনুগতবুদ্ধ্যালম্বন হয় (পুরুষগত মৌঢ্য এবং জগৎগত জাড্য উভয়ই অজ্ঞানরূপ)। অবিদ্যার পরিণাম ব্রহ্মসমসত্তাক না হওয়ায় উহা ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। সত্যের মিথ্যাবস্তুপরিণামিত্ব অনুপপন্ন। পরিণামের পরিণামিসমানসত্তাকত্ব নিয়ম হয়। নিরবয়ব জ্ঞানাত্মক ব্রহ্মের তাত্ত্বিক মায়াকার্য্যজড়প্রপঞ্চাত্মত্ব অনুপপন্ন। অশুদ্ধত্বাদিরূপে অত্যন্তবিলক্ষণ প্রপঞ্চের উপাদানত্ব, বিবর্ত্তোপাদানত্ব বিনা পরিণামউপাদানত্বাদিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে না। এক নিরংশের অনেক পরিণাম একক্ষণে বা ক্রমশঃ হইতে পারে না, যেহেতু উহা একরূপ। উহার পূর্ব্বকালীন উপচয় অপচয় বা স্বরূপভেদ না থাকায় পরিণাম হয় না। মৃদাদিপদার্থের উপচয় অপচয়াদি সম্ভব হওয়ায় ক্রমশও পরিণাম হইয়া থাকে। আত্মা নি রশ হওয়ার উহার পরিণামেরও নিরংশত্ব হইবে। পরিণামপক্ষে সর্ব্ববিকার আত্ম-অভিন্ন হওয়ায় আত্মার নির্ব্বিকারত্ব সিদ্ধ হইবে না। যাদৃশ স্বরূপ কারণাবস্থায় থাকে তাদৃশ স্বরূপই যদি কার্য্যাবস্থায় থাকিবে তবে কার্য্য এবং কারণাবস্থার বিশেষতা হইবে না। বিশেষতা স্বীকার

করিলে ঐ আগন্তুক বিশেষরূপে ঐ চেতনের পরিণামিত্বপ্রাপ্ত হইবে অতএব বিকারাভাবরূপ অবিকারিত্ব অব্যাহত থাকিবে না। সর্ব্বথা অসৎ কার্য্যের উৎপত্তি অযুক্ত হওয়ায় কারণাত্মরূপে উহা স্বীকার করিতে হইবে তথাচ কারণই সহকারিবশে তত্তৎকার্য্যভাবকে প্রাপ্ত হয় অতএব কার্য্যৎপত্তিবিনাশদরুণ ও কারণপর্য্যবসন্ন হওয়ায় কারণের অবিকারত্ব অব্যাহত থাকিতে পারে না। অতএব অধিষ্ঠানরূপেই ব্রহ্ম উপাদান পরিণামিরূপে নহে)। অধিষ্ঠান, আরোপ্যের অত্যন্তাভাবযুক্ত হয় এরূপ নিয়ম হওয়ায় ঐ উভয়ের অসমানসত্তাকত্ব হয়। যাহা বিবর্ত্ত উহা অধিষ্ঠান হইতে অভিন্ন হয় আর ব্রহ্ম উহার কারণ। সন্‌ঘট ইত্যাদি অনুভবদরুণ সৎ এবং ঘটের অভেদ অনুভবসিদ্ধ। সৎ ব্রহ্মই, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত সত্তাতে প্রমাণ নাই। সৎব্রহ্মের সহিত বিবর্ত্তরূপ প্রপঞ্চের বাস্তবাভেদ না হইলেও আরোপিত তাদাত্ম্য স্বীকার্য্য। আর সৎতাদাত্ম্য, রজতে ইদংএর তাদাত্ম্য যেমন হয় তদ্রূপ অধিষ্ঠানরূপে সতের উপপন্ন হয়।

পূর্ব্বপক্ষী (বল্লভাচার্য্য)—'ঘটঃসন্' ইত্যাদি সদ্রূপে ঘটাদিপ্রতীতি সদ্রূপব্রহ্মপরিণামিত্বে লিঙ্গ।

সিদ্ধান্তী—শুক্তিরূপ্যাদি মায়াপরিণাম ইহা পূর্ব্বপক্ষিগণের অভিমত। উহারা ব্রহ্মপরিণাম নহে অথচ ঐ মিথ্যাভূতেরও সদ্রূপে অন্বয় হইয়া থাকে। অতএব সদ্রূপে

অন্বয় ব্রহ্মপরিণামতার লিঙ্গ নহে। সত্তাদাত্ম্যে সদন্বয় সর্ব্বত্র অদ্বৈতমতে একরূপ হইয়া থাকে, মতান্তরে নহে।

কার্য্যবর্গ চেতনসত্তানুবিদ্ধ এবং জড়ানুবিদ্ধ উৎপন্ন হয়। অতএব উভয়ের উপাদানত্ব স্বীকার্য্য। যদ্-অভিন্ন কার্য্য উৎপন্ন হয় সেই কারণ উপাদান হইয়া থাকে। অভেদ অর্থ (সর্ব্বথা অভেদ নহে অন্যথা কার্য্যকারণভাব হইবে না কিন্তু) পৃথক্‌সত্তাশূন্যত্ব। আর উহা অবিদ্যা এবং ব্রহ্মের সমান। তথাহি—অবিদ্যা তাবৎ ভূতভৌতিকাকারে পরিণত হয়। যাহা ভূত উহা শুদ্ধব্রহ্মনিষ্ঠ অবিদ্যার পরিণাম আর যাহা ভৌতিক উহা ভূতাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মগত অবিদ্যার পরিণাম। মূল পরিণামি উপাদানকারণ (অজ্ঞান বা অবিদ্যার) এবং তৎকার্য্যের তাদাত্ম্য হয়। অধিষ্ঠান আত্মসত্তাই কারণ—অজ্ঞান দ্বারা অবচ্ছিন্ন হওয়তঃ কার্য্য দ্বারাও অবচ্ছিন্ন হয় অতএব পরিণাম এবং পরিণামির একসত্তাকত্বরূপ তাদাত্ম্য হয়। জড়াংশপ্রাধান্যে উপাদানত্বের সদ্বিলক্ষণত্ব হইলেও অধিষ্ঠানসত্তাতেই সত্ত্ব হওয়ায় প্রপঞ্চে সৎ এইরূপ প্রত্যয় উপপন্ন হয়। চেতনাশ্রিত অজ্ঞান দ্বারা একমাত্র চেতন বিষয়ীকৃত (আবরণরূপ অতিশয়তা) হওয়ায় চেতনের বিবর্ত্তরূপে জগৎ অভিহিত হয়। নির্গুণতত্ত্বেরও বিবর্ত্তউপাদানত্ব অবিরুদ্ধ, যেহেতু অধিষ্ঠানত্বের প্রয়োজক অজ্ঞাতত্ব বিদ্যমান। নিরবয়ব শুদ্ধব্রহ্মের, অজ্ঞান

বিনা প্রপঞ্চাত্মত্ব অযুক্ত। অজ্ঞানকৃত হওয়াতেই সাবয়বত্ব নিরবয়বত্বের ব্যাঘাত করে না। অজ্ঞান অনির্ব্বচনীয় হওয়ায় উহার সম্বন্ধ ও অনির্ব্বাচ্য, অতএব বস্তুর নিরবয়বত্ব নিরোধপ্রাপ্ত হয় না। অজ্ঞানমূলক হওয়ায় স্বসমানসত্তাক বিকারের হেতু চেতন নহে সুতরাং চেতনের নির্ব্বিকারত্ব উপপন্ন হয়। পরিণামিরই সর্ব্বত্র বিকারিত্ব হয়, অধিষ্ঠানের নহে। অতএব অধিষ্ঠানরূপে সৎচিৎস্বরূপ উপাদান, পরিণামিরূপে অজ্ঞান উপাদান। অজ্ঞানের পরিণাম হইয়াও জগৎ সত্য হয় এরূপ বলা উচিত নহে। পরিণামি উপাদানকারণের সমসত্তাক সত্যত্ব পরিণামের হইয়া থাকে। চেতনের সমসত্তাকত্বের অভাব হওয়ায় জড়ের পরিণামিকারণ চেতন নহে। ব্রহ্মমাত্রকার্য্যত্বের প্রপঞ্চে স্বীকার হইলে জড়ত্বের আকস্মিকত্বাপত্তি হইবে। সত্যানৃতাত্মক প্রপঞ্চের সত্যানৃত উপাদানকত্ব নিয়মপূর্ব্বক হইবে। কার্য্যের জড়ত্ব হওয়ায় কারণে জড়াংশ অনুমেয়। (দৃশ্য জড় পরতন্ত্র এবং চিদাশ্রয় যথোক্ত অজ্ঞানস্বভাবকে অতিবর্ত্তিত করে না)। ব্রহ্মপরিণাম হইলে (পারমার্থিক সমসত্তাক) প্রপঞ্চব্যাবহারিকসত্তাকত্বের আকস্মিকত্বাপত্তিদরুণ তাদৃশ অজ্ঞানোপাদানত্ব অবশ্য বলিতে হইবে; শুক্তিরজতাদিরও প্রাতীতিকসত্ব আগন্তুকদোষাপেক্ষ।

শংকা—অজ্ঞানও নিরবয়ব হওয়ায় কিরূপে প্রপঞ্চরূপে পরিণামপ্রাপ্ত হইবে।

উত্তর—অজ্ঞান অনির্ব্বচনীয় শক্তি হওয়ায় উহা উপপন্ন হয়; অন্যথা কেবল ব্রহ্মের পরিণাম অযুক্ত হওয়ায় তদুপাদানত্বঅসম্ভব। অনির্ব্বচনীয় মায়া অনির্ব্বচনীয়-সত্ত্বাদিগুণবিশিষ্টা, উহার বিবিধপ্রপঞ্চরূপে পরিণাম হইলেও নির্গুণ সদ্রূপ ব্রহ্মের উহা অসম্ভব। অনির্ব্বচনীয় হওয়াতেই উহা সাবয়ব বা নিরবয়ব, উহার কৃৎস্ন বা আংশিক পরিণাম ইত্যাদি বিকল্পদোষ অজ্ঞান দূষিত হয় না। কার্য্যের অনুপপত্তি অনির্ব্বচনীয়ত্বসাধিকা ইহা নিরূপিত হইয়াছে।

শংকা—অবিদ্যার অনির্ব্বচনীয়ত্ব অনুপপন্ন যেহেতু সর্ব্বপ্রতীতি সদসৎঅন্যতর আকার হইয়া থাকে।

উত্তর—অনির্ব্বচনীয়ত্বশরীরনিবিষ্ট সত্ত্ব শব্দে যদি অস্তিত্বপ্রত্যয়বিষয় লব্ধাত্মকত্ব হয় আর অসত্ত্ব শব্দে যদি নাস্তিত্বপ্রত্যয়বিষয় নিষেধপ্রতিযোগিত্ব হয় তবে সদ-সদ্বিলক্ষণত্বলক্ষণ অনির্ব্বচনীয়ত্ব অবচনীয় হইত। পরন্তু অদ্বৈতমতে সৎ অসৎ অন্যরূপ। তাহাদের মতে বাধা-যোগ্যস্বরূপত্ব সত্ত্ব আর নিঃস্বরূপত্ব অসত্ত্ব তথা তদ্-বৈলক্ষণ্য অনির্ব্বচনীয়। অতএব অস্তিবোধ এবং নাস্তি-বোধ বিরুদ্ধ নহে।

উল্লিখিত বিচার দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, সচ্চিন্মাত্র অধিষ্ঠানে জগৎপ্রতিভাসের মূল পরিণামি উপাদান অজ্ঞান;

উহা উহার সত্তাতে সত্তাবান উহার ভানে ভাসিত। অতএব ব্রহ্মেতে অধ্যস্ত অজ্ঞানই তৎপরতন্ত্রতয়া (ইহা সাংখ্যপ্রকৃতি নহে। প্রকৃতি চেতন পৃথক্‌ভূতা স্বতন্ত্রা চেতন-অনধিষ্ঠিতা চেতন-অনধ্যস্তা) শক্তিবৎ শক্তি। বস্তুতঃ অজ্ঞানসম্বন্ধ না হইলেও আধ্যাসিকসম্বন্ধ থাকায় শক্তিবৎ বলা হয় অতএব শক্তিপদ গৌণই। (ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মত 'বিশেষ' নহে, যেহেতু উহা স্বরূপাভিন্ন তদ্‌শক্তি অতএব সত্য। অজ্ঞান কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন বা ভিন্নাভিন্নরূপে নিরূপনার্হ নহে, উহা অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যা)। জড় অজ্ঞানের চৈতন্যের সহিত স্বভাবতঃ বিরোধ হয় তথা সবিকার এবং নির্ব্বিকাররূপে ধর্মতও বিরোধ হয় তথা কার্য্যকরণাদিরূপে সদ্বয় অজ্ঞান আর অদ্বয় চেতন এইহেতু ব্যবহারতও বিরোধ হয়। অতএব বিরোধদরুণ ব্রহ্মেতে অজ্ঞান পরমার্থ স্বীকৃত হওয়া সঙ্গত নহে।

দৃশ্যত্ব এবং অভেদ-অবিরোধিত্ব হওয়ায় ভেদ মিথ্যা সুতরাং আবরকরূপেঅবশ্য-অভ্যুপেয় অজ্ঞানই উহার সম্পাদনযোগ্য অতএব উহাই বিভাজক। জীবব্রহ্ম-বিভাগাদি অনাদি হওয়ায় সেই অধ্যাসের উপাদান-কারণ অজ্ঞান না হইলেও উহার সত্তাপ্রয়োজক অধ্যাস-উপাদান অজ্ঞান হইয়া থাকে। অজ্ঞান ব্রহ্মেতে অধ্যস্ত

হওয়ায় তদ্-অভেদদরুণ ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব অব্যাহত থাকে।

নাহংব্রহ্ম অহং মনুষ্যো কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদি প্রতীতি শোধন করতঃ সেই প্রতীতির অন্যথানুপপত্তিদরুণও অজ্ঞান-রূপ মূলকারণ সিদ্ধ হয়।

"নাহং ব্রহ্ম"—ব্রহ্মই জীবস্বরূপ (ঔপাধিক)। নিরবয়ব নির্ব্বিকার চেতনের অংশরূপ বা বিকাররূপ জীব নহে। জীবব্রহ্ম উভয়েরও পারমার্থিকত্ব হইলে তদ্‌ভেদের পার-মার্থিকত্ব হইবে সুতরাং ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মত্ব ব্যাহত হইবে। অতএব ব্রহ্মের জীবস্বরূপত্ব ন্যায়সিদ্ধ। ব্রহ্ম সর্ব্বসাক্ষী হওয়ায় অপ্রকাশিত বা অপর দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না। অতএব এরূপ স্বপ্রকাশ স্বস্বরূপ ব্রহ্মে বিপরীতব্যবহার (নাহং ব্রহ্ম) দর্শন হওয়ায় তথা তৎযোগ্য ব্যবহারের অদর্শন হওয়ায় সেই ধর্ম্মবিশেষ প্রতিবন্ধক-দরুণ হইয়া থাকে মানিতে হইবে। সেই প্রকাশপ্রতি-বন্ধক, অজ্ঞান হইতে অন্য নহে অতএব উহা অজ্ঞানই। পরমার্থ যোগ্যতার স্বপ্রকাশে অসম্ভব হইয়া থাকে; অনির্ব্বচনীয়রূপ কিন্তু উহা অবিদ্যাধীনই। অজ্ঞান বিশেষ-দর্শনাভাব বা বিপর্য্যয় নহে। সুষুপ্তিতে ভ্রম অসম্ভব-দরুণ বিদ্যমান হইলেও ইতর সকলের স্বরূপচৈতন্যাবরণ-অযোগ্যত্ব হইয়া থাকে। তথায় অজ্ঞানই আত্মাবরণ অতএব অন্যত্রও সেইরূপ হইবে।

"অহং মনুষ্যো"—এই প্রতীতি (অপরোক্ষ) অহং অংশে প্রত্যক্ষ, মনুষ্যঅংশে স্মৃতি, এরূপ নহে; কিম্বা দেহাদিস্বামী আত্মবিষয়ক হওয়তঃ দেহাদিঅংশে স্মৃতিরূপ, আত্মাংশে প্রত্যক্ষ এরূপ নহে; অথবা উহা গৌণ প্রত্যয় এরূপও নহে (দেহাদিতে আত্মার ভেদ অধিগত নহে)। উক্ত প্রতীতি স্মৃতিরূপ নহে কিন্তু অনুভবরূপ। ঐ অনুভব যথার্থ নহে কিন্তু অযথার্থ। আত্মা দেহাদি-ব্যতিরিক্ত হওয়ায় উক্ত অনুভব ভ্রান্ত।

শংকা—(চার্ব্বাক)—ভূতচতুষ্টয়সঘাতরূপে পরিণত দেহ প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হওয়ায় এতদ্-অতিরিক্ত আত্মার কল্পনা প্রামাণিক নহে।

উত্তর—প্রত্যক্ষবাদীরও প্রত্যক্ষের প্রমাণত্ব (অজ্ঞাত-জ্ঞাপকত্ব) সিদ্ধির জন্য প্রমাণের পূর্ব্বে অজ্ঞাতত্বাদির সিদ্ধিপ্রদ বস্তু মানিতে হইবে। অজ্ঞাত অর্থে প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য হইয়া থাকে আর অজ্ঞাতত্ব নিত্যানুভবের অধীন (জন্যজ্ঞান এবং অজ্ঞানের নিবর্ত্তকনিবর্ত্ত্যরূপ বিরোধ হয়)। অতএব প্রত্যক্ষ প্রমাণ যাহারা স্বীকার করিবেন তাহাদের কূটস্থ অনুভব স্বীকার করিতে হইবে। সর্ব্ব দর্শনকারের অভিমত যে অজ্ঞাতত্বাদিবুদ্ধি উহা নিত্যা-নুভববলে হইয়া থাকে অতএব উহার সিদ্ধি কিরূপে নিবারিত হইবে? প্রত্যক্ষের পূর্ব্বেই অদ্বয়ানুভব সিদ্ধ

হওয়ায় প্রত্যক্ষদ্বারা ঐকাত্ম্যের বিরোধ সম্পাদিত হইবে না। নিত্যানুভববশে অজ্ঞাতত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তথা অজ্ঞাত পদার্থে প্রত্যক্ষপ্রামাণ্য হওয়ায় প্রত্যক্ষপ্রমাণবলেই আত্মা দেহাতিরিক্ত প্রতিপন্ন হয়। দেহাদি অতিরিক্ত আত্মা প্রতিপন্ন হওয়ায় অহং মনুষ্য এইরূপ প্রতীতিকে ভ্রান্তিরূপ মানিতে হইবে।

"অহং কর্ত্তা ভোক্তা"—আত্মা কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বরহিত হওয়ায় উক্ত অনুভব ভ্রান্তিরূপ। কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বরূপ বিকারযুক্ত পদার্থ পরিচ্ছিন্ন হয় (বিভু হইলে ভোগসাংকর্য্য হইবে)। পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় অনাত্মা হয়। আত্মা যদি কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মবান হইত তবে দ্রষ্টৃ হইত না। কর্ত্তৃকর্ম্মবিরোধদরুণ 'নজদ্বারাই নিজের গ্রহণ অযুক্ত। একই আত্মার কর্ম্মকর্ত্তৃভাব সর্ব্বথা এবং রূপান্তরে উপপন্ন হয় না। একত্ব হইলে সম্বন্ধ অসম্ভব হওয়ায় বিষয়ি-বিষয়ভাবসম্পাদক সম্বন্ধ (দৃক্‌দৃশ্যসম্বন্ধ) অনুপপন্ন। আত্মা বস্তুতঃ কর্ত্তৃত্বাদিমান হইলে উহাদের সহ ধর্ম্মধর্ম্মিভাব নির্ব্বচনার্হ হইত, পরন্তু আত্যন্তিকভিন্নরূপে কিম্বা ভেদ-সহিষ্ণু অভিন্নরূপে বা ঐক্যরূপে ধর্ম্মধর্ম্মিভাব অনুপপন্ন। আত্মা যদি কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মবান হইত তবে কালত্রয়াব্যভিচারি তৎভাসক জ্ঞানস্বরূপ হইত না। যুগপৎ নিয়মপূর্ব্বক সর্ব্বের অবভাসক হওয়ায় আত্মা কূটস্থ। যুগপৎ নিয়মপূর্ব্বক

সর্ব্বাত্মরূপে অবভাসকত্ব কূটস্থেরই সম্ভব, পরিণামির নহে। পরিণামের পরিচ্ছিন্নত্ব হওয়ায় সর্ব্বসাধকত্ব হইতে পারে না। জ্ঞাততয়া বা অজ্ঞাততয়া যুগপৎ সর্ব্বাত্মরূপে সর্ব্বের গ্রাহক হওয়ার সাক্ষীর পরিণামিত্ব নাই। যদি দৃগরূপ আত্মাই অহংকার হইত তবে সর্ব্বগত দৃগরূপ স্বরূপে সর্ব্বের সম্বন্ধদরুণ উহার যুগপৎ জ্ঞান হইত অথবা কিছু প্রকাশিত হইত না, যেহেতু অবিশেষ হইয়া থাকে। অতএব তত্তদাকারবৃত্তি সহকৃত চৈতন্যকে অবভাসক বলিতে হইবে। আর উহা নিরবয়ব আত্মার পরিণাম নহে (নিরংশ চৈতন্যে হেতুসম্বন্ধাভাবদরুণ বুদ্ধ্যাদিপরিণাম অযুক্ত তথা বুদ্ধ্যাদির যাবৎ আত্মব্যাপিত্ব প্রসঙ্গ হইবে)। সুতরাং তৎ-পরিণামী কিছু বলিতে হইবে। আর উহা অহংকারই যেহেতু অহংজানামি ময়ি জ্ঞানং এইরূপ অনুভব হয়। অতএব স্বপ্রকাশ আত্মাই অহংকার নহে (অব্যবহিতরূপে চৈতন্যের সংসর্গদরুণই বস্তুর প্রকাশ সিদ্ধ হওয়ায় প্রকাশকের জ্ঞানরূপ ব্যাপার প্রয়োজন নহে)। অহংকার আত্মার গুণও নহে। অহংকার আত্মার গুণ হইলে তাদাত্ম্যযুক্ত গুণগুণীর ভিন্নতা না থাকায় উহাদের প্রকাশ্যপ্রকাশকভাবও হইত না। গুণী হইতে গুণের বস্তুকৃত এবং দেশকৃত ভেদ না থাকায় গুণেতে স্থিত হইয়া গুণী দ্বারা বা গুণীর গুণ দ্বারা গুণ বিষয়ীকৃত হইতে পারে না। অতএব অহংকার, চেতন-

স্বরূপ আত্মার গুণ নহে। অহংকার অনিত্য হওয়াতেও নিত্য আত্মার (সর্ব্বোৎপত্তিনাশসাক্ষী স্বতঃসিদ্ধ স্বপ্রকাশের প্রাগভাবাদি স্বতঃ বা অন্যতঃ সিদ্ধ না হওয়ায় উহা নিত্য) গুণ হইতে পারে না। (সমবায় এবং অসৎকার্য্যবাদ পূর্ব্বে খণ্ডিত হইয়াছে)। এইরূপে দ্রষ্ট দৃশ্যরূপে তথা আগমাপায়ী এবং উহার অবধিরূপে, পরিণামি এবং অপরিণামিরূপে আত্মা এবং অহংকারের বিবেক হইলে বিরুদ্ধস্বভাব ঐ উভয়ের একত্বাবভাস শুক্তিইদমংশ এবং রজতের ন্যায় অন্যোন্যাধ্যাসনিবন্ধন হইয়া থাকে বলিতে হইবে, যেহেতু বিরুদ্ধস্বভাবের একত্বাবভাস, অধ্যাস বিনা সম্ভব নহে। দৃশ্যরূপে তথা দ্রষ্টৃরূপে, নিত্য এবং অনিত্যরূপে, অত্যন্ত-বিবিক্ত আত্মা এবং অনাত্মার বস্তুতঃ সম্ভেদের অভাব হইলেও ভ্রান্তিদরুণ নানাপ্রকার কর্ত্তৃত্বাদি সম্বন্ধপ্রতিভাস হইয়া থাকে। অতএব মিথ্যাবিশিষ্ট আত্মধর্ম্মই কর্ত্তৃত্বাদি, আত্মার বাস্তব কর্ত্তৃত্বাদি নাই। নিরবয়ব কূটস্থাত্মার হেতু উপরাগ অসম্ভব হওয়ায় তথায় প্রতীয়মান কাদাচিৎকত্বধর্ম্মের স্বাভাবিকত্ব বিরুদ্ধ। অতএব কর্ত্তৃত্বাদি স্বাভাবিক নহে। অহং-উপরাগ ব্যতিরেকে আত্মাতে প্রমাতৃত্বাদি না হওয়ায় (সুষুপ্তিতে প্রমাতৃত্ব নাই) আর উহার আগন্তুকত্ব হওয়ায় তথা আগন্তুকধর্ম্মের কূটস্থ আত্মাতে স্বতঃ বা পরতঃ বস্তুত অসম্ভব হওয়ায় পরিশেষতঃ অধ্যস্ত অহংকারনিবন্ধন আত্মাতে

প্রমাতৃত্বাদি ইহা সিদ্ধ হয়। আত্মার নির্ধর্ম্মকত্ব হওয়ায় আত্মাতে প্রতীয়মান মনুষ্যাদিতাদাত্ম্য কর্ত্তৃত্বাদি মিথ্যা হইবে। নিরবয়ব আত্মাতে হেতুউপরাগ অভাবদরুণ উহাতে কর্ত্তৃত্বাদিবিকারের সত্যত্ব অনুপপন্ন হওয়ায় মিথ্যাত্ব হইবে।

এই যে মিথ্যাজ্ঞান উহার উপাদানকারণ যোগ্য কিছু কল্পনা করিতে হইবে অর্থাৎ ভ্রমত্বনির্ব্বাহক তথা পরিণামিতাসমর্থ কোন ভাবরূপ কারণ মানিতে হইবে। কার্য্য মাত্রেরই পরিণামিকারণ আবশ্যক। শুদ্ধচৈতন্য কিন্তু নির্ব্বিকার হওয়ায় তৎযোগ্য নহে। ঐ উপাদানকারণ অনুমানপ্রমাণ দ্বারা অনুমিত। অনুমান যথা—ভ্রান্তিজ্ঞান ভাবরূপ উপাদান-কারণজনিত হইয়া থাকে, যেহেতু উহা জন্যভাবরূপ যেমন ঘটা। এই এনুমানদ্বারা সিদ্ধ যে উপাদানকারণ উহা ভ্রান্তিজ্ঞানরূপ কার্য্যের আশ্রয়ীভূত আত্মাতেই সিদ্ধ হইবে। উহা যদি অন্য কোন আশ্রয়ে থাকিবে তবে উহাদের কার্য্যকারণভাব হইবে না। ভ্রান্তিজ্ঞানরূপ কার্য্য মিথ্যা হওয়ায় উহার পরিণামিতাযোগ্য উপাদানকারণও মিথ্যাভূত হইবারই যোগ্য, যেহেতু উপাদানকারণের সহিত কার্য্যের সাজাত্য নিয়মপূর্ব্বক হইয়া থাকে। আরও আত্মাতে বস্তুতঃ কোনও বস্তুর সত্ত্ব হইতে পারে না। জড়প্রপঞ্চ চেতনের আত্মভূত বা অংশভূত বা পরিণামরূপ বিশেষণভূত নহে। এইরূপে আত্মাতে অধ্যস্ত কিছুই

১৬

ভ্রান্তিজ্ঞানের উপাদানকারণ, ইহা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়। যেহেতু কল্পনা দ্বারা মিথ্যাস্বরূপে সিদ্ধ হয় সেই হেতু ঐ বস্তু অনির্ব্বচনীয় হইবে। উহা কেবল আনুমানিক নহে কিন্তু প্রত্যক্ষসিদ্ধও। ভ্রমমাত্ররূপ হওয়ায় 'জানামি' ইত্যাকার সাক্ষিরূপ প্রতীতিবিষয় সদসদ্‌ভিন্ন অজ্ঞানই ঐ কল্প্যমান পদার্থ। প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের একবিষয়ত্ব হওয়ায় লাঘব। অতএব উক্ত ভ্রান্তির উপাদানকারণ ঐ অনির্ব্বাচ্য বস্তু 'অহমাত্মানং ন জানামি' ইত্যাকার সাক্ষিসিদ্ধ অজ্ঞানাভিন্নই। সাক্ষিসিদ্ধ এই অজ্ঞান জ্ঞানাভাবরূপ নহে। " আত্মানমহং ন জানামি " এইরূপ প্রত্যয়ে আত্মজ্ঞানাভাব যদি অহংরূপ ধর্ম্মীতে বিষয়ীকৃত হয় তবে অভাববুদ্ধিতে ধর্ম্মিজ্ঞান এবং প্রতিযোগিজ্ঞান হেতু হওয়ায় পূর্ব্বে উক্ত উভয়জ্ঞান থাকারদরুণ অহমর্থে আত্মজ্ঞানাভাবের অসত্ত্ব হইবে অতএব উক্ত প্রত্যয় অপ্রমা হইবে। পূর্ব্বে যদি উক্ত উভয়জ্ঞান না থাকে তবে কারণাভাবদরুণ উক্ত প্রত্যয়ই উৎপন্ন হইবে না। অতএব জ্ঞানাভাবরূপ অজ্ঞান নহে। আত্মাতে সামান্যতঃ এবং বিশেষতঃ জ্ঞানাভাবপ্রতীতি অসম্ভব হওয়ায় ভাবরূপই অজ্ঞান স্বাবিরোধি সাক্ষিজ্ঞান দ্বারা অহমজ্ঞ ইত্যাকারে প্রতীত হয় ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ভ্রমমাত্রও অজ্ঞান নহে, যেহেতু চিরকালবর্ত্তী এক অজ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞাত হইয়া থাকে।

উহাকে ভ্রমাদিপরম্পরা বলিবে, তাহাও সঙ্গত নহে, যেহেতু উহা অপরোক্ষরূপে প্রতীত হয়। অতীত অনাগত ভ্রমসংশয় তথা ইহাদের সংস্কারের পরম্পরা 'ন জানামি' এইরূপ অপরোক্ষরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। পরম্পরাঘটক সংস্কার প্রত্যেকেও প্রত্যক্ষবিষয় নহে, উহাদের পরংপরার প্রত্যক্ষ ত দূরের কথা। বর্ত্তমান ভ্রম এবং সংশয় যদ্যপি প্রত্যক্ষযোগ্য তথাপি অতীত ভ্রমসংশয় এবং ভবিষ্যৎ ভ্রমসংশয় প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, অতএব উহাদের পরংপরা প্রত্যক্ষাযোগ্য। আরও অজ্ঞান আবরণরূপে প্রতীত হয়। অনেক ভ্রমাদিব্যক্তির আবরণরূপত্ব কল্পনা-পেক্ষা আবরণাত্মকরূপে একব্যক্তি কল্পনা করাতেই লাঘব। ভ্রমাদি কার্য্য হওয়ায় উহার উপাদান আবশ্যক। লাঘব দরুণ উহাদের উপাদানভূত একব্যক্তি স্বীকার্য্য। প্রাথমিক কার্য্যাদি সর্ব্বকার্য্যে একই পরিণামিকারণ কল্পনা করা হয়। অবস্থাভেদেও অবস্থাবান অনুগতরূপের ভেদ নাই। অতএব অহং মনুষ্যো কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদি ভ্রমের উপাদান তৎসজাতীয় ভাবরূপ অজ্ঞান স্বীকার্য্য। আত্মাই তাদৃশ ভ্রমের উপাদান হইবে এরূপ বলা উচিত নহে। অনাত্মার অধিষ্ঠানভূত আত্মা অপরিণামি। অতএব পরিণামিকারণ অনাত্মা হইবে। অন্তঃকরণই উপাদান হইবে এরূপ বচনও সঙ্গত নহে, যেহেতু অন্তঃকরণও জন্যপদার্থ। প্রতিসু-

ষুপ্তিতে অন্তঃকরণের লয় অনুভবসিদ্ধ। সুষুপ্তিতে অন্তঃ-করণের লয় অজ্ঞানে হইয়া থাকে। কার্য্যের লয় কারণেই হইয়া থাকে দৃষ্ট হয়। অতএব উপাদানকারণ পর্য্যা-লোচনা করিলে ভাবরূপ অজ্ঞানেই পর্য্যবসিত হয়।

উল্লিখিত বিচারদ্বারা সিদ্ধ হইল যে, স্বতঃসিদ্ধ এক-মাত্র সচ্চিন্মাত্ররূপ অধিষ্ঠানে ব্যাবহারিকরূপে প্রতিপন্ন অর্থ এবং জ্ঞান আধ্যাসিক হওয়ায় প্রাতিভাসিক অর্থা-ধ্যাসজ্ঞানাধ্যাসের ন্যায় উহারা অজ্ঞানমূলক। কূটস্থ অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ চৈতন্যমাত্রে জগৎপ্রতিভাসের মূলহেতু এমন কিছু থাকিবে যাহা কাহারও কার্য্য নহে, যাহা বিবিধ বিচিত্র কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ, যাহা সৎ বা অসৎ নহে যাহা দ্বারা অধিষ্ঠানে বিকৃতি সম্পাদিত না হয়, যাহা জড়। এসকল অজ্ঞানে চরিতার্থ হওয়ায় তথা এরূপ অন্য কোন পদার্থ উপলব্ধ না হওয়ায় অজ্ঞানই উক্ত মূলহেতু। অজ্ঞানের আকারদ্বয় হইয়া থাকে, এক জ্ঞানাপনোদ্যরূপ অপর জ্ঞানবিরুদ্ধাকাররূপ, এক জড়শক্তিরূপ অপর জ্ঞান-বিরুদ্ধত্বলক্ষণ। তন্মধ্যে জ্ঞানবিরুদ্ধত্বলক্ষণের ঘটাদিতে প্রতীতি হয় না। জ্ঞানসমানাশ্রয়ত্বরূপেই অজ্ঞানের জ্ঞান-বিরুদ্ধত্ব হইয়া থাকে। ঘটাদির জ্ঞানাশ্রয়ত্ব হয় না। অপর আকার কিন্তু ঘটাদিতেও প্রতীতই হয়। ঘটাদিনিষ্ঠ জাড্যা-নুভব তদুপাদান-অজ্ঞান-বিষয়ক। সকলকার্য্যানুযায়ি জাড্যের

অজ্ঞানব্যতিরিক্তত্ব হয় না ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব ঘটাদিতেও অজ্ঞানানুভব হয়। জড়শক্তিপ্রাধান্যে অজ্ঞান গগনাদির উপাদানকারণ হইয়া থাকে।

এক্ষণে অজ্ঞানবাদানুসারে কিরূপে মানমেয়াদি ব্যাবস্থা এবং প্রমাতৃত্ব হয় তাহা অতিসংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে। স্বাধ্যস্ত অজ্ঞান দ্বারা স্ফুরণ অজ্ঞাত হয়। এই অজ্ঞাতচেতনে ঘটাদি কল্পিত হয়। অজ্ঞাততয়া স্বতঃভান হওয়ায় উহা বিভ্রমাধিষ্ঠান হয়। চেতনের সহিত তাদাত্ম্যযুক্ত হওয়ায় চেতনের সত্তা এবং ভানে জড়ের সত্ত্ব এবং ভান হইয়া থাকে। এইরূপে গৃহপর্ব্বতাদির অজ্ঞাতত্ব এবং উহার ভান উপপন্ন হয়। প্রমাণ দ্বারা আবরণ অপনীত হইলে স্ফুরণতাদাত্মের অভিব্যক্তি এবং ভাতত্ব হইয়া থাকে। বস্তুতঃ নির্ব্বিষয়ই চৈতন্য সেই সেই বিষয়াবচ্ছেদদশাতে উহার উহার অবভাস হইয়া থাকে।

এক্ষণে এবিষয়ের স্পষ্টীকরণ করা হইতেছে। চৈতন্য, অহংকারে এবং শরীরঘটাদিতে অধিষ্ঠানরূপে অনুস্যূত, যেহেতু 'ঘটঃস্ফুরতি' এইরূপে ঘটাদিতেও স্ফুরণানুভব হয়। ঐ জ্ঞান অনিত্য নহে। বিষয়ের, জন্যজ্ঞানেতে অধ্যস্তত্ব অযুক্ত। অধ্যাসেতে অধিষ্ঠান অধ্যাসের পূর্ব্বেই ভাসমান-রূপে লব্ধসত্তাক অপেক্ষিত হয়। আর ইহা জন্য ঘট-প্রত্যক্ষের সম্ভব নহে। উহা ঘটজন্য, উহার ঘটের পূর্ব্বে

লব্ধসত্তাকরূপে ভাসমানত্ব অনুপপন্ন। এইরূপ হওয়ায় সর্ব্বত্র "ঘটঃস্ফুরতি, জ্ঞানংস্ফুরতি আত্মা স্ফুরতি" এইরূপ স্ফুরণতাদাত্ম্যবিষয়ক উপপন্ন হয়। পরমতে আত্মাতে জ্ঞানাশ্রয়তাবিষয়ক, জ্ঞানে তদ্-অভেদবিষয়ক, ঘটাদিতে জ্ঞানবিষয়তাবিষয়ক এইরূপ বৈরূপ্য হইবে। ঘটাদির অপরোক্ষত্বের অনুরোধেও আত্মচৈতন্যতাদাত্ম্য মানিতে হইবে। বিষয়ের আত্মচৈতন্যতাদাত্ম্যাভাবে 'ময়া অবগত' এইরূপ সম্বন্ধাবভাস হইবে না। আত্মমাত্রসমবেত প্রকাশের ঘটাদিতাদাত্ম্য না হওয়ায় ঘটাদির অপরোক্ষত্ব অসম্ভব।

অর্থ জড় হওয়ায় স্বত অপরোক্ষ নহে। অর্থের স্বত অপরোক্ষত্ব হইলে প্রমাণব্যবহার ব্যর্থ হইবে। ঘটাদির স্বাকারবৃত্তিসংসর্গসত্ত্বেই বক্ষ্যমাণপ্রকারে অনাবৃত সংবিৎ-তাদাত্ম্য হয়। (চৈতন্যই আবৃত, ঘটাদি নহে। তথাপি আবৃতচৈতন্যাবচ্ছেদক হওয়ায় বিষয়েরও আবৃতত্বব্যপদেশ হয়)। অতএব জ্ঞানপ্রযুক্ত অপরোক্ষ হইয়া থাকে। সংবিৎ এক এবং স্বপ্রকাশ হওয়ায় স্বপরসংবিদ্‌বিষয় নহে অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হওয়ায় স্ববিষয় নহে আর ঐক্য হওয়ায় পরসংবিদ্‌বিষয় নহে। সৎব্রহ্মোপাদানক প্রপঞ্চানুগত সত্তা যেমন কারণস্বরূপই তদ্রূপ জড়প্রপঞ্চাপরোক্ষও তদ্-অধিষ্ঠান অপরোক্ষচৈতন্যই (অপরোক্ষত্ব জ্ঞানগতজাতিবিশেষ

নহে)। একরূপ অপরোক্ষত্বপ্রতীতি বিদ্যমান, অন্যথা অপরোক্ষশব্দের অনেকার্থত্বপ্রসঙ্গ হইবে। উহা অনুগত এক নিমিত্ত ব্যতিরেকে সম্ভব নহে অতএব অপরোক্ষতাও সর্ব্বত্র একই। অনেকসমবেতত্ব অনুগতত্ব নহে। এরূপ হইলে জাতিত্বাদি উপাধিতে উহার অভাব হইয়া পরিত তথা পরস্পর ব্যাবৃত্ত মণিগণে সূত্রের অনুগতত্বের অভাব হইয়া যাইত। অতএব সকল বিশেষতাদাত্ম্যাপন্নত্বই অনুগতত্ব। আর উহা অপরোক্ষতার আছেই। চৈতন্য তাবৎ গ্রাহকান্তরাভাব হওয়ায় স্বসত্তাতে সংশয়াদিরাহিত্য হওয়ায় স্বত অপরোক্ষ। উহাই ব্রহ্মস্বরূপ। আর সর্ব্ব বিশেষ উহার তাদাত্ম্যাপন্ন হয়, যেহেতু সর্ব্ব উপাদেয়ের সেই উপাদানে কল্পিতত্ব হইয়া থাকে। অতএব অপরোক্ষ সংবিতের তাদাত্ম্যই ঘটপটাদির অপরোক্ষতা (সদ্রূপে জ্ঞাত-ব্রহ্মতাদাত্ম্যদরুণ সন্ ঘট এইরূপ প্রতীতি, চিদ্রূপে জ্ঞাত-ব্রহ্মতাদাত্ম্যদরুণ ভাতি এইরূপ প্রতীতি)। সংবিৎ-তাদাত্ম্যমাত্রে ঘটাদির অপরোক্ষ হইলে সর্ব্ব সর্ব্বের সর্ব্বদা অপরোক্ষ হইবে, অপরোক্ষপরোক্ষব্যবস্থা অনুপপন্ন হইবে সুতরাং অনাবৃত হওয়া আবশ্যক। এই আবরণনিবৃত্তি বৃত্তি দ্বারা হইয়া থাকে। বৃত্তি দ্বারা সংবিতের অপরোক্ষতা হয় না, অনাবৃতসংবিৎতাদাত্ম্যদ্বারাই অর্থের অপরোক্ষতার নিমিত্ত বৃত্তি হইয়া থাকে, সংবিদ্‌গোচর সংবিৎ-অন্তর নাই।

অন্তঃকরণসাক্ষিভূত চৈতন্য এবং বাহ্য ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য এক হইলেও অন্তঃকরণাবচ্ছেদ এবং অনবচ্ছেদদরুণ ভিন্ন হয়। আর এইহেতু চক্ষুরাদিইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদি অনুসারে অন্তঃকরণ (তেজাবয়ব) যখন বৃত্তি দ্বারা বাহ্য ঘটাদির (যোগ্য-বিষয়ের) সহিত সংযুক্ত হয় তখন অনবচ্ছিন্নও বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য অবচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়। আর ঘটাধিষ্ঠানচৈতন্যের সহিত ঘট অভিন্ন অতএব অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নচৈতন্যের সঙ্গেও অভিন্ন হয়। তদ্দরুণ অপরোক্ষার্থবিষয়ক অপরোক্ষ বৃত্তিদ্বারা ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যাবরণ নিবর্ত্তিত হয়। অতএব অনাবৃত-সংবিৎতাদাত্ম্যজনিত ঘট অপরোক্ষ হয়, অন্য নহে। এস্থলে যদ্যপি প্রমাতৃবিষয়াদিচৈতন্য এক তথাপি ঘটাবচ্ছিন্ন অজ্ঞাত হইয়া প্রমেয় হয় (স্বতঃপ্রসিদ্ধ হওয়ায় ঐ একমাত্র চৈতন্য-তত্ত্ব অপ্রমেয় অথচ অজ্ঞানাবরণদরুণ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় উহাই প্রমেয়); উহাই নিবৃত্ত-অবিদ্যা হওয়তঃ প্রমাণফল, বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন প্রমাণ, অন্তকরণবিশিষ্ট প্রমাতা হয়। অতএব প্রমাত্রাদিসাংকর্য্য হয় না।

উক্তরূপে প্রত্যক্ষস্থলীয় প্রমাণব্যবস্থা হইয়া থাকে। পরোক্ষস্থলে এইরূপ হয়। যথা—উক্ত প্রক্রিয়ানুসার প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাপ্যব্যাপকরূপে সম্বদ্ধ দুইপদার্থের কোথাও ভূয়োদর্শনদ্বারা অবধারণ জন্মিলে যখন পুনঃ কোথাও ব্যাপ্যত্বরূপে অবধারিত অর্থ দৃষ্ট হয় তখন উহার

দর্শনদ্বারা পূর্ব্বগৃহীত সম্বন্ধজ্ঞানজনিত সংস্কারোদ্বোধ হইলে তৎসহকৃত ব্যাপ্যজ্ঞানদরুণ ব্যাপ্যাধারনিষ্ঠ ব্যাপকত্বাভিমতে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। উহা কিন্তু উৎপদ্যমান হইয়া বিষয়দেশে উৎপন্ন হয় না কিন্তু অন্তরেই প্রমাতাতে বহ্ন্যাদ্যাকার (প্রসিদ্ধ 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' অনুমানস্থলে) হইয়া থাকে, যেহেতু সাক্ষাৎ অন্তঃকরণের বহ্ন্যাদিবিষয়ে সম্বন্ধ হয় না। ইন্দ্রিয়দ্বারাই বিষয়সম্বন্ধ মনের হয় আর ইন্দ্রিয় ব্যবহিত অর্থে সন্নিবিষ্ট হয় না। অতএব সেই বিষয় পরোক্ষ এইরূপ ব্যবহৃত হয়। এইরূপই জ্ঞায়মানকরণজন্য উপমিত্যাদি পরোক্ষার্থবিষয়ক জ্ঞানেতে প্রক্রিয়া যোজনা করিতে হইবে।

চৈতন্যই স্বরূপদ্বারা বা অন্য-উপরক্ততয়া সর্ব্বার্থের প্রকাশক হয়। তথায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা যখন মনোবৃত্তি অর্থাকারা হইয়া থাকে তখন তথায় প্রতিফলিত চিদাত্মা সেই সেই অর্থকে অবভাসিত করতঃ ভাসমান বিষয়ানুভব শব্দবাচ্য হয়। যখন ব্যাপ্তিগ্রহণজনিত সংস্কারোদ্বোধনসহকৃত পুরোবর্ত্ত্যাদি বস্ত্বাকার হওয়তঃ তদ্ব্যাপকার্থাকার মনোবৃত্তি হয় তখন পরোক্ষার্থাবভাসকারী তাহাতে প্রতিবিম্বিত অতীতানাগত বর্ত্তমান বিপ্রকৃষ্ট বিষয়রূপে অবভাসমান হওয়তঃ সেই অর্থের অবভাসকরূপে ব্যপদিষ্ট হয়। আর যখন ব্যাপ্তিব্যবধানাদিক বিনা পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কারমাত্র

হইতে পূর্ব্বানুভূতবিষয়াকার মনোবৃত্তি উদিত হয় তখন সেইরূপে ভাসমান হওয়তঃ স্মৃতিব্যপদেশভাজন হয়। এইরূপে সেই সেই উপাধিঅংশের সর্ব্বত্র জড় হইলেও অবভাসকাংশের চেতনত্ব হওয়ায় তথা উপাধ্যাকারভেদে প্রমাণাপ্রমাণ জ্ঞানভেদ হওয়ায় সর্ব্বত্র জ্ঞান স্বরূপতঃ নিত্যই আর সেই সেই আকার মনোবৃত্তিরূপে কার্য্য। এইরূপে সর্ব্বব্যবস্থা উপপন্ন হয়।

উল্লিখিত বিচার দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, চেতনের সহিত বাহ্য-পদার্থের অজ্ঞানমূলক আধ্যাসিক তাদাত্ম্যসম্বন্ধ হওয়াতেই প্রমাণপ্রমেয়াদি ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এক্ষণে আন্তরেও অজ্ঞানমূলক আধ্যাসিক তাদাত্ম্য হওয়াতে প্রমাতৃত্ব হইয়া থাকে বলা হইতেছে। চেতন হইতে অহংকার ভিন্ন হওয়ায় অহংকার এবং তদ্গত কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি ইদংরূপে অব-ভাসিত হওয়া আবশ্যক অথচ অহংকর্ত্তা অহংভোক্তা এইরূপ প্রতিভাস হইয়া থাকে। এই অনুভবের উপপত্তি দিতে হইলে বলিতে হইবে যে, আত্মাতে অহংকার অধ্যস্ত হওয়ার ইদংরূপে প্রতিভাত না হইয়া অহংরূপে ভান হয়। এই তাদাত্ম্যাধ্যাস হওয়ার দরুণ অহংকার দ্বারা স্বগত কর্ত্তৃত্বাদিক চেতনআত্মাতে আরোপিত হয়। অতএব চৈতন্যৈকরস অনিদংরূপ হইয়াও আত্মা নিজেতে অধ্যস্ত অহংকারের সহিত সম্বন্ধযুক্ত প্রতিভাত হয়। অন্তঃকরণধর্ম্ম

কামাদি (কামাদির অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব হইলে নিষ্প্রদেশ আত্মাতে অসম্ভব, অন্যথা সর্ব্বত্র উহা উপলব্ধ হইবে। এইরূপে নিরবয়বে কামাদিনিমিত্তসম্বন্ধ অসম্ভব অতএব উহার ধর্ম্ম কামাদি নহে। অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা সিদ্ধ হয় যে, অন্তঃকরণই উহার উপাদান। অহং কামী ইত্যাদি প্রতীতি কিন্তু তথায়ও অবিরুদ্ধই) আত্মাতে আরোপিত হয়, অন্তঃকরণ স্বসাক্ষী আত্মাতে ঐক্যরূপে অধ্যস্ত হয়, অন্যথা কেবল সাক্ষীর 'অহং' প্রতীতি হইত না। অনুবৃত্ত এবং ব্যাবৃত্তের বাস্তবাভেদ অযুক্ত হওয়ায় অনাত্মাই অহংকার আত্মাতে আরোপদরুণ অহং এইরূপ প্রতীত হয় অতএব চিদ্-অচিদ্‌রূপে দ্বিরূপ অহংকার। অন্তঃকরণ এবং চৈতন্যের আধ্যাসিক সম্বন্ধের প্রয়োজক যে অধ্যাস তদ্দরুণ জড়অন্তঃকরণের বিষয়াবভাসপ্রয়োজক কল্পিতচিদ্রূপত্ব সম্পাদিত হয়। অন্তঃকরণনিষ্ঠ ধর্ম্ম, ঐ অন্তঃকরণের সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন কল্পিতচিদ্রূপত্ব দ্বারা অভোক্তৃস্বরূপ সাক্ষীতে প্রসঞ্জিত হওয়ায় সংসারভোগ সাধিত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, চৈতন্য এবং জড় এই উভয়ের অপরিণামিত্ব এবং জড়ত্ব হওয়ায় স্বতঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি অসম্ভব অতএব পরস্পরাধ্যাসদরুণই অনির্ব্বচনীয় কর্ত্তৃত্বাদিক উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিতে হইবে। চেতন প্রকাশাত্মকমাত্র, বুদ্ধিতে উহার আরোপ হওয়াতেই চেতনোহং অহংকরোমি ইত্যাদি

ব্যবহার উপপন্ন হয়, অন্যথা বুদ্ধিগত কর্ত্তৃত্বাদির এবং আত্মারূপ চৈতন্যের সামানাধিকরণ্যের অভাবে উহা অনুপপন্ন হইত। আত্মাতে অন্তঃকরণাদি দ্বারা বাস্তব বৈশিষ্ট্যাভাবেও আধ্যাসিক বৈশিষ্ট্য সম্ভব হওয়ায় বিশিষ্টের প্রমাতৃত্ব উপপন্ন হয়।

যতটা স্থান অহংবৃত্তি ব্যাপ্ত করিয়া থাকে ততটা স্থানে ব্যাপকচেতন সাক্ষিরূপে জ্ঞাত হয়, অবশিষ্ট অনিদংরূপ চেতন স্বকীয় কল্পিত অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হইয়া অজ্ঞাত হয়, উহাতে ইদং—অধ্যাস হইয়া থাকে। উক্ত অনাবৃত সাক্ষ্যংশেতে অধ্যাস হওয়াতেই ইচ্ছাদির অজ্ঞানবিরহ হইয়া থাকে।

উক্তরীতিতে বিচার করিলে মায়াবাদবিষয়ক এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, সর্ব্বগত (পরিস্পন্দরহিত) সর্ব্ব-বিক্রিয়ারহিত (পরিণামশূন্য) নিরবয়ব (অক্রিয়) স্বয়ং-জ্যোতিস্বরূপ একমাত্রতত্ত্বে কার্য্যপ্রপঞ্চের প্রতিভাস অজ্ঞান-কৃত। যাহা এক অবিক্রিয় অনাধেয়—অতিশয় অলুপ্ত-প্রকাশস্বভাব উহার তদ্বিপরীতাকারাবভাস স্বাভাবিক নহে কিম্বা অন্য-উপরাগজনিত পরমার্থতঃ উৎপন্ন সংভাবিত নহে এই হেতু মিথ্যাই অতএব অজ্ঞানঅবিদ্যাদিশব্দবাচ্য অনির্ব্বচনীয়নিবন্ধন। অজ্ঞানে আচ্ছাদনশক্তি এবং বিক্ষেপ-শক্তি এই দুইই কার্য্যবলে সিদ্ধ হয়। আবরণ এবং

বিক্ষেপরূপ কার্য্যের প্রবাহরূপে অনাদিত্ব হওয়ায় (অন্যথা আকস্মিকত্বাপত্তি হইবে,) উহার কারণের অকার্য্যরূপ অনাদিত্ব হইবে। এইরূপে অজ্ঞান স্বপর—অধ্যাসে কারণ হইয়া থাকে।

ভেদপক্ষে অভেদপক্ষে এবং ভেদাভেদপক্ষে কার্য্য-কারণভাব দুর্নিরূপ হওয়ায় তথা স্বরূপতও কার্য্য-কারণভাব দুর্নিরূপ হওয়ায় এই সকল কার্য্যকারণরূপ দ্ব্যণুকপরমাণ্বাত্মকরূপে ভাবাভাবভেদে প্রমাণপ্রমেয়ভেদে দ্রব্যগুণাদিভেদে নৈয়ায়িকবৈশেষিক প্রভৃতি তার্কিকগণকর্ত্তৃক পরিকল্পিত দ্বৈতপ্রপঞ্চ শুক্তিরূপ্যাদিবৎ অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যা-বিলসিত, অবিদ্যাধিষ্ঠানচেতনবিবর্ত্ত। শুক্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যস্থ অবিদ্যাকৃত শুক্ত্যভেদে উৎপাদিত অনির্ব্বচনীয়ই রজত যেমন ভ্রমবিষয় হইয়া থাকে তদ্রূপ আত্মাবিদ্যোত্থিত প্রপঞ্চও হইয়া থাকে। এই যে নানাত্ব উহা ব্রহ্মাপেক্ষায় বিবর্ত্ত যেহেতু অতত্ত্বত অন্যথাভাব আর অজ্ঞানাপেক্ষায় পরিণাম যেহেতু অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানের তত্ত্বত অন্যথাভাব॥

পরিশিষ্ট।

মায়াবাদ বা অজ্ঞানবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে অধিষ্ঠান সচ্চিন্মাত্রের সগুণভাবের (জীবত্ব জগত্ত্ব ঈশ্বরত্বের) অনির্ব্বচনীয়ত্ব বা মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয়। অতএব তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, তত্ত্ব নির্ব্বিশেষ একরস অদ্বৈত।

অদ্বৈতবৈদান্তিকগণের অজ্ঞানবাদ প্রতিপাদনের অন্যতম উদ্দেশ্য এই যে, অজ্ঞানমূলক বন্ধ (দ্রষ্টাদৃশ্যসম্বন্ধ) সিদ্ধ হইলে উহা জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইবে (ব্রহ্ম উপাস্য বা ধ্যেয় নহে কিন্তু জ্ঞেয়। অপরোক্ষতত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞানোন্মূলনে স্বসহকারিভূত অন্য কর্ম্ম বা মন্ত্রাদি কিছু অপেক্ষা করে না। ক্রিয়া বা অন্য কিছু 'ন জানামি' এইরূপ অনুভববিষয়নিবর্ত্তক প্রমাণ হইতে পারে না) ঔপাধিক জীবত্বের নাশরূপ মোক্ষ (বিদেহমুক্তি) সাধিত হইবে।

প্রকৃতগ্রন্থে দ্বিতীয় কল্পনার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক বিচার গ্রথিত করিবার পদ্ধতি অনুসৃত হয় নাই। গ্রন্থকর্ত্তার নিকট ঐ কল্পনাটী সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। মূলাজ্ঞান (মূলাজ্ঞানের বিষয়তারূপ অজ্ঞাততা নিরবচ্ছিন্ন বিভুচেতনে বিদ্যমান) জ্ঞাননিবর্ত্ত্য ইহা গ্রন্থকর্ত্তার মান্য নহে। (গ্রন্থ-

কর্ত্তার মতে দৃশ্যত্বাদিই মিথ্যাত্বের লক্ষণ, জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব মিথ্যাত্বের লক্ষণ নহে)। শব্দজনিত নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান (অখণ্ডাকার বা সংসর্গানবগাহিজ্ঞান) হয় ইহা অকৢপ্ত কল্পনা অর্থাৎ তত্ত্বমস্যাদি বাক্য নির্ব্বিকল্পসাক্ষাৎকার উৎপাদন করে এরূপ কল্পনা করিলে অকৢপ্ত (অনির্ণীত) কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তত্ত্বমস্যাদি শব্দজনিত নির্ব্বি-কল্পরূপ (প্রকাররহিত) উপস্থিতি হয় এরূপ কল্পনা অকৢপ্ত, যেহেতু পদদ্বারা সবিকল্পেরই উপস্থিত হইয়া থাকে। লক্ষণাগ্রহের উক্ত উপস্থিতিকারনত্ব, লক্ষ্যতাবচ্ছেদকানবগাহি (যেহেতু শুদ্ধব্রহ্মের অবচ্ছেদক কিছু নাই) লক্ষণগ্রহ, বিশিষ্টার্থবিষয়ক শক্তিগ্রহের শক্যসম্বন্ধ্যুপস্থাপকত্ব, বিশিষ্টো-পস্থিতির বিশেষ্যমাত্রশাব্দহেতুত্ব অথবা উপস্থিতিবিনাই শাব্দহেতুত্ব এ সকল অকৢপ্ত কল্পনা। 'প্রকৃষ্টপ্রকাশচন্দ্র' এরূপ বাক্যে চন্দ্রপ্রাতিপদিকউপাত্ত লক্ষ্যতাবচ্ছেদক চন্দ্রত্বের চন্দ্রে সংসর্গ ভাসিত হয়, উক্ত বাক্যজন্য জ্ঞানের, চন্দ্রে চন্দ্রত্বাবগাহিত্ব হওয়ায় উহা অখণ্ডাকারের দৃষ্টান্ত নহে। ব্যবহারস্থলে আকস্মিক উৎকৃষ্ট বা উৎকট সুখদুঃখভীতিজন্য নির্ব্বিকল্পবোধ হয় এরূপ মানিলেও (সবিকল্পজ্ঞানের আশ্রয়) নির্ব্বিকল্পবিজ্ঞান কাহারও বিরোধ করে না। নির্ব্বিকল্পজ্ঞান অজ্ঞাননিবর্ত্তক হয় এরূপ অনুমান করিবার কোন হেতু নাই, দৃষ্টান্তস্থল না

থাকায় ব্যাপ্তি গৃহীত হইতে পারে না। শব্দজনিত অপরোক্ষজ্ঞান হয় না কিন্তু পরোক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে পশ্চাৎ বিচারজনিত সংস্কারবিশেষসহকারে অপরোক্ষজ্ঞান হয় এ পক্ষও সংগত নহে। শব্দের পরোক্ষজ্ঞানজননস্বভাব হওয়ায় সহকারিসহস্রেও উহার অপাকরণ (অন্যথাকরণ) হইতে পারে না। যাহা আগন্তুক উহা স্বভাব হইতে পারে না। ঐরূপ হইলে স্বভাবভঙ্গদোষ হইবে। যাহা প্রমাণ উহা সাপেক্ষ হয় না। শব্দ ঐরূপ সাপেক্ষ হইলে উহার সাপেক্ষত্বলক্ষণ অপ্রামাণ্য হইয়া যাইবে।

মনো নিত অপরোক্ষজ্ঞান হয় (শব্দজনিত জ্ঞান সদাই পরোক্ষ) এপক্ষও বিচারসহ নহে যেহেতু মন প্রমাণ নহে। আলোকাদির ন্যায় মন প্রমাণান্তরসহকারি হওয়ায় উহা প্রমাণ নহে। মনের অসাধারণবিষয় না থাকায় (সুখদুঃখাদি, করণব্যবধান বিনা সাক্ষাৎ সাক্ষিবেদ্য, আত্মা স্বয়ং প্রকাশ) মন প্রমাণ নহে। প্রমাদির উপাদান হওয়াতেও মন প্রমাণ নহে। মন করণ না হওয়ায় মন দ্বারা তত্ত্বের অপরোক্ষসাক্ষাৎকার হইতে পারে না। (প্রমাণজন্য অপরোক্ষজ্ঞানেরই ভ্রমনিবর্ত্তকত্ব হয়)। অতএব ধ্যানজনিত তত্ত্বসাক্ষাৎকার সম্ভব নহে। ধ্যান মানসক্রিয়ারূপ ভাবনা-বিশেষাত্মক হওয়ায় প্রমাণজ্ঞানরূপ নহে। ধ্যান অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিপ্রবাহরূপ হইয়া থাকে, সুতরাং উহা অনুভবরূপও নহে,

যথার্থানুভব ত দূরের কথা। পরোক্ষজন্য ভাবনা অপরোক্ষ-জ্ঞানজনক হইতে পারে না। বহ্নিঅনুমিতিজ্ঞান সহস্রবার আবৃত্ত হইলেও বহ্নিসাক্ষাৎকার উৎপাদন করে না। পরোক্ষাবগত বস্তু পরমার্থসৎ হইলেও স্বরূপতঃ ভাবনাময় সাক্ষাৎকারে প্রকাশিত হয় না।

আরও প্রকৃতবিষয়ে কার্য্যের উপাদানকারণ নাশকত্ব, সাময়িকবৃত্তিদ্বারা আবরণের চিরন্তন নিবৃত্তি, জ্ঞানের জগৎকারণনাশকত্ব, কারণনাশে কার্য্যাবস্থান, সঞ্চিতকর্ম্মের-নাশ, ভোগদ্বারা প্রারব্ধক্ষয়, রাগদ্বেষরহিত বিচিত্র ব্যবহার, তদ্দরুণ আগামী কর্ম্মে অলিপ্ততা ইত্যাদি বহুবিধ অনুভব-বিরুদ্ধকল্পনা বেদান্তশাস্ত্রে উপলব্ধ হয়।

তুলাজ্ঞান (পরিচ্ছিন্নবিষয়ক অজ্ঞান) এবং তৎবিষয়ক জ্ঞানের নিবর্ত্ত্যানিবর্ত্তকভাব হয়। ইহা সর্ব্বত্র অনুগত, ইহার ব্যভিচার নাই। সুতরাং তুলাজ্ঞান এবং তৎবিষয়ক জ্ঞানের নিবর্ত্ত্যনিবর্ত্তকত্বরূপব্যাপ্তি সিদ্ধ হয়। যেরূপে ব্যাপ্তি গৃহীত হয় সেইরূপে হেতুর জ্ঞান অনুমিতির জনক হয়। অতএব অজ্ঞানত্ব রূপে এবং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যরূপে ব্যাপ্তিগ্রহণ হইতে না পারায় মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি অনুমানসিদ্ধ নহে।

উহা সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রসিদ্ধ বটে পরন্তু ঐ শাস্ত্রকে প্রমাণভূত মানা যাইতে পারে না যেহেতু অনুভব দ্বারা উহার নিশ্চয় হওয়া কঠিন। এইহেতু একই অনুভবের

বিভিন্নরূপ উপপত্তি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সাধকগণকর্তৃক কল্পিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ,বলা যায় যে নির্ব্বিকল্পসমাধিঅবস্থা (বাহ্যান্তরজ্ঞানরহিত সে সময় চিত্তবৃত্তি জাগ্রৎস্বপ্নের ন্যায় জ্ঞেয়মান কিম্বা সুষুপ্তিমূর্চ্ছার ন্যায় লীন অথবা সবিকল্পসমাধির ন্যায় কিঞ্চিৎ-জ্ঞেয়মান নহে কিন্তু অজ্ঞেয়মান হয়) হইতে ব্যুত্থিত হওয়ার পর অদ্বৈত-বৈদান্তিক কল্পনা করেন যে, নির্ব্বিকল্পবৃত্তি দ্বারা মূলাবিদ্যা নিবৃত্ত হইয়াছে, এখন আমি জীবন্মুক্ত, দেহ-পাতানন্তর বিদেহমুক্ত হইব। উক্ত নিরোধাবস্থা (ঐ অবস্থায় সর্ব্ববৃত্তিনিরোধ হয়, সবিকল্পেতে ধ্যেয়াতিরিক্ত বৃত্তিনিরোধ হয়) হইতে ব্যুত্থিত হওয়ত অপরাপর সাধকগণ ঐরূপ কল্পনা করিবেন না, যেহেতু তাহাদের মতে অখণ্ডাকার বৃত্তি, মূলাজ্ঞান, মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি, জীবন্মুক্তি, বিদেহমুক্তি এ সকল অলীক। তাহারাও পরম্পরাগত ধারণার বশীভূত হওয়ত অপর কিছু কল্পনা করিয়া বসেন বা নবউদ্ভাবিত সিদ্ধান্ত প্রকট করেন এরূপ দৃষ্ট হয়। পরন্তু ঐরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বিচারদৃষ্টিতে সঙ্গত মনে হয় না।

এক্ষণে সমাধি অনুভব দ্বারা ঐরূপ সিদ্ধান্ত লভ্য হয় এই মতের অসমীচীনতা প্রদর্শিত হইতেছে। সমাধি দ্বিবিধ—সবিকল্প এবং নির্ব্বিকল্প। সবিকল্প সমাধিতে চিত্তের বৃত্তি একাগ্র হওয়ত ধ্যেয়ার্থমাত্রগ্রাহি হয়। ধ্যান (প্রত্যয়ৈকতানতা) ধ্যানধ্যাত্রাদি নির্ভাসাংশে অস্ফুট, ধ্যেয়বস্তুতেই

স্ফুটরূপে নির্ভাসমান যখন হয় তখন সবিকল্পসমাধি হয়। উহা বিষয়ান্তরবাসনাভিভব দ্বারা ধ্যেয়সাক্ষাৎকারের হেতু হয়। ভাবনাবিশেষরূপ উক্ত সমাধি দ্বারা ভাব্যস্বরূপ বিশেষরূপে (সংশয়বিপর্য্যয়রহিতরূপে) জ্ঞাত হয়। অতএব তদবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অভ্যস্ত ভাবনানুসারে (কখনও বা সংস্কারের উদ্বোধ হওয়ায়) বিভিন্ন অনুভব হইয়া থাকে। একই সাধকের ভাবনা (বা সংস্কারের উদ্বোধ) অনুসারে কালভেদে বিভিন্ন অনুভব হইয়া থাকে। অতএব (অবলম্বনভেদে অনুভবভেদ হওয়ায়) এই অনুভব দ্বারা তত্ত্বের অবধারণ হইতে পারে না। যখন অনুভূতিতে ভেদ তখন ঐ অনুভব দ্বারা নিশ্চয় সম্ভব নহে। অনুভব্যের তর-তম ভাবও নির্দ্ধারিত হয় না কেননা ইহাতে কোন ক্রম নাই, যেহেতু ভাবনাভেদে অনুভবের পরিবর্ত্তন ঘটে।

যখন চিত্তের ধ্যেয়বিষয়িনী বৃত্তি ও নিরুদ্ধ হয়, কেবল বৃত্তিজনিত সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে (তারতম্যবিশিষ্ট সংস্কারপরিণামধারা) সেই নিরুদ্ধ চিত্তরূপ (বৃত্ত্যভাব নহে অন্যথা সংস্কারজনকত্ব অনুপপন্ন। সংস্কারবৃদ্ধি বিনা অনুদিন যোগের কালবৃদ্ধিতে নিয়ামকান্তর অসম্ভব) নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় সাক্ষাৎকার থাকে না, তথায় কিঞ্চিৎও প্রজ্ঞাত হয় না অন্যথা জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানবোধে সে অবস্থা বিঘটিত হইবে। সুপ্ত যদি বিদিত হয় “আমি সুপ্ত” তাহা

হইলে সুষুপ্তি অব্যাহত থাকিতে পারে না। অতএব সে অবস্থায় স্থিত হইয়া তত্ত্বের স্বরূপবিষয়ক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সে অবস্থা হইতে ব্যুত্থিত হওয়তঃ সংস্কার-ভেদে ও শিক্ষাভেদে উক্ত অবস্থার উপপত্তি বিভিন্নরূপে কল্পিত হয়। এই উপপত্তি দ্বারাই নির্ব্বিকল্পঅবস্থাগত তত্ত্বের স্বরূপ নিশ্চয় করিতে হইবে, উহার নির্ণয়ে অপর কোন উপায় নাই। একই অনুভবের বিবিধ বিচিত্র বা পরস্পরবিরুদ্ধ উপপত্তি সম্ভাবিত বা কল্পিত হওয়ায় উহা দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় সঙ্গত বা নিরাপদ নহে। নির্ব্বিকল্পসমাধিতে সুষুপ্তির ন্যায় সংকল্পরহিত দেশকালবোধরহিত হয় ইহা সর্ব্বসম্মত হইলেও কেবল এইমাত্র দ্বারা তত্ত্বের স্বরূপবিষয়ক সিদ্ধান্ত লব্ধ হয় না (অন্যথা অভ্যাসিগণের মতবিরোধ বিলুপ্ত হইত) তথা ঐ অবস্থায় তত্ত্বেতে স্থিত হয় এরূপ কল্পনাও করা যায় না, যেহেতু এখনও তত্ত্বের স্বরূপ নির্দ্ধারিত হয় নাই। তত্ত্বের স্বরূপ পূর্ব্বে স্থির না করিয়া উক্ত সমাধিতে স্বরূপাবস্থান হয় এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে না। তত্ত্বের স্বরূপ যদি পূর্ব্বেই নিশ্চিত হইয়া থাকে তবে সমাধি দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় হয় এ সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইল। অতএব সমাধিজনিত তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয় তত্ত্বনির্ণয় হয় এ ধারণা লোকশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ হইলেও সুসঙ্গত নহে। সবিকল্পসমাধি-অনুভবমূলক কাহারও নিশ্চয় জন্মিলেও উহা বিচারসহ বা

নিরাপদ নহে। সবিকল্পসমাধিতে অনুভবভেদ হওয়ায় তথা নির্ব্বিকল্পেতে তত্ত্বের নির্ণয় সম্ভব না হওয়ায় তথা সে অবস্থা হইতে ব্যুত্থিত হওয়তঃ শারীরবৈজ্ঞানিক মনোবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন দার্শনিক এবং ধার্ম্মিক সাম্প্রদায়িকগণ উহার বিভিন্ন উপপত্তি প্রদান করাতে তত্ত্বনির্ণয় হওয়া কঠিন। অতএব তন্মুলক বন্ধের মূলকারণবিষয়ক বা মোক্ষাদিবিষয়ক কোন নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। অতএব মোক্ষাদিবিষয়ক শাস্ত্রীয়সিদ্ধান্ত অনুভবসিদ্ধ এরূপ সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে। সুতরাং উক্ত বিষয়ে বিদ্বজ্জন সাক্ষী এরূপ ঘোষণা স্বগৃহমান্য স্বদর্শনপক্ষপাতমাত্রের পরিচয় মাত্র মোক্ষাদি বিষয়ক অশেষ সিদ্ধান্ত অবিচারমনোহর বিচারাসিদ্ধ এ বিষয় অন্যত্র ("দার্শনিকবিচার-সমালোচনা সহিত" গ্রন্থে) বিশদরূপে প্রকট করিব।

এক্ষণে মায়াবাদ নিরূপণ-উদ্দেশ্যে বিচার অবলম্বনীয় নহে কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত অন্য উপায়ে লব্ধ হয় এরূপ মতের পরীক্ষা করা হইতেছে। দেবাত্মশক্তিরূপ মায়া ধ্যানযোগ দ্বারা দর্শন হয় এরূপ ঔপনিষদিক মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কেবল আবরণাবস্থায় অহং (অহংরূপ বিক্ষেপ) থাকিতে পারে না সুতরাং উহার অনুভব অহং দ্বারা হইতে পারে না অথচ অহং না থাকিলে ধ্যানযোগ এবং দর্শন সম্ভব হয় না। ধ্যানাবস্থায় বহির্জাগতিক বস্তুর প্রতীতি থাকে

না সুতরাং অশেষ পদার্থবিষয়ক সিদ্ধান্ত কখনও ধ্যান দ্বারা লভ্য হইতে পারে না। ধ্যানাবস্থায় মনের ক্রিয়া থাকে সুতরাং ঐ মনোমিশ্রিত অনুভব দ্বারা বস্তুর তাত্ত্বিক স্বরূপ নিশ্চিত হইতে পারে না। আরও বিচার দ্বারা (তত্ত্বসাক্ষাৎকার সিদ্ধ না হওয়ায় তত্ত্ববিষয়ক গুরুশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তবচন শ্রদ্ধেয় নহে, বিচারাত্মক গুরুশাস্ত্রবচন মননযোগ্য বটে। তত্ত্বসাক্ষাৎকার মনের অবস্থা উহা দুইপ্রকারমাত্র হইতে পারে। কখনও মনের পরিণাম সূক্ষ্ম হওয়তঃ জ্ঞাত হইবে কখনও বা ঐ পরিণাম জ্ঞাত হইবে না। প্রথম অবস্থাকেই সাক্ষাৎকার বলা উচিত। পূর্ব্বোক্ত অনুভবানুসারী ন্যায়ানুসারে উভয়ই তত্ত্বের অনিশ্চায়ক বুঝিতে হইবে) পূর্ব্বে তত্ত্বনির্দ্ধারণ না করতঃ কেবল ধ্যানানুভব দ্বারা ঐরূপ নিশ্চয় নিরাপদ নহে। ধ্যানজনিত স্থূলসূক্ষ্মবিষয়ের উপশমরূপ শূন্যপ্রায় অবস্থাকে সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি দ্বারা উপলব্ধি করতঃ বৈদান্তিকগণ যাহাকে আবরণসহিত চেতনের অনুভব মনে করেন উহাই অন্যান্য বিচারকের নিকট অন্যরূপে কল্পিত এবং ব্যাখ্যাত হয়।

নির্ব্বিকল্পাবস্থাগত তত্ত্বের নির্দ্ধারণ জাগ্রৎকালীন বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর হওয়ায় তথা সবিকল্পসমাধির অনুভব অসাধারণ অস্থির হওয়ায় তথা পূর্ব্ব এবং পরকালীন বিচারনিরপেক্ষ কেবল ধ্যানানুভব দ্বারা পদার্থের স্বরূপনির্ণয়

নিরাপদ না হওয়ায় তথা ধ্যান এবং সবিকল্পসমাধিতে বিচার-শক্তি শিথিল হওয়ায় তথা তদবস্থায় একনিষ্ঠাদরুণ বিবিধ কল্পের অনুপস্থিতিতে সত্যমিথ্যাবিবেক সম্ভব না হওয়ায় তথা নির্দ্ধারণরূপ ক্রিয়া একমাত্র বিবেকবুদ্ধির ধর্ম্ম হওয়ায় তথা ঐ বিবেকবুদ্ধি স্ফুটজাগ্রতে জাগরুক থাকায় সাধারণ অনুভবমূলক কার্য্যকারণভাবের উপর নির্ভর করতঃ বিচার দ্বারা নিরূপণের প্রযত্ন করাই তত্ত্বনির্দ্ধারণের একমাত্র উপায়। বিচার দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় মানবমাত্রের স্বাভাবিক এবং সার্ব্ব-জনীন পন্থা। সুতরাং যুক্তিতর্ক দ্বারা মায়াবাদ প্রদর্শন করিবার প্রয়াস যৎকিঞ্চিৎ এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে করা হইল। ইতি॥

পরিশিষ্ট

মায়াবাদ বা অজ্ঞানবাদ প্রতিপাদনের ফল বা উদ্দেশ্য ১৩৫ ; মোক্ষপ্রাপ্তি গ্রন্থকর্ত্তার অভিমত নহে ১৩৫ (গ্রন্থকর্ত্তার মতে তত্ত্ববিষয়ক পরোক্ষবোধমাত্রই হইয়া থাকে, কখনও সাক্ষাৎকার হয় না। স্বপ্রকাশ হওয়ায় তত্ত্ব সাক্ষাৎ অপরোক্ষ হইলেও পরিপূর্ণরূপে উহার অনভিব্যক্তি সদাই থাকে। ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও পরিপূর্ণে আবরণ আছে, স্বপ্রকাশে আবরণ নাই, এইরূপ কল্পিত ভেদাংশের ন্যায় প্রকৃতস্থলেও বুঝিতে হইবে। সাক্ষিচেতন সাক্ষ্যধর্ম্মরহিত, একের (চেতনের) অন্যাত্মত্ব (জড়ত্ব) বিরুদ্ধ, বিরুদ্ধস্বভাবদ্বয়ের বাস্তব তাদাত্ম্য অনুপপন্ন ইত্যাদি বিচারদ্বারা পরিপূর্ণবিষয়ক পরোক্ষবোধমাত্রই জন্মিয়া থাকে। এইরূপ বোধ আত্মা এবং অনাত্মার ভেদমূলক। ঐ ভেদও অদ্বৈতস্বরূপবিপরীত হওয়ায় তাত্ত্বিক নহে। অতএব এতাদৃশ বিবেকজ্ঞান ও ভ্রান্তিই যেহেতু উহা সংসারমাত্রকে বিষয় করে। যদ্যপি দেহাদি অনাত্মাকার পরিহারে অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা আত্মা সমর্পিত হইয়া থাকে তথাপি অনাত্মা হইতে ভেদরূপে সমর্পিত হওয়ায় তথা ভেদের অখণ্ডেকরসপ্রত্যগাত্মস্বভাব না হওয়ায় তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান সংশয়বিপর্য্যয়জ্ঞানের ন্যায় আত্মার অসাধারণস্বভাবালম্বন হয় না। অতএব মনন দ্বারা যৌক্তিকবাধ হইলেও জগৎভ্রান্তিউচ্ছেদক অপরোক্ষবোধ যাহা কল্পিত হয় তাহা সম্ভাবনাস্পদ নহে)।

তত্ত্বমস্যাদি শব্দজনিত অখণ্ডতত্ত্বের অপরোক্ষসাক্ষাৎকার হয় এই মতের খণ্ডন ১৩৬; শব্দ প্রথম পরোক্ষবোধ জন্মায় পশ্চাৎ উহা অপরোক্ষবোধজনক হয় এইরূপ মতের অসমীচীনতাপ্রদর্শন ১৩৭; শব্দজনিত জ্ঞান সদা পরোক্ষ হইলেও (শব্দ অপরোক্ষবোধজনক কিম্বা প্রথমতঃ পরোক্ষবোধজনক হইয়া পশ্চাৎ অপরোক্ষবোধজনক না হইলেও) ধ্যানজনিত (মনঃকরণক) তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয় এই মতের খণ্ডন ১৩৭—১৩৮; বেদান্তশাস্ত্রীয় কতিপয় অনুভববিরুদ্ধ কল্পনার পরিচয়প্রদান ১৩৮; (facts এ ব্যভিচারদর্শন হওয়ায় law of Karma আবিস্কারযোগ্য নহে—এ সকল বিষয় অন্যত্র প্রতিপাদিত হইবে।) মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি অনুমানসিদ্ধ নহে ১৩৮; এ বিষয়ে শব্দপ্রমাণ মান্য নহে—ইহার হেতুপ্রদর্শন ১৩৮—১৩৯; সমাধিঅনুভবদ্বারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়, সাক্ষাৎকারদ্বারা তত্ত্বনির্ণয় হয়, এইরূপ সাক্ষাৎকারবান পুরুষই বিদ্বান, বিদ্বদনুভবই তত্ত্ব বিষয়ে এবং মোক্ষাদিবিষয়ে একমাত্র প্রমাণ—এ সকল ভ্রান্তধারণার নিরাকরণ ১৩৯—১৪২; ধ্যানযোগ দ্বারা মায়ার দর্শণ হয় (অর্থাৎ উহা কার্য্যানুমেয় নহে) সুতরাং মায়াবাদপ্রতিপাদনোদ্দেশ্যে গ্রন্থরচনা নিস্ফল এইরূপ মতের অসমীচীনতাপ্রদর্শন ১৪২; তত্ত্ববিষয়ক গুরু-শাস্ত্রবচন শ্রদ্ধেয় নহে ১৪৩, বিচারই একমাত্র তত্ত্ব-নির্দ্ধারণের উপায় ১৪৩—১৪৪॥

অদ্বৈতসিদ্ধান্তপ্রতিপাদনেররীতি।

একই সত্তাতে সকলের সত্তা, একই ভানে সকলের ভান এইরূপ প্রতিপাদিত হইলে অদ্বৈত সিদ্ধ হইবে। ঐ 'সকল' বাস্তব নহে ইহা সিদ্ধ হইলে "কেবলাদ্বৈত-বাদ" প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই 'বাদ' নিরূপণের জন্য (প্রথম পদ্ধতি অনুসার) প্রথমত বহিঃপদার্থের দিক্ হইতে বিচার করতঃ উহার সিদ্ধিপ্রদ প্রকাশে উপনীত হইতে হইবে, আন্তর পদার্থের বিশ্লেষণ দ্বারাও ঐ প্রকাশ নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। তদনন্তর ঐ প্রকাশের বিভুত্ব একত্ব প্রদর্শন করিতে হইবে। তারপর বাহ্যাভ্যন্তর জ্ঞেয়প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত করিতে হইবে। অথবা উক্তরূপে জ্ঞেয়ের দিক্ হইতে বিচারারম্ভ না করতঃ (দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসার) প্রথমতঃ জ্ঞানস্বরূপের বিবেচন পূর্ব্বক উহার স্বপ্রকাশত্ব উপপাদ্য, তারপর অখণ্ডত্ব প্রতিপাদ্য, পশ্চাৎ বিভক্ত-প্রতিভাসের মিথ্যাত্ব প্রদর্শনীয়। উক্ত দ্বিবিধ রীতি এই গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ আছে, সম্প্রতি তাহা প্রকট করা হইতেছে।

প্রথমরীতি।

জ্ঞান (অনিত্যজ্ঞান) ব্যতিরিক্ত বাহ্যপদার্থ স্বীকার্য্য পৃষ্ঠা ৬৫ (পংক্তি ৯—১১); জ্ঞানের পূর্ব্বে ঐ পদার্থ অজ্ঞাতরূপে সৎ ৬৫ (পংক্তি ১১—১২); ঐ অজ্ঞাতত্ব বাহর্দ্দেশাবচ্ছিন্ন ৬৫ (পংক্তি ১৩—১৮), ৭৪—৭৬ (সপ্তম পংক্তি পর্য্যন্ত); অজ্ঞাতসদ্ বহিঃপদার্থের অজ্ঞাতত্বউক্ত পদার্থের স্বরূপ বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে অতএব আগন্তুক (অপর হেতুজনিত) ৬৫ (অন্তিম পংক্তি হইতে)—৬৬ (প্রথম পংক্তির আংশিক); অজ্ঞাতত্ব যাহার দ্বারা কৃত উহা জ্ঞানবিরোধী হইবে যেহেতু উহা জ্ঞান দ্বারা নিরর্ত্তিত হয়। জ্ঞানবিরোধিপদার্থ জ্ঞানাভাবরূপ বা ভাবরূপ হইবে। উহা অভাবরূপ নহে কিন্তু ভাবরূপ এ বিষয়ের

প্রতিপাদন ৬৬—৬৭; ১২২; সুষুপ্তিব অজ্ঞাতত্ব উক্ত ভাবরূপ অজ্ঞানকৃত ৮১; বহিঃপদার্থ স্বতঃপ্রকাশ নহে ১২৬ (পংক্তি ১১—১২); অজ্ঞাতত্ব বা অজ্ঞাতসদ্ বহিঃপদার্থ মনোতীত সাক্ষিপ্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত ৮৫—৮৬৩ ১১৭—১১৮; আন্তর পদার্থের দিক হইতে বিচার করিলেও অহংকারাতীত সাক্ষিপ্রকাশ প্রতিপন্ন হয় ৮৩—৮৫ ব্যভিচারি অবস্থাত্রয়ের অবধিরূপে সাক্ষিপ্রকাশ মান্য ৬২ (১৮ পংক্তি হইতে)—৬৩; ঐ জ্ঞান বৃত্ত্যতিরিক্ত ৮৬ (১৫ পংক্তি হইতে)—৮৯; ঐ প্রকাশ বিভু এক ৯২(গ) —৯৯; জ্ঞেয়প্রপঞ্চ মিথ্যা ইহা প্রতিপাদনোদ্দেশ্যে প্রথমতঃ জড়পদার্থ চেতনের স্বরূপ বা গুণ বা ধর্ম্ম বা বিকাররূপ নহে এইরূপ নিরূপণ ১০২ (৬ পংক্তি হইতে)—১০৪; পশ্চাৎ জড়চেতনের পরস্পরাধ্যাসনির্ণয় ১০৪—১০৭।

দ্বিতীয় রীতি।

জ্ঞান স্বপ্রকাশ ৯০ (ঙ)—৯১; ঐ জ্ঞান অখণ্ড ইহা প্রতিপাদন করিতে হইলে সৎস্বরূপ এবং জ্ঞানের একতা প্রদর্শন আবশ্যক। সৎ অননুগত বস্তুস্বরূপ বা উহাদের ধর্ম্ম নহে কিন্তু অনুগত ধর্ম্মিরূপ ৩০—৪২; জ্ঞান ও তদ্রূপ ৯১ (ক)—৯২; ১০০ (১৩ পংক্তি হইতে)—১০২ (তৃতীয় পংক্তি পর্য্যন্ত)। জ্ঞেয়প্রপঞ্চ সচ্চিন্মাত্রে অধ্যস্ত হওয়ায় মিথ্যা। অধ্যাসস্থলে অধিষ্ঠান এবং অধ্যস্ত উভয় সত্য হয় না অথবা উভয় মিথ্যা হয় না কিন্তু অধিষ্ঠান (চেতন) সত্য (স্বরূপতঃ সত্য, সংসৃষ্টরূপে মিথ্যা), অধ্যস্তপদার্থ (জড়প্রপঞ্চ) মিথ্যা (সংসৃষ্টরূপে এবং স্বরূপতঃ) হইয়া থাকে। স্বতঃস্ফুরিত অধিষ্ঠান সৎচিৎ-স্বরূপের দিক হইতে বিভক্ত জড়প্রপঞ্চের বিচার করিলে উহা অনির্ব্বচনীয়, চেতনের জড়বৈশিষ্ট্য অনির্ব্বচনীয়, উহা অনির্ব্বচনীয়—মায়ামূলক।

পরপক্ষখণ্ডন

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৯	সববায়	সমবায়
৮	৩	তাহাও	তাহাও দুর্ল্লভ
১৩	১৯	ৎপত্তি	উৎপত্তি
১৪	১৯	ঘটস্তিতি	ঘটস্থিতি
২১	২২	আত্মাতে আত্মত্ব	(যেমন আত্মাতে আত্মত্ব)·
৬২	৯	কার্য্যকারের	কার্য্যাকারের
৬৩	১৩	সর্ব্বাসাক্ষীরূপে	সর্ব্বসাক্ষিরূপে
৬৭-১৩৩	উপরিভাগে	অনির্ব্বচনীয়তা	× × ×
		প্রতিপাদন পুরঃসর	× × ×
		মায়াবাদ প্রতিষ্ঠা	× × ×
৭৭	২০	ছিন্নিষ্ঠ	চিন্নিষ্ঠ
১৩৭	১০	মনোনিত	মনোজনিত
১৩৯	২১	ধ্যানধ্যাদি	ধ্যানধ্যাত্রাদি

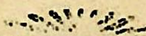
———

যোগ-রহস্য।

মহামহোপাধ্যায়—মহামহাধ্যাপক—

শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি-

প্রণীত।



—*—

শ্রীযতীন্দ্র কুমার কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

 [মূল্য ॥৵০

৺কাশীধাম, ভারতধর্ম্ম প্রেসে,

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ বাকচী দ্বারা

মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্।

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

পূজ্যপাদ—

শ্রী১০৮ যুক্ত জ্ঞানানন্দ স্বামীজী মহারাজ—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

আশীর্ব্বাদ উপদেশ দয়া আপনার,
জীবন-বর্দ্ধন-হেতু সতত যাহার।
অনুচ্ছিন্ন অমধুর এ ফল তাহার,
শ্রদ্ধাঞ্জলি হোক্ আজি পদে আপনার॥

প্রণত—

শ্রীঅন্নদাচরণ শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

দর্শন-শাস্ত্র সমূহের আর্যতাৎপর্য্যগ্রহণে কেহ বঞ্চিত না হন— এই উদ্দেশ্যে আমি আস্তিক-দর্শন সমূহের সংস্কৃত ভাষায় 'কৌমুদী'নাম্নী সরল বৃত্তি, সার ও চিত্র (Chart) প্রণয়ন করিয়াছি। উহাতে হিন্দী, বাঙ্গালা এবং ইংরেজী অনুবাদও আছে। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্য লিখিয়াছি। অন্যান্য ভাষ্যও লিখিতেছি। বোধসৌকর্য্যার্থে গুরু-শিষ্য-প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বাঙ্গলা ভাষায় (১) সাধারণ ন্যায়-রহস্য, (২) ন্যায়-রহস্য, (৩) বৈশেষিক-রহস্য, (৪) সাংখ্য-রহস্য, (৫) যোগ-রহস্য, (৬) মীমাংসা-রহস্য (৭) বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্র-রহস্য লিখিয়াছি। এই সকলের পৃথক্ ভাবে হিন্দী এবং ইংরেজীতে অনুবাদও হইয়াছে। তন্মধ্যে ৺বিশ্বনাথের কৃপায় সাংখ্য-রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই যোগ-রহস্যও প্রকাশিত হইল। অবশিষ্ট গ্রন্থ ও চিত্র সকল যন্ত্রস্থ করা হইয়াছে এবং হইতেছে।

ইহা প্রথম পথপ্রদর্শন মাত্র। এই সম্বন্ধে এইরূপ বহুগ্রন্থ প্রচারিত হইয়া সাধারণের জ্ঞানোন্নতির অনুকূল হইলে আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইবে।

আমি কয়েক বৎসর যাবৎ "ধর্ম্মশাস্ত্র-কোষ" নামক এক সুবৃহদ্ গ্রন্থ-প্রণয়নে ব্যাপৃত আছি, সুতরাং এই গ্রন্থের মুদ্রণে মনোযোগ দিতে পারি নাই, এই কারণে এবং অন্যান্য কারণে বর্ত্তমান সংস্করণে ভ্রম প্রমাদ থাকিতে পারে। পাঠকপাঠিকাগণ সংশোধনপূর্ব্বক পাঠ করিলে সুখী হইব।

এই গ্রন্থের পাঠে যদি কেহ কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার বোধ করেন তবে আমার শ্রম সফল হইবে।

শ্রীঅন্নদাচরণ শর্ম্মা।

অভিমত।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক—হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যাবিভাগের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ (Principal, College of Oriental Learning) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয়-প্রণীত "যোগ-রহস্য" পাঠ করিয়া বিশেষ পরিতোষ লাভ করিলাম। গুরু-শিষ্য সংবাদ ছলে পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের গভীর তাৎপর্য্য বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য তর্কচূড়ামণি মহাশয় এই গ্রন্থে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সর্ব্বথা প্রশংসার্হ। যোগশাস্ত্র-প্রবেশেচ্ছু অথচ সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ বাঙ্গলা ভাষাবিদ্ ব্যক্তি মাত্রেরই ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাষা বড়ই সরল ও সুন্দর হইয়াছে, যোগশাস্ত্রের বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ও সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। আশাকরি এই গ্রন্থখানি শিক্ষিত সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইবে। ইতি—

২২শে ভাদ্র, ১৩৩১
নাগোয়া, হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়,
৺কাশীধাম। } শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ—

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্।

যোগ-রহস্য।

—ঃ০ঃ—

বিশ্বমেতদখিলং নিকেতনং
যস্য যত্র তু তদেব রাজতে।
ভিন্নতা ন জগতো যতোহথবা
কোহপি সোহত্র পুরুষো নমস্যতে॥

গুরু। (প্রণত শিষ্যের মস্তক ও পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া) বৎস! তারাপদ! সাংখ্য-দর্শনের রহস্য সম্যক্ অবধারণ করিতে পারিয়াছ কি?

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার আশীর্ব্বাদ ও কৃপায় যথা-সম্ভব অবধারণ করিতে পারিয়াছি।

গুরু। তবে এখন যোগদর্শনের রহস্য বলিতেছি, পূর্ব্ববৎ শ্রবণ কর।

শিষ্য। যে আজ্ঞা।

গুরু। প্রশ্ন কর।

শিষ্য। যোগ-দর্শনের সহিত সাংখ্য-দর্শনের সম্বন্ধ কি?

গুরু। যোগ-দর্শন সাংখ্যদর্শনমূলক, সাংখ্য-দর্শনের তত্ত্বই যোগদর্শনের অবলম্বনীয়, পদার্থ নির্ণয়াংশে সাংখ্যদর্শনের সহিত এই দর্শনের ঐকমত্য থাকায় অর্থাৎ মতভেদ না থাকায় এই

যোগ-দর্শন সাংখ্যপ্রবচন নামেও অভিহিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ উদর ও পৃষ্ঠ যেমন অবিনাভাবী, সেইরূপ সাংখ্য এবং যোগও অবিনাভাবী; সে জন্য প্রাচীন শাস্ত্রসকলে সাংখ্য ও যোগকে একই দেখিবার জন্য বহু বহু উপদেশ রহিয়াছে। সাংখ্য সম্প্রদায় কেবল তত্ত্বনিদিধ্যাসন ও বৈরাগ্যাভ্যাস করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার করেন, আর যোগ-সম্প্রদায় তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ ক্রিয়াযোগক্রমে আত্মসাক্ষাৎকার করেন, ফলতঃ মোক্ষধর্ম্মের সাংখ্য তত্ত্বকাণ্ড, আর যোগ সাধনা কাণ্ড।

শিষ্য। যোগ-দর্শনের প্রণেতা মহর্ষির পবিত্র নাম কি?

গুরু। তাহা প্রথম উপদেশের সময়েই তুমি জানিতে পারিয়াছ; যোগদর্শনের প্রণেতা মহর্ষির পবিত্র নাম "পতঞ্জলি"। মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত বলিয়া এই যোগ-দর্শন পাতঞ্জল-দর্শন-নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

শিষ্য। ইনি স্বয়ং যোগী কি?

গুরু। যিনি যোগ-দর্শনের প্রণেতা, তিনি স্বয়ং যোগী কি না—ইহাও কি প্রষ্টব্য? ইনি পরম যোগী, তদানীন্তন ঋষি-দিগের মধ্যে প্রায় সকল ঋষিই ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া-ছিলেন।

শিষ্য। ইঁহার প্রণীত আর কোনও গ্রন্থ আছে কি না?

গুরু। আছে; চরকসংহিতা ও ব্যাকরণ-মহাভাষ্য ইঁহারই রচিত। কিম্বদন্তী আছে—ভগবান্ শেষনাগ মহর্ষি পতঞ্জলি রূপে

অবতীর্ণ হইয়া জগতের কল্যাণার্থ চরক, ব্যাকরণ-মহাভাষ্য ও যোগসূত্র এই তিনটী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

শিষ্য। যোগসূত্রের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় কি?

গুরু। আমার মনে হয় এই যোগ-দর্শন অতি প্রাচীন।

শিষ্য। কিসে জানা যায়?

গুরু। যোগদর্শনে দর্শনান্তরের খণ্ডন নাই, তবে—

"ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ" এই সূত্রে—খণ্ডনের যে একটুকু আভাস পাওয়া যায় তাহাও বস্তুতঃ খণ্ডন নহে, স্বাভাবিক যে আশঙ্কা হইতে পারে তাহারই নিরাকরণ মাত্র। যোগসূত্রের অতি সারল্যও প্রাচীনত্বের বিশেষ ব্যঞ্জক।

শিষ্য। এই দর্শনের ভাষ্য-কর্ত্তা কে?

গুরু। বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্ম-সূত্রের প্রণেতা ভগবান্ মহর্ষি বেদব্যাস। মহর্ষি ভগবান্ বেদব্যাস বা ব্যাসদেব এই দর্শনের মাহাত্ম্য সম্যক্ অবগত হইয়া এবং ভক্তিরসে সম্যক্ আপ্লুত হইয়া এই যোগ-দর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

শিষ্য। ইঁহার ভাষ্যসম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় কি?

গুরু। আমি যোগদর্শন ও তাহার ভাষ্যের কথা অধিক আর কি বলিব, আমার মনে হয়, যোগসূত্র ও যোগভাষ্যের ন্যায় বিশুদ্ধ, ন্যায্য, গভীর ও অনবদ্য দার্শনিক গ্রন্থ জগতে নাই। যুক্তির কুশলতা ও ভাষার প্রাঞ্জলতায় যোগসূত্র এবং তাহার ভাষ্য জগতে অতুলনীয় বলিয়া আমার মনে হয়। আমি ইহাও

বিশ্বাস করি যে—যোগ-দর্শন ও তাহার ভাষ্য ভারতের প্রাচীন দার্শনিক গৌরবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

শিষ্য। যোগবিদ্যার প্রসার কিরূপ?

গুরু। শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রসকল সাংখ্যের ন্যায় যোগবিদ্যায় পরিব্যাপ্ত, ইহার উপর আর ইহার প্রসৃতিসম্বন্ধে কি বক্তব্য আছে।

শিষ্য। ইহার অধিকারী কে?

গুরু। যাহারা চিত্তের শুদ্ধি কামনা করে, মুক্তি ইচ্ছা করে, যোগক্রিয়ায় বিশ্বাসী, অহিংসা, সত্য প্রভৃতির পক্ষপাতী এবং পবিত্র মৈত্র্যাদি ভাবনায় শ্রদ্ধাশীল তাহারাই অধিকারী।

শিষ্য। অনধিকারী কে?

গুরু। যাহারা বিশ্বাস-বিহীন ও অলস তাহারাই অনধিকারী; এ সকল কথা অনেক শুনিয়াছ, একটুকু বিচার করিলে তুমি নিজেই বুঝিতে পারিবে; এখন অন্যকথা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা কর।

শিষ্য। যে আজ্ঞা।

গুরু। প্রশ্ন কর।

শিষ্য। (মহর্ষির উদ্দেশে প্রণত হইয়া গুরুদেবকে প্রণাম করতঃ) এই দর্শনে কয়টী পাদ?

গুরু। চারিটী পাদ।

শিষ্য। প্রথম পাদে কি কি আছে?

গুরু। প্রথম পাদে যোগশাস্ত্রারম্ভ, যোগ লক্ষণ, বৃত্তিভেদ, তাহাদের লক্ষণ, তাহাদের নিরোধের উপায়ভূত অভ্যাস ও বৈরাগ্যের স্বরূপ ও ভেদ, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে সমাধির বিভাগ, যোগের উপায়, ঈশ্বরের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য, উপাসনা ও তাহার ফল, ব্যাধিপ্রভৃতি চিত্তবিক্ষেপ, তৎ সহোৎপন্ন দুঃখাদি, তাহাদের নিরাকরণের উপায় এবং সমাধি-প্রভেদ প্রভৃতি প্রধান ভাবে নিরূপিত আছে।

শিষ্য। দ্বিতীয় পাদে কি কি আছে?

গুরু। উহাতে ক্রিয়াযোগ, ক্লেশসমূহের নির্দ্দেশ, স্বরূপ, কারণ ও ফল, কর্ম্মের প্রভেদ, কারণ, স্বরূপ ও ফল, বিপাকের কারণ ও স্বরূপ, অষ্টযোগাঙ্গের নির্দ্দেশ, যমাদি পাঁচের স্বরূপ ও ফল প্রধানভাবে প্রদর্শিত আছে।

শিষ্য। তৃতীয় পাদে কি কি আছে?

গুরু। উহাতে যোগের অন্তরঙ্গ ধারণা ধ্যান ও সমাধির স্বরূপ, পরিণামত্রয়ের নিরূপণ ও বিভূতিপাদ-প্রতিপাদ্য সিদ্ধি-সমূহ প্রধান ভাবে নিরূপিত আছে।

শিষ্য। চতুর্থ পাদে কি কি আছে?

গুরু। উহাতে সিদ্ধিপঞ্চকের বিস্তৃত বর্ণন এবং পরম-প্রয়োজন কৈবল্য প্রধান ভাবে নিরূপিত আছে।

শিষ্য। এই সকল পাদে আর কোন কথা নাই কি?

গুরু। প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য কথাও আছে।

শিষ্য। এই দর্শনের প্রথম সূত্রটী কি?

গুরু। "অথ যোগানুশাসনম্"।

শিষ্য। উহার অর্থ কি ?

গুরু। অথ শব্দ মঙ্গলসূচক, যোগ শব্দের অর্থ সমাধি, অনুশাসন করা হয় যাহা দ্বারা—এই ব্যুৎপত্তিতে অনুশাসন শব্দের অর্থ শাস্ত্র, অর্থাৎ যোগের শাস্ত্র জ্ঞাতব্য এই অর্থ।

শিষ্য। যোগ কি ?

গুরু। চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ, ইহা চিত্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বল, "নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্"।

শিষ্য। চিত্ত কি ?

গুরু। চিত্ত শব্দের অর্থ বুদ্ধিতত্ত্ব অথবা নিখিল অন্তঃকরণ।

শিষ্য। যোগ কোন্ অবস্থায় হয় ?

গুরু। তাহা জানিতে হইলে প্রথমতঃ চিত্তের অবস্থা বা ভূমি সকল জানিতে হয়।

শিষ্য। তাহাই হউক, চিত্তের কয়টী অবস্থা বা ভূমি আছে ?

গুরু। চিত্তের পাঁচটী অবস্থা বা ভূমি আছে।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) ক্ষিপ্ত, (২) মূঢ়, (৩) বিক্ষিপ্ত, (৪) একাগ্র, (৫) নিরুদ্ধ।

শিষ্য। ক্ষিপ্ত অবস্থা কি ?

গুরু। চিত্তের অস্থিরতা বা চঞ্চলতা অবস্থার নাম ক্ষিপ্তাবস্থা।

শিষ্য। মূঢ় অবস্থা কি?

গুরু। চিত্ত যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া কাম ক্রোধাদির অধীন হয়, আলস্যাদি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, অজ্ঞানাদিতে নিমগ্ন থাকে, তখন মূঢ় অবস্থা।

শিষ্য। বিক্ষিপ্ত অবস্থা কি?

গুরু। ক্ষিপ্ত অবস্থার মধ্যে যে ক্ষণিক স্থিরতা অর্থাৎ অন্তঃকরণ ক্ষিপ্ত অবস্থায়ও যে মধ্যে মধ্যে স্থির হয় তাহার নাম বিক্ষিপ্ত অবস্থা।

শিষ্য। একাগ্র অবস্থা কি?

গুরু। একাগ্র ও একতান এই উভয় শব্দের একই অর্থ। চিত্ত যখন এক বস্তুকে অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকে, অথবা চিত্তের যখন রজস্তমোবৃত্তির অভিভবে কেবল সাত্ত্বিক বৃত্তির উদয় হয় তাহার নাম একাগ্র অবস্থা।

শিষ্য। নিরুদ্ধ অবস্থা কি?

গুরু। চিত্তের যখন কোনও অবলম্বন থাকে না, যখন চিত্ত সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকে, তখন তাহার নাম নিরুদ্ধ অবস্থা।

শিষ্য। এই পঞ্চ অবস্থার মধ্যে কোন্ অবস্থায় যোগ হয়?

গুরু। ক্ষিপ্ত, মূঢ ও বিক্ষিপ্ত—এই অবস্থাত্রয়ের সহিত যোগের সম্পর্কই নাই। একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থায়ই যোগ হয়।

শিষ্য। একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ কি ?

গুরু। প্রভেদ এই—একাগ্র অবস্থায় সর্ব্ববৃত্তির নিরোধ হয় না, কোনও কোনও বৃত্তি থাকে, আর নিরুদ্ধ অবস্থায় সকল বৃত্তিরই নিরোধ হয়, অর্থাৎ কোনও বৃত্তিই থাকে না।

শিষ্য। চিত্তবৃত্তির নিরোধের সময়ে পুরুষ কিরূপে অবস্থিত হয় ?

গুরু। চিত্তবৃত্তি নিরোধের সময়ে দ্রষ্টা পুরুষ আত্ম-স্বরূপে অর্থাৎ চিন্মাত্ররূপে অবস্থিত হয়।

শিষ্য। অন্য সময়ে কিরূপ থাকে ?

গুরু। অন্য সময়ে বৃত্তির অবস্থা বা চিত্ত বৃত্তির সারূপ্য প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বৃত্তি-দশায় বৃত্তি যেরূপ, তৎসম্পৃক্তায়মান পুরুষকেও সেই রূপই দেখায়।

শিষ্য। বৃত্তি কি ?

গুরু। চিত্তের বিষয় সম্পর্কে যে বিষয়াকার প্রাপ্তি তাহার নাম বৃত্তি, অর্থাৎ বিষয় সম্বন্ধে চিত্তের যে অবস্থা বা পরিণাম বা পরিবর্ত্তন তাহার নাম বৃত্তি। ইহাই জ্ঞান-নামে কীর্ত্তিত হয়।

শিষ্য। বিষয় অসংখ্য, তবে কি বৃত্তিও অসংখ্য ?

গুরু। বৃত্তি অসংখ্য হইলেও বৃত্তির শ্রেণী বা প্রকারগত বিভাগ অসংখ্য নহে।

শিষ্য। চিত্ত বৃত্তির শ্রেণী কতিবিধ ?

গুরু। পঞ্চ বিধ।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) প্রমাণ, (২) বিপর্য্যয়, (৩) বিকল্প, (৪) নিদ্রা, (৫) স্মৃতি।

শিষ্য। প্রমাণ কি ?

গুরু। প্রমিতি বা প্রমার করণের নাম প্রমাণ।

শিষ্য। প্রমাণ কতিবিধ ?

গুরু। এই মতে ত্রিবিধ।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) আগম।

শিষ্য। প্রত্যক্ষ কি ?

গুরু। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের কথা অনেক বলা হইয়াছে, অনেকই শুনিয়াছ তাহা স্মরণ কর।

শিষ্য। বিপর্য্যয় কি ?

গুরু। বিপর্য্যয় শব্দের অর্থ মিথ্যাজ্ঞান, অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বাস্তবরূপে স্থিরতা-রহিত—পরিণামে বাধিত—মিথ্যা-জ্ঞানের নাম বিপর্য্যয়, অর্থাৎ যে বস্তু যেরূপ তাহাকে সেইরূপ না জানিয়া অন্য রূপে জানা।

শিষ্য। বিকল্প কি ?

গুরু। আকাশ-কুসুম প্রভৃতি যে বস্তু নাই বা অলীক, অথচ আকাশ-কুসুম প্রভৃতি শব্দ শ্রবণে সেই শব্দার্থের যে এক প্রকার জ্ঞান হয় তাহার নাম বিকল্প।

শিষ্য। নিদ্রা কি ?

গুরু। চিত্তের যে অবস্থায় জাগ্রদ্‌বৃত্তি ও স্বপ্নবৃত্তি থাকে না, তমোবিষয়া বা অজ্ঞানাবলম্বিনী সেই বৃত্তির নাম নিদ্রা, ইহারই নামান্তর সুষুপ্তি।

শিষ্য। স্মৃতি কি ?

গুরু। অনুভূত বা জ্ঞাত বিষয়ের যে অসম্প্রমোষ—অনপহরণ অর্থাৎ অলোপ তাহার নাম স্মৃতি; অর্থাৎ সংস্কার দ্বারা অনুভব জন্য চিত্তবৃত্তি বিশেষের নাম স্মৃতি।

শিষ্য। নিদ্রার ন্যায় বৃত্তিমধ্যে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সঙ্কল্পাদির উল্লেখ নাই কেন ?

গুরু। জাগ্রদবস্থা প্রমাণপ্রধান, তাহাতে বিকল্পাদিও থাকে, স্বপ্নাবস্থা বিপর্য্যয়প্রধান, তাহাতে বিকল্প স্মৃতি এবং প্রমাণও থাকে, সুতরাং প্রমাণাদি বৃত্তিচতুষ্টয়ের উল্লেখেই উহারা উক্ত হইয়াছে বলিয়া এবং উহাদের নিরোধে জাগ্রদাদিরও নিরোধ হইবে বলিয়া স্বতন্ত্ররূপে উহাদের উল্লেখ করা হয় নাই।

শিষ্য। এই সকল বৃত্তির আর কোনও ভেদ আছে কিনা ?

গুরু। এই সকল বৃত্তিই অন্য প্রকারে দ্বিবিধ।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) ক্লিষ্ট; (২) অক্লিষ্ট।

শিষ্য। ক্লিষ্ট কি ?

গুরু। যাহা ক্লেশের কারণ, অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের উৎপত্তির ভূমি, সেই রাজস ও তামস বৃত্তিসকল ক্লিষ্ট।

শিষ্য। অক্লিষ্ট কি ?

গুরু। বিবেক-বিষয়িণী সাত্ত্বিকী বৃত্তি সকল অক্লিষ্ট।

শিষ্য। বৃত্তিব নিরোধের উপায় কি ?

গুরু। অভ্যাস ও বৈরাগ্য, অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বৃত্তিসমূহের নিরোধ হয়।

শিষ্য। অভ্যাস কি ?

গুরু। বৃত্তি-রহিত অর্থাৎ রাজস ও তামস বৃত্তি-শূন্য চিত্তের স্থিতি বা সাত্ত্বিক নির্ম্মলতা বিষয়ে যে যত্ন অর্থাৎ চিত্ত স্থির করিবার জন্য তদনুকূল সাধনের অনুষ্ঠান তাহার নাম অভ্যাস।

শিষ্য। এই অভ্যাস কিরূপে দৃঢ় হয় ?

গুরু। সেই অভ্যাস দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অনুরাগের সহিত অবিচ্ছেদে অনুষ্ঠিত হইলে অর্থাৎ সেই অভ্যাস দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সর্ব্বদা শ্রদ্ধা সহকারে সম্পাদিত হইলে দৃঢ় বা অনুচ্ছেদ্য বা অবিচলিত হয়।

শিষ্য। বৈরাগ্য কি ?

গুরু। বিরক্তি অর্থাৎ ঔদাসীন্যবিশেষের নাম বৈরাগ্য।

শিষ্য। উহা কতিবিধ ?

গুরু। দ্বিবিধ।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) অপর, (২) পর।

শিষ্য। অপর বৈরাগ্য কি ?

গুরু। অন্ন পান প্রভৃতি দৃষ্ট বিষয়, স্বর্গ প্রভৃতি আনুশ্রবিক অর্থাৎ শাস্ত্র প্রতিপাদিত বিষয়—এই উভয়বিধ বিষয়ে নিঃস্পৃহ পুরুষের যে বশীকার সংজ্ঞানামক বৈরাগ্য হয় ইহার নাম অপর বৈরাগ্য। অর্থাৎ ঐহিক বিষয়ে ও পারলৌকিক বিষয়ে ভোগের ইচ্ছা ত্যাগ করিতে পারিলেই এই অপর বৈরাগ্য উপস্থিত হয়।

শিষ্য। পর বৈরাগ্য কি?

গুরু। পুরুষখ্যাতি অর্থাৎ পুরুষ সাক্ষাৎকার বা আত্ম সাক্ষাৎকার উপস্থিত হইলে জড়বর্গে অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিকে যে নিঃস্পৃহত্ব বা অননুরাগ বা ঔদাসীন্য হয় তাহার নাম পরবৈরাগ্য।

শিষ্য। যোগ কতিবিধ?

গুরু। দ্বিবিধ।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। (১) জ্ঞানযোগ, (২) ক্রিয়াযোগ।

শিষ্য। জ্ঞানযোগ কতিবিধ?

গুরু। দ্বিবিধ।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। (১) সম্প্রজ্ঞাত, (২) অসম্প্রজ্ঞাত।

শিষ্য। সম্প্রজ্ঞাত কি?

গুরু। সম্যক্‌রূপে অর্থাৎ সংশয় ও বিপর্য্যয়জ্ঞানশূন্যভাবে প্রকৃষ্টভাবে চিত্ত যাহা দ্বারা বা যে অবস্থায় অপরোক্ষভাবে ধ্যেয়বিষয়ের স্বরূপ জানিতে পারে, তাহার নাম সম্প্রজ্ঞাত।

শিষ্য। সম্প্রজ্ঞাত যোগ কতিবিধ ?

গুরু। চতুর্ব্বিধ।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) বিতর্কানুগত (বিতর্কসম্বন্ধ), (২) বিচারানুগত (বিচারসম্বন্ধ), (৩) আনন্দানুগত (আনন্দসম্বন্ধ), (৪) অস্মিতানুগত (অস্মিতাসম্বন্ধ)।

শিষ্য। বিতর্কানুগত সমাধি কি ?

গুরু। এই সকল উত্তমরূপে জানিতে হইলে পূর্ব্বে সমাধি কি, তাহা জানিতে হয় এবং তাহা হইতেই ইহা জানা যায়।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, সমাধি কি ?

গুরু। সমাধির অর্থ ভাবনা বিশেষ ; অর্থাৎ ভাব্য বিষয়ে চিত্তের যে পুনঃ পুনঃ সন্নিবেশ, অথবা চিত্তে বিষয়ান্তরের পরিত্যাগ দ্বারা ভাব্যের যে পুনঃ পুনঃ সন্নিবেশ বা ধারণা তাহার নাম সমাধি। বস্তুতঃ এক বস্তুবিষয়ক তীব্র ভাবনা বা উৎকট চিন্তা প্রয়োগের নাম যোগ বা সমাধি।

শিষ্য। ভাব্য কি ?

গুরু। ভাবনীয় অর্থাৎ যাহার ভাবনা করা হয় তাহার নাম ভাব্য।

শিষ্য। ভাব্য কতিবিধ ?

গুরু। উহা দ্বিবিধ।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) চেতন, (২) অচেতন।

শিষ্য। চেতন কি ?

গুরু। পুরুষ বা আত্মা।

শিষ্য। উহা কতিবিধ ?

গুরু। দ্বিবিধ।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) ঈশ্বর, (২) জীব।

শিষ্য। অচেতন কি ?

গুরু। জড়।

শিষ্য। উহা কতিবিধ ?

গুরু। চতুর্ব্বিংশতিবিধ।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) প্রকৃতি, (২) মহত্তত্ত্ব, (৩) অহঙ্কার, (৪) শ্রোত্র, (৫) ত্বক্, (৬) চক্ষু, (৭) রসনা, (৮) ঘ্রাণ, (৯) বাক্, (১০) পাণি, (১১) পাদ, (১২) পায়ু, (১৩) উপস্থ, (১৪) মন, (১৫) শব্দতন্মাত্র, (১৬) স্পর্শতন্মাত্র, (১৭) রূপ-তন্মাত্র, (১৮) রসতন্মাত্র, (১৯) গন্ধতন্মাত্র, (২০) আকাশ, (২১) বায়ু, (২২) তেজ, (২৩) জল, (২৪)পৃথিবী।

শিষ্য। বিতর্কানুগত সমাধি কি ?

গুরু। বাহ্যস্থূল বা পঞ্চভূত, আর অন্তঃস্থূল বা বাহ্যেন্দ্রিয় সকল—ইহাদের মধ্যে কোন এক বস্তুতে নিবেশিত চিত্তের যে তদাকারতাপত্তিরূপ ভাবনাপরনামক সাত্ত্বিক পরিণামবিশেষ তাহার নাম বিতর্কানুগত সমাধি।

শিষ্য। বিতর্কের ভেদ আছে কি ?

গুরু। আছে।

শিষ্য। কতিবিধ ?

গুরু। দ্বিবিধ।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) সবিতর্ক, (২) নির্ব্বিতর্ক।

শিষ্য। সবিতর্ক সমাধি কি ?

গুরু। পূর্ব্বোক্ত স্থূলালম্বন সমাধিতেই পূর্ব্বাপরের অনুসন্ধান থাকিলে আর শব্দজ্ঞান ও অর্থজ্ঞানের সম্বন্ধ থাকিলে তাহার নাম হয় সবিতর্ক।

শিষ্য। নির্ব্বিতর্ক সমাধি কি ?

গুরু। পূর্ব্বোক্ত সমাধিতেই পূর্ব্বাপরের অনুসন্ধান না থাকিলে আর শব্দজ্ঞান ও অর্থজ্ঞানের সম্বন্ধ না থাকিলে কেবল ধ্যেয়ের সম্বন্ধ থাকিলে তাহার নাম হয় নির্ব্বিতর্ক।

শিষ্য। বিচারানুগত সমাধি কি ?

গুরু। তন্মাত্র ও অন্তঃকরণস্বরূপ সূক্ষ্ম আলম্বনে নিবেশিত চিত্তের যে তদাকারতাপত্তিরূপ ভাবনাপরনামক সাত্ত্বিক পরিণাম বিশেষ তাহার নাম বিচারানুগত সমাধি।

শিষ্য। বিচারের ভেদ আছে কি ?

গুরু। আছে।

শিষ্য। কতিবিধ ?

গুরু। দ্বিবিধ।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) সবিচার, (২) নির্ব্বিচার।

শিষ্য। সবিচার কি ?

গুরু। পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মালম্বন সমাধিতেই যদি দেশ কাল ও ধর্ম্মাদির অবচ্ছেদ থাকে তবে সবিচার হয়।

শিষ্য। নির্ব্বিচার সমাধি কি ?

গুরু। পূর্ব্বোক্ত সমাধিতেই যদি দেশ কাল ও ধর্ম্মাদির অবচ্ছেদ না থাকে তবে নির্ব্বিচার হয়।

শিষ্য। যে সূক্ষ্ম সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধির বিষয় হয় তাহার পর্য্যবসান কোথায় ?

গুরু। অলিঙ্গ, প্রকৃতিতে, অর্থাৎ সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধির বিষয় যে সূক্ষ্ম তাহার অন্তিম সীমা প্রকৃতি।

শিষ্য। সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার ও নির্ব্বিচার এই চতুর্ব্বিধ সমাধি সবীজ কি নির্ব্বীজ ?

গুরু। সবীজ।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। বীজ বা আলম্বন থাকায় অথবা সংসারাবস্থায় বীজ থাকে বলিয়া উহারা সবীজ।

শিষ্য। আনন্দানুগত সমাধি কি ?

গুরু। আনন্দ শব্দের অর্থ আহ্লাদ অর্থাৎ সত্ত্ববিশেষ, সে আলম্বনে নিবেশিত চিত্তের তদাকারতাপত্তিরূপ ভাবনা-পরনামক সাত্ত্বিক পরিণাম বিশেষই আনন্দানুগত সমাধি।

শিষ্য। অস্মিতানুগত সমাধি কি ?

গুরু। দৃক্‌শক্তির অর্থ পুরুষ, আর দর্শনশক্তির অর্থ বুদ্ধিতত্ত্ব, এই উভয়ের যে অভেদাভিমান বা অভেদারোপ বা অভেদবোধ তাহার নাম অস্মিতা, এই অস্মিতারূপ আলম্বনে নিবেশিত! চিত্তের তদাকারাপত্তিরূপ ভাবনাপরনামক সাত্ত্বিক-পরিণামবিশেষের নাম অস্মিতানুগত সমাধি।

শিষ্য। এই সকল সমাধি সবীজ কি নির্ব্বীজ ?

গুরু। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সবীজই, নির্বীজ নহে।

শিষ্য। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কি ?

গুরু। সম্প্রজ্ঞাতের ভিন্ন, সংস্কারমাত্রাবশিষ্টই অসম্প্রজ্ঞাত। অর্থাৎ নিখিল চিত্তবৃত্তির নিরোধের কারণীভূত যে পরবৈরাগ্য, তাহার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিলে যে সংস্কার-মাত্র অবশিষ্ট থাকে তাহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি; ফলতঃ নিরবলম্ব চিত্তাবস্থার নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

শিষ্য। ইহাকে অসম্প্রজ্ঞাত বলে কেন ?

গুরু। ইহাতে নিখিল বৃত্তির নিরোধ হওয়ায় কিছুই জানা যায় না, এইজন্য চিত্তের এই অবস্থাবিশেষের নাম অসম্প্রজ্ঞাত।

শিষ্য। এই কি নির্বীজ সমাধি ?

গুরু। হাঁ। ইহাতে আলম্বন থাকে না, কর্ম্মবীজও থাকেনা এই জন্য ইহার নাম নির্বীজ সমাধি।

শিষ্য। যোগের অর্থাৎ সমাধির আর কোনও ভেদ আছে কি ?

গুরু। আছে।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। ভবপ্রত্যয় আর উপায় প্রত্যয়।

শিষ্য। ভবপ্রত্যয় শব্দের অর্থ কি ?

গুরু। জন্মে জন্তু যাহাতে—তাহার নাম ভব, অর্থাৎ অনাত্মায় আত্মবুদ্ধিরূপ অবিদ্যা বা অজ্ঞান বা অবিবেক, আর কার্য্যের প্রতি যাহা যায়—তাহার নাম প্রত্যয় অর্থাৎ কারণ। ভব অর্থাৎ অবিবেকই প্রত্যয় অর্থাৎ কারণ যাহার—এই অর্থে অবিবেকমূলক সমাধির নাম ভব প্রত্যয়।

শিষ্য। এই ভব প্রত্যয় বা অবিবেকমূলক সমাধি কাহাদের হয় ?

গুরু। বিদেহ ও প্রকৃতি লয়দিগের।

শিষ্য। বিদেহ কাহারা ?

গুরু। যাহাদের দেহে অধ্যাস নাই অর্থাৎ যাহারা দেহে আত্মবুদ্ধিশূন্য অথচ আনন্দানুগত সমাধিতেই সন্তুষ্ট সেরূপ যোগীরা এবং মাতাপিতৃজ দেহরহিত দেবতারা বিদেহ।

শিষ্য। প্রকৃতিলয় কাহারা ?

গুরু। যাহারা প্রকৃত্যাদির উপাসনায় সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া পিণ্ডপাতের অর্থাৎ দেহপাতের অনন্তর প্রকৃতি বা তৎস্বরূপ তৎকার্য্যে লয় প্রাপ্ত হয় সেই যোগীরাই প্রকৃতিলয় বা প্রকৃতি-সেবী নামে অভিহিত হয়।

শিষ্য ; স্পষ্ট বক্তব্য কি ?

গুরু। দেহাধ্যাস রহিত অথচ আনন্দানুগত সমাধিনিষ্ঠ যোগিগণ ও মাতাপিতৃজদেহরহিত দেবতারা বিদেহ; আর দেহপাতের পরে প্রকৃতি বা তৎকার্য্যে লয়প্রাপ্ত যোগীরা প্রকৃতি-লয়—ইহাদের যে সমাধি উহা ভবপ্রত্যয় বা অজ্ঞানমূলক হয়।

শিষ্য। উপায় প্রত্যয় কি ?

গুরু। উপায় অর্থাৎ শ্রদ্ধাদি যাহার প্রত্যয় অর্থাৎ কারণ, তাহার নাম উপায়প্রত্যয় অর্থাৎ—শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা—এতন্মূলক যে সমাধি অর্থাৎ শ্রদ্ধাদি হইতে যে সমাধি উপস্থিত হয় তাহার নাম উপায়-প্রত্যয় সমাধি।

শিষ্য। শ্রদ্ধা কি ?

গুরু। যোগ বিষয়ে চিত্তের সম্প্রসাদ অর্থাৎ বিলক্ষণ অভিরুচির নাম শ্রদ্ধা।

শিষ্য। বীর্য্য কি ?

গুরু। শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষের তাহাতে যে উৎসাহবিশেষ বা শক্তিবিশেষ তাহার নাম বীর্য্য।

শিষ্য। স্মৃতি কি ?

গুরু। সঞ্জাতবীর্য্য বা বীর্য্যবান্ পুরুষের যোগানুকূল তত্তদ্বিষয়ে যে স্মরণ অর্থাৎ অব্যাকুলতা বা ধ্যানশক্তি—তাহার নাম স্মৃতি।

শিষ্য। সমাধি কি ?

গুরু। স্মৃতিসম্পন্ন চিত্তের যে একাগ্রতা—তাহার নাম সমাধি।

শিষ্য। প্রজ্ঞা কি ?

গুরু। সমাহিত অর্থাৎ সমাধিসম্পন্ন-চিত্তের যে বিবেকব্যের বিবেক অর্থাৎ বস্তুদিগের তত্ত্বজ্ঞান—তাহার নাম প্রজ্ঞা।

শিষ্য। উপায়প্রত্যয় সমাধি কাহাদের হয় ?

গুরু। যাহারা পূর্ব্বোক্ত বিদেহ এবং প্রকৃতিলয়, তদ্ব্যতিরিক্ত মুমুক্ষুদিগের উপায়প্রত্যয় সমাধি হয়।

শিষ্য। একটুকু স্পষ্ট জানিতে ইচ্ছা হয়।

গুরু। স্পষ্ট কথা এই—যাহারা বিদেহ এবং প্রকৃতিলয়, তাহাদের ভবপ্রত্যয় সমাধি হয়, আর বিদেহ ও প্রকৃতিলয় ব্যতিরিক্ত বা বিদেহ প্রকৃতিলয় ভিন্ন অর্থাৎ যাহারা বিদেহও নহে প্রকৃতিলয়ও নহে সেরূপ মুমুক্ষুদিগের উপায়প্রত্যয় সমাধি হয়।

শিষ্য। কাহাদের সমাধি লাভ ও সমাধির ফল আসন্ন বা নিকটবর্ত্তী ?

গুরু। তীব্র-সংবেগসম্পন্ন মুমুক্ষুদিগের সমাধিলাভ ও সমাধির ফল আসন্ন হয়।

শিষ্য। একটু স্পষ্ট করিয়া বলিলে ভাল হয়।

গুরু। কার্য্যপ্রবৃত্তির মূলীভূত সংস্কারবিশেষের নাম সংবেগ, সেই সংবেগ যাহার তীব্র তাহার শীঘ্র সমাধি হয়।

শিষ্য। ইহাতে আরও কোন বিশেষ আছে কি ?

গুরু। আছে।

শিষ্য। কি ?

গুরু। তীব্রত্বের তারতম্যানুসারে ফলও আসন্নতর ও আসন্নতম হয়।

শিষ্য। একটুকু স্পষ্টরূপে বুঝিতে ইচ্ছা হয়।

গুরু। শ্রদ্ধাদির মৃদুত্বাদি ভেদে যোগী নয় প্রকার। (১) মৃদুমৃদু যোগী, (২) মধ্যমৃদু, (৩) তীব্রমৃদু, (৪) মৃদুমধ্য, (৫) মধ্যমধ্য, (৬) তীব্রমধ্য, (৭) মৃদুতীব্র, (৮) মধ্যতীব্র, (৯) তীব্রতীব্র—এই নববিধ যোগীর মধ্যে মৃদুতীব্র যোগীর সমাধি ও তৎফল আসন্ন, আর মধ্যতীব্র যোগীর সমাধি ও তৎফল আসন্নতর আর তীব্রতীব্র যোগীর সমাধি ও তৎফল আসন্নতম হয়।

শিষ্য। আসন্নতম সমাধি ও তৎফলের অন্য উপায় আছে কিনা ?

গুরু। আছে।

শিষ্য। কি ?

গুরু। ঈশ্বরপ্রণিধান বা ঈশ্বরোপাসনা বা ঈশ্বর ভক্তি। ঈশ্বরের প্রণিধানে যোগীর সমাধিও তৎফল আসন্ন তম হয়।

শিষ্য। ঈশ্বর কি ?

গুরু। যাঁহার কোন কালেই (১) অবিদ্যা, (২) অস্মিতা, (৩) রাগ, (৪) দ্বেষ, (৫) অভিনিবেশ এই পঞ্চক্লেশ নাই যাহার কোনকালেই (১) বিহিত, (২, নিষিদ্ধ, (৩) মিশ্র এই ত্রিবিধ কর্ম্ম অথবা (১) শুক্ল, (২) কৃষ্ণ, (৩) শুক্লকৃষ্ণ,

(৪) অশুক্ল অকৃষ্ণ এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম অথবা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ দ্বিবিধ কর্ম্ম নাই, যাঁহার কোন কালেই (১) জাতি, (২) আয়ু, (৩) ভোগ এই ত্রিবিধ কর্ম্মফলরূপ বিপাক নাই, এবং যাঁহার কোন কালেই বিপাকানুকূল বাসনা রূপ আশয় নাই এবং যিনি নিত্যৈশ্বর্য্যশালী এইরূপ পুরুষ বিশেষের নাম ঈশ্বর।

শিষ্য। অবিদ্যা কি?

গুরু। অনিত্যে নিত্যবুদ্ধি, অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, দুঃখে সুখ বুদ্ধি ও অনাত্মায় আত্ম বুদ্ধির নাম অবিদ্যা।

শিষ্য। অস্মিতা কি?

গুরু। দৃক্‌শক্তি পুরুষ আর দর্শনশক্তি বুদ্ধিতত্ব এই উভয়ের অভেদাভিমানের নাম অস্মিতা।

শিষ্য। রাগ কি?

গুরু। সুখানুভবী পুরুষের সুখ বা সুখের উপায়ে যে কামনাবিশেষ তাহার নাম রাগ।

শিষ্য। দ্বেষ কি?

গুরু। দুঃখানুভবী পুরুষের দুঃখ বা দুঃখের উপায়ে যে প্রতিপক্ষভাবনাবিশেষ তাহার নাম দ্বেষ।

শিষ্য। অভিনিবেশ কি?

গুরু। বিবেকীরও অবিবেকীর ন্যায় স্বাভাবিক প্রসিদ্ধ যে মরণ ভয় তাহার নাম অভিনিবেশ। (এই সকলের বিবরণ পশ্চাৎ বক্তব্য)।

শিষ্য। বিহিত কর্ম্ম কি?

গুরু। সন্ধ্যাবন্দনাদি।

শিষ্য। নিষিদ্ধ কর্ম্ম কি ?

গুরু। ব্রহ্মবধাদি।

শিষ্য। মিশ্র কর্ম্ম কি ?

গুরু। যাহা আংশিক বিহিত ও আংশিক নিষিদ্ধ তাহা ; যথা যাগাদি, অথবা যাহা বিহিতও নহে নিষিদ্ধও নহে তাহা, যথা চৈত্যবন্দনাদি।

শিষ্য। শুক্ল কর্ম্ম কি ?

গুরু। কেবল পুণ্যজনক কর্ম্ম, যথা সত্য প্রভৃতি।

শিষ্য। কৃষ্ণ কর্ম্ম কি ?

গুরু। কেবল পাপজনক কর্ম্ম যথা ব্রহ্মবধাদি।

শিষ্য। শুক্লকৃষ্ণ কর্ম্ম কি ?

গুরু। পুণ্য এবং পাপ এই উভয়জনক কর্ম্ম, যথা যজ্ঞাদি।

শিষ্য। উহাতে পাপ হয় কেন ?

গুরু। যজ্ঞাদিতে যেরূপ পুণ্য হয় সেইরূপ পশু ও বীজাদির বধে অল্পপাপও হয়।

শিষ্য। পশু প্রভৃতির বৈধ বধে যে পাপ হয় ইহাতে কি সর্ব্বসম্মতি আছে ?

গুরু। না।

শিষ্য। তবে উহাতে কি মত ভেদ আছে ?

গুরু। আছে।

শিষ্য। কি রূপ ?

গুরু। কোন কোন শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই, যে বৈধই হউক আর অবৈধই হউক, পশু প্রভৃতির বধেই পাপ হয়। আর কোন শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, অবৈধেই পাপ হয়, বৈধে পাপ হয় না।

শিষ্য। এই বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় কি ?

গুরু। আমার সকল শাস্ত্রেই সমান শ্রদ্ধা আছে, সুতরাং আমি সকলেরই যাথার্থ্য স্বীকার করি। আমার মনে হয় দেশ, কাল, পাত্র, অধিকারী ও অধিকার ভেদে সামঞ্জস্য করা উচিত।

শিষ্য। অশুক্ল অকৃষ্ণ কর্ম্ম কি ?

গুরু। ফল-সন্ন্যাসী অর্থাৎ ফলকামনারহিতদিগের পুণ্য-পাপরহিত নিষ্কাম কর্ম্ম, উহাতে পুণ্যও নাই পাপও নাই।

শিষ্য। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কি ?

গুরু। ধর্ম্ম শব্দের অর্থ পুণ্য, ও অধর্ম্ম শব্দের অর্থ পাপ।

শিষ্য। ঈশ্বরে বিশেষ কি আছে ?

গুরু। ঈশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্বের যে বীজ আছে তাহা নিরতিশয় অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজীভূত যে জ্ঞান তাহা পরমেশ্বরে কাষ্ঠাপ্রাপ্ত বা পরিপূর্ণ বা সর্ব্বাধিক।

শিষ্য। ভগবান্ পরমেশ্বরের পূর্ব্বপূর্ব্ব পুরুষ হইতে কি বিশেষ আছে ?

গুরু। সেই ঈশ্বর আদ্যপুরুষ হিরণ্যগর্ভাদির এবং বেদপ্রকাশক মহর্ষিদিগেরও উপদেষ্টা-নিয়ন্তা বা জ্ঞানচক্ষুঃপ্রদ বা জনক।

শিষ্য। কেন?

গুরু। যেহেতু ঈশ্বরের সময় দ্বারা পরিচ্ছেদ নাই, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি সকলই সময় দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ তাহাদের জন্মাদি আছে। আর ভগবান্ ঈশ্বর সময়পরিচ্ছিন্ন নহেন অর্থাৎ তাঁহার জন্মাদি নাই।

শিষ্য। ঈশ্বরের বাচক কি, যাহা তাঁহার প্রণিধানের উপযোগী হইতে পারে?

গুরু। সেই ঈশ্বরের বাচক—অভিধায়ক প্রণব অর্থাৎ "ওঁকার"।

শিষ্য। প্রণব শব্দের ব্যুৎপত্তি কি, যদ্দ্বারা ওঁকারকে বুঝাইতে পারে?

গুরু। প্রকৃষ্টরূপে স্তব করা যায় যাহাদ্বারা, অথবা প্রকৃষ্টরূপে স্তব করে যে, এই ব্যুৎপত্তিতে প্রণব শব্দে ওঁকারকে বুঝায়।

শিষ্য। পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রণিধানের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা কিরূপ?

গুরু। প্রণবের জপ ও প্রণবপ্রতিপাদ্য ঈশ্বরের ভাবনা বা চিন্তন বা পুনঃ পুনঃ চিত্তে নিবেশন, ইহাই প্রণিধান।

শিষ্য। ঈশ্বর প্রণিধানের ফল কি কেবল সমাধিই, না আরও কিছু আছে?

গুরু। আরও আছে।

শিষ্য। তাহা কি?

গুরু । প্রত্যক্-চেতনের অধিগম বা যথার্থজ্ঞান হয় এবং অন্তরায়ের অর্থাৎ যোগমল বা যোগপ্রতিপক্ষ বা যোগপ্রতিকূল বিঘ্নসকলের বিনাশ হয় ।

শিষ্য । প্রত্যক্ চেতন কি ?

গুরু । কাহারও মতে প্রতিবস্তুতে অনুস্যূত এই অর্থে অথবা পশ্চিম বা পুরাতন এই অর্থে প্রত্যক্ ঈশ্বর, তদ্রূপ চেতন অর্থাৎ পরমেশ্বরস্বরূপ চিৎশক্তি, আর কাহারও মতে প্রতীপ বিপরীত জানে যে, তাহা প্রত্যক্, তদ্রূপ চেতন অর্থাৎ বিষয়ের প্রতিকূল বা আত্মাভিমুখগামী যে চৈতন্য ভোক্তা-পুরুষ বা বুদ্ধিযুক্তপুরুষ বা জীবাত্মা তাহার নাম প্রত্যক্ চেতন ।

শিষ্য । অন্তরায় কতিবিধ ?

গুরু । নববিধ ।

শিষ্য । কি কি ?

গুরু । (১) ব্যাধি, (২) স্ত্যান, (৩) সংশয়, (৪) প্রমাদ, (৫) আলস্য, (৬) অবিরতি, (৭) ভ্রান্তিদর্শন, (৮) অলব্ধভূমিকত্ব, (৯)অনবস্থিতত্ব এই সকল চিত্তের বিক্ষেপ জন্মায় বলিয়া ইহাদিগকে চিত্তবিক্ষেপও বলে ।

শিষ্য । ব্যাধি কি ?

গুরু । বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার এবং ধাতু প্রভৃতির বৈষম্য দ্বারা উৎপন্ন জ্বরাদি ।

শিষ্য । স্ত্যান কি ?

গুরু । চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা বা অসামর্থ্যই স্ত্যান ।

শিষ্য। সংশয় কি ?

গুরু। ইহা এইরূপ কি অন্যরূপ এবম্বিধ উভয়কোটিস্পৃক্ জ্ঞানের নাম সংশয়, যথা—যোগ, সাধ্য হয় কিনা ? ইত্যাদি।

শিষ্য। প্রমাদ কি ?

গুরু। সমাধি সাধনে ঔদাসীন্য অর্থাৎ উদ্যমরাহিত্য।

শিষ্য। আলস্য কি ?

গুরু। শরীরের ও চিত্তের গুরুত্ব নিবন্ধন কর্ম্মে অপ্রবৃত্তিই আলস্য।

শিষ্য। অবিরতি কি ?

গুরু। চিত্তে বিষয়-সম্প্রয়োগরূপ গর্দ্ধ বা তৃষ্ণা অর্থাৎ বিষয়াকাঙ্ক্ষার নাম অবিরতি।

শিষ্য। ভ্রান্তি দর্শন কি ?

গুরু। রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদিজ্ঞানের ন্যায় বিপরীত জ্ঞান-বিশেষের নাম ভ্রান্তি দর্শন।

শিষ্য। অলব্ধভূমিকত্ব কি ?

গুরু। সমাধিভূমির অসংপ্রাপ্তি বা অলাভ।

শিষ্য। অনবস্থিতত্ব কি ?

গুরু। সমাধি ভূমির প্রাপ্তি হইলেও তাহাতে চিত্তের যে অপ্রতিষ্ঠা বা অস্থিরতা তাহার নাম অনবস্থিতত্ব।

শিষ্য। অন্তরায়ের সহভূ—সহজাত—সহচর কিছু আছে কি না ?

গুরু। আছে।

শিষ্য। কি ?

গুরু। (১) দুঃখ, (২) দৌর্মনস্য, (৩) অঙ্গমেজয়ত্ব, (৪) শ্বাস, (৫) প্রশ্বাস ইহারা চিত্ত বিক্ষেপ জন্মায় এবং সমাধির প্রতিকূল হয়।

শিষ্য। দুঃখ কি ?

গুরু। প্রতিকূল-বেদনীয়ের নাম দুঃখ ইহা অনেকবার বলা হইয়াছে।

শিষ্য। দৌর্মনস্য কি ?

গুরু। ইচ্ছার বিঘাতে চিত্তের যে ক্ষোভ তাহার নাম দৌর্মনস্য।

শিষ্য। অঙ্গমেজয়ত্ব কি ?

গুরু। শরীরের কম্প।

শিষ্য। উহাতে হানি কি ?

গুরু। উহাতে আসনের স্থিরতার বাধা জন্মে।

শিষ্য। শ্বাস কি ?

গুরু। স্বভাবতঃ যে বহির্বায়ু গ্রহণ তাহার নাম শ্বাস।

শিষ্য। প্রশ্বাস কি ?

গুরু। উদরস্থিত বায়ুর যে রেচন বা নিঃসারণ তাহার নাম প্রশ্বাস।

শিষ্য। শ্বাস প্রশ্বাস ত সকলেরই হয় উহাতে হানি কি ?

গুরু। শ্বাস ও প্রশ্বাস অস্বাভাবিক হইলে উহাতে চিত্ত চঞ্চল বা অস্থির হয়।

শিষ্য। প্রণব জপ ও প্রণবার্থ ভাবনে অসমর্থ যোগীর সহভূ-সহিত অন্তরায়ের বা কেবল সহভূদিগের নিরাকরণার্থ কি কর্ত্তব্য?

গুরু। তাহাদের নিরাকরণার্থ একতত্ত্বাভ্যাস কর্ত্তব্য।

শিষ্য। একতত্ত্বাভ্যাস কি?

গুরু। একতত্ত্বের—মুখ্যতত্ত্বের অর্থাৎ ঈশ্বরের অথবা যে কোনও অভিমত একটী তত্ত্বের চিত্তে পুনঃ পুনঃ নিবেশই একতত্ত্বাভ্যাস অর্থাৎ যেকোনও একতত্ত্বের ধ্যান করার নাম একতত্ত্বাভ্যাস।

শিষ্য। ঈশ্বরপ্রণিধান বা একতত্ত্বাভ্যাস এই উভয়ই চিত্তপ্রসাদন সাপেক্ষ, সেই চিত্তপ্রসাদন কিসে হয়?

গুরু। সুখীদিগের প্রতি মৈত্রী অর্থাৎ সৌহার্দ্দ বা প্রেম-বুদ্ধিসম্পাদন দ্বারা, দুঃখীদিগের প্রতি করুণাবুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা, পুণ্যবান্‌দিগের প্রতি পুণ্যানুমোদনজনিত হর্ষবোধ সম্পাদন দ্বারা এবং পাপীদিগের প্রতি উপেক্ষাবুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বর প্রণিধানের বা একতত্ত্বাভ্যাসের অনুকূল চিত্তপ্রসাদন জন্মে।

শিষ্য। চিত্ত প্রসাদনের অন্য উপায় কি আছে?

গুরু। প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন ও বিধারণ—এই উভয় দ্বারা ও চিত্তের প্রসাদন হয়।

শিষ্য। একটুকু স্পষ্ট বুঝিতে ইচ্ছা হয়?

গুরু। যথাশাস্ত্র প্রাণবায়ুর নিঃসারণ ও বিধারণ অর্থাৎ বহিরবস্থাপন দ্বারা চিত্তের প্রসাদন বা নৈর্ম্মল্য হয়। (এই সকল যৌগিক ক্রিয়া গুরুগম্য)

শিষ্য। চিত্তের প্রসাদন হইলেও মনঃস্থৈর্য্যের অভাবে প্রকৃতত্ত্বাভ্যাস হইতে পারে না, সুতরাং মনঃস্থৈর্য্যের উপায় জ্ঞাতব্য।

গুরু। বিষয়বতী প্রবৃত্তি মনঃস্থিতির কারণ হয়।

শিষ্য। একটুকু স্পষ্ট করিয়া বলিলে ভাল হয়।

গুরু। নাসিকাগ্রে চিত্ত সংযম করিলে দিব্যগন্ধের সাক্ষাৎকার হয়, ইহার নাম গন্ধ-প্রবৃত্তি। জিহ্বাগ্রে চিত্তসংযম করিলে দিব্যরস সাক্ষাৎকার হয়, ইহার নাম রসপ্রবৃত্তি। তালুস্থানে চিত্তসংযম করিলে দিব্যরূপের সাক্ষাৎকার হয়, ইহার নাম রূপপ্রবৃত্তি। জিহ্বামধ্যে চিত্তসংযম করিলে দিব্যস্পর্শের সাক্ষাৎকার হয়, ইহার নাম স্পর্শপ্রবৃত্তি। জিহ্বামূলে চিত্তসংযম করিলে দিব্যশব্দের সাক্ষাৎকার হয়, ইহার নাম শব্দপ্রবৃত্তি। এই সকলকে বিষয়বতী প্রবৃত্তি বলে, এই বিষয়বতী প্রবৃত্তি হইতে চিত্তপ্রসাদনের অপেক্ষণীয় মনঃস্থৈর্য্য উপস্থিত হয়।

শিষ্য। মনঃস্থিতির আর কি উপায় আছে?

গুরু। হৃদয়কমল মধ্যে প্রশান্তকল্লোলপ্রখ্য চিত্তসত্ত্বে সংযম করিলে বিশোকা অর্থাৎ শোকরহিত জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, উহা হইতেও মনের স্থিরতা উপস্থিত হয়।

শিষ্য। মনঃস্থিতির কারণ আর কি আছে?

গুরু। রাগহীন চিত্ত যেই চিত্তের সংযমের বিষয় হয়, সেই চিত্তও মনঃস্থৈর্য্যের কারণ হয়, অর্থাৎ রাসনাহীন জীবন্মুক্ত

পুরুষের চিত্তে সংযম করিলেও মনের স্থৈর্য্য উপস্থিত হয় অর্থাৎ মনঃস্থির হয়।

শিষ্য। আর কিসে মনঃ স্থির হয়?

গুরু। স্বপ্নজ্ঞানের বিষয় দেবতাদি এবং নিদ্রাজ্ঞানের বিষয় অলৌকিক সুখ যেই চিত্তের বিষয় হয় অথবা স্বপ্ন নিদ্রা এই উভয়-সম্বন্ধি উভয়ের সন্ধিও যেই চিত্তের বিষয় হয় সেই চিত্ত মনঃস্থৈর্য্যের সম্পাদক।

শিষ্য। একটুকু স্পষ্ট বলিলে ভাল হয়।

গুরু। স্বপ্নে যে সকল দেবতাদির দর্শন হয় এবং নিদ্রায় যে অলৌকিক সুখের অনুভব হয় সেই দেবতা প্রভৃতিতে এবং ঐ অলৌকিক সুখে চিত্ত সংযম করিলে মনঃস্থির হয়, অথবা স্বপ্নও নিদ্রা এই উভয়ের সন্ধিতে চিত্ত সংযম করিলে মনঃস্থির হয়।

শিষ্য। আর কিসে মন স্থির হয়?

গুরু। যথাভিমত ধ্যানেও মনঃস্থির হয়, অর্থাৎ যে দেবতাদি সাধকের অভিপ্রেত হয় তাহার ধ্যান করিলেও মনের স্থিরতা হয়।

শিষ্য। প্রসাদিতান্তঃকরণসম্পন্ন যোগীর কি বিশেষ হয়?

গুরু। বিশুদ্ধান্তঃকরণ সম্পন্ন যোগীর সূক্ষ্মে পরমাণু পর্য্যন্ত ও স্থূলে পরমমহত্ব পর্য্যন্ত বশীকার হয় অর্থাৎ বিশুদ্ধান্তঃ-করণ সম্পন্ন যোগী ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র সংযম করিতে পারে, অর্থাৎ নির্ম্মল ও স্থিরচিত্ত যোগীর অন্তঃকরণ সূক্ষ্ম স্থূল

সকলকেই বিষয় করিতে পারে, এইরূপ যোগীর অন্তঃকরণ কোথায়ও প্রতিহত হয় না।

শিষ্য। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলিলে ভাল হয়।

গুরু। যেরূপ নির্ম্মল স্ফটিকমণি জবাকুসুমাদি উপাধির নিকটে থাকায় নিজের শুক্লরূপের আচ্ছাদনে জবাকুসুমাদির রক্তাদিরূপ প্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপে প্রকাশিত হয় সেরূপ রজস্তমোমল রহিত বিশুদ্ধ চিত্তসত্ত্ব ও গ্রহীতা অর্থাৎ পুরুষ, গ্রহণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও গ্রাহ্য অর্থাৎ বিষয়রূপ উপাধির সম্বন্ধে নিজ রূপের আচ্ছাদনে উপাধির রূপ প্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শিষ্য। নির্ব্বিচার সমাধির বৈশারদ্য বা নৈর্ম্মল্য উপস্থিত হইলে কি হয়?

গুরু। নির্ব্বিচার সমাধির বৈশারদ্য বা নৈর্ম্মল্য উপস্থিত হইলে অধ্যাত্মপ্রসাদ অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার হয়। অর্থাৎ এই সময়ে কোন দোষ-ক্লেশ বা মালিন্য থাকেনা, সর্ব্বপ্রকাশক চিত্তসত্ত্ব তখন নির্ম্মল হয়, তখন আত্মাও বিজ্ঞাত হয়; ইহার নাম অধ্যাত্মবিজ্ঞান।

শিষ্য। তাহাতে কি হয়?

গুরু। নির্ব্বিচার বৈশারদ্য উপস্থিত হইলে যোগীর যে প্রজ্ঞা অর্থাৎ সমাধিপ্রজ্ঞা উদিত হয় তাহা ঋতম্ভরা অর্থাৎ সত্যপূর্ণা হয়, অর্থাৎ নির্ব্বিচার-সমাধিজ প্রজ্ঞার ঋতম্ভরা সংজ্ঞা হয়। যোগিগণ এই প্রজ্ঞাদ্বারা সমুদয় বস্তুর যথাবৎ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে।

শিষ্য। এই সমাধিপ্রজ্ঞা কি আগমপ্রজ্ঞা ও অনুমানপ্রজ্ঞার মতই ?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। ইহার বিশেষার্থতা বা বিলক্ষণবিষয়তা আছে।

শিষ্য। বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। অবহিতমনা হইয়া শ্রবণ কর। আগমপ্রজ্ঞা ও অনুমানপ্রজ্ঞা বস্তুর একদেশ বা সামান্যাকারমাত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু এই সমাধিপ্রজ্ঞা কি সূক্ষ্ম, কি ব্যবহিত, কি বিপ্রকৃষ্ট, সমস্তকেই গ্রহণ বা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়।

শিষ্য। নির্ব্বিচার সমাধি-প্রজ্ঞাই হউক, আর ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাই হউক বা তজ্জনিত সংস্কারই হউক—তদ্দ্বারা অনাদিসিদ্ধ বলবান্ অন্য সংস্কার সকল কিরূপে নিরুদ্ধ হইবে ?

গুরু। নির্ব্বিচার সমাধিপ্রজ্ঞাজনিত সংস্কারই হউক আর ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞাজনিত সংস্কারই হউক—উহা পূর্ব্ব-পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য সংস্কারের প্রতিবন্ধক বা বাধক বা নিরাসক হয়, অর্থাৎ এই সংস্কার দ্বারা পূর্ব্বপূর্ব্ব-সংস্কার সকল তিরোহিত হইয়া থাকে।

শিষ্য। নির্বীজ সমাধি কিসে আবির্ভূত হয় ?

গুরু। নির্ব্বিচার সমাধি-প্রজ্ঞাজনিত বা ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞাজনিত সংস্কারের নিরোধ বা নিবৃত্তি অর্থাৎ তিরোধান হইলে সকলের

নিরোধ হওয়ায় নির্বীজ নিরালম্বন ক্লেশ-কর্ম্মাদিরূপবীজশূন্য অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়, অর্থাৎ নির্ব্বিচার সমাধিজনিত সংস্কার দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমাধি নষ্ট হইলে অভ্যাসবলে এই সমাধিরও তিরোধান হয় তখনই নির্ব্বীজ সমাধি হয়।

শিষ্য। ইহাই কি কৈবল্য ?

গুরু। হাঁ, ইহাই কৈবল্য। এই অবস্থায়ই পুরুষ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ ও শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ চিত্ত যে বীজ অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান ছিল তখন তাহাও নষ্ট হয়, তখন আর বীজ না থাকায় নির্বীজ সমাধি উপস্থিত হয়। এই নির্বীজ সমাধি পরিপাক প্রাপ্ত হইলে চিত্ত তৎক্ষণাৎ নিজের জন্মভূমি প্রকৃতিকে আশ্রয় করে, তখন প্রকৃতিও স্বতন্ত্রা হয়, পুরুষও প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, সেই পুরুষকে আর শরীরের গ্রহণ করিতে হয় না, তাহার আর জন্ম-মরণ হয় না এবং সুখ দুঃখ ভোগ হয় না, তখনই পুরুষ সম্যক্ কৃতার্থ হয়।

শিষ্য। পূর্ব্বে জ্ঞানযোগ ও ক্রিয়াযোগের ভেদে দ্বিবিধ যোগ উক্ত হইয়াছে এবং জ্ঞানযোগ সম্যক্ প্রতিপাদিত হইয়াছে, এখন জানিতে ইচ্ছা হয়—জ্ঞানযোগের অধিকারী কে ?

গুরু। নির্ম্মলচিত্ত উত্তম প্রাণীরাই জ্ঞানযোগের অধিকারী।

শিষ্য। যাহারা নির্ম্মলচিত্ত নহে তাহাদের কি যোগে অধিকার নাই ?

গুরু। আছে বৈ কি!

শিষ্য। কোন্ যোগে অধিকার আছে ?

গুরু। ক্রিয়াযোগে। যাহারা নির্ম্মলচিত্ত হয় নাই, তাহাদের নিমিত্ত ক্রিয়াযোগের উপদেশ; অর্থাৎ যাহারা নির্ম্মলচিত্ত নহে তাহাদের প্রথম ক্রিয়াযোগই কর্ত্তব্য।

শিষ্য। ক্রিয়াযোগ কি?

গুরু। (১) তপঃ, (২) স্বাধ্যায়, (৩) ঈশ্বরপ্রণিধান—এই তিনটী ক্রিয়াযোগ।

শিষ্য। তপঃ কি?

গুরু। শাস্ত্রোক্ত চান্দ্রায়ণাদি।

শিষ্য। তপস্যা কেন?

গুরু। তপস্যাব্যতিরেকে যোগের সিদ্ধি হয় না।

শিষ্য। স্বাধ্যায় কি?

গুরু। প্রণবের বা প্রণবপূর্ব্বক মন্ত্রের জপ এবং বেদোপনিষদাদি শাস্ত্রের পাঠ।

শিষ্য। ঈশ্বরপ্রণিধান কি?

গুরু। পরম গুরু পরমেশ্বরে—ফলের অপেক্ষা না করিয়া নিখিল কর্ম্মের সমর্পণ বা ভক্তিবিশেষ, বা বিশিষ্ট ধ্যান, বা বিশিষ্ট উপাসনা।

শিষ্য। ক্রিয়াযোগের ফল কি?

গুরু। পূর্ব্বোক্ত সমাধির উৎপাদন ও ক্লেশের তনুকরণ অর্থাৎ এই ক্রিয়াযোগ করিলে পূর্ব্বোক্ত সমাধির উদয় হয় এবং ক্লেশ সকল ক্ষীণ হয় অর্থাৎ নিজের কার্য্যে অসমর্থ হয়।

শিষ্য। ক্লেশ কি?

গুরু। যদ্দ্বারা জীব কষ্টের অনুভব করে তাহার নাম ক্লেশ।

শিষ্য। ক্লেশ কতিবিধ ?

গুরু। পঞ্চবিধ।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) অবিদ্যা, (২) অস্মিতা, (৩) রাগ, (৪) দ্বেষ, (৫) অভিনিবেশ।

শিষ্য। এই পঞ্চ ক্লেশের মধ্যে মূল কি ?

গুরু। অবিদ্যা, অবিদ্যাই অস্মিতাদির মূল কারণ; অবিদ্যা না থাকিলে অস্মিতাদির আবির্ভাব হয় না।

শিষ্য। অবিদ্যা কি ?

গুরু। মিথ্যা জ্ঞান, যথা—অনিত্যবস্তুতে নিত্যবুদ্ধি, অশুচি দেহাদিতে শুচিবুদ্ধি, দুঃখরূপ বিষয়ভোগাদিতে সুখবুদ্ধি, অনাত্মা পুত্রাদিতে আত্মবুদ্ধি।

শিষ্য। অস্মিতা কি ?

গুরু। দৃক্‌শক্তি ও দর্শনশক্তির অর্থাৎ পুরুষ ও বুদ্ধির অভেদারোপ বা অভেদাভিমান, অর্থাৎ দৃক্‌শক্তি যে দর্শনশক্তির সহিত একীভূতবৎ প্রকাশ পায় উভয়ের সেই একীভাব প্রাপ্তির নাম অস্মিতা।

শিষ্য। রাগ কি ?

গুরু। সুখে অনুরাগ বিশেষের নাম রাগ অর্থাৎ সুখানুভবী পুরুষের সুখস্মরণ দ্বারা সুখে বা সুখ-সাধনে যে আকাঙ্ক্ষা—কামনা বা লোভবিশেষ তাহার নাম রাগ।

শিষ্য। দ্বেষ কি?

গুরু। দুঃখানুভবী পুরুষের দুঃখস্মরণ দ্বারা দুঃখে বা দুঃখসাধনে যে প্রতিপক্ষ-ভাবনাবিশেষ বা অনিচ্ছাবিশেষ তাহার নাম দ্বেষ।

শিষ্য। অভিনিবেশ কি?

গুরু। স্বাভাবিক প্রসিদ্ধ যে মরণভয়, তাহার নাম অভিনিবেশ।

শিষ্য। এই পঞ্চবিধ ক্লেশের মধ্যে প্রধান কে?

গুরু। অবিদ্যাই প্রধান, কেন না, অবিদ্যাই প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদাররূপে অবস্থিত অস্মিতাদি ক্লেশসমূহের প্রসবভূমি বা মূল। বস্তুতঃ অস্মিতাদির স্বাতন্ত্র্য নাই, উহারা অবিদ্যারই প্রকারবিশেষ।

শিষ্য। প্রসুপ্ত কি?

গুরু। বীজ বা শক্তিরূপে স্থিতির নাম প্রসুপ্তি, তদ্বিশিষ্ট অর্থাৎ শক্তিরূপে অবস্থিতই প্রসুপ্ত। এই প্রসুপ্ত ক্লেশ আলম্বন প্রাপ্ত হইলেই পুনঃ উত্থিত হয়।

শিষ্য। তনু কি?

গুরু। ক্রিয়াযোগ দ্বারা যে ক্লেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাহার নাম তনু।

শিষ্য। বিচ্ছিন্ন কি?

গুরু। ক্লেশান্তর দ্বারা বিচ্ছেদপ্রাপ্ত, যথা দ্বেষকালে রাগ বিচ্ছিন্ন হয়।

শিষ্য। উদার কি ?

গুরু। ব্যাপারবিশিষ্ট, অর্থাৎ যাহার ক্রিয়া আরম্ভ হয় তাহাই উদার।

শিষ্য। ইহাদের কিরূপে উচ্ছেদ হয় ?

গুরু। ক্লেশসকল যখন মৈত্র্যাদিভাবনার সহিত ক্রিয়া-যোগদ্বারা সূক্ষ্ম হয় এবং প্রসংখ্যানানলদ্বারা দগ্ধবীজভাবপ্রাপ্ত হয় তখন সংস্কাররূপী সেই সূক্ষ্ম ক্লেশসকলের প্রতিলোমপরিণাম দ্বারা উচ্ছেদ হয়, সংস্কাররূপী সূক্ষ্ম সেই পঞ্চক্লেশ প্রতিপ্রসব দ্বারা অর্থাৎ চিত্তের প্রকৃতিতে প্রলয়দ্বারা উচ্ছেদ হয় অর্থাৎ চিত্ত প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হইলে ক্লেশসকল উচ্ছিন্ন হয়।

শিষ্য। ক্লেশের বৃত্তি কিরূপে নাশ পায় ?

গুরু। অবিদ্যাদি ক্লেশসকলের যে সুখদুঃখাদি আকারে পরিণাম বা স্থূল অবস্থা—তাহা অর্থাৎ সুখদুঃখ মোহরূপ স্থূল ব্যাপার বা উদারাবস্থা চিত্তৈকাগ্র্যরূপ ধ্যান দ্বারা নষ্ট হয়।

শিষ্য। ক্লেশ থাকিলে কি হয় ?

গুরু। ক্লেশ থাকিলেই তাহা হইতে বাসনাত্মক ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ সংস্কারবিশেষ অর্থাৎ কর্ম্মাশয় জন্মিয়া থাকে।

শিষ্য। তাহাতে কি হয় ?

গুরু। ক্লেশ থাকিলে কুশল ও অকুশলরূপ কর্ম্মের এবং কর্ম্মাশয় ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিপাক বা পরিণাম হয়।

শিষ্য। ধর্ম্মাধর্ম্মের বিপাক অর্থাৎ পরিণাম বা ফল কি হয় ?

গুরু। (১) জাতি, (২) আয়ু, (৩) ভোগ।

শিষ্য। উহাতে কি কেবল পরিতাপই হয় ?

গুরু। না, আহ্লাদও হয় পরিতাপও হয়।

শিষ্য। কখন কিরূপ হয় ?

গুরু। ধর্ম্ম হইতে উত্তম জাতি, উত্তম আয়ু ও উত্তম ভোগ হয় তাহাতে আহ্লাদ হয় আর অধর্ম্ম হইতে অধম জাতি, অধম আয়ু ও অধম ভোগ হয়, তাহাতে পরিতাপ হয়।

শিষ্য। অবিবেকীর ন্যায় বিবেকীরও কি উহাতে সুখ হয় ?

গুরু। না, বিবেকীর পক্ষে সকলই দুঃখ।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। উহাতে পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ, সংস্কারদুঃখ ও গুণবৃত্তির বিরোধ থাকে।

শিষ্য। একটুকু স্পষ্ট বুঝিতে ইচ্ছা হয়।

গুরু। ভোগে তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয় তখন ভোগ্য না পাইলে ক্লেশ হয় এই পরিণাম দুঃখ। ভোগকালেও ভোগের পরিপন্থীর প্রতি দ্বেষ হয় এই তাপদুঃখ। আর ক্রমেই ভোগসংস্কার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, উহাতে সংস্কার থাকে ইহা সংস্কারদুঃখ। এই ত্রিবিধ দুঃখের সর্ব্বত্র সদ্ভাব থাকায় এবং সুখ দুঃখ মোহরূপ চিত্তবৃত্তি সকলের পরস্পর বিরোধ থাকায় বিবেকীর পক্ষে সুখ দুঃখ এই উভয়ই দুঃখস্বরূপ হয়।

শিষ্য। কোন্ দুঃখ হেয় ?

গুরু। অনাগত দুঃখই হেয় অর্থাৎ যে দুঃখ অতীত হইয়াছে তাহার নিবৃত্তির জন্য আর যত্নের প্রয়োজন নাই,

যে দুঃখ বর্ত্তমান তাহা অল্পক্ষণে স্বতঃই নষ্ট হইবে তদর্থ আর প্রয়াসের অপেক্ষা নাই, যে দুঃখ এখনও উপস্থিত হয় নাই তাহাই হেয় বা হানের যোগ্য অর্থাৎ ভাবী দুঃখের নিবৃত্তি বা দুঃখবীজের নিবৃত্তিই প্রার্থনীয়।

শিষ্য। হেয়ের অর্থাৎ দুঃখের কারণ কি ?

গুরু। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অর্থাৎ পুরুষ ও বুদ্ধির ভোক্তৃত্ব ও ভোগ্যত্ব লক্ষণ সংযোগ বিশেষই দুঃখের কারণ।

শিষ্য। দ্রষ্টা কি ?

গুরু। দ্রষ্টা অর্থে দৃশিমাত্র অর্থাৎ চৈতন্যরূপ পুরুষ।

শিষ্য। চিদ্রূপী অপরিণামী পুরুষ কিরূপে দ্রষ্টা হয় ?

গুরু। পুরুষ বাস্তবিক দ্রষ্টা না হইলেও বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিবিম্বিত হইয়া দ্রষ্টার ন্যায় প্রকাশ পায়।

শিষ্য। দৃশ্যের স্বরূপ কি ?

গুরু। প্রকাশস্বভাব সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজঃ, এই উভয়ের প্রতিরোধক অচলস্বভাব তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মক যে ভূত ও ইন্দ্রিয় বা করণ ইহারা দৃশ্য।

শিষ্য। দৃশ্য কি কার্য্যে উদ্যত হয় ?

গুরু। পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ প্রদানে উদ্যত হয়।

শিষ্য। গুণের কয়টী পর্ব্ব বা গ্রন্থি বা অবস্থা আছে ?

গুরু। চারিটী।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) বিশেষ, (২) অবিশেষ, (৩) লিঙ্গমাত্র,

(৪) অলিঙ্গ, অর্থাৎ গুণের বিশেষাবস্থা, অবিশেষাবস্থা, লিঙ্গাবস্থা ও অলিঙ্গাবস্থা।

শিষ্য। বিশেষাবস্থা কি ?

গুরু। পৃথিবীপ্রভৃতি ভূত ও ইন্দ্রিয় ইহারা বিশেষাবস্থা।

শিষ্য। অবিশেষাবস্থা কি ?

গুরু। তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত ও অহঙ্কার ইহারা অবিশেষাবস্থা।

শিষ্য। লিঙ্গাবস্থা কি ?

গুরু। যাহা অবিশেষাবস্থার মূল অর্থাৎ মূল প্রকৃতির প্রথমবিকার, যাহার নাম বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব তাহাই প্রকৃতির লিঙ্গাবস্থা।

শিষ্য। অলিঙ্গাবস্থা কি ?

গুরু। প্রকৃতি।

শিষ্য। মুক্তপুরুষের প্রতি ব্যাপারহীন বা সৃষ্টিশূন্যা বা অদৃশ্যা প্রকৃতি কি সকলের প্রতিই নির্ব্যাপার বা সৃষ্টিহীনা হয় ?

গুরু। কৃতকৃত্য মুক্তপুরুষের প্রতি প্রকৃতি ব্যাপাররহিত হইলেও অর্থাৎ সৃষ্টি না করিলেও বা অদৃশ্যা হইলেও অবিবেকী বা অমুক্ত পুরুষের প্রতি নির্ব্ব্যাপার বা সৃষ্টিকার্য্যহীন বা অদৃশ্যা নহে।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। কারণ, প্রকৃতি সাধারণের অর্থাৎ মুক্ত ও অমুক্ত এই উভয়ের পক্ষে সমান।

শিষ্য। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের এই সংযোগ হইতে কি হয়?

গুরু। স্বশক্তি ও স্বামিশক্তির স্বরূপোপলব্ধি হয়, অর্থাৎ উক্ত সংযোগ দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয়ের স্বরূপ-প্রতীতির কারণ হয়।

শিষ্য। এই সংযোগের কারণ কি?

গুরু। এই সংযোগের কারণ অবিদ্যা।

শিষ্য। এই সংযোগের অভাব কিরূপে হয়?

গুরু। সংযোগের মূল কারণ অবিদ্যা, সুতরাং অবিদ্যার অভাবে সংযোগের অভাব হয়।

শিষ্য। অবিদ্যার অভাব কিসে হয়?

গুরু। বিদ্যাদ্বারা, অর্থাৎ বিদ্যার উদয় হইলে অবিদ্যার অভাব হয়, অবিদ্যার অভাবে তৎকার্য্য যে সংযোগ তাহার অভাব হয়। ইহাই হান, ইহাই পুরুষের কৈবল্য।

শিষ্য। হানের বা দুঃখনিবৃত্তির উপায় কি?

গুরু। অবিপ্লব বা নিরুপদ্রব অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানরহিত বিবেক খ্যাতিই হানের উপায়।

শিষ্য। বিবেকখ্যাতিসম্পন্ন যোগীর কতিবিধ ও কিরূপ প্রজ্ঞার উদয় হয়?

গুরু। ১) জিজ্ঞাসা, (২) জিহাসা, (৩) প্রেপ্সা, (৪) চিকীর্ষা, (৫) শোক, (৬) ভয়, (৭) বিকল্প, এই সকলের নিবৃত্তির হেতু বিষয় ভেদে সপ্তবিধা প্রজ্ঞা উপস্থিত হয়।

শিষ্য। একটু স্পষ্ট বলিলে ভাল হয়।

গুরু। (১) জিজ্ঞাসানিবৃত্তির হেতু প্রজ্ঞা, (২) জিহাসা-নিবৃত্তির হেতু প্রজ্ঞা, (৩) প্রেপ্সানিবৃত্তির হেতু প্রজ্ঞা, (৪) চিকীর্ষানিবৃত্তির হেতু প্রজ্ঞা, (৫, শোকনিবৃত্তির হেতু প্রজ্ঞা, (৬) ভয়নিবৃত্তির হেতু প্রজ্ঞা, (৭) বিকল্পনিবৃত্তির হেতু প্রজ্ঞা।

শিষ্য। দৃষ্টান্তদ্বারা জ্ঞাপিত হইলে ভাল হয় ?

গুরু। (১) যাহা হেয় তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াছে, এই হেয়ের পরিজ্ঞেয় আর কিছুই নাই—এই প্রজ্ঞা জিজ্ঞাসানিবৃত্তির হেতু। (২) হেয়ের কারণ অবিদ্যাদি ক্লেশ হত হইয়াছে আর হাতব্য কিছুই নাই—এই প্রজ্ঞা জিজ্ঞাসানিবৃত্তির হেতু। (৩) হান প্রাপ্ত হইয়াছে আর অন্য হাতব্য কিছুই নাই—এই প্রজ্ঞা প্রেপ্সানিবৃত্তির হেতু। (৪) বিবেকখ্যাতিরূপ হানের উপায় সম্পাদিত হইয়াছে আর অন্য সম্পাদ্য কিছুই নাই—এই প্রজ্ঞা চিকীর্ষানিবৃত্তির হেতু। (৫) বুদ্ধিসত্ত্ব চরিতার্থ হইয়াছে—এই প্রজ্ঞা শোকনিবৃত্তির হেতু। (৬) গুণ এখন অধিকার-শূন্য ও নিরবলম্বন, নিজের কারণ প্রকৃতিতে বুদ্ধিসত্ত্বের সহিত আত্যন্তিক লয় প্রাপ্ত হইতেছে, প্রয়োজন নাই বলিয়া ইহাদের আর আবির্ভাব নাই—এই প্রজ্ঞা ভয়নিবৃত্তির হেতু। (৭) ইহাতে পুরুষ গুণাতীত স্বরূপমাত্র জ্যোতিঃ অমল কেবলী হয়—এই প্রজ্ঞা বিকল্পনিবৃত্তির হেতু।

শিষ্য। জ্ঞানের প্রকর্ষাতিশয় বা নির্ম্মল অভিব্যক্তি কিসে হয় ?

গুরু। যোগের আটটী অঙ্গ আছে, তাহাদের যথাবিধি

অনুষ্ঠান করিলে অবিদ্যাদি ক্লেশসমূহের নিবৃত্তি হয়, তাহাতে বিবেকজ্ঞান পর্য্যন্ত জ্ঞানের প্রকর্ষাতিশয় হয়।

শিষ্য। যোগের আটটী অঙ্গ কি কি ?

গুরু। (১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান, (৮) সমাধি।

শিষ্য। যম কি ?

গুরু। (১) অহিংসা, (২) সত্য, (৩) অস্তেয়, (৪) ব্রহ্মচর্য্য, (৫) অপরিগ্রহ—এই পাঁচটী যম।

শিষ্য। অহিংসা কি ?

গুরু। সর্ব্বভূতের অপীড়নের নাম অহিংসা।

শিষ্য। সত্য কি ?

গুরু। বাক্য ও মনের যাথার্থ্যের নাম সত্য।

শিষ্য। অস্তেয় কি ?

গুরু। সর্ব্বপ্রকারে পরদ্রব্যে আকাঙ্ক্ষাবর্জ্জন করা অর্থাৎ কোন প্রকারে পরদ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা না করার নাম অস্তেয়।

শিষ্য। ব্রহ্মচর্য্য কি ?

গুরু। উপস্থেন্দ্রিয়ের অথবা নিখিল ইন্দ্রিয়ের বা নিখিল করণের সংযমের নাম ব্রহ্মচর্য্য।

শিষ্য। অপরিগ্রহ কি ?

গুরু। বিষয়সমূহের অর্জনে, রক্ষণে, ক্ষয়ে, সঙ্গে ও হিংসাদিতে দোষদর্শন করিয়া বিষয়ের অনঙ্গীকার বা অস্বীকার বা গ্রহণ না করাই অপরিগ্রহ।

শিষ্য। ইহাতে বিশেষ জ্ঞাতব্য কি আছে?

গুরু। এই অহিংসাদি পঞ্চবিধ যম যদি জাতি, দেশ, কাল, সময় বা নিয়ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সঙ্কুচিত না হয় অর্থাৎ অবিশেষে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হয় এবং সকল অবস্থায়ই সুস্থির থাকে, তবে তাহা মহাব্রত বলিয়া গণিত হয়। এই অহিংসাদিই যদি জাতিবিশেষে, দেশবিশেষে, কালবিশেষে বা সময়বিশেষে সীমাবদ্ধ হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে হিংসা করিব না অন্যকে হিংসা করিব, তীর্থাদিতে হিংসা করিব না অন্যত্র হিংসা করিব, গ্রহণাদিকালে হিংসা করিব না অন্যকালে করিব, ব্রাহ্মণপ্রয়োজনব্যতিরেকে হিংসা করিব না অন্যত্র হিংসা করিব ইত্যাদি রূপে সীমাবচ্ছিন্ন থাকিলে মহাব্রত হইবে না।

শিষ্য। অহিংসার ফল কি?

গুরু। অহিংসার প্রতিষ্ঠা বা সিদ্ধি হইলে তৎসন্নিধানে বৈরত্যাগ হয়, অর্থাৎ অহিংসাসিদ্ধ যোগীর নিকটে কোন প্রাণীরই হিংসা থাকে না, সহজবিরোধী অহি-নকুলাদিও নির্ম্মৎসর হইয়া অবস্থান করে।

শিষ্য। সত্যের ফল কি?

গুরু। সত্যের প্রতিষ্ঠায় ক্রিয়াফলাশ্রয়িত্ব হয় অর্থাৎ সত্যপ্রতিষ্ঠ বা সত্যসিদ্ধ যোগী ক্রিয়া না করিয়াও তাহার ফল স্বয়ং যথেচ্ছ প্রাপ্ত হইতে পারে এবং অপরকেও প্রাপ্ত করাইতে পারে।

শিষ্য। অস্তেয়ের ফল কি ?

গুরু। অস্তেয়ের প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বরত্নের উপস্থান হয় অর্থাৎ অস্তেয়সিদ্ধ যোগী কামনাব্যতিরেকেও সকল রত্ন প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। ব্রহ্মচর্য্যের ফল কি ?

গুরু। ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠায় বীর্য্যলাভ হয় অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন যোগীর শরীর ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে নিরতিশয় সামর্থ্য উপস্থিত হয়।

শিষ্য। অপরিগ্রহের ফল কি ?

গুরু। অপরিগ্রহ স্থির হইলে জন্মকথন্তার সম্বোধ হয় অর্থাৎ অপরিগ্রহসিদ্ধ যোগী অতীত বর্ত্তমান ও ভাবিজন্মের বিবরণ সম্যক্ জানিতে পারে।

শিষ্য। নিয়ম কতিবিধ ?

গুরু। (১) শৌচ, (২) সন্তোষ, (৩) তপঃ, (৪) স্বাধ্যায়, (৫) ঈশ্বরপ্রণিধান এই পঞ্চবিধ নিয়ম।

শিষ্য। শৌচ কি ?

গুরু। শুচির ভাব।

শিষ্য। উহার ভেদ আছে কিনা ?

গুরু। আছে, উহা দ্বিবিধ।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) বাহ্য শৌচ, (২) আভ্যন্তর শৌচ।

শিষ্য। বাহ্য শৌচ কি ?

গুরু। মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা শরীরের এবং পবিত্র ভোজন দ্বারা উদরের শোধন।

শিষ্য। আভ্যন্তর শৌচ কি?

গুরু। মৈত্রী প্রভৃতির ভাবনা দ্বারা চিত্তের মলস্বরূপ রাগ-দ্বেষাদির নিবর্ত্তন।

শিষ্য। সন্তোষ কি?

গুরু। তুষ্টি অতৃপ্তির অভাব অর্থাৎ যাহা উপস্থিত হয় তাহা হইতে অধিকের আকাঙ্ক্ষা না করা।

শিষ্য। তপঃ কি?

গুরু। শাস্ত্রোক্ত চান্দ্রায়ণাদি ও শীত উষ্ণ সুখ দুঃখরূপ দ্বন্দ্বের সহন।

শিষ্য। স্বাধ্যায় কি?

গুরু। প্রণবাদির জপ বা মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন।

শিষ্য। ঈশ্বর প্রণিধান কি?

গুরু। পরমেশ্বরে নিখিল কর্ম্মের সমর্পণ।

শিষ্য। বাহ্যশৌচে কি হয়?

গুরু। বাহ্যশৌচের প্রতিষ্ঠা হইলে বিচার দ্বারা শুদ্ধির দর্শন না হওয়ায় নিজের অঙ্গে ঘৃণা হয় এবং পরকীয় শরীরের সহিত সংসর্গের অভাব হয়, অর্থাৎ বাহ্যশৌচসিদ্ধ যোগী নিজের শরীরকে অবজ্ঞা করে এবং পরশরীর স্পর্শ করে না।

শিষ্য। অন্তঃশৌচের ফল কি?

গুরু। অন্তঃশৌচ হইতে (১) সত্ত্বশুদ্ধি, (২) সৌমনস্য,

(৩) একাগ্রতা, (৪) ইন্দ্রিয়জয়, (৫) আত্মদর্শনযোগ্যতা—এই সকল ক্রমে উপস্থিত হয়।

শিষ্য। সত্ত্বশুদ্ধি কি?

গুরু। চিত্তের নির্ম্মলতা।

শিষ্য। সৌমনস্য কি?

গুরু। চিত্তের প্রসন্নতাবিশেষ।

শিষ্য। একাগ্রতা কি?

গুরু। একতানতা, নিয়ত বিষয়ে চিত্তের স্থিরতা।

শিষ্য। ইন্দ্রিয় জয় কি?

গুরু। ইন্দ্রিয়ের বশীকরণ অর্থাৎ বহির্বিষয় হইতে ব্যাবর্ত্তন করিয়া আত্মায় অবস্থাপন।

শিষ্য। আত্মদর্শন যোগ্যত্ব কি?

গুরু। আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকারের সামর্থ্য।

শিষ্য। সন্তোষের ফল কি?

গুরু। সন্তোষের দ্বারা যোগীর অনুত্তমসুখলাভ হয় অর্থাৎ তৃষ্ণাক্ষয়রূপ সন্তোষসিদ্ধ যোগী নিরতিশয় সুখ অনুভব করে।

শিষ্য। তপস্যার ফল কি?

গুরু। তপস্যায় অশুদ্ধির ক্ষয় হয়, তাহাতে অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যরূপা কায়সিদ্ধি ও সূক্ষ্ম ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট শ্রবণ দর্শনাদিরূপা ইন্দ্রিয়সিদ্ধির আবির্ভাব হয়।

শিষ্য। স্বাধ্যায়ের ফল কি?

গুরু। স্বাধ্যায়ের দ্বারা ইষ্টদেবতার সম্প্রয়োগ হয় অর্থাৎ

স্বাধ্যায়সিদ্ধ যোগী অভীষ্টদেবতা ঋষি ও পিতৃগণের সন্দর্শন ও সম্ভাষণাদি লাভ করে।

শিষ্য। ঈশ্বরপ্রণিধানের ফল কি ?

গুরু। ঈশ্বরের প্রণিধানে সমাধির সিদ্ধি হয়।

শিষ্য। যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানকালে যদি কদাচিৎ বিতর্ক অর্থাৎ হিংসাদি দ্বারা বাধন উপস্থিত হয় তবে কি কর্ত্তব্য ?

গুরু। প্রতিকূলভাবনা দ্বারা নিরসন করিতে হয় অর্থাৎ যদি হিংসাদি দ্বারা বাধন উপস্থিত হয় তবে প্রতিপক্ষ-ভাবনা বা হিংসাদির দোষের আলোচনা করিয়া উহার নিরসন বা পরিত্যাগ করিবে।

শিষ্য। বিতর্ক বা হিংসাদি কয় প্রকার এবং কি কি ?

গুরু। তিন প্রকার, (১) কৃত, (২) কারিত (৩) অনুমোদিত।

শিষ্য। কৃত কি ?

গুরু। নিজে যাহা করা যায় তাহা কৃত।

শিষ্য। কারিত কি ?

গুরু। অন্যদ্বারা যাহা করান হয় তাহা কারিত।

শিষ্য। অনুমোদিত কি ?

গুরু। অন্যে যাহা করে তাহার সমর্থন করার নাম অনুমোদিত।

শিষ্য। হিংসাদির কারণ কি কি ?

গুরু। (১) লোভ, (২) ক্রোধ, (৩) মোহ—এই তিনই কারণ অর্থাৎ কোথায়ও লোভপ্রযুক্ত, কোথায়ও ক্রোধ-প্রযুক্ত এবং কোথাও মোহপ্রযুক্ত হিংসাদি উপস্থিত হয়।

শিষ্য। হিংসাদি কি একরূপই হয়?

গুরু। না; কোথায়ও মৃদু, কোথায়ও মধ্য, কোথায়ও অধিমাত্র বা তীব্র।

শিষ্য। হিংসাদির ফল কি?

গুরু। দুঃখ ও অজ্ঞানাদি।

শিষ্য। আসন কি।

গুরু। যাহা স্থির ও সুখকর হয় তাহাই আসন অর্থাৎ নিশ্চল ও সুখাবহ উপবেশনের নাম আসন। অর্থাৎ যাহাতে শরীরের স্পন্দন না হয়, বেদনা উপস্থিত না হয় এবং চিত্তের কোন রূপ উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য না ঘটে এইরূপ উপবেশন করার নাম আসন। ইহাই পদ্ম, সিদ্ধ, ভদ্র ও স্বস্তিকাদিভেদে বহুবিধ হয়।

শিষ্য। কিসে আসনের সিদ্ধি হয়?

গুরু। প্রযত্নে শৈথিল্য ও অনন্তে সমাপত্তি হইতে আসনের সিদ্ধি হয় অর্থাৎ শরীরে যত্ন না রাখিয়া মরার ন্যায় শরীর ছাড়িয়া দিলে কিংবা স্বাভাবিক প্রযত্ন বা চিরাভ্যস্ত চেষ্টার অর্থাৎ বাল্যাভ্যস্ত উপবেশনপ্রণালীর পরিত্যাগে এবং কোনও এক অনন্ত ভাবে নিমগ্ন থাকিলে আসনের সিদ্ধি হয়।

শিষ্য। আসনসিদ্ধির ফল কি?

গুরু। আসনের সিদ্ধি হইলে দ্বন্দ্বের অভিঘাত হয় না অর্থাৎ আসনসিদ্ধ যোগী শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের আঘাত বা আক্রমণ বা অভিভব প্রাপ্ত হয় না।

শিষ্য। প্রাণায়াম কি?

গুরু। শ্বাস ওপ্রশ্বাসের গতির বিচ্ছেদের নাম প্রাণায়াম, অর্থাৎ শ্বাস ও প্রশ্বাসের স্বাভাবিকগতির ভঙ্গ করিয়া সেই উভয়কে শাস্ত্রোক্ত নিয়মের আয়ত্ত করা বা স্থান বিশেষে স্থাপন করাই প্রাণায়াম; আসনের সিদ্ধি হইলে এই প্রাণায়াম সহজে সম্পন্ন হয়।

শিষ্য। উহা কতিবিধ এবং কি কি?

গুরু। প্রাণায়াম ত্রিবিধ, (১) বাহ্যবৃত্তি অর্থাৎ রেচক, (২) আভ্যন্তরবৃত্তি অর্থাৎ পূরক, (৩) স্তম্ভবৃত্তি অর্থাৎ কুম্ভক। উহা দেশ কাল ও সংখ্যাদ্বারা অবধারিত হইয়া দীর্ঘ ও সূক্ষ্মরূপে সিদ্ধ হয়।

শিষ্য। উহার আর কোন প্রকার আছে কিনা?

গুরু। আর এক প্রকার চতুর্থ প্রাণায়াম আছে, উহাতে বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়ের অর্থাৎ রেচক ও পূরকের অপেক্ষা নাই, এই প্রাণায়ামে রেচক-পূরকবর্জ্জিত কেবল কুম্ভক থাকায় ইহাকে কেবলী প্রাণায়ামও বলে। ফলতঃ প্রাণায়াম বড়ই কঠিন কার্য্য, উহা উত্তমরূপে সম্পন্ন হইলে উৎকট রোগও বিদূরিত হয়, আর অন্যথা হইলে উহাতে উৎকট রোগের জন্মও

হইতে পারে সুতরাং গুরূপদেশ ব্যতীত কেবল শাস্ত্রদর্শনে প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য নহে।

শিষ্য। প্রাণায়ামের ফল কি?

গুরু। প্রকাশের আবরণের ক্ষয়, অর্থাৎ প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে বিবেকজ্ঞানের প্রতিবন্ধক ক্লেশ কর্ম্ম ও অধর্ম্মাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং ধারণাতে মনের সামর্থ্য জন্মে।

শিষ্য। প্রত্যাহার কি?

গুরু। ইন্দ্রিয়দিগের নিজ নিজ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ না হইলে তাহাদের যে চিত্তস্বরূপের অনুকরণ বা তুল্যতা তাহার নাম প্রত্যাহার, অর্থাৎ চিত্ত শব্দাদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়সকলও আপন আপন শব্দাদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া যে চিত্তস্বরূপের অনুকরণ করে অর্থাৎ চিত্তের নিরোধে নিরুদ্ধবৎ হয় উহার নাম প্রত্যাহার।

শিষ্য। প্রত্যাহার-শব্দের ব্যুৎপত্তি কি?

গুরু। যাহাতে ইন্দ্রিয়সকল বিষয়ের প্রতিকূলে আহৃত -রা গৃহীত হয় তাহা প্রত্যাহার।

শিষ্য। প্রত্যাহারের ফল কি?

গুরু। ইন্দ্রিয়ের পরমবশ্যতা অর্থাৎ প্রত্যাহারে ইন্দ্রিয় আয়ত্ত হয় অর্থাৎ প্রত্যাহারসিদ্ধ যোগী ইন্দ্রিয়দিগকে ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করিতে পারে।

শিষ্য। ধারণা কি?

গুরু। দেশবিশেষে অর্থাৎ বাহ্য হউক আর আভ্যন্তর হউক, কোন ও পবিত্র স্থানে বা শুচি পদার্থে চিত্তের বন্ধন বা ধারণ বা স্থাপন করার নাম ধারণা।

শিষ্য। ধ্যান কি?

গুরু। যে পদার্থে চিত্ত ধারিত বা স্থিরীকৃত হয় সেই ধারণীয় পদার্থে চিত্তবৃত্তির যে একতানতা অর্থাৎ তত্তদ্বিষয়াকারে নিরন্তর যে আবির্ভাব তাহার নাম ধ্যান।

শিষ্য। সমাধি কি?

গুরু। সেই ধ্যানই যখন স্বরূপশূন্য হইয়াই-যেন কেবল ধ্যেয়াকারে অবভাসমান হয় তখন তাহা সমাধি অর্থাৎ সেই ধ্যান যখন কেবল ধ্যেয়বস্তুকেই প্রকাশিত করে আপনার স্বরূপ অর্থাৎ আমি ধ্যান করিতেছি এইরূপ ভেদজ্ঞান লুপ্ত করিয়া দেয় তখন তাহা সমাধি।

শিষ্য। এই তিনের এক বিষয়ে কোনও বিশেষ সংজ্ঞা আছে কি?

গুরু। ধারণা, ধ্যান ও সমাধিএই তিন এক-বিষয়ে প্রযুক্ত হইলে তাহার সংযম সংজ্ঞা হয়, অর্থাৎ সংযম বলিলেই এক বিষয়ে ধারণা ধ্যান সমাধি-এই তিন বুঝিতে হয়।

শিষ্য। সংযমজয় বা সংযমস্থৈর্য্যের ফল কি?

গুরু। অভ্যাসদ্বারা সংযমের জয় অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসাদির ন্যায় সংযম স্বাভাবিক বা পূর্ণ আয়ত্ত হইলে সমাধিপ্রজ্ঞার আলোক বা বৈশারদ্য বা পূর্ণ বিকাশ উপস্থিত হয়।

শিষ্য। সংযমের উপযোগ কি ?

গুরু। ক্রমে ক্রমে ভূমিবিশেষে বিনিয়োগ অর্থাৎ সংযমের ক্রমে ক্রমে যথাযোগ্য উচ্চ উচ্চ ভূমিতে প্রয়োগ করাই উপযোগ।

শিষ্য। এই বিনিয়োগের ফল কি ?

গুরু। বিনিয়োগের ফল ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিবে।

শিষ্য। অষ্টযোগাঙ্গের মধ্যে ধারণাদিত্রয়েরই ভূমিতে বিনিয়োগ কেন ?

গুরু। যমাদি পঞ্চ অঙ্গ অপেক্ষায় ধারণা ধ্যান সমাধি—এই তিনটীই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ বা সাক্ষাৎ সাধন অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির যমাদি পাঁচটী বহিরঙ্গ সাধন আর ধারণাদিত্রয় অন্তরঙ্গ বা সাক্ষাৎ সাধন।

শিষ্য। ধারণাদিত্রয় কি সর্ব্বত্রই অন্তরঙ্গ ?

গুরু। না, অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান, সমাধিও সর্ব্ববৃত্তি-নিরোধরূপ নির্ব্বীজের বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্গ।

শিষ্য। এখন আমার আর কি জ্ঞাতব্য আছে ?

গুরু। এখন তোমার পরিণামত্রয় জ্ঞাতব্য আছে।

শিষ্য। পরিণামত্রয় কি ?

গুরু। (১) নিরোধ পরিণাম, (২) সমাধি পরিণাম, (৩) একাগ্রতা পরিণাম।

শিষ্য। নিরোধ পরিণাম কি ?

গুরু। চিত্তের ক্ষিপ্ত-মূঢ়, বিক্ষিপ্ত-এই তিন অবস্থার নাম ব্যুত্থান, আর বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণামের নাম নিরোধ, এই উভয়ের মধ্যে ক্রমে ব্যুত্থান সংস্কারের অভিভব ও নিরোধ সংস্কারের প্রাদুর্ভাব হয়, এই উভয় অবস্থার সমাবেশসময়ে চিত্ত নিরোধ-সংস্কারের অনুগত হয়, এই নিরোধানুগত চিত্তের সম্বন্ধ বা অবস্থা বিশেষের নাম নিরোধ পরিণাম।

শিষ্য। তখন চিত্তের কিরূপ পরিণাম হয়?

গুরু। তখন নিরোধসংস্কার দ্বারা চিত্তের প্রশান্তবাহিতা বা নির্ম্মল নিরোধাভিমুখ গতি হয়।

শিষ্য। সমাধি পরিণাম কি?

গুরু। যখন চিত্তের সর্ব্বার্থতার বা নানাবিষয়গ্রাহিত্বের বা বহুপ্রকার বৃত্তির ক্ষয় এবং একাগ্রতার অর্থাৎ এক বস্তু-বিষয়ক একটী মাত্র প্রবাহাকার বৃত্তির উদয় হয়, তখন চিত্তের এই অবস্থার নাম সমাধি পরিণাম।

শিষ্য। একাগ্রতা–পরিণাম কি?

গুরু। যদি চিত্তের একবস্তুবিষয়ক তুল্য একাধিক প্রত্যয় বা বৃত্তি যথাক্রমে উপশান্ত ও উদিত হয় অর্থাৎ প্রথমটীর নাশ হইতে না হইতেই ঠিক তাহার সমান অন্যবৃত্তির উদয় হয় তখন তাহার নাম একাগ্রতা পরিণাম।

শিষ্য। এইরূপ আর কোনও পরিণাম জ্ঞাতব্য আছে কি?

গুরু। এইরূপ ভূতের ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম পরিণাম, লক্ষণ পরিণাম ও অবস্থাপরিণাম—এইপরিণামত্রয়ও জ্ঞাতব্য। অর্থাৎ

প্রত্যেক ভূতে ও প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে যে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিন প্রকার পরিণাম আছে তাহাও জানা উচিত।

শিষ্য। ধর্ম্ম পরিণাম কি?

গুরু। অবস্থিত ধর্ম্মীর পূর্ব্বধর্ম্মের নিবৃত্তিতে যে ধর্ম্মান্তরের গ্রহণ তাহার নাম ধর্ম্মপরিণাম, যথা মৃত্তিকারূপ ধর্ম্মীর পিণ্ডরূপ ধর্ম্মের তিরোভাবের পরে যে ঘটরূপ ধর্ম্মের আবির্ভাব হয় তাহা ধর্ম্ম পরিণাম।

শিষ্য। লক্ষণ পরিণাম কি?

গুরু। লক্ষণ-পরিণামের অর্থ কালিক পরিণাম, যে ঘটই অনাগত বা ভবিষ্যৎকাল পরিত্যাগ করতঃ বর্ত্তমান কালে উপস্থিত হয় আবার বর্ত্তমান কালের পরিত্যাগে অতীত কালে যায় তাহার নাম লক্ষণ পরিণাম।

শিষ্য। অবস্থা পরিণাম কি?

গুরু। বস্তু যখন অতীত সোপানে থাকে তখন তাহার স্বরূপ এক প্রকার, বর্ত্তমান সোপানে আসিলে সে স্বরূপ থাকে না রূপান্তরিত হয়, আবার তাহা যখন ভবিষ্যতের গর্ভে প্রবেশ করে তখন তাহাও থাকে না পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এতদনুসারেই গৃহাদির নূতনত্ব ও পুরাতনত্বাদি অবস্থায় ব্যবহার সম্পন্ন হয়, এবম্বিধ পরিবর্ত্তনরূপ পরিণামের নাম অবস্থা পরিণাম।

শিষ্য। ধর্ম্মী কি?

গুরু। যাহা ধর্ম্মের বা শক্তিবিশেষের আশ্রয় অর্থাৎ শান্ত উদিত ও অব্যপদেশ্য। এই তিন প্রকার ধর্ম্মের সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হয় তাহা ধর্ম্মী, অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্ম্মীই শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য-এই ধর্ম্মত্রয় দ্বারা সম্বদ্ধ।

শিষ্য। শান্তধর্ম্ম কি।

গুরু। যে ধর্ম্ম বা শক্তি নিজের কার্য্য পূর্ণ করিয়া অস্তমিত হয় সে ধর্ম্মের নাম শান্ত ধর্ম্ম, যথা বীজের অঙ্কুর; বীজ নিজের অঙ্কুররূপ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অস্তমিত হয় এস্থলে অঙ্কুর হওয়ার পূর্ব্বে বীজ ছিল এখন আর বীজ নাই এখন সে অঙ্কুর, সুতরাং বীজ উপশান্ত।

শিষ্য। উদিত ধর্ম্ম কি ?

গুরু। বর্ত্তমান ধর্ম্ম, যেমন বীজ কালে বীজ, অঙ্কুর কালে অঙ্কুর।

শিষ্য। অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম কি ?

গুরু। যাহা ব্যপদেশ্য বা নামকরণের যোগ্য বা নামীয় নহে অর্থাৎ অনাগত বা ভাবী তাহার নাম অব্যপদেশ্য।

শিষ্য। পরিণামভেদের হেতু কি ?

গুরু। ক্রমভেদ, ক্রমের ভেদেই পরিণামের ভেদ হয় অর্থাৎ পরিণামক্রমের ভিন্নতাই পরিণামভেদের কারণ হয়।

শিষ্য। পরিণামত্রয় বুঝিলাম, তৎপরে আর কি জ্ঞাতব্য আছে ?

গুরু। এই পরিণামত্রয়ে সংযম বা ধারণা, ধ্যান ও সমাধি করিলে যোগী অতীত ও অনাগত উত্তমরূপে জানিতে পারে।

শিষ্য। কোথায় সংযম করিলে কি ফল হয়?

গুরু। শব্দ, অর্থ ও বৃত্তিজ্ঞান ইহারা পরস্পর ভিন্ন বা পৃথক্ পদার্থ; কিন্তু ব্যবহার কালে লোক উক্ত তিন পদার্থকে পৃথক্ করিয়া ব্যবহার করে না, অবিভক্ত বা একরূপেই ব্যবহার করে; এই শব্দ, এই এতৎপ্রতিপাদ্য অর্থ বা বস্তু, এই এতদবগাহিজ্ঞান এই সকল বিভাগের অনুসন্ধান করে না বলিয়াই লোকের শব্দ জ্ঞান ব্যবহার সঙ্কীর্ণ হয়। যোগী যদি শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়—এই ত্রিবিধ বিভাগের অনুসন্ধান বা জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার প্রতি সংযম করে তবে প্রাণিমাত্রেরই উচ্চারিত শব্দের অভিপ্রায় জানিতে পারে।

শিষ্য। আর কোথায় সংযম করিলে কিরূপ জ্ঞান হয়?

গুরু। চিত্তে বাসনা রূপ ও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ যে সকল সংস্কার আছে, যোগী যদি সংযম দ্বারা তাহাদের সাক্ষাৎকার করে তবে নিজের ও পরের পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত জানিতে পারে।

পরমুখের ভাবভঙ্গী বা অন্য কোন রূপ চিহ্ন দেখিয়া তাহার চিত্ত অনুমান দ্বারা সামান্যাকারে গ্রহণ করিয়া তাহাতে সংযম করিলে যোগী তাহার চিত্ত কিরূপ অর্থাৎ রক্ত কি বিরক্ত ইহা স্থূলতঃ জানিতে পারে; কিন্তু সেই চিত্তের আলম্বন কি তাহা বুঝিতে পারে না, কেন না, তাহাতে সংযম নাই, আলম্বনে সংযম করিলে তাহাও জানিতে পারে।

যোগী নিজের শরীরের রূপে সংযম করিলে তাহার গ্রাহ্যশক্তি নিরুদ্ধ হয়, তখন আর সেই রূপের সহিত অন্যের চক্ষুর প্রকাশের সম্বন্ধ হয় না, তখন যোগীর অন্তর্ধান ঘটে অর্থাৎ নিজ শরীরের রূপে সংযম করিলে যোগী অযোগীর দর্শনের বিষয় হয় না। এইরূপ যোগী যদি নিজের শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধে সংয়ম করে তবে উহাতে পরের শ্রোত্র, ত্বক্, রসনা ও ঘ্রাণের সম্বন্ধ হয় না, সুতরাং যোগীর শব্দাদি অযোগী জানিতে পারে না।

ধর্ম্মও অধর্ম্ম রূপ কর্ম্ম দুই প্রকার আছে, এক সোপক্রম অর্থাৎ যাহার ফল আরম্ভ হইয়াছে, অন্য নিরুপক্রম অর্থাৎ যাহার ফল আরম্ভ হয় নাই এই উভয় কর্ম্মে সংযম করিলে অপরান্ত জ্ঞান অর্থাৎ মরণ বিষয়ক জ্ঞান জন্মে। অরিষ্ট অর্থাৎ মরণচিহ্নাদির দর্শন হইতেও সাধারণতঃ এই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা নামক ভাবনা বিশেষে সংযম করিলে সেই সেই ভাবের এইরূপ উৎকর্ষ জন্মে যে সংযমকারী যোগী সকলের মিত্রত্বাদি প্রাপ্ত হইতে পারে; অর্থাৎ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা—এই ত্রিবিধ ভাবনা, তাহার মধ্যে সুখী জীবে মৈত্রী ভাবনা করিলে মৈত্রী-বল প্রাপ্ত হয়, দুঃখিত জীবে করুণা ভাবনা করিলে করুণাবল লাভ হয়, পুণ্যশীলে মুদিতা ভাবনা করিলে মুদিতাবল প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। উপেক্ষার কথা উপেক্ষিত হইল কেন ?

গুরু। পাপশীলে যে উপেক্ষা তাহা ভাবনা নহে, সুতরাং তাহাতে সমাধি নাই, এইজন্য তাহার কথা বলা হইল না। কোনও আচার্য্য উপেক্ষায় সংযম করিলে উপেক্ষা-বল প্রাপ্ত হয় ইহা স্বীকার করেন।

শিষ্য। আর কোথায় সংযম করিলে কি ফল হয় ?

গুরু। হস্তী প্রভৃতির বলে সংযম করিলে সংযমী যোগীর সেই সেই বল উপস্থিত হয়।

বিষয়বতী ও জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, উক্ত সেই প্রবৃত্তির যে আলোক অর্থাৎ সর্ব্বাব-ভাসক-নির্ম্মল সাত্ত্বিক-প্রকাশ তাহা সূক্ষ্ম বা ব্যবহিত বা বিপ্রকৃষ্ট পদার্থে সংযম দ্বারা প্রক্ষেপ বা বিনিয়োগ বা প্রেরণ করিলে সেই সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান হয়।

সূর্য্যে সংযম করিলে সংযমী যোগীর ভুবন জ্ঞান হয়।

শিষ্য। এই সূর্য্য অর্থে কি মার্ত্তণ্ড নাকি সূর্য্য-নাড়ী ?

গুরু। এই সকল গুরুগম্য বিষয়, এই সকল প্রশ্নের উত্তর এখন পাইবে না, ক্রিয়া প্রদর্শনের সময় জানিতে পারিবে।

শিষ্য। আর কোথায় সংযম করিলে কি ফল হয় ?

গুরু। চন্দ্রে সংযম করিলে সংযমী যোগীর তারাব্যূহের অর্থাৎ তারা-মণ্ডলতত্ত্বের জ্ঞান হয়।

ধ্রুব তারায় সংযম করিলে সংযমী যোগীর ধ্রুবের ও অপর তারাদিগের গতির জ্ঞান হয়।

নাভি-চক্রে সংযম করিলে সংযমী যোগীর কায়ব্যূহের অর্থাৎ শরীরের যে স্থানে যাহা আছে তৎসকলের জ্ঞান হয়।

কণ্ঠকূপে অর্থাৎ গলগহ্বরে যে কণ্ঠনামক কূপাকার স্থান আছে উহাতে সংযম করিলে সংযমী যোগীর ক্ষুধা ও পিপাসার নিবৃত্তি হয়।

কণ্ঠকূপের নীচে উরঃপ্রদেশে কূর্ম্মনামক যে নাড়ী আছে উহাতে সংযম করিলে সংযমী যোগীর স্থৈর্য্য উপস্থিত হয় অর্থাৎ সেই যোগীর শরীর ও মন স্থির হয়।

মূর্দ্ধস্থানে এক প্রকার বিলক্ষণ জ্যোতি আছে, উহাতে সংযম করিলে সংযমী যোগীর সিদ্ধপুরুষগণের দর্শন হয় এবং তাহাদের সহিত সম্ভাষণাদি হয়।

প্রাতিভ বা প্রতিভালব্ধ জ্ঞানে সংযম করিলে সকলের জ্ঞান হয় অর্থাৎ প্রাতিভজ্ঞানসম্পন্ন যোগীর নিখিলবস্তুর জ্ঞান হয়।

হৃদয় অর্থাৎ হৃৎকমলে সংযম করিলে সংযমী যোগীর চিত্ত-জ্ঞান হয় অর্থাৎ সেই যোগী নিজচিত্তের সংস্কার ও পর-চিত্তের সমস্ত অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেন।

বুদ্ধি ও পুরুষ এই দুই অত্যন্ত ভিন্ন, এই উভয়ের জ্ঞানের অবিশেষেই অর্থাৎ এই দুইয়ের ভিন্নত্বের বোধ না হওয়ায়ই সুখ দুঃখাদির অনুভব-রূপ ভোগ হইয়া থাকে। সেই ভোগপরার্থ পরের জন্য—পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষে আরোপিত, সুতরাং পুরুষ

অন্ত, পুরুষ এক পদার্থ এবং তাহার স্বার্থ অর্থাৎ তাহার প্রতিবিম্বস্বরূপ ভোগ অন্য পদার্থ, এতদ্রূপ ভিন্নতার প্রতি সংযম করিলে সংযমী যোগীর পুরুষজ্ঞান হয় অর্থাৎ আত্মার জ্ঞান হয়। পুরুষজ্ঞান হইতে অথবা তাদৃশ স্বার্থ সংযম হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রাতিভজ্ঞান, শ্রাবণ অর্থাৎ দিব্যশব্দজ্ঞান, বেদনা অর্থাৎ দিব্য-স্পর্শের অনুভূতি; আদর্শ অর্থাৎ দিব্যরূপের দর্শন, আস্বাদ অর্থাৎ দিব্যরসের আস্বাদন এবং বার্ত্তা অর্থাৎ দিব্যগন্ধের অনুভব হয়।

শিষ্য। এই সকল কি বিশেষ উপকারে আসে ?

গুরু। না, এই সকল যোগ্যতা ব্যুত্থান-দশায় সিদ্ধি বটে পরন্তু সমাধি-দশায় উপসর্গ বা বিঘ্নস্বরূপ; অর্থাৎ এই সকল দ্বারা সংসারীদিগের বহিরুপকার হয় বটে কিন্তু মুমুক্ষু যোগীদিগের মুক্তিপ্রদ সমাধির বিঘ্ন বা প্রতিবন্ধ হয়।

শিষ্য। চিত্তের পর-শরীরে প্রবেশ কিরূপে হয় ?

গুরু। শরীরে চিত্তের অবস্থানের নাম বন্ধ, তাহার কারণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, তাহার সংযম দ্বারা শৈথিল্য উপস্থিত হইলে এবং চিত্তের গমনাগমনের নাড়ীর সাক্ষাৎকার হইলে চিত্তের পর-শরীরে প্রবেশ হইতে পারে অর্থাৎ যোগী পরশরীরে চিত্তের প্রবেশ করাইতে পারেন।

শিষ্য। আর কোথায় কিরূপ সংযম করিলে কি ফল হয় ?

গুরু। সংযম দ্বারা উদান বায়ুর জয় বা বশীকরণ হইলে জল-পঙ্ক-কণ্টকাদির সঙ্গ বা সংশ্লেষ হয় না অর্থাৎ উদানবায়ু-

বিজয়ী যোগী জল পঙ্ক ও কণ্টক প্রভৃতিতে যথেচ্ছ বিহার করিতে পারেন উহাতে আর নিমগ্ন হইতে হয় না এবং সে যোগী ইচ্ছানুসারে মরিতে পারেন অর্থাৎ মৃত্যু তাহার আয়ত্ত হয়।

সংযম দ্বারা সমান বায়ুর জয় বা বশীকরণ হইলে সমান-বায়ুসংযমী যোগীর প্রদীপ্তিবিশেষরূপ জ্বলন জন্মে।

শ্রবণেন্দ্রিয় ও আকাশ এই দুইয়ের যে সম্বন্ধ আছে উহাতে সংযম করিলে সেই সংযমী যোগীর দিব্য শ্রোত্র উপস্থিত হয়।

শরীর ও আকাশ এই উভয়ের যে সম্বন্ধ আছে উহাতে কৃত-সংযম যোগী এবং লঘু তৃণাদিতে কৃত-সমাধি যোগী লঘু হইয়া আকাশাদিতে যথেচ্ছ বিহার করিতে পারে।

শরীরে অহংভাব ত্যাগ করিয়া চিত্তের বহির্বস্তুতে অবস্থানের নাম মহাবিদেহা ধারণা, উহাতে সংযম করিলে সেই সংযমী যোগীর চিত্তের প্রকাশশক্তির ক্লেশকর্ম্মাদিরূপ যে আবরণ আছে তাহার ক্ষয় হয়।

ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ—এই সকল ভূতের যে (১) স্থূল, (২) স্বরূপ, (৩) সূক্ষ্ম, (৪) অন্বয়, (৫) অর্থবত্ত্ব—এই পাঁচটী অবস্থা আছে, উহাতে সংযম করিলে ভূতজয় হয় অর্থাৎ ভূতসকল সেই সংযমী যোগীর বশীভূত হয় অর্থাৎ সেই যোগীর ইচ্ছানুসারে ভূত সকলের পরিণাম হয়।

শিষ্য। ভূতের স্থূল অবস্থা কি?

গুরু। ভূতসকলের পরিদৃশ্যমান অবস্থাই স্থূলাবস্থা।

শিষ্য। স্বরূপ অবস্থা কি?

গুরু। পৃথিবীর গন্ধ, জলের স্নেহ, তেজের উষ্ণতা, বায়ুর প্রেরণা, আকাশের অবকাশই স্বরূপাবস্থা; অথবা পৃথিবীর পার্থিবীত্ব, জলের জলত্ব, তেজের তেজস্ত্ব, বায়ুর বায়ুত্ব ও আকাশের আকাশত্বই স্বরূপাবস্থা।

শিষ্য। সূক্ষ্ম অবস্থা কি?

গুরু। পৃথিবীর সূক্ষ্মরূপ গন্ধতন্মাত্র, জলের সূক্ষ্মরূপ রসতন্মাত্র, তেজের সূক্ষ্মরূপ রূপতন্মাত্র, বায়ুর সূক্ষ্মরূপ স্পর্শতন্মাত্র, এবং আকাশের সূক্ষ্মরূপ শব্দতন্মাত্রই সূক্ষ্মাবস্থা।

শিষ্য। অন্বয়াবস্থা কি?

গুরু। সর্ব্বত্র কারণরূপে অনুগত সত্ত্বাদি গুণত্রয়ই অন্বয়াবস্থা।

শিষ্য। অর্থবত্ত্ব কি?

গুরু। ভূতসকলে যে ভোগ ও অপবর্গ সাধনের শক্তি নিহিত আছে উহাই অর্থবত্ত্ব অবস্থা।

শিষ্য। ভূতজয়ের ফল কি?

গুরু। ভূতজয় হইতে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির আবির্ভাব হয় অর্থাৎ ভূতজয়ী যোগীর (১) অণিমা, (২) লঘিমা, (৩) মহিমা, (৪) প্রাপ্তি, (৫) প্রাকাম্য, (৬) বশিত্ব, (৭) ঈশিত্ব, (৮) যত্রকামাবসায়িত্ব—এই অষ্ট সিদ্ধির উদয় হয়।

শিষ্য। অণিমা কি?

গুরু। অণুভাব অর্থাৎ পরমাণুতুল্য ক্ষুদ্র হওয়ার শক্তি।

শিষ্য। লঘিমা কি ?

গুরু। লঘুভাব অর্থাৎ তৃণবৎ লঘু হওয়ার শক্তি।

শিষ্য। মহিমা কি ?

গুরু। মহত্ত্ব অর্থাৎ বৃহদাকার হওয়ার শক্তি।

শিষ্য। প্রাপ্তি কি ?

গুরু। ইচ্ছামাত্রে দূরস্থ বস্তুকে নিকটস্থ করিবার শক্তি।

শিষ্য। প্রাকাম্য কি ?

গুরু। ইচ্ছাশক্তির অনভিঘাত অর্থাৎ সফল ইচ্ছা।

শিষ্য। বশিত্ব কি ?

গুরু। ভূত ও ভৌতিক সকলকে বশীভূত করিবার শক্তি।

শিষ্য। ঈশিত্ব কি ?

গুরু। ভৌতিকপদার্থের উপর কর্ত্তৃত্ব বা প্রভুত্ব করার শক্তি, এই শক্তি দ্বারা ভৌতিককে যেরূপ ইচ্ছা সেরূপই করিতে পারে।

শিষ্য। যত্রকামাবসায়িত্ব কি ?

গুরু। সত্যসঙ্কল্পত্ব, যোগিগণ এই শক্তির প্রভাবে বিষকে অমৃতশক্তিসম্পন্ন ও অমৃতকে বিষশক্তিসম্পন্ন, জীবিতকে মৃত ও মৃতকে জীবিত করিতে পারেন। অষ্টসিদ্ধির বিষয় সাংখ্যেও বলা হইয়াছে স্মরণ কর।

শিষ্য। উহাতে আর কি সিদ্ধি হয় ?

গুরু। (১) কায়সম্পৎ, (২) কায়ধর্ম্মের অনভিঘাত, এই দুইটী মহাসিদ্ধিও উপস্থিত হয়।

শিষ্য। কায়সম্পৎ কি ?

গুরু। (১) রূপ, (২) লাবণ্য, (৩) বল, (৪) বজ্রসংহননত্ব—এই চারিটী কায়সম্পৎ ।

শিষ্য। রূপ কি ?

গুরু। সৌন্দর্য্য, নেত্রপ্রিয়গুণবিশেষ।

শিষ্য। লাবণ্য কি ?

গুরু। মাধুর্য্য।

শিষ্য। বল কি।

গুরু। বীর্য্যাতিশয়।

শিষ্য। বজ্রসংহননত্ব কি ?

গুরু। বজ্রবৎ দৃঢ়াবয়বব্যূহত্ব অর্থাৎ বজ্রের ন্যায় শরীরের দৃঢ়তা।

শিষ্য। কায়ধর্ম্মের অনভিঘাত কি ?

গুরু। পূর্ব্বোক্ত যোগীর শরীরধর্ম্ম রূপপ্রভৃতি যাহা আছে তাহার অভিঘাত বা নাশ না হওয়া।

শিষ্য। ইন্দ্রিয়জয় কিসে হয় ?

গুরু। ইন্দ্রিয়দিগের (১) গ্রহণ, (২) স্বরূপ, (৩) অস্মিতা, (৪) অন্বয়, (৫) অর্থবত্ব—এই পাঁচপ্রকার রূপ বা অবস্থা আছে, সংযম দ্বারা এই সকলের জয় বা প্রত্যক্ষ হইলে ইন্দ্রিয়জয় হয় অর্থাৎ যে যোগী সংযমদ্বারা ইন্দ্রিয়দিগের গ্রহণাদি পঞ্চপ্রকার অবস্থার প্রত্যক্ষ করে ইন্দ্রিয়সকল সে যোগীর বশীভূত হয়।

শিষ্য। গ্রহণাবস্থা কি ?

গুরু। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের রূপাদি বিষয়ে যে বৃত্তি তাহার নাম গ্রহণাবস্থা।

শিষ্য। স্বরূপাবস্থা কি?

গুরু। যথাবৎ প্রকাশকত্বই স্বরূপাবস্থা।

শিষ্য। অস্মিতাবস্থা কি?

গুরু। ইন্দ্রিয়ের কারণ সাত্ত্বিক অহঙ্কার, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সহিত সাত্ত্বিক অহঙ্কার অনুস্যূত থাকে, সেই সাত্ত্বিক অহঙ্কারই অস্মিতাবস্থা।

শিষ্য। অন্বযাবস্থা কি?

গুরু। ইন্দ্রিয়ানুগত গুণত্রয়, অর্থাৎ যে গুণত্রয় ইন্দ্রিয়ের মূল কারণ সেই গুণত্রয়ের সম্বন্ধই অন্বয়াবস্থা।

শিষ্য। অর্থবত্ত্বাবস্থা কি?

গুরু। পুরুষদিগের ভোগ ও অপবর্গ জন্মাইবার সামর্থ্য।

শিষ্য। ইন্দ্রিয়জয়ের ফল কি?

গুরু। ইন্দ্রিয়জয় হইতে ইন্দ্রিয়জয়ী যোগীর (১) মনোজবিত্ব, (২) বিকরণভাব, (৩) প্রধানজয়—এই ত্রিবিধ ফল হয়।

শিষ্য। মনোজবিত্ব কি?

গুরু। মনের ন্যায় শরীরের সর্ব্বত্র অবাধে দ্রুতগামিতা।

শিষ্য। বিকরণভাব কি?

গুরু। শরীর ব্যতিরেকেও—দেহাভিমান না থাকিলেও—দেহাপেক্ষা ব্যতীতও—ইন্দ্রিয়দিগের যে করণত্ব বা জ্ঞানোৎপাদনের সামর্থ্য তাহার নাম বিকরণভাব।

শিষ্য। প্রধানজয় কি?

গুরু। প্রকৃতিবশীকার। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জয়ী যোগীর শরীর মনের ন্যায় অবাধে সর্ব্বত্র শীঘ্র যাইতে পারে এবং ইন্দ্রিয়-সকল শরীরের অপেক্ষা না করিয়াও জ্ঞান জন্মাইতে পারে এবং প্রকৃতি বশীভূতা বা আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হয়।

শিষ্য। কি উপায়ে সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব লাভ করা যায়?

গুরু। বুদ্ধিতত্ত্ব ও পুরুষ এই দুইয়ের যে পার্থক্যজ্ঞান তাহাতে সংযম করিলে সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব উপস্থিত হয়, অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব ও পুরুষের ভেদজ্ঞানে সংযম করিলে সেই সংযমী যোগী সকল বস্তুর অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন এবং সকল বস্তুর জ্ঞাতা হইতে পারেন অর্থাৎ সকল জানিতে পারেন।

শিষ্য। কৈবল্য কিসে হয়?

গুরু। উক্ত সিদ্ধিসকলে অথবা পূর্ব্বোক্ত বিবেকখ্যাতিতেও বৈরাগ্য বা ঔদাসীন্য উপস্থিত হইলে দোষবীজের অর্থাৎ বুদ্ধিমালিন্যের কারণীভূত অবিদ্যাদির ক্ষয় হয় উহাতে কৈবল্য হয় অর্থাৎ যে সকল সিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে উহারা উপস্থিত হইলে অথবা পূর্ব্বোক্ত বিবেকখ্যাতি উপস্থিত হইলে যোগী যদি উহাতেও বৈরাগ্যবান্ বা বিরক্ত বা উদাসীন হন তবে তখন তাহার বুদ্ধির মলিনতার কারণ অবিদ্যা প্রভৃতি নষ্ট হয় তখন তাহার প্রতি প্রকৃতির অধিকার বা আলিঙ্গন থাকে না, সুতরাং

তখন তাহার কৈবল্য—স্বরূপপ্রতিষ্ঠারূপ স্থিতিপ্রবাহ অর্থাৎ মোক্ষ হয়।

শিষ্য। এই সময়ে যোগীর বিশেষ জ্ঞাতব্য কি থাকে?

গুরু। এই সময়ে স্বর্গাদিস্থানের অধিপতিগণ যোগীদিগকে নানাবিধ প্রলোভনপ্রদর্শন পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন, তখন যোগীদিগের সেই নিমন্ত্রণে তাহাদের সহিত সঙ্গ করা উচিত নহে এবং বিশেষ উন্নতির লক্ষণ দেখিয়া গর্ব্ব করাও উচিত নহে, কেন না, নিমন্ত্রয়িতাদিগের সহিত সঙ্গ করিলে কিম্বা গর্ব্ব করিলে পুনর্ব্বার অনিষ্টের প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ পুনঃ পতনের সম্ভাবনা হয়।

শিষ্য। আর কোথায় সংযম করিলে কি হয়?

গুরু। ক্ষণ এবং তাহার পূর্ব্বাপরীভাবরূপ ক্রম—এই উভয়ে সংযম করিলে বিবেকজ জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ ক্ষণ এবং তাহার ক্রমের প্রতি সংযম করিতে পারিলে সে যোগীর বস্তুবিবেক-বিষয়ক জ্ঞান বা অলৌকিক বস্তুবিবেক বিজ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

শিষ্য। এই জ্ঞান দ্বারা কি হয়?

গুরু। যেখানে জাতি দ্বারা, লক্ষণ দ্বারা অথবা স্থান দ্বারা সমান বস্তুর ভেদ অবধারিত হইতে পারে না সেখানে সমানবস্তুর ভেদ এই বিবেকজ জ্ঞান দ্বারা অবধারিত হইতে পারে।

শিষ্য। এই বিবেকজজ্ঞানের সম্বন্ধে আর কি জ্ঞাতব্য আছে?

গুরু । ক্ষণ ও তৎক্রমের সংযমে উৎপদ্যমান যে বিবেকজ-জ্ঞান উহা তারক অর্থাৎ যোগীকে সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ বা মুক্ত করে বলিয়া তরণকর্ত্তা এবং এই জ্ঞান সর্ব্ববিষয়ক হয়, অর্থাৎ জগতে যে কিছু আছে তৎসকলই এই জ্ঞানের বিষয় হয় আর তারক জ্ঞান উদিত হইলে তদ্দ্বারা সমুদায় পদার্থ সর্ব্ব-প্রকারে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয়, এই জ্ঞান অক্রম অর্থাৎ এই জ্ঞান যুগপৎ নিখিল বস্তু ও নিখিল অবস্থা গ্রহণ করিতে পারে, ইহার কোনও ক্রম নাই।

শিষ্য । পূর্ণ কৈবল্য কিরূপে হয় ?

গুরু । এই বিবেক জ্ঞান দ্বারা সত্ত্বের অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বের বিষয়াকারে যে পরিণতি তাহার অভাবরূপ শুদ্ধি উপস্থিত হইলে এবং পুরুষের স্বরূপাবস্থানরূপ শুদ্ধি উপস্থিত হইলে কৈবল্য বা মোক্ষ হয় ; অর্থাৎ বিবেক জ্ঞান উপস্থিত হইলে বুদ্ধিতত্ত্বের আর পুরুষের ভোগ বা অপবর্গের নিমিত্ত পরিণাম হয় না এবং পুরুষেরও বুদ্ধিবৃত্তির সম্বন্ধনিবন্ধন অন্যথাভাব প্রতীত হয় না সুতরাং কৈবল্য বা মোক্ষ হয়।

শিষ্য । সিদ্ধি কি ?

গুরু । শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ—ইহাদের শক্তি-বিশেষের নাম সিদ্ধি।

শিষ্য । সিদ্ধির সম্বন্ধে আর কি জ্ঞাতব্য আছে ?

গুরু । সিদ্ধিসকলকে পাঁচশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। (১) জন্মজনিত সিদ্ধি, (২) ওষধিজনিত সিদ্ধি, (৩) মন্ত্রজনিত সিদ্ধি, (৪) তপস্যাজনিত সিদ্ধি (৫) সমাধিজনিত সিদ্ধি।

শিষ্য। জন্মজনিত সিদ্ধি কি?

গুরু। জন্মতঃ যে সিদ্ধি জন্মে তাহা জন্মজনিত সিদ্ধি, যথা—বিহঙ্গমাদির আকাশে গতি এবং কপিল মহর্ষির জ্ঞানাদি।

শিষ্য। ওষধিজনিত সিদ্ধি কি?

গুরু। ওষধিপ্রভাবে যে সিদ্ধি জন্মে তাহা ওষধিজনিত সিদ্ধি, যথা—রসায়নাদিভোজনজনিত কায়সম্পৎ।

শিষ্য। মন্ত্রজনিত সিদ্ধি কি?

গুরু। মন্ত্রপ্রভাবে যে সিদ্ধি জন্মে তাহা মন্ত্রজনিত সিদ্ধি, যথা—ইষ্টদেবতাসম্প্রয়োগাদি।

শিষ্য। তপস্যাজনিত সিদ্ধি কি?

গুরু। তপস্যা দ্বারা যে সিদ্ধি জন্মে তাহা তপস্যাজনিত সিদ্ধি, যথা—বিশ্বামিত্রাদির সৃষ্ট্যাদিসামর্থ্য।

শিষ্য। সমাধিজনিত সিদ্ধি কি?

গুরু। সমাধিপ্রভাবে যে সিদ্ধি জন্মে তাহা সমাধিজনিত সিদ্ধি, যথা—তৃতীয় পাদে উক্ত বিভূতিসকল।

শিষ্য। মানব-বালক নন্দীশ্বরের জাত্যন্তরপরিণাম অর্থাৎ সে জন্মেই দেবত্বরূপ অন্য জাতির প্রাপ্তি কিসে হইল?

গুরু। প্রকৃতির বা উপাদানের আপূরণে বা বলাধানে অর্থাৎ উপাদানের বলাধানে জাত্যন্তর পরিণাম বা একজাতির পরিবর্ত্তে অন্য জাতির প্রাপ্তি হয়।

শিষ্য। জাত্যন্তরপরিণামে ধর্ম্মাদি কি সাক্ষাৎ কারণ হয় না?

গুরু। না, জাত্যন্তরপরিণামে ধর্ম্মাদি সাক্ষাৎ কারণ হয় না।

শিষ্য। তবে ধর্ম্মাদি কি করে?

গুরু। ধর্ম্ম প্রকৃতির প্রতিবন্ধকমাত্র দূর করে অর্থাৎ আবরণ মাত্র ভঙ্গ করে।

শিষ্য। ইহাতে দৃষ্টান্ত কি?

গুরু। দৃষ্টান্ত ক্ষেত্রিক, যেরূপ কৃষক এক ক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে স্বয়ং জল লইয়া যায় না, ক্ষেত্রের বাঁধ মাত্র ভাঙ্গিয়া দেয়, বিঘ্নরূপ বাঁধ ভাঙ্গিলে জলের গতিরোধকারী মৃত্তিকার উচ্চতা নষ্ট হইলে নিম্নগমন-স্বভাব জল নির্ব্বিঘ্নে অপর নিম্নক্ষেত্রে প্রবাহিত হয় সেরূপ ধর্ম্মাদি দ্বারা শরীরান্তর প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক বিঘ্ন নষ্ট হইলে পূর্ব্বশরীর স্বয়ংই শরীরান্তরে পরিণত হইয়া যায়।

শিষ্য। সিদ্ধযোগী যখন যুগপৎ বহু কর্ম্মফলের ভোগার্থ বহু শরীর নির্ম্মাণ করে তখন বহু চিত্ত কোথা হইতে প্রাদুর্ভূত হয়?

গুরু। কেবল অস্মিতা হইতেই, অর্থাৎ নির্ম্মাণ চিত্ত সকল যোগীর সঙ্কল্পতঃ কেবল অস্মিতা হইতেই প্রাদুর্ভূত হয়।

শিষ্য। চিত্তসকলের প্রবৃত্তি একরূপ নহে, ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং ভিন্নরুচিসম্পন্ন বহু নির্ম্মাণ-চিত্তের এক ফলে প্রবৃত্তি কি রূপে হয়?

গুরু। যোগীর পূর্ব্বসিদ্ধ একচিত্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি-সম্পন্ন অনেক নির্ম্মাণচিত্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তির নিরাসে প্রযোজক হয়, অর্থাৎ নির্ম্মাণচিত্ত সকলের নানা প্রবৃত্তি থাকিলেও যোগীর পূর্ব্বসিদ্ধ মুখ্যচিত্ত নির্ম্মাণচিত্ত সকলের অধিষ্ঠাতা হইয়া তাহাদের নানা প্রবৃত্তি দূর করিয়া সে সকলকে এক প্রবৃত্তিতে প্রেরণ করে সুতরাং সকলের এক প্রবৃত্তি হওয়ায় একরূপ ফল হয়।

শিষ্য। অন্য চিত্ত অপেক্ষায় সমাধিসংস্কৃত চিত্তের বিশেষ কি?

গুরু। ধ্যানজ বা সমাধিসংস্কৃত চিত্ত অনাশয় বা কর্ম্ম-বাসনারহিত অর্থাৎ অন্য চিত্তের বাসনা থাকে পরন্তু সমাধি-সংস্কৃত চিত্তের বাসনা থাকে না।

শিষ্য। যোগীর চিত্তের ন্যায় কর্ম্মও কি বিলক্ষণ?

গুরু। হাঁ; ফলসন্ন্যাসী যোগীর চিত্ত যেরূপ অন্যের চিত্ত হইতে বিলক্ষণ, যোগীর কর্ম্মও সেরূপ অন্যের কর্ম্ম হইতে বিলক্ষণ।

শিষ্য। কিরূপ বিলক্ষণ?

গুরু। যোগীর কর্ম্ম অশুক্লাকৃষ্ণ অর্থাৎ পুণ্যের ও পাপের অসাধক অর্থাৎ যোগীর কর্ম্মে পুণ্যও হয় না পাপও হয় না।

শিষ্য। অন্যের কর্ম্ম কয় প্রকার ?

গুরু। তিন প্রকার।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) শুক্ল অর্থাৎ পুণ্যজনক, (২) কৃষ্ণ অর্থাৎ পাপ-জনক, (৩) শুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ—এই উভয়- জনক।

শিষ্য। শুক্ল কর্ম্ম কি এবং উহা কাহাদের হয় ?

গুরু। শুক্ল কর্ম্ম সাত্ত্বিক অন্তর্যাগাদি, এই কর্ম্ম তপঃ-স্বাধ্যায়শীল বিচক্ষণদিগের হইয়া থাকে।

শিষ্য। কৃষ্ণকর্ম্ম কি এবং উহা কাহাদের হয় ?

গুরু। কৃষ্ণকর্ম্ম তামস হিংসাদি, এই কর্ম্ম দুরাত্মাদের হইয়া থাকে।

শিষ্য। শুক্লকৃষ্ণ কর্ম্ম কি এবং উহা কাহাদের হয় ?

গুরু। শুক্লকৃষ্ণ কর্ম্ম রাজস হিংসাদিযুক্ত যজ্ঞাদি, উহা বহির্যাগাদিশীলদিগের হইয়া থাকে।

শিষ্য। উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে কি হয় ?

গুরু। ফল ফলে, অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে তৎকর্ম্ম-ফলের অনুরূপ যে জাতি, আয়ু ও ভোগ তাহার অনুকূল বাসনা বা সংস্কারসমূহের অভিব্যক্তি অর্থাৎ উদ্বোধ হয়।

শিষ্য। জাতি-দেশপ্রভৃতির ব্যবধানে চিত্তস্থ-বাসনার আনন্তর্য্য কি রূপে সিদ্ধ হয় ?

গুরু। জাতি, দেশ ও কালের ব্যবধান থাকিলেও বাসনার বা সংস্কারের আনন্তর্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, কেন না,

স্মৃতি ও সংস্কার বা বাসনা একই বস্তু, অর্থাৎ সংস্কারই উদ্বোধক-সহকারে স্মৃতিরূপে পরিণত হয়।

শিষ্য। প্রথমে ত বাসনা ছিল না, তবে জন্মাদি কিরূপে হইল ?

গুরু। বাসনা অনাদি অর্থাৎ বাসনার আদি নাই।

শিষ্য। কিসে জানিব ?

গুরু। আশীর অর্থাৎ "আমি যেন না মরি, আমি যেন চিরকাল জীবিত থাকি" এইরূপ প্রার্থনার নিত্যত্ব থাকায় বাসনার নিত্যত্বের অনুমিতি হয় অর্থাৎ বাসনা অনাদি না হইলে "আমি যেন না মরি, আমি যেন চিরকাল জীবিত থাকি" এইরূপ নিত্য প্রার্থনা হইতে পারিত না।

শিষ্য। বাসনা যদি অনাদিই হয় তবে তাহার অভাব কিরূপে হয় ?

গুরু। বাসনার কারণ অবিদ্যাদি ক্লেশ ও শুক্লাদি কর্ম্ম, আর বাসনার ফল জাতি, আয়ু ও ভোগ, বাসনার আশ্রয় চিত্ত, এবং বাসনার আলম্বন শব্দাদি বিষয়, উক্ত কারণ— ফল—আশ্রয় ও আলম্বন দ্বারাই বাসনার সংগ্রহ হয়, সে সকল কারণ—ফল, আশ্রয় ও আলম্বনের অভাব হইলেই বাসনার অভাব হয়।

শিষ্য। কার্য্য সমস্তই যদি সৎ হয় তবে বাসনারূপ কার্য্যও সৎ হইবে, তবে তাহার অভাব কি রূপে সম্ভবে ?

গুরু। কার্য্যের একেবারে অভাব হয় না, কারণে সূক্ষ্মা-বস্থায় অবস্থান করে, সার কথা এই—কার্য্য সৎ, সুতরাং তাহার

উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, তবে কার্য্যের তিনটী অবস্থা আছে (১) অনাগত, (২) বর্ত্তমান, (৩) অতীত, তন্মধ্যে বর্ত্তমানাবস্থায় অভিব্যক্ত হয়, অনাগত ও অতীত—এই দুই অবস্থায় সূক্ষ্মরূপে কারণে বিদ্যমান থাকে, সুতরাং বাসনারূপ কার্য্যেরও তবে একেবারে অভাব সম্ভবে না, অতীত অবস্থায় সূক্ষ্মরূপে কারণে অবস্থানই অভাবরূপে ব্যবহৃত হয়।

শিষ্য। ধর্ম্মী বা ভাব কার্য্য সকল কি রূপ হয়?

গুরু। সেই সমুদায় বস্তু বা ভাব কার্য্য ব্যক্ত অর্থাৎ বর্ত্তমানাবস্থ, সূক্ষ্ম অর্থাৎ অতীতাবস্থ ও অনাগতাবস্থ এবং গুণস্বরূপ হয়।

শিষ্য। যদি ভাব-কার্য্য মাত্রই অবস্থাত্রয়-সম্পন্ন ও ত্রিগুণাত্মক হয় তবে "এক শব্দ, এক পৃথিবী" এইরূপ একত্বের ব্যপদেশ হয় কেন?

গুরু। পরিণামের একত্ব থাকায়ই বস্তুর একত্বের ব্যপদেশ হয়।

শিষ্য। স্পষ্ট বুঝিতে ইচ্ছা হয়।

গুরু। স্পষ্ট কথা এই—গুণত্রয়ের অঙ্গাঙ্গিভাব সহকারে একই পরিণাম বা বিকার বা কার্য্য হয় এবং ঐ কার্য্যের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও কার্য্য বা বস্তুর পরিবর্ত্তন হয় না, বস্তু এক রূপই থাকে, এজন্য এক শব্দ, এক পৃথিবী এইরূপ একত্বে ব্যপদেশ হয়।

শিষ্য। বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত বিজ্ঞেয় অর্থের সদ্ভাবের যখন প্রমাণই নাই তখন আর পরিণামের কল্পনাই কেন হয়?

গুরু। বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত বিজ্ঞেয় পদার্থ যে নাই তাহা তোমাকে কে বলিল ? বিজ্ঞানও বিজ্ঞেয়—এই উভয়ই আছে এবং এই উভয়ের ভেদ স্পষ্টই প্রমাণিত হয়।

শিষ্য। কি প্রমাণ ?

গুরু। প্রমাণ এই—একবস্তুতেই বিজ্ঞানের ভেদ আছে, বিজ্ঞানই যদি বিজ্ঞেয় হইত তবে এক বস্তুর উপর বা এক বিজ্ঞানের উপর ব্যক্তি-ভেদে বহুবিধ বিজ্ঞানের উদয় হইত না। ভাবিয়া দেখ—একই নারী যে সময়ে তোমার বিজ্ঞানের একরূপ বিজ্ঞেয় হইতেছে, সে সময়েই সে আমার বিজ্ঞানের অন্যরূপ বিজ্ঞেয় হইতেছে, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয়ের ভিন্নতা বা ভেদ না থাকিলে কোন রূপেই ঐরূপ ভেদ সম্পন্ন হইতে পারে না। বস্তুর সাম্য বা সমানতা থাকিলেও যখন চিত্তের বিজ্ঞানের ভিন্নতা বা ভেদ দেখা যায় তখন অবশ্যই বলা উচিত যে চিত্ত ও চৈত্ত্য অর্থাৎ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয় এক নহে। সে জন্যই একই নারী স্বামীর সুখবিজ্ঞান, সপত্নীর দুঃখবিজ্ঞান, যে তাহাকে পাইতেছেনা তাদৃশ কামুকের মোহবিজ্ঞান এবং যে তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না তাদৃশ উদাসীনের উপেক্ষা-বিজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে, এই কারণেই সে নারী স্বামীর নিকটে সুখরূপে, সপত্নীর নিকটে দুঃখরূপে, কামুকের নিকটে মোহরূপে ও উদাসীনের নিকটে উপেক্ষারূপে পরিণতা হয়, —সুতরাং বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয় এক নহে, জ্ঞানব্যতীত প্রকাশ-স্বভাব অন্য কোন বস্তু নাই, এ জন্যই অন্য বস্তু সকল জ্ঞান

দ্বারা প্রকাশিত হয়। যখন জ্ঞান বস্তুর প্রকাশক আর জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞানের প্রকাশ্য, আর যখন জ্ঞান প্রকাশ, জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু অপ্রকাশ তখন জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভিন্নতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না।

শিষ্য। এক বস্তু কেবল এক চিত্তের অর্থাৎ এক জ্ঞানের বিষয় না কি বহু চিত্তের বা বহু জ্ঞানের বিষয় হয়?

গুরু। বস্তু কেবল এক চিত্তের বা এক জ্ঞানের বিষয় নহে, বহু চিত্তের অর্থাৎ বহু জ্ঞানের বিষয় হয়।

শিষ্য। কেন?

গুরু। এক বস্তুকে কেবল এক চিত্তের বা এক জ্ঞানের বিষয় মানিলে সেই চিত্ত বা জ্ঞান বিষয়ান্তরে ব্যাসক্ত হইলে অথবা নিরুদ্ধবৃত্তিক হইলে সেই বস্তু তখন অপ্রমাণ হইয়া পড়ে।

শিষ্য। চিত্তের বিষয়ান্তরব্যাসক্তি-কালে বা নিরুদ্ধাবস্থায় তদ্বিষয় বস্তু অপ্রমাণ হইলে কি দোষ হয়?

গুরু। এই দোষ হয় যে, তখন সেই অপ্রমাণ বস্তু কি নষ্ট হয়, কিংবা পূর্ব্ববৎ অবস্থিত হয়, কিংবা অলীক হয়, নাকি সৎ থাকে, তাহা কোন রূপেই নির্ণীত হইতে পারে না।

শিষ্য। যদি চিত্ত ও চৈত্য অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয় পৃথক্‌ই হয় তবে সর্ব্বদা সকল বস্তুর জ্ঞান হয় না কেন?

গুরু। চিত্তে বস্তুর উপরাগের বা আকারগ্রহণের বা প্রতিবিম্বগ্রহণের আলম্বন থাকায় বস্তু কখনও জ্ঞাত হয় আর

কখনও অজ্ঞাত হয়, অর্থাৎ যখন চিত্তে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ দ্বারা যে বস্তুর উপরাগ বা আকার বা প্রতিবিম্ব অঙ্কিত হয় তখন সে বস্তুর জ্ঞান হয়, আর চিত্তে যে বস্তুর উপরাগ বা আকার বা প্রতিবিম্ব অঙ্কিত না হয় তখন তাহার জ্ঞান হয় না, চিত্ত যখন যে বস্তুতে উপরক্ত হয় তখন সেই বস্তুই প্রকাশ্য হয় অন্য বস্তু অপ্রকাশ্য থাকে। এই জন্যই বস্তুর বিদ্যমানতা থাকিলেও এবং চিত্তের প্রকাশশীলতা থাকিলেও সর্ব্বদা সকল বস্তু প্রকাশিত হয় না।

শিষ্য। যদি একদা সকল বস্তুর জ্ঞান না—ই হয়, তবে বিষয়াকার চিত্তবৃত্তি সকল সর্ব্বদা জ্ঞাত হয় কেন?

গুরু। চিত্তের বৃত্তিসকল সর্ব্বদাই জ্ঞাত হইয়া থাকে, কেন না, চিত্তের প্রভু বা অধিষ্ঠাতা পুরুষ সর্ব্বদা অপরিণামী উহার পরিণাম নাই এবং সর্ব্বদা একরূপ।

শিষ্য। স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিনা?

গুরু। অবহিতমনা হইয়া শ্রবণ কর, উহার তাৎপর্য্য এই—চিত্ত প্রকাশস্বভাব বটে কিন্তু নিজে নিজের প্রকাশক নহে, চিত্তের জ্ঞাতা বা প্রকাশক অন্য এক বস্তু আছে, সেই প্রকাশকই চিৎশক্তি বা চৈতন্যনামক আত্মা, চিত্ত যেরূপ বাহ্যবস্তুর জ্ঞাতা বা প্রকাশক, আত্মাও সেরূপ চিত্তের জ্ঞাতা বা প্রকাশক। বাহ্যবস্তু যে রূপ চিত্তের প্রকাশ্য, চিত্ত ও সেরূপ আত্মার প্রকাশ্য। বিশেষ এই বাহ্যবস্তু সকল ইন্দ্রিয়প্রণালী দ্বারা চিত্তে উপরক্ত হইলে প্রকাশিত হয়, আর ইন্দ্রিয়প্রণালী

দ্বারা চিত্তে উপরক্ত না হইলে প্রকাশিত হয় না, কিন্তু পুরুষের নিকট চিত্ত সেরূপ জ্ঞেয় নহে, চিত্ত পুরুষের সর্ব্বদা জ্ঞেয় বা সর্ব্বদা প্রকাশিত; এজন্য চিত্ত কখনও বস্তু জানে আর কখনও জানে না, কিন্তু পুরুষ কখনও চিত্ত জানে আর কখনও জানে না—এরূপ হয় না, চিত্তে যখন যাহা হয় পুরুষ তাহা তখনই জানে, চিত্ত পরিণামস্বভাব এজন্য তাহার ক্ষিপ্তাদি অবস্থা ও প্রমাণাদি বৃত্তি যখন যাহা উদিত হয় অপরিণাম-স্বভাব পুরুষে তখনই তাহা প্রতিফলিত বা প্রকাশিত হয়, চিত্তের যখন যাহা কিছু হয় তখনই তৎসমুদায়ই পুরুষ জানিয়া থাকে, চিত্ত পরিণামী সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল; আর চিৎশক্তি আত্মা বা পুরুষ অপরিণামী নিত্য নির্ব্বিকার সুতরাং সর্ব্বদা একরূপে প্রতিষ্ঠিত।

শিষ্য। চিত্তকে স্বাভাস বা স্বপ্রকাশ মানিলেই ত হয় তদ্ব্যতিরিক্ত অপরিণামী পুরুষ মানিবার প্রয়োজন কি?

গুরু। চিত্ত স্বাভাস বা স্বপ্রকাশ হয় না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। উহা অর্থাৎ চিত্ত দৃশ্য, যাহা দৃশ্য তাহা স্বপ্রকাশ হইতে পারে না, এজন্য চিত্তসত্ত্বময় হইলেও স্বয়ং প্রকাশিত নহে, আত্মাই তাহাকে প্রকাশিত করে, এই জন্য চিত্ত এবং তাহার বৃত্তিসকল আত্মারই দৃশ্য বা প্রকাশ্য বা জ্ঞেয়, সুতরাং চিত্তের সকলই জানিয়া থাকে।

শিষ্য। আত্মার জানা কিরূপ?

গুরু। আত্মচৈতন্যে প্রদীপ্ত হওয়া কিংবা আত্মায় প্রতিবিম্ব পতন।

শিষ্য। চিত্ত যে স্বপ্রকাশ হইতে পারে না—এ বিষয়ে আর কোনও বক্তব্য আছে কি?

গুরু। আছে।

শিষ্য। কি?

গুরু। এক সময়ে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বা চিত্ত ও চৈত্ত্যের বা স্বরূপের ও অর্থের অবধারণ হয় না—এ জন্যও চিত্ত স্বাভাস বা স্বপ্রকাশ হয় না।

শিষ্য। চিত্ত স্বাভাস বা স্বপ্রকাশ না—ই হউক, এক চিত্ত অপর চিত্তের প্রকাশ্য হউক অর্থাৎ এক চিত্তের প্রকাশক অপর চিত্ত হউক, তাহা মানিলে আর পুরুষস্বীকারের প্রয়োজন কি?

গুরু। এক চিত্ত অন্য চিত্তের দৃশ্য হইলে অর্থাৎ এক চিত্ত অন্য চিত্ত দ্বারা প্রকাশিত হইলে সে অন্য চিত্তও অপর কোন চিত্ত দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাও অন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়—এইরূপে অনবস্থা উপস্থিত হয়, এবং স্মৃতিসঙ্কর হয় অর্থাৎ অনুভবিতারই স্মরণ হইবে এমন নিয়ম ক্ষণিকবিজ্ঞানমতে হয় না, তাহা হইলে স্মরণই হইতে পারে না, কেন না, যে চিত্ত অনুভব করিয়াছে সে চিত্ত স্মরণ সময়ে থাকে না, আর সেই নিয়ম না থাকিলে সকলের সর্ব্ববিষয়ে যুগপৎ স্মরণ হইতে পারে।

শিষ্য। চিত্ত যদি স্বাভাস বা স্বপ্রকাশ না হয়, অন্য চিত্তের দৃশ্যও না হয়, তবে তাহার সম্বেদন কিরূপে হয় ?

গুরু। চিৎ-শক্তির অর্থাৎ পুরুষের প্রতিসংক্রম বা বৃত্তিরূপ সঞ্চার নাই সত্য, কিন্তু পুরুষ বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিবিম্বিত হইয়া বুদ্ধি-সারূপ্য প্রাপ্ত হয় বা বুদ্ধির আকারসম্বদ্ধবৎ হয়, তখন চিত্তের ও তদ্বৃত্তির জ্ঞান বা সাক্ষাৎকার হয়।

শিষ্য। এইরূপ হইলে চিত্ত সর্বার্থ কিরূপে হয় ?

গুরু। দ্রষ্টা পুরুষ আর দৃশ্য শব্দাদি বিষয়—এই উভয়দ্বারা বা উভয়ে চিত্ত উপরক্ত বা সম্বদ্ধ বা প্রতিফলিত বা প্রতিচ্ছায়ী-কৃত হইয়া থাকে, তাদৃশ চিত্ত সর্ব্বার্থ বা সর্ব্ববিষয়ক বা গ্রহীতা গ্রহণ গ্রাহ্য চেতন অচেতন সকল বস্তুরই প্রকাশক হয়।

শিষ্য। যদি ঈদৃশ চিত্ত হইতেই সকল ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় তবে তাহারই দ্রষ্টৃত্ব হউক, পুরুষস্বীকারের প্রয়োজন কি ?

গুরু। চিত্ত অসংখ্যেয় সংস্কার দ্বারা বিচিত্র বা নানারূপ হইলেও উহা পরার্থ অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধনের কারণ হয়।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। যেহেতু চিত্ত সংহত্যকারী অর্থাৎ সহায়ের সহিত মিশ্রণে অথবা অঙ্গাঙ্গিভাবধারণে উৎপন্ন, যাহা সংহত্যকারী তাহা পরার্থ বা পরের প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত ব্যবস্থিত। চিত্ত যখন সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনের সংঘাতে উৎপন্ন এবং উহা উক্ত গুণত্রয়ের অঙ্গাঙ্গিভাব সহায়তা অবলম্বন করিয়াই

সুখদুঃখাদি জন্মায় তখন চিত্ত সংহত্যকারী, সংহত্যকারী বলিয়া পরার্থ, সে পর আর কেহ নহে—পুরুষ বা আত্মা ; পুরুষই চিত্তকে ভোগ করে, অথবা চিত্তই পুরুষকে ভোগ করায়।

শিষ্য। পুরুষ যখন পূর্ব্বোক্ত বিশেষদর্শী হয় অর্থাৎ আমি প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক হইতে অত্যন্ত পৃথক্ বা ভিন্ন এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করে তখন তাহার কি হয় ?

গুরু। পুরুষ যখন বিশেষদর্শী হয় অর্থাৎ আমি প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তু হইতে অত্যন্ত ভিন্ন—এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান প্রাপ্ত হয় তখন সে পুরুষের আর আত্মভাবভাবনা বা আত্মতত্ত্বের ভাবনা—চিন্তা বা জিজ্ঞাসা থাকে না অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসা বিলুপ্ত হয়।

শিষ্য। তখন বিশেষদর্শী পুরুষের চিত্ত কিরূপ হয় ?

গুরু। আত্মভাবভাবনার অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসার নিবৃত্তিদশায় বিশেষদর্শী পুরুষের চিত্ত বিবেকনিম্ন ও কৈবল্যপ্রাগ্‌ভার হয় অর্থাৎ বিবেকমার্গপ্রবাহী হইয়া কৈবল্যাভিমুখী হয়।

শিষ্য। এই অবস্থায়ও বিশেষদর্শীর ব্যুত্থানপ্রত্যয় কেন উপস্থিত হয় ?

গুরু। এই অবস্থায়ও বিবেকজ্ঞানের অন্তরালে পূর্ব্বসংস্কার হইতে "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি, আমার" ইত্যাদি ব্যুত্থানপ্রত্যয় আবির্ভূত হইয়া থাকে।

শিষ্য। ইহাদের হান কিরূপে হয় ?

গুরু। অবিদ্যাদি ক্লেশের ন্যায় ইহাদের হান উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বে অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশের বিনাশের যে উপায় বলা হইয়াছে সে উপায় অবলম্বন করিয়া ইহাদের নাশ করিতে হয়।

শিষ্য। ক্লেশের অত্যন্ত হান কিসে হয়?

গুরু। বিবেক সাক্ষাৎকারে যে যোগীর ফললিপ্সা থাকে না অর্থাৎ উহাতেও যে যোগী পরম বিরক্ত হন তাহার ধর্ম্মমেঘনামক সমাধি আবির্ভূত হয়।

শিষ্য। ধর্ম্মমেঘ সমাধি উপস্থিত হউক, তাহাতে ক্লেশাদি-নিবৃত্তির কি আসিল?

গুরু। এই ধর্ম্মমেঘনামক সমাধি হইতেই অবিদ্যাদি ক্লেশ ও শুক্লাদি কর্ম্ম ও তজ্জনিত অদৃষ্টসকলের নিবৃত্তি হয়।

শিষ্য। ক্লেশ ও কর্ম্মের নিবৃত্তিতে কি হয়?

গুরু। সেই সময়ে জ্ঞানের বা বুদ্ধিসত্ত্বের কোন প্রকার আবরণ থাকে না, আবরণ না থাকায় জ্ঞানের বা বুদ্ধির আলোক অনন্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন জ্ঞেয় অল্প হয় অর্থাৎ যোগী তখন সর্ব্বজ্ঞ হন বা সকলই জানিয়া থাকেন।

শিষ্য। তাহাতে কি হয়?

গুরু। ধর্ম্মমেঘের উদয়ে জ্ঞানের বা চিত্তসত্ত্বের আনন্ত্য উপস্থিত হয়, তখন গুণসকল কৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে গুণ-সকলের পরিণামক্রমের সমাপ্তি হয় অর্থাৎ পরিণামক্রম স্থগিত হইয়া যায়।

শিষ্য। ক্রম কি ?

গুরু। যাহা কালের সূক্ষ্মভাগ দ্বারা নিরূপিত এবং পরিণামের অবসান দ্বারা অনুমেয়—তাহার নাম ক্রম।

শিষ্য। গুণের পরিণামক্রমের সমাপ্তি হউক তাহাতে পুরুষের কি হয় ?

গুরু। তখন কৈবল্য হয়।

শিষ্য। কৈবল্য কি ?

গুরু। পুরুষার্থ-রহিত গুণের প্রতিপ্রসব বা প্রলয় বা অব্যক্তভাব অর্থাৎ প্রতিলোম-পরিণাম দ্বারা প্রলয়ে প্রধানরূপে যে অবস্থিতি হয়, অথবা চিতিশক্তির অর্থাৎ পুরুষের যে স্বরূপে অবস্থিতি হয়—তাহার নাম কৈবল্য। এই অবস্থায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিকার আত্মচৈতন্যে প্রদীপ্ত হয় না। তখন আত্মায় বা পুরুষে প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক দ্রব্য প্রতিবিম্বিত হয় না, আত্মা তখন চৈতন্যমাত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকে; এইরূপ নির্ব্বিকার বা কেবল হওয়ার নামই কৈবল্য বা মোক্ষ। এই যোগদর্শনের তত্ত্ব বলা হইল, উত্তমরূপে ইহার ধারণা কর, আজ এস্থানেই বিশ্রাম হউক। ইতি—

৺দশমহাবিদ্যাসিদ্ধ ৺সর্ব্বানন্দ দেব (সর্ব্ববিদ্যা) -কুলোৎপন্ন-
মহামহোপাধ্যায়-মহামহাধ্যাপক-
শ্রীঅন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি-
প্রণীত যোগ-রহস্য
সমাপ্ত।

শিবমস্তু।



বৈশেষিক-রহস্য।

মহামহোপাধ্যায়—মহামহাধ্যাপক

শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি-
প্রণীত।

—০ঃ※ঃ০—

শ্রীযতীন্দ্র কুমার কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ কর্তৃক
প্রকাশিত।

কাশীধাম, ভারতধর্ম্ম প্রেসে, জি, সি, চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত।

—ঃ※ঃ—

১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

 মূল্য ॥৹

বিজ্ঞাপন।

দর্শন শাস্ত্র-সমূহের আর্ষ তাৎপর্য্যের গ্রহণে কেহ বঞ্চিত না হন—এই উদ্দেশ্যে আমি আস্তিক দর্শন সমুহের সংস্কৃত ভাষায় "কৌমুদী" নাম্নী সরল বৃত্তি, সার ও চিত্র (Chart) প্রণয়ন করিয়াছি। উহার হিন্দী, বাঙ্গলা ও ইংরাজী অনুবাদ আছে। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্য লিখিয়াছি। বোধসৌকর্য্যার্থ গুরু ও শিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বাঙ্গলা ভাষায় (১) সাধারণ ন্যায়-রহস্য, (২) ন্যায়-রহস্য, (৩) বৈশেষিক রহস্য, (৪) সাংখ্য-রহস্য, (৫) যোগ-রহস্য, (৬) মীমাংসা-রহস্য, (৭) বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্র রহস্য—লিখিয়াছি। এই সকলের পৃথগ্‌ভাবে হিন্দী এবং ইংরাজীতে অনুবাদও হইয়াছে। তন্মধ্যে ৺ বিশ্বনাথের কৃপায় সাংখ্য-রহস্য এবং যোগ-রহস্য ও সাধারণ ন্যায়-রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে, এই বৈশেষিক-রহস্যও প্রকাশিত হইল। অবশিষ্ট গ্রন্থ ও চিত্র সকল যন্ত্রস্থ করা হইয়াছে এবং হইতেছে।

ইহা প্রথম পথ-প্রদর্শন মাত্র, এই সম্বন্ধে এইরূপ বহুগ্রন্থ প্রচারিত হইয়া সাধারণের জ্ঞানের অনুকূল হইলে আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইবে।

আমি কয়েক বৎসর যাবৎ "ধর্ম্মশাস্ত্র কোষ" নামক এক সুবৃহৎ গ্রন্থের প্রণয়নে ব্যাপৃত আছি সুতরাং এই গ্রন্থের মুদ্রণে মনোযোগ দিতে পারি নাই, সেই কারণে ও অন্যান্য কারণে বর্ত্তমান সংস্করণে ভ্রম প্রমাদ থাকিতে পারে, সুতরাং পাঠক-পাঠিকাগণ সংশোধনপূর্ব্বক পাঠ করিলে প্রীত হইব।

এই গ্রন্থের পাঠে যদি কেহ কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার বোধ করে তবে আমার শ্রম সফল হইবে।

শ্রীঅন্নদাচরণ শর্ম্মা।

সংক্ষিপ্ত চিত্র।

পদার্থ

৬ প্রকার—

(১) দ্রব্য, ৯ প্রকার	(২) গুণ ২৪ প্রকার	(৩) কর্ম্ম, ৫ প্রকার	(৪) সামান্য, (৫) বিশেষ,	(৬) সমবায়,
(১) ক্ষিতি, (২) জল, (৩) তেজ, (৪) বায়ু, (৫) আকাশ, (৬) কাল, (৭) দিক, (৮) আত্মা, (৯) মন।	(১) রূপ, (২) রস, (৩) গন্ধ, (৪) স্পর্শ, (৫) সংখ্যা, (৬) পরিমাণ, (৭) পৃথক্ত্ব, (৮) সংযোগ, (৯) বিভাগ, (১০) পরত্ব, (১১) অপরত্ব, (১২) বুদ্ধি, (১৩) সুখ, (১৪) দুঃখ, (১৫) ইচ্ছা, (১৬) দ্বেষ, (১৭) প্রযত্ন, (১৮) গুরুত্ব, (১৯) দ্রবত্ব, (২০) স্নেহ, (২১) সংস্কার, (২২) ধর্ম্ম, (২৩) অধর্ম্ম, (২৪) শব্দ। (এতন্মধ্যে প্রযত্ন পর্য্যন্ত ১৭ গুণ সূত্রোক্ত, আর গুরুত্বাদি শব্দান্ত ৭ গুণ 'চ' শব্দ দ্বারা গৃহীত হইয়াছে)।	(১) উৎক্ষেপণ, (২) অবক্ষেপণ (৩) আকুঞ্চন, (৪) প্রসারণ, (৫) গমন।	সামান্য ও বিশেষ—এই উভয় বুদ্ধ্যপেক্ষ, তন্মধ্যে যাহা অনুবৃত্তির বা অধিকদেশ বৃত্তির হেতু হয় তাহা সামান্য, আর যাহা ব্যাবৃত্তির বা অল্পদেশ বৃত্তির হেতু হয় তাহা বিশেষ।	অযুতসিদ্ধ অর্থাৎ অপৃথগ্‌ভাবে সিদ্ধ যে কারণ ও কার্য্য তন্মধ্যে এই কারণে এই কার্য্য আছে—এই রূপ জ্ঞান ও ব্যবহার যাহা হইতে হয় তাহা সমবায়।

শ্রীশ্রীহরি

শরণম্।

বৈশেষিক-রহস্য।

বিশ্বমেতদখিলং নিকেতনং যস্য যত্র তু তদেব রাজতে।
ভিন্নতা ন জগতো যতোঽথবা কোঽপি সোঽত্র পুরুষো নমস্যতে॥

গুরু। (প্রণত শিষ্যের মস্তক ও পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া) বৎস তারাপদ! 'সাধারণ ন্যায়-রহস্য' ও 'ন্যায়-রহস্য' তোমাকে বলা হইয়াছে, উহা বুঝিতে পারিয়াছ কি? মনে আছে কি?

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার প্রসাদে যথাসম্ভব বুঝিতে পারিয়াছি, মনেও আছে।

গুরু। তবে এখন 'বৈশেষিক-রহস্য' বলিতেছি, পূর্ব্ববৎ শ্রবণ কর।

শিষ্য। যে আজ্ঞা।

গুরু। প্রশ্ন কর।

শিষ্য। বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা মহর্ষির পবিত্র নাম কি?

গুরু। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বৈশেষিক-প্রণেতা মহর্ষির পবিত্র নাম কণাদ। এই মহর্ষি পুণ্যনামা প্রাতঃস্মরণীয়

কশ্যপের গোত্রাপত্য, এই জন্য ইনি কাশ্যপ নামেও অভিহিত হইতেছেন। ইঁহার উলুক বা ঔলুক্য নামও আছে।

শিষ্য। ইঁহার কণাদ নাম কেন?

গুরু। ধান্যের এক এক গুলিকার উচ্চয়নরূপ উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন—এজন্য ইঁহার নাম কণাদ; তণ্ডুলকণা দ্বারা জীবিকা করিতেন—এজন্যও কণাদ নাম হইতে পারে। যাহা হউক, এই মহর্ষি অতি প্রাচীন।

শিষ্য। ইঁহার অতি প্রাচীনত্বে প্রমাণ কি?

গুরু। মহাভারতে ভীষ্মস্তবরাজে উলুকনামক মুনির উল্লেখ আছে। ইঁনিই সেই উলুক বলিয়া প্রসিদ্ধ। সাংখ্য দর্শনে "ন বয়ং ষট্‌পদার্থবাদিনো বৈশেযিকবৎ" এই সূত্রে বৈশেষিকের উল্লেখ আছে। আরও আছে—এই দর্শনের সিদ্ধান্তিত শব্দের উৎপত্তি-বিনাশবত্ত্ব পূর্ব্বমীমাংসায় মহর্ষি জৈমিনিকর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়াছে। লঙ্কেশ্বর রাবণ এই দর্শনের ভাষ্য করিয়াছেন—ইহা রত্নপ্রভায় দর্শিত হইয়াছে।

শিষ্য। এই দর্শনের বৈশেষিক নাম কেন?

গুরু। দর্শনান্তরের অনঙ্গীকৃত বিশেষ পদার্থের অঙ্গীকার থাকায় এই দর্শনের নাম বৈশেষিক দর্শন। কিংবদন্তী আছে—মহর্ষি কণাদ উৎকট তপস্যা দ্বারা ভগবান্ মহাদেবের প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া এই দর্শনের প্রণয়ন করিয়াছেন। এখন প্রকৃতের অবতারণা কর।

শিষ্য। (মহর্ষির উদ্দেশে প্রণত হইয়া গুরুদেবকে প্রণাম করতঃ) এই দর্শনে কয়টী অধ্যায় আছে?

গুরু। দশটী অধ্যায় আছে।

শিষ্য। অধ্যায়ের কোনরূপ বিভাগ আছে কি না?

গুরু। আছে; প্রতি অধ্যায়ে দুইটী করিয়া আহ্নিক আছে অর্থাৎ এক এক অধ্যায় দুই ভাগে বিভক্ত—প্রথম আহ্নিক, দ্বিতীয় আহ্নিক।

শিষ্য। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় আহ্নিকে কি কি আছে?

গুরু। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে ধর্ম্মব্যাখ্যার প্রতিজ্ঞা, ধর্ম্মের লক্ষণ, তদ্বচনতঃ আম্নায়ের প্রামাণ্য, ধর্ম্মফলের প্রতিপাদন, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের নিরূপণ এবং দ্রব্যাদির সাধর্ম্ম্য-কথন আছে।

দ্বিতীয় আহ্নিকে কার্য্যকারণভাববিবেক, সামান্য ও বিশেষ পদার্থের নিরূপণ, দ্রব্যাদি হইতে সামান্যের পার্থক্য-ব্যবস্থাপন এবং সত্তার একত্ব-সংস্থাপন আছে।

শিষ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ের কোন্ আহ্নিকে কি আছে?

গুরু। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ—এই সকলের বিবেচন এবং বায়ু ও আকাশের বিশেষ বিবেক।

দ্বিতীয় আহ্নিকে গন্ধাদির ব্যবস্থাপন, কাল ও দিকের বিবেচনা, সংশয়ের কথা ও শব্দের নিরূপণ।

শিষ্য। তৃতীয় অধ্যায়ের কোন্ আহ্নিকে কি আছে?

গুরু। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে আত্মনিরূপণাদি ও হেত্বাভাস-নিরূপণ।

দ্বিতীয় আহ্নিকে অন্তঃকরণের নিরূপণ, আত্মানুমিতি এবং আত্মার দ্রব্যত্ব, নিত্যত্ব ও নানাত্বের প্রতিপাদন।

শিষ্য। চতুর্থ অধ্যায়ের কোন্ আহ্নিকে কি আছে?

গুরু। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে মূল কারণের ব্যবস্থাপন, প্রত্যক্ষ কারণের কথন, রূপাদি প্রত্যক্ষের প্রতিপাদন, সত্তার ও গুণত্বের প্রত্যক্ষ কথন।

দ্বিতীয় আহ্নিকে অনিত্য দ্রব্যের বিভাগ এবং শরীরাদির বিবেচনা।

শিষ্য। পঞ্চম অধ্যায়ের কোন্ আহ্নিকে কি আছে?

গুরু। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে বিবিধ কর্ম্ম-বিবেক।

দ্বিতীয় আহ্নিকে ভূকম্পাদির বিবেচনা, মনঃস্থৈর্য্য সম্পাদনের উপায়, মরণকালে মনের দেহান্তর প্রবেশের হেতুর কথন, অন্ধকারের নিরূপণ, আকাশাদির নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রতিপাদন।

শিষ্য। ষষ্ঠ অধ্যায়ের কোন্ আহ্নিকে কি আছে?

গুরু। ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে বেদপ্রামাণ্য বিবেক এবং দান-প্রতিগ্রহ ধর্ম্মাদির বিবেচনা।

দ্বিতীয় আহ্নিকে বৈধ কর্ম্মফলপ্রবৃত্তির জন্য রাগ, দ্বেষ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জন্ম ও মোক্ষাদির বিবেক।

শিষ্য। সপ্তম অধ্যায়ের কোন্ আহ্নিকে কি আছে?

গুরু। সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে নিত্যানিত্য-রূপাদির নিরূপণ, কারণগুণজ-রূপাদির ও পাকজ রূপাদির নির্দ্দেশ এবং পরিমাণের বিবেক।

দ্বিতীয় আহ্নিকে সংখ্যাদিগুণের বিবেচনা, পদপদার্থের সম্বন্ধের বিবেক, পরত্ব ও অপরত্বের বিবেচনা, এবং সমবায়ের প্রতিপাদন।

শিষ্য। অষ্টম অধ্যায়ের কোন্ আহ্নিকে কি আছে?

গুরু। অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে জ্ঞানের বিবেক এবং প্রত্যক্ষের হেতুর চিন্তা।

দ্বিতীয় আহ্নিকে বিশিষ্ট প্রত্যক্ষবিবেক, অর্থশব্দাভিধেয়-কথন এবং ইন্দ্রিয়প্রকৃতির বিবেচনা।

শিষ্য। নবম অধ্যায়ের কোন্ আহ্নিকে কি আছে?

গুরু। নবম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে কার্য্যাসত্ত্বাদির চিন্তন, অলৌকিকপ্রত্যক্ষের বিবেচনা।

দ্বিতীয় আহ্নিকে অনুমান ও শাব্দের বিবেক, স্মৃতি, স্বপ্ন ও স্বপ্নান্তিকের নিরূপণ, বিদ্যা ও অবিদ্যার প্রতিপাদন এবং আর্ষ-জ্ঞানের কারণের বিবেচনা।

শিষ্য। দশম অধ্যায়ের কোন্ আহ্নিকে কি আছে?

গুরু। দশম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে সুখ ও দুঃখের বিবেক।

দ্বিতীয় আহ্নিকে বিশেষতঃ কারণত্রয়ের বিবেচনা এবং বেদ-প্রামাণ্যের দৃঢ়তার সংস্থাপন।

শিষ্য। এই সকল অধ্যায়ে অন্য কথা নাই কি ?

গুরু। প্রসঙ্গতঃ অন্য কথাও আছে।

শিষ্য। এই দর্শনের প্রথম সূত্র কি ?

গুরু। "অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ"।

শিষ্য। বাঃ! যেমন মহর্ষি, তেমনই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ত হইবেই, ধর্ম্মের লক্ষণ কি ?

গুরু। "যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"।

শিষ্য। যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের সিদ্ধি হয় তাহার নাম ধর্ম্ম, ইহাই ধ্রুব সত্য, ইহার পরের সূত্র কি ?

গুরু। "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্"।

শিষ্য। এই সূত্রের অর্থ কি ?

গুরু। দ্বিবিধ প্রশ্নে দ্বিবিধ অর্থ হইতে পারে।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। ধর্ম্ম ত বেদমূলক বা বেদপ্রমাণক, সুতরাং পূর্ব্বে জানা উচিত যে, বেদপ্রামাণ্যই মানা হয় কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর—তাঁহার অর্থাৎ ঈশ্বরের বচন থাকায় অর্থাৎ বেদ পরমেশ্বরেরই বচন অর্থাৎ বেদ পরমেশ্বরেরই বাক্য, এই জন্যই বেদ প্রমাণ। ধর্ম্মের সমধিক মাহাত্ম্য কি ? এই প্রশ্নের উত্তর—বেদে ধর্ম্মের প্রতিপাদন থাকায় বেদ প্রমাণ, যাহার প্রতিপাদন থাকায় বেদ প্রমাণ হয় তাঁহার সমধিক মাহাত্ম্য কি আর বলিতে হইবে।

শিষ্য। মহর্ষির তাৎপর্য্য কোন্ অর্থে ?

গুরু। মহর্ষির তাৎপর্য্য মহর্ষি আর তৎসমান পুরুষই বলিতে পারেন, আমি কিরূপে বলিব, তবে উভয় প্রকারই হইতে পারে বলিয়া উভয় প্রকারই বলিলাম।

শিষ্য। নিঃশ্রেয়স—মোক্ষ কিসে হয়?

গুরু। (১) দ্রব্য, (২) গুণ, (৩) কর্ম্ম, (৪) সামান্য, (৫) বিশেষ, (৬) সমবায়—এই ষট্ প্রকার পদার্থ আছে। ধর্ম্মবিশেষতঃ এই ষট্প্রকার পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যরূপে যে তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স—কৈবল্য—মোক্ষ অপবর্গ হয়।

শিষ্য। দ্রব্য কি?

গুরু। যাহাতে ক্রিয়া বা গুণ থাকে অথবা যাহা সমবায়ী কারণ হয়, তাহা দ্রব্য।

শিষ্য। দ্রব্য কতিবিধ?

গুরু। দ্রব্য নববিধ।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। (১) পৃথিবী, (২) জল, (৩) তেজ, (৪) বায়ু, (৫) আকাশ, (৬) কাল, (৭) দিক্, (৮) আত্মা, (৯) মন।

শিষ্য। পৃথিবী কি?

গুরু। যাহাতে (১) রূপ, (২) রস, (৩) গন্ধ, (৪) স্পর্শ—এই চারিগুণ সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহা পৃথিবী। গন্ধ এই পৃথিবীরই স্বাভাবিক বিশেষ গুণ।

শিষ্য। ইহাতে দ্রবত্ব আছে কি না? থাকিলে কোথায় কিসে প্রকাশিত হয়?

গুরু। ইহাতে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব আছে; উহা ঘৃত, লাহা, মোম প্রভৃতিতে অগ্নি সংযোগতঃ প্রকাশিত হয়।

শিষ্য। পৃথিবীর ভেদ আছে কিনা? থাকিলে কি কি?

গুরু। পৃথিবী দ্বিবিধ—(১) নিত্য, (২) অনিত্য।

শিষ্য। কোন্ পৃথিবী নিত্য, আর কোন্ পৃথিবী অনিত্য?

গুরু। পরমাণুরূপা পৃথিবী নিত্য, তদ্ভিন্ন পৃথিবী অনিত্য।

শিষ্য। ইহাদের অবান্তর ভেদ আছে কি?

গুরু। নিত্য পৃথিবীর অবান্তর ভেদ নাই। অনিত্য পৃথিবী তিন প্রকার,—(১) দেহ, (২) ইন্দ্রিয়, (৩) বিষয়।

শিষ্য। দেহ কয় প্রকার এবং কি কি?

গুরু। দেহ দুই প্রকার,—(১) যোনিজ, (২) অযোনিজ।

শিষ্য। অযোনিজ শরীরে প্রমাণ কি?

গুরু। অযোনিজ শরীরের সর্ব্বসাধারণ প্রমাণ বেদাদিশাস্ত্র।

শিষ্য। দেহ কি পঞ্চভূতাত্মক কিংবা ত্রিভূতাত্মক?

গুরু। দেহ পঞ্চভূতাত্মকও নহে, ত্রিভূতাত্মকও নহে, পরন্তু এক ভূতাত্মক অর্থাৎ পার্থিব দেহ পৃথিব্যাত্মকই।

শিষ্য। দেহ পঞ্চভূতাত্মক হইলে দোষ কি?

গুরু। দেহ পঞ্চভূতাত্মক হইলে তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, কেন না, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের সংযোগের প্রত্যক্ষ হয় না অর্থাৎ যদি শরীর পঞ্চভূতময়ই হয়, তবে উহাতে প্রত্যক্ষ ভূত পৃথিব্যাদি আর অপ্রত্যক্ষ ভূত আকাশ—এই উভয়ের সংযোগ থাকায় উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না।

শিষ্য। ত্রিভূতাত্মক হয় না কেন?

গুরু। তাহা হইলে অবয়বী শরীর গন্ধাদি শূন্য হইয়া পড়ে।

শিষ্য। কেন?

গুরু। অবয়বের গুণ হইতেই অবয়বীতে গুণ জন্মে, অবয়বে যে গুণ নাই, অবয়বীতে সে গুণ থাকে না, শরীর ত্রিভূতাত্মক হইলে শরীরের অবয়ব তিন প্রকার 'ভূত'—পৃথিবী, জল ও তেজ—এইরূপ হইবে, তবে এক অবয়বে গন্ধ অন্য অবয়বে তাহা নাই, অতএব গন্ধ শূন্য অবয়বে গঠিত অবয়বী শরীরে গন্ধ হইবে কিরূপে এইরূপ অন্যাবয়বীর গুণ সম্বন্ধেও বুঝিবে।

শিষ্য। এ দোষ ত পঞ্চভূতাত্মক পক্ষে থাকিতে পারে?

গুরু। হাঁ! তা ত আছেই।

শিষ্য। এক ভূতাত্মকই যদি হয়, তবে উহাতে জলাদির উপলব্ধি কিরূপে হয়?

গুরু। অন্যান্যভূত উপষ্টম্ভকমাত্র হয় অর্থাৎ শরীর এক ভূতাত্মকই বটে, পরন্তু উহাতে অন্যান্য ভূত সংযুক্ত থাকিয়া নিমিত্ত কারণ হয়।

শিষ্য। পৃথিবীর ইন্দ্রিয় কি?

গুরু। ঘ্রাণই ইন্দ্রিয়।

শিষ্য। উহার পার্থিবত্বে প্রমাণ কি?

গুরু। রূপাদির মধ্যে গন্ধ মাত্রের গ্রাহকত্বই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পার্থিবত্বে বিশেষ প্রমাণ।

শিষ্য। বিষয় কি?

গুরু। শরীর ও ইন্দ্রিয় ব্যতীত উপভোগের যোগ্য যাহা কিছু পৃথিবী আছে, তৎসমুদায়ই বিষয়।

শিষ্য। জল কি?

গুরু। (১) রূপ, (২) রস, (৩) স্পর্শ—এই গুণত্রয় সমবায় সম্বন্ধে যাহাতে থাকে তাহার নাম জল।

শিষ্য। রূপাদি ত পৃথিবীতেও আছে, তবে তাহা দ্বারা জলের বিশেষ পরিচয় কি হইল?

গুরু। জলে সাংসিদ্ধিক বা স্বাভাবিক দ্রবত্ব আছে এবং স্নেহ গুণ আছে। শীত স্পর্শ এই জলেরই স্বাভাবিক গুণ। বস্তুতঃ (১) রূপ, (২) রস, (৩) গন্ধ, (৪) স্পর্শ—এই গুণ চতুষ্টয় সমবায় সম্বন্ধে যাহাতে থাকে তাহা পৃথিবী। উক্ত গুণ চতুষ্টয়ের মধ্যে (১) রূপ, (২) রস, (৩) স্পর্শ—এই গুণত্রয়-মাত্র যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে অর্থাৎ এই গুণত্রয় যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে কিন্তু গন্ধ থাকে না, তাহা জল। উক্ত গুণ চতুষ্টয়ের মধ্যে (১) রূপ, (২) স্পর্শ—এই গুণদ্বয় মাত্র যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে অর্থাৎ রস নাই কিন্তু রূপ ও স্পর্শ সমবায় সম্বন্ধে আছে এমন যে দ্রব্য তাহা তেজ, আর উক্ত গুণ চতুষ্টয়ের মধ্যে স্পর্শমাত্র যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে অর্থাৎ রূপ নাই অথচ সমবায় সম্বন্ধে স্পর্শ যাহাতে থাকে তাহা বায়ু; এইরূপ বলিলে তোমার আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

শিষ্য। জল কতিবিধ? কি কি? এবং তাহার অবান্তর ভেদ কি?

গুরু। জল দ্বিবিধ—(১) নিত্য, (২) অনিত্য। তন্মধ্যে পরমাণুরূপ জল নিত্য আর তদ্ভিন্ন জল অনিত্য। অনিত্য জল ত্রিবিধ—(১) দেহ, (২) ইন্দ্রিয়, (৩) বিষয়।

শিষ্য। দেহাদির বিশেষ কি?

গুরু। জলীয় দেহ অযোনিজই; জলীয় ইন্দ্রিয় রসনা; দেহ ও ইন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত যে জল তাহা বিষয়।

শিষ্য। রসনেন্দ্রিয় যে জলীয়, তাহাতে প্রমাণ কি?

গুরু। রসনেন্দ্রিয় রূপাদির মধ্যে রসমাত্রের ব্যঞ্জক হয়, ইহাই জলীয়ত্বে প্রমাণ।

শিষ্য। তেজ কি?

গুরু। (১) রূপ, (২) স্পর্শ—এই দুই গুণ সমবায় সম্বন্ধে যাহাতে থাকে তাহাই তেজ।

শিষ্য। রূপাদি ত পৃথিবীতেও আছে, তবে তাহা দ্বারা তেজের বিশেষ পরিচয় কি হইল?

গুরু। নিঃসন্দেহ লক্ষণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহাতেই বিশেষ পরিচয় হয়, আর বিশেষ পরিচয় স্বাভাবিক উষ্ণস্পর্শ দ্বারা হইয়া থাকে অর্থাৎ স্বাভাবিক উষ্ণস্পর্শ সমবায় সম্বন্ধে তেজেই থাকে, উহা তেজেরই স্বাভাবিক গুণ, উহা যাহাতে থাকে তাহাই তেজ।

শিষ্য। তেজে দ্রবত্ব আছে কিনা? থাকিলে উহা কোথায় কিরূপে প্রকাশিত হয়?

গুরু। তেজে দ্রবত্ব আছে, উহা—রঙ্গ, সীস, লৌহ ও রজত প্রভৃতিতে অগ্নিসংযোগতঃ প্রকাশিত হয়।

শিষ্য। তেজ কতিবিধ? কি কি? এবং অবান্তর ভেদ কি?

গুরু। তেজ দ্বিবিধ—(১) নিত্য, (২) অনিত্য। তন্মধ্যে পরমাণুরূপ তেজ নিত্য, আর তদ্ভিন্ন তেজ অনিত্য। অনিত্য তেজ ত্রিবিধ—(১) দেহ, (২) ইন্দ্রিয়, (৩) বিষয়।

শিষ্য। তৈজস দেহ প্রভৃতিতে কি বিশেষ জ্ঞাতব্য আছে?

গুরু। তৈজস দেহ অযোনিজই; তৈজস ইন্দ্রিয় চক্ষু; দেহ ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন সকল তেজই বিষয়।

শিষ্য। চক্ষু যে তৈজস তাহাতে প্রমাণ কি?

গুরু। চক্ষু (১) রূপ, (২) রস, (৩) গন্ধ, (৪) স্পর্শ—এই গুণ চতুষ্টয়ের মধ্যে রূপমাত্রের ব্যঞ্জক হয়, উহাই প্রমাণ।

শিষ্য। বায়ু কি?

গুরু। স্পর্শগুণ সমবায় সম্বন্ধে যাহাতে থাকে তাহা বায়ু।

শিষ্য। বিশেষ পরিচয় হইল না, উহা ত অন্যত্রও আছে?

গুরু। (১) রূপ, (২) রস, (৩) গন্ধ, (৪) স্পর্শ—এই গুণচতুষ্টয়ের মধ্যে স্পর্শমাত্র যে দ্রব্যে থাকে তাহাই বায়ু ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

শিষ্য। বায়ুর প্রত্যক্ষ হয় কি না? প্রত্যক্ষ না হইলে কিরূপে তাহার জ্ঞান হয়?

গুরু। বায়ুর প্রত্যক্ষ হয় না, পরন্তু বিলক্ষণ স্পর্শ দ্বারা বায়ুর অনুমিতি হয়।

শিষ্য। বায়ুর দ্রব্যত্বে প্রমাণ কি?

গুরু। প্রমাণ—ক্রিয়া ও গুণ, অর্থাৎ ক্রিয়া ও গুণ থাকায় বায়ু দ্রব্য।

শিষ্য। বায়ু নিত্য কি অনিত্য?

গুরু। বায়ু নিত্য।

শিষ্য। উহাতে লিঙ্গ বা প্রমাণ কি?

গুরু। সমবায়ী কারণের অসত্ত্বাই লিঙ্গ বা প্রমাণ অর্থাৎ সমবায়ী কারণ না থাকাতেই নিত্য, বায়ু অনিত্য হইলে অবশ্যই তাহার সমবায়ী কারণ থাকিত, তাহা না থাকায় বায়ুকে নিত্যই বলিতে হয়।

শিষ্য। বায়ু নিত্য হইলে তাহাকে এক বলিতে হয় কি?

গুরু। না, বায়ু নিত্য হইলেও তাহা নানা বা বহু।

শিষ্য। বায়ু যে নানা তাহার লিঙ্গ বা প্রমাণ কি?

গুরু। বিরুদ্ধ দিক্ হইতে বায়ু আসিয়া তৃণাদিকে উড়াইয়া থাকে, ইহাই বায়ুর নানাত্বে লিঙ্গ বা প্রমাণ।

শিষ্য। বায়ুর সম্বন্ধে আর কি জ্ঞাতব্য আছে?

গুরু। বায়ুর শরীর অযোনিজ, ইহার ইন্দ্রিয় ত্বচ্। বায়ু এই নাম আগমিক।

শিষ্য। ত্বচ্ যে বায়বীয় তাহাতে লিঙ্গ বা প্রমাণ কি?

গুরু। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ—এই গুণচতুষ্টয়ের মধ্যে স্পর্শমাত্রের ব্যঞ্জকত্বই বায়বীয়ত্বে প্রমাণ।

শিষ্য। বায়ুর নিত্যত্ব সম্বন্ধে আমার একটু জিজ্ঞাসা আছে?

গুরু। কি জিজ্ঞাসা আছে?

শিষ্য। সাধারণ ন্যায়-রহস্যে শুনিয়াছি বায়ু অনিত্য, এখন শুনিতেছি নিত্য—এই বিষয়ে কি মনে করিব?

গুরু। অনেকেরই মতে বায়ু অনিত্য, কিন্তু মহর্ষি কণাদের মতে বায়ু নিত্য—ইহা মনে করিতে পার।

শিষ্য। কিসে বুঝিব?

গুরু। মহর্ষি কণাদের সূত্রসমূহের আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে। মহর্ষি বায়ুর নিত্যত্বের প্রতিপাদনের নিমিত্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, এবং বায়ুর দৃষ্টান্তে আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা—এই সকল দ্রব্যের নিত্যত্বের ব্যবস্থাপন করিয়াছেন, যদি বায়ুর অনিত্যত্ব মহর্ষির অভিপ্রেত হইত, তবে নিত্যত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত যুক্তির অবতারণা করিতেন না এবং আকাশাদির নিত্যত্বের দৃষ্টান্তস্থানে বায়ুর উল্লেখ করিতেন না।

শিষ্য। বায়বীয় পরমাণু নিত্য,—তদর্থই যুক্তির অবতারণা তাহাই আকাশাদির দৃষ্টান্তে উপস্থিত—ইহা বলিতে পারি কি?

গুরু। না, তাহা পার না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। যদি উক্ত স্থানে বায়বীয় পরমাণুই মহর্ষির অভিপ্রেত

হইত, তবে প্রথমোপস্থিত ন্যায়তঃ দৃষ্টান্তস্থানে পৃথিবীরই উল্লেখ করিতেন এবং পৃথিবীর পরমাণুর নিত্যত্ব প্রতিপাদনার্থ যুক্তির অবতারণা করিতেন। ফলতঃ মহর্ষির "অদ্রব্যত্বেন নিত্যত্বমুক্তম্" (২।১।১৩), "দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে" (২।১।২৮), "দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে" (২।২।৭), "দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে" (২।২।১১), "তস্য দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে" (৩।২।২), "তস্য দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনাব্যাখ্যাতে" (৩।২।৫), এই সকল সূত্র দেখিলে তোমার আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

শিষ্য। বায়ু নিত্য হইলে উহা নানা হইতে পারে কি?

গুরু। নিত্য বস্তুও যে নানা হইতে পারে এবিষয়ে দৃষ্টান্ত আত্মা, উহা নিত্য এবং নানা।

শিষ্য। বায়ু নিত্য হইলে ত ব্যাপক বা অপরিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত।

গুরু। নিত্য হইলেই যে ব্যাপক বা অপরিচ্ছিন্ন হয় এরূপ নিয়ম নাই, পরমাণু নিত্য, উহা ব্যাপক বা অপরিচ্ছিন্ন নহে।

শিষ্য। বায়ুর নিত্যত্বের প্রতিকূলে কোনও বক্তব্য আছে কি? থাকিলে তাহা কি?

গুরু। আছে, "মহত্যনেকদ্রব্যবত্ত্বাদ্রূপাচ্চোপলব্ধিঃ" (৪।১।৬) "সত্যপি দ্রব্যত্বে মহত্ত্বে রূপসংস্কারাভাবাদ্ বায়োরনুপলব্ধিঃ।" (৪।১।৭)—এই সূত্রদ্বয় দেখিলে মনে হয় যে বায়ু সাবয়ব ও

মহান্, অথচ সাবয়ব মহান্ পদার্থ যে নিত্য এরূপ দৃষ্টান্ত নাই সুতরাং সাবয়ব মহান্ বায়ু অনিত্য—এই বক্তব্য আছে।

শিষ্য। ইহার মীমাংসা কিরূপ হইবে?

গুরু। মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝিবার শক্তি বা সামর্থ্য অযোগীদের থাকে না, সুতরাং উহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। যোগী মহাপুরুষ প্রাপ্ত হইলে জিজ্ঞাসা করিও, তবেই যথার্থ সিদ্ধান্ত জানিতে পারিবে।

শিষ্য। আকাশ কি?

গুরু। শব্দ গুণ সমবায় সম্বন্ধে যাহাতে থাকে তাহার নাম আকাশ।

শিষ্য। আকাশে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ থাকে কি না?

গুরু। না; ঐ সকল গুণ আকাশে থাকে না।

শিষ্য। আকাশের পরিমাণ কি?

গুরু। আকাশের পরিমাণ পরম মহত্ত্ব অর্থাৎ আকাশ বিভূ—পরম মহৎ।

শিষ্য। আকাশের ইন্দ্রিয় কি?

গুরু। শ্রোত্র।

শিষ্য। আকাশের প্রত্যক্ষ হয় কি না?

গুরু। না।

শিষ্য। তবে আকাশের জ্ঞান কিসে হয়?

গুরু। নিষ্ক্রমণ ও প্রবেশরূপ ক্রিয়া দ্বারা আকাশের অনুমিতি হয়। বস্তুতঃ শব্দই আকাশের লিঙ্গ অর্থাৎ শব্দ গুণ

অন্যত্র থাকিতে পারে না, শব্দ গুণ কেবল আকাশেই থাকে; শব্দ গুণ আকাশেরই কার্য্য, সুতরাং শব্দরূপ কার্য্য দ্বারা আকাশের জ্ঞান হইয়া থাকে।

শিষ্য। আকাশে আর কি জ্ঞাতব্য আছে?

গুরু। বায়ুর ন্যায় আকাশ দ্রব্য ও নিত্য অর্থাৎ আকাশ বায়ুবৎ গুণবান্ হয় এজন্য দ্রব্য এবং আকাশের সমবায়ী কারণ নাই এজন্য আকাশ নিত্য।

শিষ্য। আকাশ এক কি অনেক?

গুরু। আকাশ সত্তার ন্যায় এক।

শিষ্য। আকাশের একত্বে যুক্তি কি?

গুরু। আকাশের লিঙ্গ শব্দ, উহা অবিশেষ অর্থাৎ উহাতে কোন বিশেষ নাই এবং অপর কোন বিশেষ লিঙ্গও নাই, এজন্য আকাশ একই, অনেক নহে। আকাশে একত্ব আছে সুতরাং উহাতে একত্বের সহচর এক-পৃথক্ত্বও আছে।

শিষ্য। যদি আকাশ একই হয় তবে ঘটাকাশ পটাকাশ মঠাকাশ ইত্যাদি নানা ব্যবহার হয় কেন?

গুরু। উহা ঘটাদি উপাধির সম্বন্ধে হইয়া থাকে।

শিষ্য। কাল কি?

গুরু। কাল-শব্দের অর্থ সময়।

শিষ্য। কালের পরিমাণ কি?

গুরু। পরম মহত্ত্ব, অর্থাৎ কাল বিভু—পরম মহান্।

শিষ্য। কালের প্রত্যক্ষ হয় কি না?

গুরু। না, কালের প্রত্যক্ষ হয় না।

শিষ্য। তবে কিসে কালের জ্ঞান হয়?

গুরু। অপরে অপর বুদ্ধি. যুগপৎ, চির, ক্ষিপ্র—ইত্যাদি জ্ঞানই কালের লিঙ্গ, অর্থাৎ এই সকল হেতু দ্বারা কালের অনুমিতি হয়।

শিষ্য। কালে আর কি জ্ঞাতব্য আছে?

গুরু। কাল বায়ুর ন্যায় দ্রব্য ও নিত্য, অর্থাৎ বায়ু যেরূপ গুণবান্ হওয়ায় দ্রব্য এবং সমবায়ী কারণ না থাকায় নিত্য, কালও সেইরূপ গুণবান্ হওয়ায় দ্রব্য এবং সমবায়ী কারণ না থাকায় নিত্য।

শিষ্য। কাল এক কি অনেক?

গুরু। সত্তার ন্যায় কাল একই, অনেক নহে।

শিষ্য। তবে ক্ষণ দণ্ড দিন পক্ষাদি ভেদ কিসে হয়?

গুরু। উহা উপাধির ভেদে হয়।

শিষ্য। কাল কিসের কারণ হয়?

গুরু। কাল জন্যবস্তুমাত্রেরই কারণ হয়; নিখিল জন্য বস্তুর তাদাত্ম্য সম্বন্ধে কারণের কাল নাম হয়।

শিষ্য। দিক্ কি?

গুরু। দিক্ আশা—পর্য্যায় শব্দ।

শিষ্য। দিকের পরিমাণ কি?

গুরু। পরমমহত্ত্ব, অর্থাৎ দিক্ বিভু—পরমমহত্ত্ব-সম্পন্ন।

শিষ্য। দিকের প্রত্যক্ষ হয় কিনা?

গুরু। না।

শিষ্য। তবে কিসে দিকের জ্ঞান হয়?

গুরু। ইহা হইতে ইহা দূর, ইহা হইতে ইহা নিকট—এই বুদ্ধিই দিকের লিঙ্গ অর্থাৎ দূরত্ব নিকটত্বরূপ পরত্ব অপরত্ব দ্বারা দিকের অনুমিতি হয়।

শিষ্য। দিকে আর কি জ্ঞাতব্য আছে।

গুরু। দিক্ বায়ুর ন্যায় দ্রব্য ও নিত্য, অর্থাৎ বায়ু যেরূপ গুণবান্ হওয়ায় দ্রব্য এবং সমবায়ী কারণ না থাকায় নিত্য, দিক্‌ও সেইরূপ গুণবতী হওয়ায় দ্রব্য এবং সমবায়ী কারণ না থাকায় নিত্য।

শিষ্য। দিক্ এক কি অনেক?

গুরু। দিক্ সত্তার ন্যায় একই, অনেক নহে।

শিষ্য। তবে প্রাচী প্রতীচ্যাদি নানা ব্যবহার হয় কেন?

গুরু। উহা উপাধিবিশেষতঃ হইয়া থাকে।

শিষ্য। দিক্ কয়টী?

গুরু। প্রাচী (পূর্ব্ব), অবাচী (দক্ষিণ), প্রতীচী (পশ্চিম), উদীচী (উত্তর)—এইরূপে চারিটী দিক্। অগ্নিকোণ, নৈঋতকোণ, বায়ুকোণ, ঈশানকোণ—এইরূপে চারিটী কোণ বা বিদিক্ বা দিগন্তরাল। আর পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, অগ্নিকোণ, নৈঋতকোণ, বায়ুকোণ, ঈশানকোণ—এইরূপে দিক্ আটটী। আর পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, অগ্নিকোণ, নৈঋতকোণ, বায়ুকোণ, ঈশানকোণ, ঊর্দ্ধ, অধঃ—এইরূপে দিক্ দশটী।

শিষ্য। আত্মা কি?

গুরু। চেতন।

শিষ্য। ইহার পরিমাণ কি?

গুরু। পরম মহত্ত্ব অর্থাৎ আত্মা বিভু—পরমমহান্।

শিষ্য। আত্মা কি শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিস্বরূপ?

গুরু। না, শরীরাদির অতিরিক্ত—ভিন্ন।

শিষ্য। আত্মার প্রত্যক্ষ হয় কি না?

গুরু। বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না।

শিষ্য। আত্মার লিঙ্গ কি?

গুরু। ইন্দ্রিয়ার্থের—বহিরিন্দ্রিয়বিষয়ের বা ইন্দ্রিয় ও অর্থের যে জ্ঞান হয় তাহাই ইন্দ্রিয়ার্থব্যতিরিক্ত আত্মার লিঙ্গ।

শিষ্য। এই কথার তাৎপর্য্য কি?

গুরু। তাৎপর্য্য এই—ইন্দ্রিয়ের জ্ঞাতা ইন্দ্রিয় হইতে পারে না, বিষয়ের জ্ঞাতা বিষয় হইতে পারে না, সুতরাং উহাদের জ্ঞাতা অবশ্যই আর কেহ আছে, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের অতিরিক্ত সে-ই আত্মা, ইন্দ্রিয়াদিজ্ঞাতৃত্বই আত্মার লিঙ্গ; ইন্দ্রিয়াদিজ্ঞাতৃত্ব দ্বারা আত্মার অনুমিতি হয়।

শিষ্য। আত্মায় আর কি প্রমাণ আছে?

গুরু। মানসিক প্রত্যক্ষ অর্থাৎ মনোদ্বারা আত্মার অনুভব হয়।

শিষ্য। পরাত্মার লিঙ্গ কি?

গুরু। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিই লিঙ্গ, সাত্মক শরীরেরই প্রবৃত্তি

ও নিবৃত্তি বা চেষ্টা বিশেষ হয়, মৃতের হয় না, সুতরাং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দ্বারা পরাত্মার অনুমিতি হয়।

শিষ্য। আত্মার আর কি লিঙ্গ আছে?

গুরু। প্রাণ, অপান, নিমেষ, উন্মেষ প্রভৃতিও আত্মার লিঙ্গ।

শিষ্য। আত্মায় আর কি জ্ঞাতব্য আছে?

গুরু। আত্মা বায়ুর ন্যায় গুণবান্ হওয়ায় দ্রব্য এবং সমবায়ী কারণ না থাকায় নিত্য।

শিষ্য। আত্মা এক কি অনেক?

গুরু। আত্মা এক নহে—অনেক।

শিষ্য। কেন?

গুরু। কেহ আঢ্য, কেহ দরিদ্র, কেহ মুক্ত, কেহ অমুক্ত—ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা থাকায় আত্মা অনেক; আত্মা এক হইলে পূর্ব্বোক্ত ভেদব্যবস্থা থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ আত্মার ভেদবোধক শাস্ত্রও আছে।

শিষ্য। মন কি?

গুরু। সুখাদির উপলব্ধির কারণ অন্তঃকরণের নাম মন।

শিষ্য। মনের লিঙ্গ কি?

গুরু। একদা বহুজ্ঞানের সামগ্রী থাকিলেও কোন এক জ্ঞানই হয় অপর জ্ঞান হয় না—ইহাই মনের লিঙ্গ। মন না থাকিলে যুগপৎ সকল জ্ঞানই হইতে পারে কিংবা কোন জ্ঞানই হইতে পারে না, মন থাকিলে যাহাতে মনের সম্বন্ধ থাকে সে

জ্ঞানই হয়, আর যাহাতে মনের সম্বন্ধ থাকে না সে জ্ঞান হয় না, এই যুগপৎ বহুজ্ঞানের অনুৎপত্তি মনের লিঙ্গ ।

শিষ্য । মনে আর কি জ্ঞাতব্য আছে ?

গুরু । মন বায়ুর ন্যায় গুণবান্ হওয়ায় দ্রব্য এবং সমবায়ী কারণ না থাকায় নিত্য ।

শিষ্য । মন এক শরীরে এক ? কিংবা ইন্দ্রিয়ভেদে বহু ?

গুরু । মন এক শরীরে একটীই, ইন্দ্রিয়ভেদে বহু নহে ।

শিষ্য । কেন ?

গুরু । মন ইন্দ্রিয়ভেদে বহু বা নানা হইলে যুগপৎ বহু প্রযত্ন ও বহুজ্ঞান হইতে পারে ; বস্তুতঃ যুগপৎ বহুপ্রযত্ন ও বহুজ্ঞান হয় না, সুতরাং এক শরীরে একটীই মন মানিতে হয় ইন্দ্রিয়ের ভেদে নানা নহে ।

শিষ্য । মন অণু কি মহৎ ?

গুরু । মন অণুই, মহৎ নহে ।

শিষ্য । কেন ?

গুরু । মন মহৎ হইলে যুগপৎ বহু ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়া বহুজ্ঞান উৎপন্ন করিতে পারে । বস্তুতঃ এক সময়ে একাধিক জ্ঞান হয় না, এই জন্যই মনকে অণু মানিতে হয় ।

শিষ্য । মনের প্রত্যক্ষ হয় কি না ?

গুরু । না । সাধারণতঃ লৌকিক প্রত্যক্ষই প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত হয়, তাই 'না' বলিতেছি ।

শিষ্য । স্পষ্ট বুঝিতে ইচ্ছা হয় ।

গুরু। অণুর লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না; মন অণু সুতরাং তাহার লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না।

শিষ্য। তমঃ বা অন্ধকার কোন্ দ্রব্য?

গুরু। তমঃ দ্রব্য নহে, উহা তেজোবিশেষের অভাব মাত্র।

শিষ্য। গুণ কি?

গুরু। যাহা দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে এবং গুণবান্ নহে, অথচ কর্ম্মভিন্ন এবং সামান্যাদিভিন্ন তাহা গুণ।

শিষ্য। গুণ কতিবিধ এবং কি কি?

গুরু। গুণ চতুর্ব্বিংশতিবিধ, যথা—(১) রূপ, (২) রস, (৩) গন্ধ, (৪) স্পর্শ, (৫) সংখ্যা, (৬) পরিমাণ, (৭) পৃথক্ত্ব, (৮) সংযোগ, (৯) বিভাগ, (১০) পরত্ব, (১১) অপরত্ব, (১২) বুদ্ধি, (১৩) সুখ, (১৪) দুঃখ, (১৫) ইচ্ছা, (১৬) দ্বেষ, (১৭) প্রযত্ন, এই সতরটীগুণ সূত্রে উক্ত হইয়াছে, আর (১) গুরুত্ব, (২) দ্রবত্ব, (৩) স্নেহ, (৪) সংস্কার, (৫) ধর্ম্ম, (৬) অধর্ম্ম, (৭) শব্দ—এই সাতটী গুণ সূত্রোক্ত চকার দ্বারা পাওয়া গিয়াছে।

শিষ্য। গুরুত্ব প্রভৃতি সাতটীই যে চকার দ্বারা গৃহীত হইয়াছে তাহা কিরূপে জানিব?

গুরু। এই দর্শনের স্থানে স্থানে ইহাদের উল্লেখ থাকায় উহাদিগকেই চশব্দগ্রাহ্য জানিতে হইবে।

শিষ্য। দ্রব্যে যে প্রকার গুণ ও ক্রিয়া থাকে সেই প্রকার গুণে ও কর্ম্মে গুণ ও ক্রিয়া থাকে কি না?

গুরু। না; গুণে ও কর্ম্মে সেই প্রকার গুণ ক্রিয়া থাকে না।

শিষ্য। তবে একগুণ, একরূপ, একরস, এককর্ম্ম—ইত্যাদি ব্যবহার কিরূপে হয়?

গুরু। উহা ভ্রম বা মিথ্যা জ্ঞান মাত্র।

শিষ্য। রূপ কি?

গুরু। কেবল চক্ষুর দ্বারা যে গুণের প্রত্যক্ষ হয় তাহা রূপ।

শিষ্য। রস কি?

গুরু। রসনেন্দ্রিয় দ্বারা যে গুণের প্রত্যক্ষ হয় তাহা রস।

শিষ্য। গন্ধ কি?

গুরু। ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা যে গুণের প্রত্যক্ষ হয়, তাহা গন্ধ।

শিষ্য। স্পর্শ কি?

গুরু। কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা যে গুণের প্রত্যক্ষ হয়, তাহা স্পর্শ।

শিষ্য। রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য কি আছে?

গুরু। রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ—এই চারি প্রকার গুণ পৃথিবীতে যথাসম্ভব পাকজ এবং অনিত্য।

শিষ্য। ইহারা পৃথিবী-ভিন্নে কিরূপ?

গুরু। পৃথিবী-ভিন্নে অপাকজ।

শিষ্য। কীদৃশ রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয়?

গুরু। যে সকল রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ 'উদ্ভূত' তৎসমুদয়ের প্রত্যক্ষ হয়, অনুদ্ভূত রূপাদির প্রত্যক্ষ হয় না।

শিষ্য। পৃথিবীভিন্নে রূপাদি নিত্য কি অনিত্য ?

গুরু। পৃথিবীভিন্নে নিত্য বস্তুর রূপাদি নিত্য, আর অনিত্য বস্তুর রূপাদি অনিত্য।

শিষ্য। সংখ্যা কি এবং তাহার স্বীকার কেন ?

গুরু। যে গুণবিশেষ গণনার ব্যবহারের কারণ হয় তাহার নাম সংখ্যা ; সংখ্যা না থাকিলে গণনা হইতে পারে না।

শিষ্য। সংখ্যা নিত্য কি অনিত্য ?

গুরু। নিত্য বস্তুর একত্ব সংখ্যা নিত্য, অনিত্য বস্তুর একত্ব সংখ্যা অনিত্য।

শিষ্য। দ্বিত্বাদি সংখ্যা নিত্য কি অনিত্য ?

গুরু। দ্বিত্ব প্রভৃতি সকল সংখ্যাই অনিত্য।

শিষ্য। পরিমাণ কি ?

গুরু। যে গুণবিশেষ মানব্যবহারের অসাধারণ কারণ তাহার নাম পরিমাণ।

শিষ্য। পরিমাণ কতিবিধ ?

গুরু। চতুর্ব্বিধ।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) অণু, (২) মহৎ, (৩) হ্রস্ব, (৪) দীর্ঘ, অর্থাৎ অণুত্ব, মহত্ত্ব, হ্রস্বত্ব, দীর্ঘত্ব।

শিষ্য। পরিমাণ নিত্য কি অনিত্য ?

গুরু। নিত্য দ্রব্যের পরিমাণ নিত্য, আর অনিত্য দ্রব্যের পরিমাণ অনিত্য।

শিষ্য। নিত্য পরিমাণ কি ?

গুরু। পরিমণ্ডল অর্থাৎ পরমাণুপরিমাণ ও পরম মহৎ পরিমাণ।

শিষ্য। এক পরিমণ্ডল শব্দ দ্বারা পরমাণুপরিমাণ ও পরম মহৎ পরিমাণ কিরূপে জানা যায় ?

গুরু। তান্ত্রিকী সংজ্ঞা দ্বারা পরমাণু পরিমাণ আর 'পরিতো মণ্ডলং পরিমণ্ডলং'—এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা পরম মহৎ পরিমাণ জানা যায়।

শিষ্য। পরিমণ্ডলের সদ্‌ভাবে লিঙ্গ বা জ্ঞাপক কি ?

গুরু। আমলক প্রভৃতিতে আমলক অণু—এইরূপে যে অসত্য পরিমণ্ডলের জ্ঞান হয় উহাই কোথাও সত্য পরিমণ্ডল-জ্ঞানের লিঙ্গ বা জ্ঞাপক হয়।

শিষ্য। জন্য দ্রব্যগত মহত্ত্বের অসমবায়ি কারণ কি কি ?

গুরু। (১) কারণবহুত্ব, (২) কারণমহত্ত্ব, (৩) প্রচয়।

শিষ্য। উদাহরণ কি ?

গুরু। ত্রসরেণুগত মহত্ত্বের কারণ দ্ব্যণুকগত ত্রিত্বস্বরূপ বহুত্ব, ঘটাদিগত মহত্ত্বের প্রতি কপালগত মহত্ত্ব কারণ, আর তুলকগত লঘুত্বের প্রতি শিথিল সংযোগ রূপ প্রচয় কারণ।

শিষ্য। আমলক অণু এবং আমলক মহৎ—এইরূপ বিরুদ্ধ ব্যবহার কিরূপে হয়।

গুরু। উহা আপেক্ষিক কল্পিত; অর্থাৎ আমলক বিল্বের অপেক্ষায় ছোট, এজন্য আমলক অণু—এইরূপ অণু ব্যবহার হয়

এবং গুঞ্জার অপেক্ষায় বড় এজন্য আমলক মহৎ—এইরূপ মহৎ ব্যবহার হয়, কিন্তু উহা বাস্তবিক অণু নহে, আর মহতের তারতম্য থাকায় উহা এক প্রকার মহৎ বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট মহৎ নহে।

শিষ্য। পৃথক্ত্ব কি?

গুরু। যে গুণ পৃথক্ ইত্যাকার ব্যবহারের কারণ হয় তাহার নাম পৃথক্ত্ব।

শিষ্য। সংযোগ কি?

গুরু। যে গুণ সংযুক্ত ইত্যাকার ব্যবহারের কারণ হয় তাহার নাম সংযোগ।

শিষ্য। উহা কতিবিধ এবং কি কি এবং উহার উদাহরণ কি?

গুরু। উহা ত্রিবিধ,—(১) অন্যতরকর্ম্মজ, (২) উভয়কর্ম্মজ, (৩) সংযোগজ। শ্যেন ও শৈলের সংযোগ অন্যতরকর্ম্মজ, কেন না, উহা কেবল শ্যেনের কর্ম্মেই নিষ্পন্ন হয়। মেষ দ্বয়ের সংযোগ উভয়কর্ম্মজ, কেন না, উহা উভয়ের কর্ম্ম দ্বারাই সম্পন্ন হয়, একদেশের বা অবয়বের সংযোগে যে সমুদায়ের বা অবয়বীর সংযোগ হয় উহা সংযোগজ, যথা অঙ্গুলির সহিত শাখার সংযোগে বৃক্ষ ও শরীরের সংযোগ।

শিষ্য। বিভাগ কি?

গুরু। যে গুণ সংযোগের প্রতিদ্বন্দ্বী—বিভক্ত ইত্যাকার জ্ঞানের কারণ হয় সেই গুণের নাম বিভাগ।

শিষ্য। উহা কতিবিধ, কি কি, এবং উহার উদাহরণ কি?

গুরু। উহা ত্রিবিধ—(১) অন্যতরকর্ম্মজ, (২) উভয়কর্ম্মজ, (৩) বিভাগজ। শ্যেন ও শৈলের বিভাগ অন্যতরকর্ম্মজ, মেষদ্বয়ের বিভাগ উভয় কর্ম্মজ, বৃক্ষ ও শরীরের বিভাগ অঙ্গুলি ও শাখার বিভাগ হইতে উৎপন্ন।

শিষ্য। সমবায়ি কারণ ও তৎকার্য্যের সংযোগ এবং বিভাগ থাকে কি না?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। সমবায়ী কারণ ও তৎকার্য্যের যুত সিদ্ধি অর্থাৎ পৃথক্ সত্তা বা পৃথক্ অবস্থান থাকে না, এজন্য ঐ উভয়ের সংযোগ ও বিভাগ থাকে না।

শিষ্য। পরত্ব কি?

গুরু। যে গুণ পর অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ বা দূর—ইত্যাকার ব্যবহারের অসাধারণ কারণ হয় তাহার নাম পরত্ব।

শিষ্য। অপরত্ব কি?

গুরু। যে গুণ অপর অর্থাৎ কনিষ্ঠ বা নিকট—ইত্যাকার ব্যবহারের অসাধারণ কারণ হয় তাহার নাম অপরত্ব।

শিষ্য। পরত্ব ও অপরত্ব কতিবিধ এবং কি কি?

গুরু। পরত্ব ও অপরত্ব প্রত্যেকেই দ্বিবিধ, যথা—কালিক পরত্ব ও কালিক অপরত্ব, দৈশিক পরত্ব ও দৈশিক অপরত্ব।

শিষ্য। কালিক পরত্ব কি?

গুরু। জ্যেষ্ঠত্ব।

শিষ্য। কালিক অপরত্ব কি ?

গুরু। কনিষ্ঠত্ব।

শিষ্য। দৈশিক পরত্ব কি ?

গুরু। দূরত্ব।

শিষ্য। দৈশিক অপরত্ব কি ?

গুরু। অন্তিকত্ব বা নিকটত্ব।

শিষ্য। বুদ্ধি কি ?

গুরু। আত্মায় সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান গুণ বিশেষের নাম বুদ্ধি। বুদ্ধি ও জ্ঞান অর্থান্তর নহে।

শিষ্য। উহা কতিবিধ ? এবং কি কি ?

গুরু। উহা দ্বিবিধ,—(১) সংশয়, (২) নির্ণয়।

শিষ্য। সংশয় কি ?

গুরু। অনবধারণাত্মক বা অনবস্থিত জ্ঞানের নাম সংশয়।

শিষ্য। সংশয় কিসে হয় ?

গুরু। সাধারণ ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ, বিশেষ ধর্ম্মের অপ্রত্যক্ষ আর বিশেষ ধর্ম্মের স্মৃতি হইতে সংশয় হয়।

শিষ্য। উহার উদাহরণ কি ?

গুরু। কোনও বস্তুতে স্থাণু ও পুরুষের সাধারণ ধর্ম্ম যে উচ্চৈস্তরত্ব তাহার দর্শনে আর উহাদের বিশেষ ধর্ম্ম যে শাখা পল্লবাদি বা হস্ত পদাদি তাহার অদর্শনে এবং বিশেষ

ধর্ম্মের বা স্থাণুত্ব ও পুরুষত্বের স্মরণে—ইহা স্থাণু কিংবা পুরুষ—এইরূপ সংশয় হয়।

শিষ্য। নির্ণয় কি ?

গুরু। অবধারণাত্মক জ্ঞানের নাম নির্ণয়।

শিষ্য। বুদ্ধির আর কোন ভেদ আছে কি না ? থাকিলে কি কি ?

গুরু। বুদ্ধি আবার দ্বিবিধ,—(১) অবিদ্যা, (২) বিদ্যা।

শিষ্য। অবিদ্যা কি ?

গুরু। বিদ্যাভিন্ন বুদ্ধির নাম অবিদ্যা।

শিষ্য। অবিদ্যা কিসে হয় ?

গুরু। ইন্দ্রিয়ের দোষ, সংস্কারের দোষ এবং অধর্ম্মাদি হইতে অবিদ্যার উদয় হয়। এই অবিদ্যা দুষ্ট জ্ঞান।

শিষ্য। অবিদ্যা কয় প্রকার।

গুরু। দুই প্রকার।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। (১) সংশয়, (২) বিপর্য্যয়।

শিষ্য। সংশয়ের কথা এই মাত্র বলিয়াছেন আর কিছু বলিবার থাকিলে উপদেশ দিন ?

গুরু। বিদ্যা এবং অবিদ্যা হইতেও সংশয় হয় অর্থাৎ এই জ্ঞান প্রমা কি না—এইরূপ সংশয় হয়।

শিষ্য। বিপর্য্যয় কি ?

গুরু। নিশ্চয়াত্মক মিথ্যা জ্ঞানের অর্থাৎ ভ্রমাত্মক

নিশ্চয়ের নাম বিপর্য্যয়, যথা 'অহং গৌরঃ' আমি গৌরবর্ণ, 'আমি' বলিলে যাঁহাকে যথার্থ বুঝা যায় তিনি আত্মা, তাঁহাতে বর্ণ নাই, অথচ আমি গৌরবর্ণ এই মিথ্যা জ্ঞান বা ভ্রম নিশ্চয়াকারেই হইয়া থাকে। ইহা দুষ্ট জ্ঞান।

শিষ্য। বিদ্যা কি ?

গুরু। যথার্থ অনুভবের নাম বিদ্যা, ইহার নামান্তর প্রমা ; ইহা অদুষ্ট জ্ঞান।

শিষ্য। উহা কতিবিধ ? এবং কি কি ?

গুরু। উহা দ্বিবিধ—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমিতি।

শিষ্য। প্রত্যক্ষ কি ?

গুরু। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার নাম প্রত্যক্ষ।

শিষ্য। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও কর্ম্ম—ইহাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কোথায় হয় আর কোথায় হয় না ?

গুরু। উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট দ্রব্যে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান যে সংখ্যাদি তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় আর অন্যত্র চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না।

শিষ্য। জাতির প্রত্যক্ষে কি বুঝিব ?

গুরু। গুণত্ব ও সত্তা সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ যথাসম্ভব সকল ইন্দ্রিয়েরই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়।

শিষ্য। রূপাদি গুণ ও উৎক্ষেপণাদি কর্ম্মের প্রত্যক্ষে কারণ কি ?

গুরু। তোমার এই প্রশ্ন দুই ভাগে গ্রহণ করিতে হয়, গুণ ও কর্ম্ম যে প্রত্যক্ষে প্রকার হয় সেই প্রত্যক্ষ এবং যে প্রত্যক্ষে বিশেষ্য হয় সেই প্রত্যক্ষ; প্রথম প্রকারের প্রত্যক্ষে আশ্রয় দ্রব্য কারণ; দ্বিতীয় প্রকার প্রত্যক্ষে আশ্রয় দ্রব্যস্থিত কর্ম্ম বা গুণ ঘটিত সম্বন্ধই কারণ।

শিষ্য। কেন?

গুরু। যেহেতু আশ্রয় দ্রব্যমাত্রঘটিত সম্বন্ধেই প্রথম প্রকারের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, আর দ্বিতীয় প্রকার প্রত্যক্ষ উক্ত দ্রব্য সমবেত ঘটিত সম্বন্ধে হয়, কেবলদ্রব্যঘটিত সম্বন্ধে হয় না। দ্বিতীয় প্রকার প্রত্যক্ষে গুণ ও কর্ম্ম স্থিত যথাসম্ভব সামান্য বিশেষ জাতি প্রকার হইয়া থাকে।

শিষ্য। সামান্য অর্থাৎ সত্তা, বিশেষ অর্থাৎ ঘটত্বাদি, সামান্য বিশেষ অর্থাৎ দ্রব্যত্বাদি—ইহাদের প্রত্যক্ষ কোন ধর্ম্ম দ্বারা হয়? অর্থাৎ ইহাদিগের প্রত্যক্ষে কোন ধর্ম্ম প্রকার হয়।

গুরু। সামান্যাদির প্রত্যক্ষ স্বরূপতঃ হয় অর্থাৎ সামান্যাদিতে প্রকারীভূত কোন সামান্যবিশেষ ধর্ম্ম নাই সুতরাং তত্তৎ প্রকারক প্রত্যক্ষ স্বতঃই হয়, উহাতে কোনও প্রকারীভূত ধর্ম্মের অপেক্ষা নাই।

শিষ্য। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের যে প্রত্যক্ষ হয় উহাতে কোন ধর্ম্মের অপেক্ষা আছে?

গুরু। পূর্ব্বেই ইহা এক প্রকার বলিয়াছি, তথাপি

পুনঃ বলিতেছি,—দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে বিদ্যমান যে সামান্য বিশেষ ধর্ম্ম তাহার অপেক্ষা আছে।

শিষ্য। দ্রব্যের প্রত্যক্ষে প্রকারীভূত কোন্ ধর্ম্মের অপেক্ষা থাকে?

গুরু। "দণ্ডী পুরুষঃ" ইত্যাদি স্থলে পুরুষাদির প্রত্যক্ষে প্রকারীভূত দণ্ডাদি দ্রব্যের অপেক্ষা থাকে। "শুক্লো ঘটঃ" ইত্যাদি স্থলে ঘটাদি দ্রব্যের প্রত্যক্ষে প্রকারীভূত শুক্লাদি গুণের অপেক্ষা থাকে। "পাচকশ্চৈত্রঃ" ইত্যাদি স্থলে চৈত্রাদি দ্রব্যের প্রত্যক্ষে পাকাদি ক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে।

শিষ্য। দ্রব্যের প্রত্যক্ষে যেরূপ গুণ ও কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে সেইরূপ গুণ ও কর্ম্মের প্রত্যক্ষে প্রকারীভূত গুণ বা কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে কি না?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। গুণে ও কর্ম্মে গুণ বা কর্ম্ম থাকে না, সুতরাং গুণে ও কর্ম্মে গুণ বা কর্ম্ম প্রকার হইতে পারে না।

শিষ্য। প্রত্যক্ষ কতিবিধ?

গুরু। ইন্দ্রিয়ের ভেদে বহুবিধ, আর লৌকিক ও অলৌকিকের ভেদে দ্বিবিধ।

শিষ্য। আত্মার প্রত্যক্ষ কিরূপে হয়?

গুরু। আত্মায় আত্মা ও মনের যে সংযোগ-বিশেষ হয় উহাতে আত্মার প্রত্যক্ষ হয়।

শিষ্য। দ্রব্যান্তরেরও কি এইরূপই প্রত্যক্ষ হয়?

গুরু। হাঁ, এইরূপই প্রত্যক্ষ হয়।

শিষ্য। আত্মাদির অলৌকিক প্রত্যক্ষ কাহার হয়।

গুরু। যিনি অসমাহিত চিত্ত—সাধক বা যুঞ্জান আর যিনি উপসংহৃতসমাধি—যুক্ত বা সিদ্ধ এই উভয়েরই আত্মাদির অলৌকিক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

শিষ্য। আর কাহার কেন প্রত্যক্ষ হয়?

গুরু। দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত থাকায় কর্ম্ম ও গুণের প্রত্যক্ষ হয়।

শিষ্য। আর কাহার প্রত্যক্ষ হয়?

গুরু। আত্মায় সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত যে সুখাদি গুণ তাহাদের প্রত্যক্ষ হয়।

শিষ্য। আর্ষজ্ঞান আর সিদ্ধদর্শন কিসে হয়?

গুরু। উহা যোগজ ধর্ম্ম হইতে হয়।

শিষ্য। অনুমিতি কি?

গুরু। ব্যাপ্তিজ্ঞান যে জ্ঞানের করণ হয় তাহা অনুমিতি। ইহার বিশেষ "সাধারণ ন্যায় রহস্যে" বলা হইয়াছে, স্মরণ কর।

শিষ্য। বুদ্ধির অন্য প্রকারে ভেদ আছে কি না? থাকিলে কি কি?

গুরু। আছে; উহা দ্বিবিধ (১) অনুভব, (২) স্মৃতি।

শিষ্য। অনুভব কি?

গুরু। উহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, স্মরণ কর।

শিষ্য। স্মৃতি কিসে হয়, এবং উহা কি ?

গুরু। সংস্কার-জন্য জ্ঞান বিশেষের নাম স্মৃতি অর্থাৎ আত্মা ও মনের সংযোগ বিশেষ আর ভাবনা হইতে স্মৃতি হয় ?

শিষ্য। আত্মমনঃসংযোগ বিশেষ ও সংস্কার হইতে আর কি হয় ?

গুরু। স্বপ্ন জ্ঞান হয়, এবং স্বপ্নের অন্তিম অবস্থায় স্বপ্ন-দৃষ্ট পদার্থের প্রত্যবেক্ষণরূপ স্বপ্নান্তিক জ্ঞান হয়। এই স্বপ্ন ও স্বপ্নান্তিক জ্ঞান ধর্ম্মাদি হইতেও হয়।

শিষ্য। শাব্দবোধ ও উপমিতির উল্লেখ নাই কেন ?

গুরু। উহারা অনুমিতিরই অন্তর্গত, সুতরাং উহাদের পৃথক্ উল্লেখ নাই।

শিষ্য। জ্ঞানাপেক্ষ জ্ঞান আছে কি না ?

গুরু। আছে।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। "এই ঘট" "এই পট" "তোমাকর্ত্তৃক কৃত," "ইহাকে ভোজন করাও"—এই সকল জ্ঞান জ্ঞানাপেক্ষ অর্থাৎ পূর্ব্বজ্ঞান সাপেক্ষ হয়।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। যেহেতু জ্ঞাত অর্থেই ইদমাদিশব্দের প্রয়োগ হয় অজ্ঞাত অর্থে হয় না।

শিষ্য। সুখ কি ? এবং উহা কাহা হইতে হয় ?

গুরু। অনুকূল বেদনীয় গুণ বিশেষের নাম-সুখ; উহা ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়।

শিষ্য। সুখ ভোগে কি হয়?

গুরু। সুখ ও সুখসাধনে রাগ বা অনুরাগ বা আসক্তি হয়।

শিষ্য। আর কিসে অনুরাগ হয়?

গুরু। সুখসাধনের অভ্যাসে উৎপন্ন যে দৃঢ়তর সংস্কার বিশেষ উহা হইতে অনুরাগ হয়। অদৃস্ট বিশেষ বশতঃও অনুরাগ হয়। জাতি বিশেষতঃও বস্তুবিশেষে অনুরাগ হয়।

শিষ্য। দুঃখ কি? এবং উহা কাহা হইতে জন্মে?

গুরু। প্রতিকূলবেদনীয় গুণ বিশেষের নাম দুঃখ, উহা অধর্ম্ম হইতে জন্মে।

শিষ্য। সুখ ও দুঃখ এক বা অভিন্ন হইতে পারে কি না?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। সুখের কারণ ধর্ম্মাদি, আর দুঃখের কারণ অধর্ম্মাদি, উহারা ভিন্ন, সুতরাং কারণের ভেদে কার্য্যও ভিন্নই হয় অভিন্ন নহে, এবং সুখ ও দুঃখ পরস্পর বিরোধী, যাহারা পরস্পর বিরোধী তাহারা এক হইতে পারে না, সুতরাং সুখ ও দুঃখ ভিন্নই, অভিন্ন নহে।

শিষ্য। সুখ ও দুঃখ জ্ঞানস্বরূপ কি না?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। জ্ঞান দুই প্রকার—(১) সংশয়, (২) নির্ণয়। সুখ ও দুঃখ জ্ঞানস্বরূপ হইলে সংশয় ও নির্ণয়—এই জ্ঞানদ্বয়ের কাহারও না কাহারও অন্তর্গত হইতে পারে, তাহা না হওয়ায় জ্ঞানস্বরূপ নহে। অপিচ সংশয় ও নির্ণয়ের নিষ্পত্তি হয় প্রত্যক্ষ ও অনুমিতি দ্বারা, আর সুখ ও দুঃখের নিষ্পত্তি হয় বিষয় বিশেষের সংযোগ দ্বারা, সুতরাং জ্ঞান ও সুখ দুঃখের কারণ ভিন্ন হওয়ায় সুখ ও দুঃখ জ্ঞানস্বরূপ নহে, জ্ঞান হইতে ভিন্ন। অপিচ অতীত বিষয়ে 'হইয়াছে কি না', অনাগত বিষয়ে 'হইবে কি না', এইরূপে সংশয়ের এবং অতীত বিষয়ে 'হইয়াছেই' অনাগত বিষয়ে 'হইবেই' এইরূপে নির্ণয়ের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, পরন্তু এইরূপে সুখ ও দুঃখের নিষ্পত্তি হয় না, সুতরাং সুখ ও দুঃখ সংশয় ও নির্ণয়ের অন্তর্গত নহে। অপিচ সংশয় ও নির্ণয়ের কারণ থাকিলেও যখন সুখ ও দুঃখের নিষ্পত্তি হয় না তখন সুখ ও দুঃখ সংশয় ও নির্ণয় হইতে ভিন্ন। অপিচ জ্ঞানের সামগ্রী থাকিলেও যখন সুখ ও দুঃখ হয় না, তখন সুখ ও দুঃখ জ্ঞান হইতে ভিন্ন। অপিচ আত্মায় ধর্ম্ম থাকিলে সুখ হয় আর অধর্ম্ম থাকিলে দুঃখ হয় পরন্তু তদ্দারা সংশয় ও নির্ণয় হয় না সুতরাং সুখ ও দুঃখ সংশয় ও নির্ণয় হইতে পৃথক্। অপিচ ধর্ম্মাদি দ্বারা সুখের ও অধর্ম্মাদি দ্বারা দুঃখের অনুভব হয় কিন্তু জ্ঞানের সেরূপ হয় না এজন্য জ্ঞান হইতে সুখ ও দুঃখ পৃথক্।

শিষ্য। যদি কারণের ভেদে কার্য্যের ভেদ হয় তবে লোহিত রেতোরূপ কারণের অবিশেষে শরীরে শিরঃ পৃষ্ঠ উদর ইত্যাদি অবয়বের বিশেষ হয় কেন ?

গুরু। শরীর ও তদবয়বের সাধারণ কারণের বিশেষ না থাকিলেও অবান্তর বিশেষে অবয়বের বিশেষ বা ভেদ হয়।

শিষ্য। ইচ্ছা কি ?

গুরু। প্রবৃত্তির হেতু যে গুণবিশেষ তাহা ইচ্ছা।

শিষ্য। দ্বেষ কি ?

গুরু। নিবৃত্তির হেতু যে গুণবিশেষ তাহা দ্বেষ।

শিষ্য। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কি ?

গুরু। কৃতি-নামক গুণ প্রবৃত্তি প্রভৃতিরূপে পরিচিত।

শিষ্য। কৃতি কি ?

গুরু। যত্ন এবং কৃতি—পর্য্যায় শব্দ, উহা আত্মার গুণবিশেষ।

শিষ্য। গুরুত্ব কি ?

গুরু। প্রথম পতনের অসমবায়ী কারণ গুরুত্ব, অর্থাৎ যে গুণ হইতে প্রথম পতন হইয়া থাকে সেই গুণের নাম গুরুত্ব।

শিষ্য। দ্রবত্ব কি ?

গুরু। যে গুণবিশেষ আদ্য স্যন্দনের অসমবায়ী কারণ, হয় তাহার নাম দ্রবত্ব।

শিষ্য। স্নেহ কি ?

গুরু। যে গুণবিশেষ চূর্ণাদির পিণ্ডী করণের কারণ হয় তাহার নাম স্নেহ।

শিষ্য। সংস্কার কি?

গুরু। আত্মার গুণ বিশেষের নাম সংস্কার।

শিষ্য। ধর্ম্ম কি?

গুরু। যাগাদির ব্যাপাররূপ গুণ বিশেষের নাম ধর্ম্ম, ইহারই নামান্তর পুণ্য।

শিষ্য। অধর্ম্ম কি?

গুরু। মিথ্যাচরণাদির ব্যাপাররূপ যে গুণ বিশেষ তাহার নাম অধর্ম্ম, ইহারই নামান্তর পাপ।

শিষ্য। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হয় কি?

গুরু। না, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না।

শিষ্য। তবে উহাদের অস্তিত্বে প্রমাণ কি?

গুরু। প্রমাণ বেদ; ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যে আছে তাহাতে বেদবাক্যই প্রমাণ।

শিষ্য। বেদ কাহারও রচিত কি?

গুরু। হাঁ; বেদে যে বাক্যকৃতি বা বাক্য-রচনা তাহা বুদ্ধি-পূর্ব্বক হয় অর্থাৎ বক্তার যথার্থ জ্ঞান পূর্ব্বক হয় অর্থাৎ বক্তা আলোচনা করিয়াই বেদ রচনা করিয়াছে।

শিষ্য। বেদ যে বক্তার যথার্থ জ্ঞানপূর্ব্বক হইয়াছে তাহাতে লিঙ্গ কি?

গুরু। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে যে সংজ্ঞাকর্ম্ম অর্থাৎ তরু লতা

প্রভৃতি নামকরণ উহা উহার লিঙ্গ। অপিচ বেদে যে দানার্থক দা-ধাতুর প্রয়োগ আছে তাহাও সর্ব্বজ্ঞ পুরুষরচিতত্বে প্রমাণ। অপিচ বেদে যে স্বীকারার্থক প্রতিগ্রহ ধাতুর প্রয়োগ আছে তাহাও লিঙ্গ।

শিষ্য। এক আত্মার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দ্বারা অন্য আত্মার সুখ ও দুঃখ হয় কি না?

গুরু। না।

শিষ্য। ধর্ম্ম কি সকল কার্য্য দ্বারাই হয়?

গুরু। না।

শিষ্য। কোন্ কার্য্য দ্বারা হয় না?

গুরু। বেদ বিহিত কর্ম্মজন্য ধর্ম্মনামক যে অদৃষ্ট তাহা দুষ্ট ভোজনাদি নিষিদ্ধ কার্য্য দ্বারা হয় না।

শিষ্য। দুষ্ট কিরূপে হয়?

গুরু। শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রাণিহিংসা থাকিলে দুষ্ট হয়।

শিষ্য। হিংসা থাকিলে যে দুষ্ট হয় তাহা কিসে জানা যায়?

গুরু। পূর্ব্বোক্ত হিংসা-সম্বদ্ধ দুষ্টের সমভিব্যাহারে বা সংসর্গ বিশেষে যে দোষ—দুরদৃষ্ট—পাপ হয়, তাহাতেই জানা যায়।

শিষ্য। সমভিব্যাহার মাত্রেই কি দোষ হয়?

গুরু। না; যাহার সমভিব্যাহারে দোষ সম্ভাবিত হয় সে অদুষ্ট হইলে দোষ হয় না।

শিষ্য। দুষ্ট দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে কি কর্ত্তব্য?

গুরু। দুষ্ট দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে বিশিষ্ট বা কেবল সাত্ত্বিক দ্বারা পুনঃ অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

শিষ্য। বিশিষ্টের অলাভে কি কর্ত্তব্য ?

গুরু। বিশিষ্টের অলাভে সমে অথবা হীনে প্রবৃত্তি কর্ত্তব্য অর্থাৎ কেবল সাত্ত্বিকের লাভে তদ্দ্বারা তাহার অলাভে সত্ত্ব ও রজঃ—এই উভয় মিশ্রিত দ্বারা তাহারও অলাভে কেবল রাজস দ্বারা কার্য্য করিবে কিন্তু তামস দ্বারা কখনও কর্ত্তব্য নহে।

শিষ্য। প্রতিগ্রহ স্থলে কিরূপ ?

গুরু। ঐ রূপই, অর্থাৎ বিশিষ্ট বা কেবল সাত্ত্বিক হইতে প্রতিগ্রহ করিবে, তদভাবে সম বা সত্ত্ব রজঃ—এই উভয় মিশ্রিত হইতে করিবে, তদভাবে কেবল রাজসিক হইতে প্রতিগ্রহ করিবে কিন্তু তামস হইতে কখনও প্রতিগ্রহ করিবে না।

শিষ্য। এইরূপ আর কি জ্ঞাতব্য আছে।

গুরু। এইরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম ও তৎকর্ম্মানুষ্ঠায়ী দুষ্ট-দিগের ত্যাগ জ্ঞাতব্য।

শিষ্য। এই কথাটী স্পষ্ট বুঝিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। হননার্থ কোন শত্রু উপস্থিত হইলে সে শত্রু যদি বলে ও সত্ত্বাদিগুণে হীন হয় তবে আত্মরক্ষার্থ তাহার অর্থাৎ হীনের শরীরত্যাগ অর্থাৎ বধ কর্ত্তব্য। সেই শত্রুই বলে ও গুণে সমান হইলে ধর্ম্ম যুদ্ধ দ্বারা নিজের শরীরের ত্যাগ অথবা শত্রুর শরীরের ত্যাগ বা বধ কর্ত্তব্য। শত্রু বলে ও সত্ত্বাদি গুণে শ্রেষ্ঠ হইলে ধর্ম্ম যুদ্ধ দ্বারা নিজের শরীরেরই উৎসর্গ বা ত্যাগ কর্ত্তব্য।

শিষ্য। দৃষ্টাদৃষ্টফলক কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দৃষ্টফল না ঘটিলে উহা কিসের নিমিত্ত হয় ?

গুরু। পারত্রিক অভ্যুদয়ের নিমিত্ত হয়।

শিষ্য। আর কিসে অদৃষ্ট জন্মে ?

গুরু। অভিষেচন, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুকুলবাস, বানপ্রস্থ, যজ্ঞ, দান, প্রোক্ষণ, দিক্, নক্ষত্র, মন্ত্র, কাল, নিয়ম—এই সকল হইতেও অদৃষ্ট জন্মে। চতুরাশ্রম বিহিত অসাধারণ অধ্যয়নাদি কর্ম্ম এবং সাধারণ ক্ষমাদি কর্ম্ম, উপধা, অনুপধা—এই সকলও অদৃষ্টের হেতু হয়।

শিষ্য। উপধা ও অনুপধা কি ?

গুরু। অবিদ্যা প্রভৃতি ভাব দোষের নাম উপধা, আর তদ্বিপরীত বিদ্যা প্রভৃতির নাম অনুপধা।

শিষ্য। অদৃষ্টার্থক আর কি হয় ?

গুরু। যে বস্তু শ্রুতি, স্মৃতি ও শিষ্টদিগের অনুমোদিত, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, বিশিষ্ট এবং প্রোক্ষিত ও অভ্যুক্ষিত তাহা শুচি ; এই শুচিও অদৃষ্টার্থক হয়।

শিষ্য। অশুচি কি ?

গুরু। শুচি ভিন্ন বস্তুই অশুচি, এবং যে বর্ণে বা যে আশ্রমে যে বস্তু বিহিত আছে তদ্ভিন্ন বস্তু অন্যত্র শুচি হইলেও সে বর্ণে বা সে আশ্রমে অশুচি।

শিষ্য। অশুচিতে কি হয় ?

গুরু। দুরদৃষ্ট অর্থাৎ পাপ হয়।

শিষ্য। ইহাতে বিশেষ জ্ঞাতব্য কি আছে?

গুরু। যম-রহিতের অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য অপরিগ্রহ,—এই সকলের নাম যম, এই যমহীনের শুচি ভোজনেও অভ্যুদয় হয় না, কেন না, যমের অভাবে নিয়মের অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান—এই সকলের অভাব হয়। অথবা যম ও নিয়ম অর্থান্তর বা ভিন্ন অর্থাৎ অবিনাভূত নহে, পরন্তু স্বতন্ত্র, সুতরাং যমরহিতেরও নিয়ম-সহকৃতভোজনে অভ্যুদয় হয়, যম ও নিয়ম না থাকিলে অভ্যুদয় হয় না এবং যম ও নিয়ম থাকিলে অভ্যুদয় হয়, এজন্য অভ্যুদয়ের আবির্ভাবে যম ও নিয়ম ভোজনের সহকারী হয়।

শিষ্য। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের উৎপত্তি কিসে হয়?

গুরু। ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে; ইচ্ছা ও দ্বেষ না থাকিলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হয় না।

শিষ্য। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে কি হয়?

গুরু। সংযোগ অর্থাৎ শরীর ও প্রাণের আদ্যসম্বন্ধরূপ জন্ম, আর বিভাগ অর্থাৎ শরীর ও প্রাণের চরম সংযোগ-ধ্বংস রূপ মরণ হয় অর্থাৎ জন্ম-মরণ-প্রবাহ হয়।

শিষ্য। জন্ম-মরণ-প্রবাহ কিসে নষ্ট হয় অর্থাৎ জন্ম-মরণ-প্রবাহের নাশরূপ মোক্ষ কিসে হয়?

গুরু। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতি এবং যমাদি-লক্ষণ আত্মকর্ম্ম হইতে মোক্ষ হয়।

শিষ্য। শব্দ কি?

গুরু। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যে গুণের প্রত্যক্ষ হয় তাহার নাম শব্দ।

শিষ্য। শব্দকে দ্রব্য বলিতে বাধা কি?

গুরু। শব্দ একমাত্র আকাশ দ্রব্যে বর্ত্তমান থাকায় দ্রব্য হইতে পারে না, অর্থাৎ বৃত্তি শীল দ্রব্য একাধিক দ্রব্যে অবস্থান করে, এক দ্রব্যে অবস্থান করে না, পরন্তু শব্দ একমাত্র দ্রব্যে অবস্থিত হয়, সুতরাং শব্দ দ্রব্য হইতে পারে না।

শিষ্য। শব্দকে কর্ম্ম বলিতে বাধা কি?

গুরু। কর্ম্মের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু শব্দের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না, এজন্য শব্দ কর্ম্ম নহে।

শিষ্য। কর্ম্মের ধর্ম্ম যে আশুবিনাশিত্ব তাহা শব্দে থাকায় শব্দে কর্ম্মত্বের অনুমিতিতে বাধা কি? অর্থাৎ আশু-বিনাশী হওয়ায় শব্দকে কর্ম্ম বলা যায় কি?

গুরু। না; কেন না, আশুবিনাশিত্ব যেরূপ কর্ম্মে থাকে সেরূপ জ্ঞান ও দ্বিত্বাদি গুণেও থাকে, সুতরাং আশুবিনাশিত্ব কর্ম্মত্বের অনুমাপক হইতে পারে না।

শিষ্য। শব্দ নিত্য কি অনিত্য?

গুরু। শব্দ অনিত্য।

শিষ্য। কেন?

গুরু। শব্দ যে নিত্য সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই এবং শব্দের কারণও আছে, সুতরাং শব্দ অনিত্য।

শিষ্য। শব্দের নিষ্পত্তি কিসে হয়?

গুরু। ভের্য্যাদিতে দণ্ডাদির অভিঘাত, পাট্যমান বংশদলের বিভাগ, আর শব্দ, এই সকল হইতে—শব্দের নিষ্পত্তি হয়।

শিষ্য। শব্দের যদি উৎপত্তি মানা যায় তবে শব্দের অসংখ্যত্বও মানিতে হয়, তাহা হইলে 'পঞ্চাশদ্ বর্ণ',—এইরূপ নিয়ত ব্যবহার কিরূপে হইতে পারে?

গুরু। শব্দের নিয়মিত সংখ্যা না থাকিলেও ককারাদি-বর্ণগত সামান্যের অর্থাৎ কত্বাদি জাতির নিয়মিত সংখ্যা আছে, তাহাতে 'পঞ্চাশদ্বর্ণ'—এইরূপ ব্যবহার হয়।

শিষ্য। শব্দের ভেদ আছে কি না? থাকিলে উহা কতিবিধ?

গুরু। শব্দের ভেদ আছে, উহা দ্বিবিধ।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। (১) ধ্বনি, (২) বর্ণ।

শিষ্য। শব্দের সহিত অর্থ বা শব্দপ্রতিপাদ্য বিষয়ের কিরূপ সম্বন্ধ? এবং নিয়মতঃ শব্দ হইতে অর্থের বোধ কিরূপে হয়?

গুরু। সাময়িক বা সাঙ্কেতিক সম্বন্ধ, অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের সঙ্কেতকৃত সম্বন্ধ আছে, সুতরাং তাহাতে নিয়মতঃ শব্দ হইতে অর্থের বোধ হয়।

শিষ্য। কর্ম্ম কি?

গুরু। যাহা এক দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে অর্থাৎ

এক এক দ্রব্যেই থাকে—একাধিক দ্রব্যে থাকে না, এবং অগুণ অর্থাৎ গুণ ভিন্ন এবং সংযোগ ও বিভাগরূপ কার্য্যে অনপেক্ষ কারণ হয় তাহা কর্ম্ম।

শিষ্য। কর্ম্মে গুণ বা ক্রিয়া থাকে কি না?

গুরু। না; উহা নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়।

শিষ্য। কর্ম্ম কয় প্রকার?

গুরু। পাঁচ প্রকার।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। (১) উৎক্ষেপণ, (২) অবক্ষেপণ, (৩) আকুঞ্চন, (৪) প্রসারণ, (৫) গমন।

শিষ্য। উৎক্ষেপণ কি?

গুরু। যে কর্ম্ম দ্বারা বস্তু ঊর্দ্ধদেশে সংযুক্ত হয় তাহার নাম উৎক্ষেপণ।

শিষ্য। অবক্ষেপণ কি?

গুরু। যে কর্ম্ম দ্বারা বস্তু ঊর্দ্ধদেশভিন্ন দেশে অর্থাৎ সমান দেশে বা অধোদেশে সংযুক্ত হয় তাহা অবক্ষেপণ।

শিষ্য। আকুঞ্চন কি?

গুরু। আরম্ভক সংযোগ থাকিলেও যে কর্ম্ম দ্বারা অবয়বের অল্পদেশে সংযোগ হয় তাহার নাম আকুঞ্চন।

শিষ্য। প্রসারণ কি?

গুরু। যে কর্ম্ম দ্বারা আকুঞ্চনের প্রতিদ্বন্দ্বী বিভাগ হয় তাহার নাম প্রসারণ।

শিষ্য। গমন কি?

গুরু। যে কর্ম্মবিশেষ সংযোগের জনক হয় তাহার নাম গমন, অর্থাৎ উৎক্ষেপণাদি চারিটি ক্রিয়াভিন্ন যে কর্ম্ম তাহাই গমন।

শিষ্য। কর্ম্মে ভ্রমণ রেচন প্রভৃতির উল্লেখ নাই কেন?

গুরু। উহারা গমনেরই অন্তর্গত, এজন্য উহাদের পৃথক্ উল্লেখ নাই।

শিষ্য। শরীরে ও তাহার অবয়বে চেষ্টারূপ কর্ম্ম কিসে হয়?

গুরু। আত্মার সংযোগবিশেষ ও প্রযত্ন দ্বারা শরীরে ও তদবয়ব যে হস্তাদি তাহাতে চেষ্টারূপ কর্ম্ম হয়।

শিষ্য। মুষলে কর্ম্ম কিসে হয়?

গুরু। প্রযত্নবদাত্মসংযুক্ত এবং চেষ্টাবান্ হস্ত যে তাহার সংযোগ হইতে মুষলে কর্ম্ম হয়।

শিষ্য। হস্তে যে উৎপতন কর্ম্ম হয় তাহার কারণ কি?

গুরু। উদূখলের অভিঘাতে মুষল প্রভৃতিতে বেগ জন্মে, সেই বেগবান্ মুষলাদির সংযোগে হস্তেও বেগ জন্মে, উহাতে হস্তে উৎপতন কর্ম্ম হয়, সুতরাং বেগ বিশেষই উহার কারণ।

শিষ্য। শরীরে কর্ম্ম হয় কেন?

গুরু। বেগবান্ মুষলাদির সহিত হস্তের যে সংযোগ ও বেগ হয় উহা হইতে শরীরে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়।

শিষ্য। পতন হয় কেন?

গুরু। সংযোগের অভাবে গুরুত্বনিবন্ধন পতন হয়।

শিষ্য। বৃক্ষচ্যুত ফলাদির ঊর্দ্ধ বা তির্য্যগ্ গমন হয় না কেন?

গুরু। নোদনবিশেষের অভাবেই সেইরূপ হয় না।

শিষ্য। নোদনবিশেষের হেতু কি?

গুরু। প্রযত্নবিশেষ, অর্থাৎ কামনা বিশেষ জনিত প্রযত্ন বিশেষই নোদনবিশেষের হেতু।

শিষ্য। উদসন বা গুরু দ্রব্যের বিলক্ষণ ঊর্দ্ধ গমন কিসে হয়?

গুরু। নোদনবিশেষে; অর্থাৎ নোদন বিশেষই উহার কারণ।

শিষ্য। বালকের কর-চরণাদির উৎক্ষেপণাদি কিসে হয়?

গুরু। অভ্যন্তরবর্ত্তী বেগবান্ বায়ুর সংযোগে হয়।

শিষ্য। দগ্ধ ফলাদির বিস্ফোটন কিসে হয়?

গুরু। উহার কারণ নোদনবিশেষ, সুতরাং উহা হইতেই হয়।

শিষ্য। প্রসুপ্ত প্রাণীর হস্তাদ্যুৎক্ষেপণাদির কারণ কি?

গুরু। বায়ুসংযোগ।

শিষ্য। তৃণে যে উৎক্ষেপণাদি কর্ম্ম হয়, তাহার হেতু কি?

গুরু। বায়ুসংযোগ।

শিষ্য। কি কি কর্ম্ম অদৃষ্টকারণক হয়, অর্থাৎ, অদৃষ্ট কোন্ কোন্ কর্ম্মের কারণ হয়?

গুরু। মণিগমন ও সূচির অভিসর্পণ অদৃষ্টকারণক অর্থাৎ ফলভোগ-জনক যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কিংবা দর্শনের অবিষয় যে কোনও শক্তিবিশেষ—তাহা হইতে হয়।

শিষ্য। শরের কর্ম্ম কিরূপে হয়?

গুরু। নোদনবিশেষতঃ শরে প্রথম কর্ম্ম হয়, তৎকর্ম্ম-কারিত সংস্কার হইতে দ্বিতীয় কর্ম্ম হয়, তজ্জনিত সংস্কার হইতে তৃতীয় কর্ম্ম হয়, এইরূপে চতুর্থ ও পঞ্চমাদি কর্ম্ম উৎপন্ন হয়।

শিষ্য। শরের পতন কিসে হয়?

গুরু। বেগ সংস্কারের অভাব হইলে ইষুর গুরুত্ব-নিবন্ধন পতন হয়।

শিষ্য। পৃথিবীতে কর্ম্ম কিসে হয়?

গুরু। নোদনাদিবিশেষতঃ হয় অর্থাৎ বংশ প্রভৃতিতে যে কর্ম্ম তাহা কদাচিৎ বহ্নিপ্রভৃতির সংযোগে কদাচিৎ কুঠারাদির আঘাতে হয় এবং রথাদিতে যে কর্ম্ম তাহা ধাবমান যে অশ্বাদি তৎসংযুক্ত রজ্জুর সংযোগে হয়।

শিষ্য। অদৃষ্টকারিত কর্ম্ম কি কি?

গুরু। ভূকম্পাদি; উহা ফলভোক্তার ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট-বশতঃ কিংবা দর্শনের অবিষয় কোনও শক্তিবিশেষতঃ হইয়া থাকে।

শিষ্য। মেঘস্থিত জলের পতন কিসে হয়?

গুরু। যে সংযোগের প্রতিবন্ধকতায় পতন হয় না সেই সংযোগের অভাব হইলে গুরুত্বনিবন্ধন পতন হয়।

শিষ্য। ভূমিতে পতিত জলবিন্দুর স্যন্দন বা স্রোতোরূপে দূরদেশে গমনরূপ যে কর্ম্ম তাহার বিশেষ হেতু কি?

গুরু। দ্রবত্ব।

শিষ্য। জলের মেঘসম্পাদক ঊর্দ্ধগমন কে জন্মায়?

গুরু। সূর্য্যের প্রখর কিরণ বায়ুর সংযোগে জলের ঊর্দ্ধগমন জন্মায়।

শিষ্য। সূর্য্যকিরণের এইরূপ সামর্থ্য কেন হয়?

গুরু। বেগবান্ বায়ুর সংযোগে, অর্থাৎ বেগবদ্‌বায়ু-সংযুক্ত যে সূর্য্যকিরণ তাহার সংযোগে জলের ঊর্দ্ধগতি হয়।

শিষ্য। বৃক্ষমূলে নিষিক্ত জলের যে বৃক্ষে অভিতঃ সর্পণ হয় তাহার হেতু কি?

গুরু। অদৃষ্ট, অর্থাৎ ফলভোক্তার পুণ্য পাপ দ্বারা অথবা দর্শনের অযোগ্য কোনও শক্তি দ্বারা এইরূপ হয়।

শিষ্য। জলের যে হিম-করকাদিরূপে সংঘাত আর দ্রবরূপে বিলয়ন হয় তাহার হেতু কি?

গুরু। সংঘাতের হেতু দিব্যতেজঃসংযোগ আর বিলয়নের হেতু অদিব্যতেজঃসংযোগ।

শিষ্য। উহাতে যে দিব্যতেজঃসংযোগ আছে তাহার লিঙ্গ বা জ্ঞাপক হেতু কি?

গুরু। বিস্ফূর্জ্জথু, অর্থাৎ বজ্রধ্বনি। এই বিষয়ে বৈদিক লিঙ্গও আছে।

শিষ্য। বিস্ফূর্জ্জথু কিসে হয়?

গুরু। তেজের সহিত জলের যে সংযোগ এবং মেঘ হইতে যে তাহার বিভাগ তাহা হইতে বিস্ফূর্জথু হয়।

শিষ্য। দিগ্‌দাহাদিরূপ যে তেজঃ-কর্ম্ম আর বৃক্ষাদিক্ষোভ-জনক যে বায়ু-কর্ম্ম তাহা কিসে হয়?

গুরু। ভূকম্পাদির ন্যায় উহা অদৃষ্টকারিত অর্থাৎ ফলভোক্তার ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট দ্বারা কিংবা দৃষ্টির অতীত কোনও শক্তি দ্বারা উহা হয়।

শিষ্য। অদৃষ্টকারিত কর্ম্ম আর কি আছে?

গুরু। অগ্নির উর্দ্ধজ্বলন, বায়ুর তির্য্যগ্‌গমন, পরমাণু ও মনের যে আদ্য কর্ম্ম—এই সকল অদৃষ্টকারিত, অর্থাৎ উহা যাহার অনুকূল তাহার শুভাদৃষ্ট দ্বারা হয়, আর যাহার প্রতিকূল তাহার দুরদৃষ্ট দ্বারা হয়, কিংবা দর্শনের অতীত কোনও শক্তি দ্বারা হয়।

শিষ্য। মনের পরবর্ত্তী বা অতীত কর্ম্ম সকল কিসের অধীন?

গুরু। উহা আত্মসংযোগ ও আত্মপ্রযত্নের অধীন।

শিষ্য। মনের যে কর্ম্ম আছে তাহার প্রমাণ কি?

গুরু। আত্মার সহিত মনের সন্নিকর্ষে, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সন্নিকর্ষে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষে যথাসম্ভব সুখ ও দুঃখ হয়,—ইহাই মনঃ-কর্ম্মের প্রমাণ।

শিষ্য। যদি মনের কর্ম্ম থাকে তবে তাহার নিরোধ কিরূপে হইতে পারে?

গুরু। মন যখন আত্মমাত্রে অবস্থিত অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ হয়

তখন আর মনে কর্ম্মের উৎপত্তি হয় না, সে অবস্থায় শরীরাবচ্ছেদে যে দুঃখ হয় না—তাহাই যোগ, এই যোগ দ্বারা নিরোধ হয়।

শিষ্য। অদৃষ্টকারিত কর্ম্ম আর কি আছে ?

গুরু। অপসর্পণ অর্থাৎ মরণাবস্থায় দেহ হইতে মনের উৎক্রমণ, উপসর্পণ অর্থাৎ দেহান্তরোৎপত্তিতে বা জন্মদশায় তাহাতে মনের প্রবেশ, অশিত-পীত সংযোগ অর্থাৎ অন্নজলাদির সম্বন্ধজনক কর্ম্মবিশেষ, কার্য্যান্তর-সংযোগ অর্থাৎ মনের সহিত ইন্দ্রিয় ও প্রাণের দেহান্তরে সংযোগজনক কর্ম্ম বিশেষ—এই সকল অদৃষ্টকারিত, অর্থাৎ যাহার অনুকূল তাহার শুভাদৃষ্ট আর যাহার প্রতিকূল তাহার দুরদৃষ্ট দ্বারা অথবা দর্শনের অতীত কোনও শক্তি দ্বারা হয়।

শিষ্য। দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মের অনেক কথা হইল; ইহাদের কোন বিশেষ আছে কি ?

গুরু। অর্থ বলিতে দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মকেই বুঝায়, অর্থাৎ দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম—এই তিনেই অর্থ-শব্দের সঙ্কেত আছে।

শিষ্য। মোক্ষ কি ?

গুরু। অদৃষ্টের অভাবে শরীরান্তরের সহিত পুনঃ সংযোগের অর্থাৎ জন্মের যে অভাব হয় এবং দুঃখের যে আর প্রাদুর্ভাব হয় না—তাহা মোক্ষ।

শিষ্য। দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মের অবিশেষ বা সাধর্ম্ম্য কি ?

গুরু। দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মের সত্তাবত্ত্ব, যথাসম্ভব অনিত্যত্ব,

দ্রব্যসমবায়িকারণকত্ব, কার্য্যত্ব, কারণত্ব, সামান্যবত্ত্ব, বিশেষবত্ত্ব, ও সামান্যবিশেষবত্ত্ব অবিশেষ বা সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম—ইহারা সৎ, যথাসম্ভব অনিত্য, দ্রব্যসমবায়িকারণক (দ্রব্যরূপসমবায়িকারণসম্বদ্ধ অর্থাৎ দ্রব্যাদিত্রয়ের সমবায়িকারণ দ্রব্য), কার্য্য, কারণ, সামান্যযুক্ত, বিশেষযুক্ত, সামান্যবিশেষযুক্ত।

শিষ্য। দ্রব্য ও গুণের সাধর্ম্ম্য কি?

গুরু। দ্রব্য ও গুণের সজাতীয়ারম্ভকত্ব সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ দ্রব্য ও গুণ আপন জাতীয়কে উৎপাদন করে।

শিষ্য। উদাহরণ কি?

গুরু। তন্তুপ্রভৃতি অবয়ব দ্রব্য পটাদিরূপ অবয়বী দ্রব্যের জনক হয় এবং তন্তুর রূপ প্রভৃতি অবয়বের গুণ অবয়বীর গুণের অর্থাৎ পটাদির রূপ প্রভৃতির জনক হয়।

শিষ্য। দ্রব্য গুণের ন্যায় কর্ম্ম সজাতীয়ের আরম্ভক হয় কি?

গুরু। না; কর্ম্মসাধ্য কর্ম্ম নাই অর্থাৎ এক কর্ম্ম অপর কর্ম্মের উৎপাদ্য বা উৎপাদক হয় না।

শিষ্য। দ্রব্যের পরস্পর সাধর্ম্ম্য কি?

গুরু। সজাতীয়ানাশকত্ব সাধর্ম্ম্য হয় অর্থাৎ দ্রব্য নিজের কার্য্য বা কারণকে নষ্ট করে না।

শিষ্য। তবে দ্রব্যের বিনাশ কিরূপে হয়?

গুরু। আশ্রয়ের নাশে বা আরম্ভক সংযোগের নাশে জন্য দ্রব্য নষ্ট হয়, অর্থাৎ আশ্রয়দ্রব্য বা অবয়ব দ্রব্য নষ্ট হইলে

আশ্রয়ী দ্রব্যের বা অবয়বী দ্রব্যের নাশ হয়, অথবা আরম্ভক সংযোগের নাশে অবয়বী দ্রব্যের নাশ হয়।

শিষ্য। ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। সরল কথা বুঝিতে পার না কেন? দেখ না কেন? তন্তু নষ্ট হইলে বস্ত্র নষ্ট হয়, তথবা তন্তুর যে পরস্পর সংযোগ তাহার নাশে অর্থাৎ সূত্রগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলে বস্ত্র নষ্ট হয়।

শিষ্য। দ্রব্যের ন্যায় গুণও কি নিজের কার্য্যের বা কারণের নাশক হয় না?

গুরু। গুণ সেইরূপ নহে, গুণ উভয় প্রকারে অর্থাৎ গুণ ক্বচিৎ নিজের কারণকে নষ্ট করে, ক্বচিৎ নিজের কার্য্যকে নষ্ট করে; যথা কার্য্যীভূত দ্বিতীয় শব্দ কারণীভূত প্রথম শব্দকে নাশ করে, এবং কারণীভূত উপান্ত্য শব্দ কার্যীভূত অন্ত্যশব্দকে নাশ করে।

শিষ্য। কর্ম্ম কিরূপ?

গুরু। কর্ম্ম স্বকার্য্য-বাধিত অর্থাৎ গমনরূপ কর্ম্ম স্বজন্য উত্তরদেশসংযোগরূপ যে কার্য্য তদ্দারা বাধিত অর্থাৎ উত্তরদেশ-সংযোগ হইলে গমন নষ্ট হয়।

শিষ্য। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম—এই তিনের আর কি সমান আছে।

গুরু। দ্রব্যসমবায়িকারণকত্ব সমান অর্থাৎ দ্রব্য—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম—এই তিনের যথাসম্ভব সমান সমবায়ী কারণ হয়।

শিষ্য। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের আর কি সমান আছে?

গুরু। গুণাসমবায়িকারণকত্ব সমান অর্থাৎ গুণ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম—এই তিনের যথাসম্ভব অসমবায়ি কারণ হয়। যথা তন্ত্বাদি অবয়বের সংযোগ বস্ত্রাদি অবয়বীর অসমবায়ি কারণ হয়, আর তন্তু প্রভৃতি অবয়বের রূপ বস্ত্রাদি অবয়বীর রূপের অসমবায়ি কারণ হয়, গুরুত্ব প্রভৃতি উৎক্ষেপণাদি কর্ম্মের অসমবায়ি কারণ হয়।

শিষ্য। আর কাহার কি সমান আছে?

গুরু। সংযোগ, বিভাগ, বেগ—এই তিনের কর্ম্মাসমবায়িকারণকত্ব সমান অর্থাৎ কর্ম্ম—সংযোগ, বিভাগ, বেগ—এই তিনের যথাসম্ভব অসমবায়ী কারণ হয়; যথা শর প্রভৃতিতে যে কর্ম্ম উৎপন্ন হয় তাহা ধনু ও শরের বিভাগ, উত্তর দেশের সহিত শরের সংযোগ এবং শরে বেগ জন্মাইয়া থাকে।

শিষ্য। গুণের ন্যায় কর্ম্ম দ্রব্যের অসমবায়ী কারণ হয় কি? না হইলে কেন হয় না?

গুরু। কর্ম্ম দ্রব্যের অসমবায়ী কারণ হয় না, কেন না, দ্রব্যের উৎপত্তির সময় কর্ম্মের ব্যতিরেক থাকে অর্থাৎ দ্রব্যের উৎপত্তিকালে কর্ম্ম কার্য্যাধিকরণে থাকে না।

শিষ্য। আর কাহার কি সমান হয়?

গুরু। দুই বা বহু অবয়ব দ্রব্যের একদ্রব্যকার্য্যকত্ব সমান হয় অর্থাৎ এক অবয়বী দ্রব্য দুই বা বহু অবয়ব দ্রব্যের কার্য্য হয়, যথা দুই কপালের কার্য্য এক ঘট, বহু তন্তুর কার্য্য এক পট।

শিষ্য। এক দ্রব্য যেরূপ দুই বা বহু দ্রব্যের কার্য্য হয়, এক গুণ যেরূপ দুই বা বহু গুণের কার্য্য হয়, সেইরূপ এক কর্ম্ম দুই বা বহু কর্ম্মের কার্য্য হয় কি না ?

গুরু। না, এক কর্ম্ম দুই বা বহু কর্ম্মের কার্য্য হয় না।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। কর্ম্ম সজাতীয়ের আরম্ভক হয় না।

শিষ্য। আর কি জ্ঞাতব্য আছে ?

গুরু। দ্বিত্বাদির অনেকদ্রব্যসমবায়িকারণকত্ব সমান, অর্থাৎ দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা, দ্বিপৃথক্ত্বপ্রভৃতি পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ,—ইহারা যথা সম্ভব বহু দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয় সুতরাং বহু দ্রব্যই ইহাদের সমবায়ী কারণ।

শিষ্য। যেরূপ বহুদ্রব্য হইতে এক দ্রব্য বা এক গুণ উৎপন্ন হয় সেরূপ বহু দ্রব্য হইতে এক কর্ম্ম উৎপন্ন হয় কি না ?

গুরু। না, বহু দ্রব্য হইতে এক কর্ম্ম জন্মে না।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। যেরূপ বহু অবয়ব দ্রব্যে এক অবয়বী দ্রব্য থাকে এবং বহু দ্রব্যে এক গুণ থাকে সেরূপ বহু দ্রব্যে এক কর্ম্ম থাকে না।

শিষ্য। আর কি জ্ঞাতব্য আছে ?

গুরু। দুই বা বহু সংযোগের একদ্রব্যকার্য্যকত্ব সমান বা সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ এক দ্রব্য দুই সংযোগের কার্য্য এবং এক দ্রব্য বহু সংযোগের কার্য্য হয়। যথা দুই কপালসংযোগ হইতে

এক ঘট উৎপন্ন হয় এবং বহুতন্তুসংযোগ হইতে এক পট (বস্ত্র) উৎপন্ন হয়।

শিষ্য। আর কি জ্ঞাতব্য আছে?

গুরু। অনেক রূপের একরূপকার্য্যকত্ব সমান বা সাধর্ম্ম্য, অর্থাৎ দুই বা বহুরূপ হইতে একরূপ উৎপন্ন হয়, যথা দুই কপাল-রূপ হইতে এক ঘট-রূপ জন্মে, বহু তন্তুরূপ হইতে এক পট-রূপ জন্মে।

শিষ্য। আর কি জ্ঞাতব্য আছে?

গুরু। গুরুত্ব, প্রযত্ন, সংযোগ— এই তিনের এক উৎক্ষেপণ-কার্য্যকত্ব সমান অর্থাৎ গুরুত্ব, প্রযত্ন, সংযোগ—এই তিন হইতে এক উৎক্ষেপণ জন্মে। যথা উৎক্ষেপ্য লোষ্টাদির গুরুত্ব, উৎক্ষেপ্তার প্রযত্ন এবং উৎক্ষেপ্যে উৎক্ষেপকের হস্ত সংযোগ—এই তিন হইতে এক উৎক্ষেপণ কর্ম্ম জন্মে।

শিষ্য। আর কি জ্ঞাতব্য আছে?

গুরু। কর্ম্মের সংযোগ-বিভাগ-বেগকার্য্যকত্ব সমান বা সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সংযোগ, বিভাগ ও বেগ—এই সকল বহু কর্ম্মের কার্য্য, দৃষ্টান্ত দেখ—উৎক্ষেপণ হইতে উৎক্ষেপ্যের ঊর্দ্ধ সংযোগ হয়, হস্ত হইতে বিভাগ হয় এবং উৎক্ষেপ্যে বেগ জন্মে।

শিষ্য। আর কি জ্ঞাতব্য আছে?

গুরু। কর্ম্ম—দ্রব্য ও কর্ম্মের অসমবায়ী কারণ হয় না, সুতরাং কর্ম্মে দ্রব্যকর্ম্মাসমবায়িকারণকত্বাভাব আছে।

শিষ্য। নিষ্ক্রিয় কি কি?

গুরু। আকাশ, কাল, দিক্, (আত্মা), গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থ নিষ্ক্রিয়।

শিষ্য। গুণ ও কর্ম্ম যদি নিষ্ক্রিয় হয় তবে দ্রব্যে তাহাদের কর্ম্মাধীন সমবায় কিরূপে হয় ?

গুরু। নিষ্ক্রিয়ের সম্বন্ধ কর্ম্ম হইতে হয় না, অর্থাৎ উহা কর্ম্ম-জন্য নহে।

শিষ্য। গুণ যদি কর্ম্মশূন্য হয় তবে কর্ম্মের কারণ কিরূপে হয় ?

গুরু। গুণ কর্ম্মের সমবায়ি কারণ হয় না, পরন্তু অন্য কারণ হয়, উহাতে বাধা নাই।

শিষ্য। 'ইদানীং গচ্ছতি' ইত্যাদি ব্যবহারতঃ কালে কর্ম্ম মানিতে হয় কি ?

গুরু। না।

শিষ্য। তবে এইরূপ ব্যবহার হয় কেন ?

গুরু। উহা সমবায়িকারণ হয় না, অন্য কারণ হয়।

শিষ্য। 'প্রাচ্যাং গচ্ছতি' (প্রাচীতে যায়) ইত্যাদি ব্যবহারতঃ প্রাচী প্রভৃতি দিকে কর্ম্ম মানিতে হয় কি ?

গুরু। না; উহা সমবায়ি কারণ নহে, উহা অন্য কারণ।

শিষ্য। সামান্য কি ?

গুরু। সামান্য ও বিশেষ—এই উভয় বুদ্ধ্যাপেক্ষ, তন্মধ্যে যাহা অনুবৃত্তির বা অধিকদেশবৃত্তির কারণ হয় তাহা সামান্য আর যাহা ব্যাবৃত্তির বা অল্পদেশবৃত্তির কারণ হয় তাহা বিশেষ

হয় অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম—এই তিনে সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান যে সত্তা উহা সামান্যই হয় উহা কখনও বিশেষ হয় না।

শিষ্য। এই সত্তা কি।

গুরু। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম এই তিনে 'সৎ' ইত্যাকার যে ব্যবহার ও জ্ঞান হয় তাহার হেতু যে সামান্য তাহার নাম সত্তা।

শিষ্য। সত্তা কি দ্রব্যাদিস্বরূপ ?

গুরু। না ; সত্তা দ্রব্যও নহে, গুণও নহে, কর্ম্মও নহে, পরন্তু উহা দ্রব্যাদির অতিরিক্ত পদার্থ।

শিষ্য। সত্তা দ্রব্যাদিস্বরূপ নহে কেন ?

গুরু। গুণে ও কর্ম্মে থাকায়।

শিষ্য। ইহার তাৎপর্য্য কি ?

গুরু। তাৎপর্য্য এই—দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম—এই তিনে সত্তা থাকে, সত্তা যদি দ্রব্যাদির স্বরূপই হইত তবে আর গুণ কর্ম্মে থাকিতে পারিত না, কেন না, দ্রব্য গুণ কর্ম্ম—এই তিনের কোন পদার্থই গুণে ও কর্ম্মে থাকে না।

শিষ্য। আর কি যুক্তি আছে ?

গুরু। সত্তা দ্রব্যস্বরূপ হইলে তাহাতে দ্রব্যের সামান্য-বিশেষ বা দ্রব্যত্ব থাকিত, গুণস্বরূপ হইলে তাহাতে গুণের সামান্যবিশেষ বা গুণত্ব থাকিত, কর্ম্মস্বরূপ হইলে তাহাতে কর্ম্মের সামান্যবিশেষ বা কর্ম্মত্ব থাকিত, যখন সত্তায় দ্রব্যত্ব,

গুণত্ব ও কর্ম্মত্ব থাকে না তখন সত্তা দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মের স্বরূপ নহে।

শিষ্য। সত্তা এক কি অনেক?

গুরু। সত্তা এক, অনেক নহে।

শিষ্য। কেন?

গুরু। 'সৎ' ইত্যাকার প্রতীতির লিঙ্গে কোন বিশেষ নাই এবং সত্তার অনেকত্বে অপর বিশেষ কোন লিঙ্গও নাই এইজন্য সত্তা একই অনেক নহে।

শিষ্য। সত্তা নিত্য কি অনিত্য?

গুরু। সত্তা নিত্যই, অনিত্য নহে।

শিষ্য। দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্ম্মত্ব প্রভৃতি কিরূপ?

গুরু। উহারা সামান্যবিশেষ অর্থাৎ দ্রব্যত্ব পৃথিবীত্বাদির অপেক্ষায় অনুবৃত্তির হেতু এজন্য সামান্য, আর সত্তার অপেক্ষায় ব্যাবৃত্তির হেতু এজন্য বিশেষ; এবং গুণত্ব রূপত্বাদির অপেক্ষায় অনুবৃত্তির হেতু এজন্য সামান্য আর সত্তার অপেক্ষায় ব্যাবৃত্তির হেতু এজন্য বিশেষ; এবং কর্ম্মত্ব উৎক্ষেপণত্বাদির অপেক্ষায় অনুবৃত্তির হেতু এজন্য সামান্য, আর সত্তার অপেক্ষায় ব্যাবৃত্তির হেতু এজন্য বিশেষ। এইরূপ পৃথিবীত্বাদিও ঘটত্বাদির অপেক্ষায় অনুবৃত্তির হেতু এজন্য সামান্য আর দ্রব্যত্বাদির অপেক্ষায় ব্যাবৃত্তির হেতু এজন্য বিশেষ হয়।

শিষ্য। দ্রব্যত্বাদি দ্রব্যাদিস্বরূপ কি না?

গুরু। না; ইহারা দ্রব্যাদিস্বরূপ নহে পরন্তু দ্রব্যাদি

হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, কেন না, দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্ম্মত্ব—ইহারা দ্রব্য, গুণ বা কর্ম্মের স্বরূপ হইলে দ্রব্য, গুণ বা কর্ম্মে থাকিতে পারে না, এবং তাহাতে দ্রব্যাদির ধর্ম্ম দ্রব্যত্বাদি থাকিতে পারিত অর্থাৎ দ্রব্যত্ব দ্রব্যস্বরূপ হইলে তাহাতে দ্রব্যের ধর্ম্ম দ্রব্যত্ব থাকিতে পারে, গুণস্বরূপ হইলে তাহাতে গুণের ধর্ম্ম গুণত্ব থাকিতে পারে, কর্ম্মস্বরূপ ইহলে তাহাতে কর্ম্মের ধর্ম্ম কর্ম্মত্ব থাকিতে পারে, বস্তুতঃ দ্রব্যত্বাদিতে দ্রব্যত্ব গুণত্ব বা কর্ম্মত্ব থাকে না, এজন্য উহারা দ্রব্যাদিস্বরূপ নহে।

শিষ্য। দ্রব্যত্বাদি সকল ভাবই কি সামান্য-বিশেষ হয়?

গুরু। না; পরমাণু বা পরমাণু প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যে অবস্থিত যে ব্যাবৃত্তির হেতু অন্ত্য বিশেষ তাহা ব্যাবৃত্তির হেতু বলিয়া বিশেষই হয় সামান্যবিশেষ নহে।

শিষ্য। সমবায় কি?

গুরু। অযুতসিদ্ধ অর্থাৎ অপৃথগ্‌ভাবে সিদ্ধ যে কারণ ও কার্য্য তন্মধ্যে এই কারণে এই কার্য্য আছে—এইরূপ জ্ঞান ও ব্যবহার যাহা হইতে হয় তাহার নাম সমবায়। ইহার বিশেষ 'সাধারণন্যায়-রহস্যে' বলা হইয়াছে, স্মরণ কর।

শিষ্য। সমবায় এক কি বহু?

গুরু। উহা এক।

শিষ্য। উহা নিত্য কি অনিত্য?

গুরু। উহা নিত্য।

শিষ্য। সমবায় কি দ্রব্যাদিস্বরূপ, কিংবা তদতিরিক্ত?

গুরু। সমবায় দ্রব্যাদিস্বরূপ নহে, পরন্তু সত্তার ন্যায় দ্রব্যাদির অতিরিক্ত।

শিষ্য। প্রমাণ কি ?

গুরু। প্রমা অর্থে যথার্থ জ্ঞান, যাহা উহার করণ তাহার নাম প্রমাণ।

শিষ্য। এই মতে প্রমাণ কতিবিধ, এবং কি কি ?

গুরু। প্রমাণ দ্বিবিধ,—(১) প্রত্যক্ষ, (২) লৈঙ্গিক অর্থাৎ অনুমান। ইহার বিশেষ বিবরণ "সাধারণ ন্যায়-রহস্যে" বলা হইয়াছে, স্মরণ কর।

শিষ্য। শব্দ ও উপমানাদি প্রমাণ কি না ?

গুরু। উহারা যথাসম্ভব উক্ত দ্বিবিধ প্রমাণেরই অন্তর্গত সুতরাং এইমতে পৃথক্ প্রমাণ নহে।

শিষ্য। এই মতে মূল কারণের স্বরূপ কি ?

গুরু। অজন্য, অবিনাশী ও ভাবরূপ যে পদার্থ তাহাই বিশেষ মূল কারণ।

শিষ্য। উহার লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় কি না ?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। মহত্ত্ব না থাকায় তাহার প্রত্যক্ষ হয় না।

শিষ্য। তবে মূল কারণের জ্ঞান কিসে হয় ?

গুরু। অনুমিতি দ্বারা, উহা অনুমেয় অর্থাৎ তাহার কার্য্য দ্বারা তাহার অনুমিতি হয়।

শিষ্য। কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ ? কিংবা অসৎ ? অসৎ হইলে তাহা কেন ?

গুরু। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ, অর্থাৎ অস্তিত্বশূন্য, কেন না, তখন তাহার ক্রিয়া, গুণ ও ব্যপদেশ অর্থাৎ নাম থাকে না।

শিষ্য। কার্য্য যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে সর্ব্বথা অসৎই হয় তবে তন্তু প্রভৃতি হইতে নিয়মতঃ পটাদির উৎপত্তি কিরূপে হয় ?

গুরু। কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে সর্ব্বথা অসৎ নহে, পরন্তু উহা কারণরূপে সৎ আর কার্য্যরূপে অসৎ।

শিষ্য। কার্য্য যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণরূপে সৎই থাকে তবে আর কারণব্যাপারের প্রয়োজন কি ?

গুরু। কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণরূপে সৎ বটে কিন্তু কার্য্যরূপে সৎ নহে সুতরাং ক্রিয়া গুণ ও ব্যপদেশ দ্বারা কার্য্যরূপে সৎ করাই কারণ-ব্যাপারের প্রয়োজন।

শিষ্য। কারণ-ব্যাপার দ্বারা ঘটাদিকার্য্য সৎ হইয়া চিরসৎই থাকে কি ?

গুরু। না ; ঘটাদি কার্য্য সৎ হইয়াও মুদ্গরাদির প্রহারে আবার অসৎ বা অবিদ্যমান হইয়া থাকে।

শিষ্য। ঘটাদিকার্য্য অসৎ হইলে আকাশকুসুমাদি হইতে তাহার বিশেষ কি ?

গুরু। ঘটাদিকার্য্য কদাচিৎ সৎ হয়, কদাচিৎ অসৎ হয়,

আর আকাশকুসুমাদি অত্যন্ত অসৎ, ইহা কখনও সৎ হয় না, এই বিশেষ।

শিষ্য। ঘটাদিকার্য্য কারণব্যাপারে সৎ হইয়া মুদ্গর-প্রহারাদি দ্বারা যখন অসৎ হয় তখন তাহার কিরূপে প্রত্যক্ষ হয়?

গুরু। অতীত ঘটাদির প্রত্যক্ষ না হওয়ায় এবং অতীত ঘটাদির স্মরণ হওয়ায় ঘটাদি কার্য্য এখন 'অসৎ'—এইরূপে প্রত্যক্ষ হয়।

শিষ্য। কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে কিরূপ প্রত্যক্ষ হয়?

গুরু। যেমন অতীতের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় ও অতীতের স্মরণে "অসৎ" এইরূপে প্রত্যক্ষ হয় সেইরূপ কারণ সামগ্রীর দর্শনে ঘটাদিকার্য্য এখন 'অসৎ' এইরূপ প্রত্যক্ষ হয়।

শিষ্য। আর কি জ্ঞাতব্য আছে?

গুরু। অবিদ্যমান কার্য্যে যেরূপ 'অসৎ' ইত্যাকার প্রত্যক্ষ হয় সেরূপ ঘটভিন্ন বস্তুতে 'অঘট' ইত্যাকার, গোভিন্ন বস্তুতে 'অগো' ইত্যাকার, ধর্ম্মভিন্নে 'অধর্ম্ম' ইত্যাকার প্রত্যক্ষ হয়।

শিষ্য। 'নাস্তি ঘটো গেহে' (গৃহে ঘট নাই) এ স্থলে প্রত্যক্ষের বিষয় কি হয়?

গুরু। এস্থলে বিদ্যমান ঘটের গৃহের সহিত যে সম্বন্ধ থাকে তাহার প্রতিষেধই প্রত্যক্ষের বিষয় হয় অর্থাৎ এস্থলে গৃহের সহিত ঘটের যে সম্বন্ধ তাহার অভাবেরই প্রত্যক্ষ হয়।

শিষ্য। আকাশকুসুমাদি কারণের ব্যাপার দ্বারা কখনও 'সৎ' হয় না কি?

গুরু। না, কখনও না।

শিষ্য। কারণ কাহাকে বলে?

গুরু। যাহা অন্যথাসিদ্ধিশূন্য হইয়া অবশ্যক্লিপ্তনিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী হয় তাহার নাম কারণ।

শিষ্য। উহা কতিবিধ এবং কি কি?

গুরু। উহা ত্রিবিধ,—(১) সমবায়ি কারণ, (২) অসমবায়ি কারণ, (৩) নিমিত্ত কারণ।

শিষ্য। সমবায়ি কারণ কি?

গুরু। কার্য্য যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে তাহা সমবায়ি কারণ।

শিষ্য। কোন পদার্থ সমবায়ি কারণ হয়?

গুরু। দ্রব্য, অর্থাৎ দ্রব্যে কার্য্যের সমবায় থাকায় দ্রব্যেই 'সমবায়ি কারণ'—এইরূপ প্রতীতি ও প্রয়োগ হয়, সুতরাং দ্রব্যই সমবায়ি কারণ হয়।

শিষ্য। অসমবায়ি কারণ কি?

গুরু। যাহা সমবায়ি কারণে বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্যের জনক হয় বা কার্য্য জন্মায় তাহা অসমবায়ি কারণ।

শিষ্য। কে কেন অসমবায়ি কারণ হয়?

গুরু। সমবায়ি কারণে সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্য জন্মায় বলিয়া যথাসম্ভব গুণ ও কর্ম্ম অসমবায়ি কারণ হয়। যথা ঘটের অসমবায়ি কারণ কপালসংযোগ, পটাদির অসমবায়ি কারণ তন্তুসংযোগ প্রভৃতি। অবয়বীতে সমবেত রূপাদির

অসমবায়ি কারণ অবয়বে সমবেত রূপাদি গুণ। গমনাদি কর্ম্ম সংযোগাদি গুণের অসমবায়ি কারণ হয়।

শিষ্য। নিমিত্ত কারণ কি ?

গুরু। সমবায়ি কারণ ও অসমবায়ি কারণ এই উভয় ভিন্ন যে কারণ তাহাই নিমিত্ত কারণ।

শিষ্য। বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্ত আর কি কি আছে ?

গুরু। তোমার অবশ্য জ্ঞাতব্য প্রায় সকল সিদ্ধান্তই বলা হইয়াছে, ইহাতে কোন কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে "সাধারণ ন্যায়-রহস্যে"র সেই সেই স্থান স্মরণ করিয়া সন্দেহ দূর করিবে, এই স্থানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আজ এখানেই বিশ্রাম হউক। অতঃপর "সাংখ্য-রহস্য" বলিব।

৺ দশমহাবিদ্যাসিদ্ধ ৺ সর্ব্বানন্দ (সর্ব্ববিদ্যা) কুলোৎপন্ন

মহামহোপাধ্যায়—মহামহাধ্যাপক

শ্রীঅন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি-প্রণীত

"বৈশেষিক-রহস্য"

সমাপ্ত ॥



